স্টিভ বেরি'র

অ্যাম্বার রুম

অনুবাদ : জাহিদ হোসেন

অ্যাম্বার রুম মানুষের সৃষ্ট সবচাইতে মূল্যবান একটি সম্পদ–ইতিহাসের সচবচাইতে রহস্যময় কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়ও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪১ সালে জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে অ্যাম্বার রুম কোনো হদিস পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখন সেই মূল্যবান সম্পদের খোঁজে নেমেছে একদল মানুষ আর এদিকে বৃদ্ধ ক্যারল বোরিয়ার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বদলে যায় আটলান্টার বিচারক রাচেল কাটলারের জীবন। অ্যাম্বার রুমের সিক্রেটটা চলে আসে তার কাছে। উন্মোচিত হতে থাকে ইতিহাসের অকথিত কাহিনী। হত্যা-খুন আর বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ এক ট্রেজার হান্ট–শেষ পর্যন্ত কি অ্যাম্বার রুমের হদিস পাওয়া গেলো কিনা জানতে হলে পড়ুন স্টিভ বেরির বেস্টসেলার উপন্যাস অ্যাম্বার রুম।

'ঐতিহাসিক অ্যাম্বার রুম নিয়ে এই থৃলারটি ট্রেজার-হান্ট ভক্তদের তৃষ্ণা মেটাবে'

-ইউএস টুডে

'তথ্যবহুল আর গতিসম্পন্ন একটি থৃলার'

–বুক রিভিউ

'এটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে নির্মিত সমসাময়িক একটি থৃলার'

–নিউ ইয়র্ক টাইমস

'ঠিক আমি যেরকম থৃলার পছন্দ করি'

–ড্যান ব্রাউন

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872927-5
9 789848 729274

আমেরিকার থৃলার লেখক প্রফেসর এবং সাবেক অ্যাটর্নি স্টিভ বেরি ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারী এই লেখকের প্রথম উপন্যাস অ্যাম্বার রুম। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের এই উপন্যাসটি পাঠকমহলে দারুণ সমাদৃত হলে লেখালেখিতে নিয়মিত হয়ে পড়েন। বর্তমানে আইনপেশার সাথে সাথে নিয়মিত লেখালেখি করে যাচ্ছেন তিনি। স্ত্রী এলিজাবেথের সাথে মিলে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক আর ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। বর্তমানে পরিবার পরিজন নিয়ে আমেরিকার ফ্লোরিডায় বসবাস করছেন।

স্টিভ বেরি'র

অ্যাম্বার রুম

banglabooks.in

অনুবাদ : জাহিদ হোসেন

banglabooks.in

বাতিঘর

অ্যাম্বার রুম

মূল : স্টিভ বেরি

অনুবাদ : জাহিদ হোসেন

Amber Room

copyright©2011 by Steve Berry

অনুবাদস্বত্ব © ২০১১ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : আনিস ভাই

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ :
জর্জ বার্নাড শ'র একজন 'অনুরাগী' ভক্তকে

Questions of science, science and progress
Don't speak as loud as my heart.

-Coldplay
The scientist

মুখবন্ধ

মউতহৌসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, অস্ট্রিয়া

১০ এপ্রিল, ১৯৪৫

বন্দীরা তাকে `*Yxo*–ইয়ারস্–অর্থাৎ কান বলে ডাকে কারণ ৮ নাম্বার ছাউনিতে সে-ই একমাত্র রাশিয়ান যে কিনা জার্মান বোঝে। কেউ কখনো তাকে তার আসল নাম ক্যারল বোরিয়া বলে ডাকে না। এক বছর আগে যখন সে প্রথম ক্যাম্পে ঢোকে তখন থেকে ওয়াই-এক্স-ও বা ইয়ারস্ তার লেবেলে পরিণত হয়েছে। এ নামটাকে সে মর্যাদার সাথে নেয়, নেয় আত্মতৃপ্তির সাথে।

"কি শুনছো তুমি?" অন্ধকারের মধ্য থেকে এক বন্দী তাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো। সে জানালার শার্সির সাথে কান ঠেকিয়ে আছে; তার প্রশ্বাস শুষ্ক, গুমোট বাতাসে মাকড়সার জালের মতই অস্পষ্ট।

"তারা কি আরো বেশি মজা পেতে চাচ্ছে?" আরেকজন বন্দী জিজ্ঞেস করলো। দুরাত আগে গার্ডরা এসেছিলো ৮ নাম্বার ছাউনিতে একজন রাশিয়ানের খোঁজে। সে ছিলো কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী রস্তভ থেকে আগত এক পদাতিক সৈন্য, ক্যাম্পে অপেক্ষাকৃত নতুন। তার আর্তনাদ রাতভর শোনা গেছে। এক সময় তা স্তব্ধ হয় কয়েকটি পৃথক গুলির শব্দে; তার রক্তাক্ত দেহ পরবর্তী সকালে প্রধান ফটকের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় সবাইকে দেখানোর জন্য।

সে শার্সির কাছ থেকে দ্রুত একবার ফিরে তাকালো। "আস্তে। বাতাসের জন্য কিছু শোনা যাচ্ছে না।" উকুনে ভর্তি বাংকগুলো তিন সারিতে বিভক্ত, প্রত্যেক বন্দীর জন্য এক স্কয়ার মিটারেরও কম জায়গা বরাদ্দ আছে। শতজোড়া বসে যাওয়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার নেতৃত্বের প্রতি সবার গভীর শ্রদ্ধা। কেউ এতটুকু উত্তেজিত হলো না, মউতহৌসেনের বিভীষিকা তাদের ভীতিকে অনেক আগেই শুষে নিয়েছে। হঠাৎ সে জানালার কাছে থেকে ঘুরে বসলো।

"তারা আসছে।"

কিছুক্ষণ পরেই খুলে গেলো ছাউনির দরজা। বরফের মতো হিম রাতের পিছু বেয়ে ছাউনি ৮-এর তত্ত্বাববধায়ক সার্জেন্ট হুমার ভেতরে প্রবেশ করলো।

"আখতুং!"

ক্রস হুমার হলো এসএস-এর শুৎস্টাফেল। আরো দু'জন এসএস তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। মউতহসেনের সকল প্রহরীই এসএস। হুমারের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। কখনো থাকেও না। নিরাপত্তার জন্য নিজের ছয় ফুটের পেশিবহুল শরীরই যথেষ্ট তার কাছে।

"কয়েকজন ভলান্টিয়ার দরকার," হুমার বললো। "এই যে, তুমি, তুমি আর তুমি।"

সর্বশেষ ভলান্টিয়ারটি হচ্ছে বোরিয়া। হচ্ছেটা কি, বিস্মিত বোরিয়া ভাবতে লাগলো। কয়েকজন বন্দী রাতে মারা যাবার পর থেকে ডেথ চেম্বারটি অলস হয়ে পড়ে আছে। মধ্যবর্তী সময়টুকু পরবর্তী দিনের হত্যাযজ্ঞের জন্য গ্যাস বের করা এবং টাইলস পরিস্কার করার কাজে ব্যয় করা হয়েছে। প্রহরীরা নিজেদের ব্যারাকে লোহার উনুনের পাশে বসে শীত নিবারণ করাকেই শ্রেয় মনে করেছে। সেরকমভাবেই ডাক্তার এবং তাদের সহচরেরা ঘুমিয়ে আরেকটি দিনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছে–যে সব পরীক্ষায় বন্দীরা ল্যাবের পশুর মতো ব্যবহৃত হয়।

হুমার সোজা বোরিয়ার দিকে তাকালো। "তুমি আমার কথা বুঝতে পারো, তাই না?"

সে কিছু না বলে প্রহরীর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। এক বছরের বিভীষিকা তাকে নীরবতার মূল্য হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দিয়েছে।

আরেকজন প্রহরী পাশ কাটিয়ে গেলো, তার বাড়ানো হাতে চারটি উলের ওভার কোট।

"কোট?" একজন রাশিয়ান চাপা কণ্ঠে বললো।

কোনো বন্দীই কোট পরে না। প্রত্যেক বন্দীকে আগমনের দিনেই দেয়া হয় একটি নোংরা ক্যানভাসের শার্ট আর শতচ্ছিন্ন প্যান্ট, এই কাপড়গুলো পুণরায় নতুন কোন বন্দীকে দেয়া হতো। প্রহরীটি কোটগুলো মেঝেতে ফেলে দিলো।

হুমার তা দেখিয়ে বললো, "ম্যান্টেল অ্যানমিয়ন।"

বোরিয়া নীচু হয়ে কাপড়ের স্তুপ থেকে একটা তুলে নিলো। "সার্জেন্ট এগুলো পরতে বলছে," রাশিয়ান ভাষায় বুঝিয়ে দিলো সে।

অপর তিনজন তাকে অনুসরণ করলো।

উলের ওভারকোট তার গায়ে কর্কশভাবে ঘষা খেলেও ভালোই লাগছে তা পরতে। অনেক দিন পর সে কিছুটা উষ্ণতা অনুভব করলো।

"বাইরে," হুমার বললো।

রাশিয়ান তিনজন বোরিয়ার দিকে তাকালে সে দরজার দিকে ইশারা করতেই তারা সবাই বাইরে বেরিয়ে আসলো।

হুমার তাদেরকে বরফ ও কুয়াশার ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বড় মাঠের দিকে; ঠাণ্ডা বাতাসের গর্জন শোনা যেতে থাকলো কাঠের ছাউনির মধ্য দিয়ে। আশি হাজার লোক সংলগ্ন দালানগুলোতে গাদাগাদি করে আছে যা কিনা বোরিয়ার নিজের প্রদেশ বেলারুসের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। সে এই ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, জন্মভূমি দর্শন তার কপালে আর নেই। সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, তবুও মাঝেমাঝে হিসাব রাখার চেষ্টা করে সে। এটা মার্চের শেষের দিক। না। এপ্রিলের

প্রথম ভাগ। জমাট বাঁধা শীত। কেন সে মারা যায় না? শত শত লোক তো প্রতিদিনই মৃত্যুকে বরণ করছে। এই নরকে বেঁচে থাকাই কি তার নিয়তি?

কিন্তু কি জন্য?

হুমার বামদিকে মোড় নিয়ে একটি উন্মুক্ত জায়গায় প্রবেশ করলো। বন্দীদের আরো কিছু ছাউনি একপাশে দণ্ডায়মান। অপর পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পের রান্নাঘর, কয়েদখানা এবং হাসপাতাল। অনতিদূরে রোলারটি দাঁড়িয়ে আছে; এক টন স্টিলের এই যন্ত্রটিকে প্রতিদিন বরফের উপর দিয়ে টানা হয়। সে মনে মনে আশা করল এই অপ্রিয় কাজটা এখন তাদেরকে করতে হবে না। হুমার চারটা উঁচু খুঁটির সামনে এসে থামলো।

দুদিন আগে পাশের বনে বোরিয়াসহ দশজন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তিনটি পপলার গাছ কাটে এবং তা করতে গিয়ে একজন বন্দী হাত ভেঙে ফেললে তাকে ওখানেই গুলি করে মারা হয়। গাছগুলোর ডাল-পালা এবং গুঁড়ি কেটে ক্যাম্পে নিয়ে এসে পুঁতে রাখা হয় বড় মাঠটিতে। গত দুদিন যাবত খুঁটিগুলোর জন্য কোনো পাহারার ব্যবস্থা ছিলো না। এখন দুজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে। মাথার উপরের জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক বাতি চারপাশকে ধোঁয়াটে করে তুলেছে।

"এখানে দাঁড়াও," হুমার বললো।

ধপ্‌ধপ্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে কয়েদখানার ভেতর ঢুকে গেলো সার্জেন্ট। কয়েদখানার হলুদাভ বাতির আলো খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চারজন নগ্নপুরুষকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। তাদের মাথা ক্যাম্পের অন্যান্য রাশিয়ান, পোল এবং ইহুদি বন্দীদের মতো কামানো নয়। অন্যান্য বন্দীদের মতো তাদের হাঁটা-চলা ধীরগতিরও নয়, বরং বেশ দৃঢ়। পেশীগুলোও সবল। চোখগুলো উদাসী নয় কিংবা কোটরে বসেও যায় নি। এই লোকগুলো মোটা-সোটা আর সতেজ। সৈন্য। জার্মান। এদেরকে সে আগেও দেখেছে। পাথর খোদিত মুখ, আবেগহীন। রাতের মতোই বরফ শীতল।

তারা চারজন সোজা এবং দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে চললো, শীতের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না দেখিয়েই। হুমার তাদেরকে অনুসরণ করে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসে খুঁটিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো। "ওদিকে।"

নির্দেশিত জায়গার দিকে এগিয়ে চললো চারজন নগ্ন জার্মান। হুমার চারটি দড়ির কুণ্ডুলী বরফে ছুঁড়ে মারলো। "ওদেরকে খুঁটির সাথে বাঁধো।"

বোরিয়ার তিনজন সঙ্গী তার দিকে তাকালো। নীচু হয়ে চারটা দড়িই তুলে নিয়ে তাদেরকে দিলো বোরিয়া, সেইসাথে বলে দিলো কি করতে হবে। তারা প্রত্যেকেই একেকজন নগ্ন জার্মানের দিকে অগ্রসর হলো। প্রচণ্ড উন্মত্ততায় পেঁচিয়ে খুঁটিয়ে সাথে বাঁধলো।

"আরো শক্ত করে," চেঁচিয়ে উঠলো হুমার।

খসখসে দড়ি দিয়ে জার্মানটির নগ্ন বুকের সাথে কষে বাঁধলো সে। জার্মান সৈন্যটি ব্যথায় মোটেও কুঁকড়ে উঠলো না। হুমার বোরিয়ার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অপর তিনজনের দিকে তাকালে সে সুযোগ বুঝে ফিসফিসিয়ে জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, "কি করেছিলে তুমি?"

জার্মান কোনো উত্তর দিলো না।

সে আরো শক্ত করে দড়িটা টেনে ধরলো। "তারা তো আমাদের সাথেও এরকম করে না।"

"তোমাদের যারা বন্দী করেছে তাদেরকে অমান্য করা একটি সম্মানের কাজ," জার্মানটা ফিসিফিসিয়ে উত্তর দিলো।

হ্যা, বোরিয়া ভাবলো। আসলেই তাই।

হুমার ফিরে তাকালো। বোরিয়া শেষবারের মতো আরেকটা প্যাঁচ দিয়ে দিলো।

"ওদিকে," বললো হুমার।

সে এবং অপর তিন রাশিয়ান অবসন্নভাবে বরফের উপর দিয়ে পা টেনে চললো। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাতগুলো বগলের নিচে ঢুকিয়ে এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর নিতে থাকলো। কোটটা পরতে ভালোই লাগছে। ক্যাম্পে আসার পর এটাই তার প্রথম উষ্ণতা লাভ। এখানে আসার পরই তার পরিচয় সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হয়। ডান বাহুর উল্কি করা নাম্বার ১০৯০১ তার নতুন পরিচয়। একটি ত্রিভুজ তার শতচ্ছিন্ন শার্টটির বাম বুকে সেলাই করা। ত্রিভুজটির মাঝখানের র-টি বুঝাচ্ছে যে সে একজন রাশিয়ান। রঙও খুব গুরুত্বপূর্ণ। লাল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য। সবুজ অপরাধীদের জন্য। ডেভিডের হলুদ তারকা ইহুদিদের জন্য। কালো এবং বাদামী যুদ্ধবন্দীদের জন্য।

দেখে মনে হচ্ছে হুমার কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

বোরিয়া বাম দিকে তাকালো।

আরো বৈদ্যুতিক বাতি পুরো মাঠটাকে প্রধান ফটক পর্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে। বাইরের রাস্তা অবশ্য অন্ধকারে ঢাকা। বেড়ার ওপাশের হেডকোয়ার্টারেও কোনো আলো জ্বলছে না। সে দেখলো প্রধান ফটকটি খুলে গেলে একজন ব্যক্তি ক্যাম্পে প্রবেশ করলো। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গ্রেট কোট। তার পাতলা ট্রাউজার হাঁটু সমান উঁচু বুট জুতার নিচ পর্যন্ত প্রসারিত। হালকা রঙের হ্যাটটি মাথা ঢেকে দিয়েছে। সুগঠিত উরু আর হৃষ্টপুষ্ট পেটের অধিকারী সে। বাতির আলোয় তার সুঁচালো নাক এবং পরিস্কার চোখও উদ্ভাসিত যা মোটেই অপ্রীতিকর নয়। সাথে সাথেই চেনার মতো।

রাইখটোফেন স্কোয়াড্রনের শেষ কমান্ডার, জার্মান এয়ার ফোর্সের কমান্ডার, জার্মান সংসদের স্পিকার, ক্রশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, ক্রুশিয়ার স্টেট কাউসিলের প্রেসিডেন্ট, বন ও পশুসম্পদের রাইখ মাস্টার, রাইখ প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, বৃহত্তর জার্মান

রাইখের রাইখমার্শাল। ফুয়েরারের বাছাই করা উত্তরাধিকারী।

হারম্যান গোয়েরিং।

বোরিয়া আগেও একবার গোয়েরিংকে দেখেছে। ১৯৩৯ সালে, রোমে। গোয়েরিংয়ের সেদিন পরনে ছিলো জমকালো ধূসর সুট আর গলায় লাল রুমাল। তার মোটা আঙুলগুলোতে ছিলো চুনী আর কোটের বাম কলারে পিন দিয়ে আঁটকানো ডায়মন্ডের নাৎসি ঈগল। তিনি ঐদিন এক নিরাবেগ বক্তৃতায় জার্মানির স্থান যে সূর্যে একথা উল্লেখ করেন এবং শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা বন্দুক না মাখন চাও? তোমাদের কি শূকরের চর্বি বা ধাতব আকরিক আমদানি করা উচিত হবে? প্রস্তুতি আমাদেরকে শক্তিশালী করে তোলে, আর মাখন আমাদের শুধু মোটাই বানায়।' গোয়েরিং সেদিন তার ভাষণ আকস্মিকভাবে শেষ করেন এই প্রতিজ্ঞায় যে জার্মানি এবং ইটালি ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে। বোরিয়া বেশ মনোযোগ সহকারেই বক্তৃতা শুনেছিলো কিন্তু তার মনে কোন রেখাপাত করে নি তা।

"আশা করছি তোমরা আরামেই আছো," গোয়েরিং শান্ত স্বরে খুঁটির সাথে বাঁধা চার জার্মান বন্দীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন। কেউ কোন উত্তর দিলো না।

"সে কি বললো, `*Yxo*," ফিসফিসিয়ে একজন রাশিয়ান জিজ্ঞেস করলো বোরিয়াকে।

"সে ওদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করছে।"

"একদম চুপ," হুমার বিড়বিড়িয়ে বলল। "মনোযোগের সাথে শুনে যাও নইলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে।"

গোয়েরিং চারজন নগ্ন জার্মানের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালেন। "আমি আবারো একই প্রশ্ন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। কিছু বলার আছে তোমাদের?"

শুধু বাতাসের গর্জনই শোনা গেলো।

গোয়েরিং শীতে কম্পমান এক জার্মানের আরো কাছে গেলেন, এই জার্মানটিকেই বোরিয়া খুঁটির সাথে বেঁধেছিলো।

"ম্যাথিয়াস, অবশ্যই তুমি এভাবে মারা যেতে চাও না, তাই না? তুমি ফুয়েরার একজন বিশ্বস্ত সৈনিক।"

"ফুয়েরার সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেই," জার্মানটি তোতলিয়ে জবাব দিলো, তার শরীর প্রচণ্ড শীতে বেগুনি রঙ ধারণ করেছে।

"কিন্তু আমরা যা-ই করি সবই তার বৃহত্তর সম্মানের জন্যই করি।"

"সেজন্যই আমি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছি।"

গোয়েরিং শ্রাগ করলেন। ভঙ্গিটা এমন যেনো ঠিক করে নিচ্ছেন আরেকটি প্যাস্ট্রি খাবেন কিনা। তিনি হুমারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সার্জেন্ট দুজন প্রহরীর উদ্দেশ্যে ইশারা করলে তারা একটি বড় ব্যারেল বয়ে নিয়ে এসে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা চারজনের সামনে রাখলো। আরেকজন প্রহরী চারটি হাতা নিয়ে এসে বরফে ছুঁড়ে মারল

রাশিয়ানদের দিকে তীব্র চোখে তাকালো হুমার। "পানি দিয়ে হাতা পূর্ণ করে ঐ মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াও।"

বোরিয়া অপর তিনজনকে বলে দিলো কি করতে হবে। চারটি হাতাই ওরা তুলে নিল এবং ব্যারেলের পানির ভেতর ডুবালো।

"এক ফোঁটা পানিও ফেলবে না," ওদেরকে হুশিয়ার করে দিলো হুমার।

বোরিয়া সতর্ক থাকলেও বাতাসের কারণে কয়েক ফোঁটা পানি নিচে পড়ে গেলো। কেউ লক্ষ্য করে নি। ম্যাথিয়াস নামক জার্মানটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। গোয়েরিং তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের কালো চামড়ার দস্তানা খুলে নিলেন।

"দেখ, ম্যাথিয়াস," গোয়েরিং বললেন, "আমি আমার দস্তানা খুলে নিচ্ছি যাতে তোমার মত শীতের তীব্রতা আমিও অনুভব করতে পারি।"

গোয়েরিংয়ের ডান হাতের আঙুলের ভারি রুপার আংটিটা বোরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আংটিতে একটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের ছবি। গোয়েরিং তার ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে একটি পাথর বের করলেন। পাথরটি মধুর মতই সোনালি রঙের। বোরিয়া চিনতে পারল। অ্যাম্বার। গোয়েরিং আঙুল দিয়ে ওটা স্পর্শ করে বললেন, "প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তোমাদের উপর পানি ঢালা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি যা জানতে চাই তা বলছো অথবা তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রেখ, যে-ই মুখ খুলবে সে-ই বেঁচে থাকবে। তাহলে ওই হতচ্ছাড়া রাশিয়ানগুলোর মধ্য থেকে কেউ একজন তোমাদের জায়গা নেবে। তুমি তোমার কোট ফেরত পাবে আর রাশিয়ানটির উপর পানি ঢালতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়। কি মজাই না হবে সেটা। আমি যা জানতে চাই তা শুধু আমাকে বলতে হবে। কারো কিছু বলার আছে?"

নীরবতা।

গোয়েরিং হুমারের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লেন।

"গিয়েভয়েস," হুমার বললো।

"ঢালো।"

বোরিয়া পানি ঢালা শুরু করলে অন্য তিনজনও তাকে অনুসরণ করলো। পানি ম্যাথিয়াসের মাথা বেয়ে গড়াতে শুরু করলো মুখমণ্ডল আর বুকের উপর। পানির স্রোতের সাথে ম্যাথিয়াসের দেহ কাঁপতে শুরু করলো। কিন্তু জার্মানটি কোন শব্দ করলো না, শুধু তার দাঁতের ঠকঠকানি বাদে।

"কারো কিছু বলার আছে?" গোয়েরিং আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ কিছু বললো না।

পাঁচ মিনিট পরে আরো পানি ঢালা শুরু হলো।

বিশ মিনিটে আরো চারবার পানি ঢালার পর জার্মানদের শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমতে শুরু করলো। গোয়েরিং নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাম্বারের

উপর হাত বুলাতে থাকলেন। আরেকটি পাঁচ মিনিট শেষ হওয়ার আগেই ম্যাথিয়াসের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

"এটা হাস্যকর। কোথায় *বার্নস্টাইন-জিমার* লুকানো আছে সেটা আমাকে বলে নিজেকে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই দাও। এই তথ্যটার জন্য মরে যাওয়ার কোন মানে হয় না।"

কম্পিত জার্মান শুধুমাত্র একবার প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরে তাকাল, তার প্রতিরোধক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়। গোয়েরিংয়ের সাহায্যকারী হিসেবে নিজেকে ঘৃণাই করা শুরু করলো বোরিয়া।

"সাই সিন্ড ইন লুঙ্গারিচ ডায়েবিচ-শুয়েইন," ম্যাথিয়াস এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো। "তুই একটা মিথ্যুক, চোর! শূয়োর কোথাকার!" তারপর গোয়েরিংয়ের উদ্দেশ্যে থুতু নিক্ষেপ করলো সে।

গোয়েরিং কিছুটা পেছনের দিকে সরে গেলে তার গ্রেটকোর্টের সামনের দিকটায় অল্প একটু থুতুর ছিটা লাগলো। বোতাম খুলে সেটা ঝেড়ে ফেললেন তিনি। তারপর ফ্ল্যাপ স্কুলে অসংখ্য পদকযুক্ত নিজের ধূসর ইউনিফর্মটি দেখিয়ে বললেন, "আমি একজন রাইখমার্শাল। আমার উপরে শুধু ফুয়েরারই আছেন। আমি ছাড়া কেউ এই ইউনিফর্ম পরে না। এটাকে এত সহজে নোংরা করার চিন্তা তুমি কিভাবে করলে? আমি যা জানতে চাই তুমি আমাকে তা বলবে, ম্যাথিয়াস, নয়তো ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে। ধীরে। খুব ধীরে। ওটা খুব একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হবে না।"

জার্মানটি আবারো থুতু ফেললো। এবার গিয়ে পড়লো ইউনিফর্মে। গোয়েরিং বিস্ময়করভাবে শান্ত থাকলেন। "প্রশংসনীয়, ম্যাথিয়াস। তোমার বিশ্বস্ততা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু কতোক্ষণ তুমি টিকে থাকতে পারবে? নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। তোমার দেহ কি কিছুটা উষ্ণতা চাইছে না? নিশ্চয়ই তুমি আরামদায়ক উলের চাদর গায়ে জড়িয়ে আগুনের পাশে বসে থাকতে চাইছো।" গোয়েরিং হঠাৎ করে এগিয়ে এসে বোরিয়াকে টেনে জার্মানটির কাছে নিয়ে আসলেন। পানি হাতা থেকে বরফে পড়ে গেলো। "এই কোটটা দারুণ আরামের হবে, তাই না ম্যাথিয়াস? তুমি নিজে যখন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছো তখন কি এই হতচ্ছাড়া কসাকটিকে উষ্ণ থাকতে দেখতে চাও?"

জার্মানটি কিছুই বললো না। শুধুমাত্র কাঁপলো।

বোরিয়াকে দূরে ঠেলে দিলেন গোয়েরিং। "এখন একটু উষ্ণতা পেলে কেমন হয়, ম্যাথিয়াস?"

রাইখমার্শাল তার প্যান্টের জিপার খুললেন। গরম প্রসাব ধারা ম্যাথিয়াসের শরীরে হলুদাভ আভার সৃষ্টি করে বরফে গড়িয়ে পড়লো। জিপার লাগিয়ে গোয়েরিং বললেন, "ভালো লাগছে, ম্যাথিয়াস?"

"ভোরনটেট ইন ডার শুয়েইনশোল।"

বোরিয়াও মনে মনে সম্মতি দিলো ম্যাথিয়াসের কথায়। নরকে গিয়ে মর, নোংরা শূয়োর।

গোয়েরিং দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে হাতের উল্টাপিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে চড় কষালেন সৈন্যটার গালে। তার রুপার আংটি ম্যাথিয়াসের গাল কেটে দিলো। রক্ত পড়া শুরু করলো গাল থেকে।

"পানি ঢালো!" গোয়েরিং চিৎকার করে উঠলেন।

বোরিয়া পানির ব্যারেলের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের হাতা পূর্ণ করে নিলে ম্যাথিয়াস নামক জার্মানটি চিৎকার করা শুরু করলো। "মাইন ফুয়েরার। মাইন ফুয়েরার। মাইন ফুয়েরার।" আরো উঁচুতে উঠতে থাকলো তার কণ্ঠস্বর। খুঁটির সাথে বাঁধা অন্য তিনজন জার্মানও যোগ দিলো তার সাথে। পানি বৃষ্টির মতো পড়তেই থাকলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন গোয়েরিং আর ক্রোধে হাতের অ্যাম্বারের গায়ে হাত বুলাতে থাকলেন। দুই ঘণ্টা বাদে ঠাণ্ডায় জমে ম্যাথিয়াস মারা গেলো। আরো এক ঘণ্টার ভেতরে অপর তিনজন জার্মানও মৃত্যুকে বরণ করে নিল একইভাবে। কিন্তু কেউ *বার্নস্টাইন-জিমার* অর্থাৎ অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে কিছুই বললো না।

অধ্যায় ১

আটলান্টা, জর্জিয়া

মঙ্গলবার, ৬ই মে, বর্তমান, সকাল ১০ : ৩৫

বিচারক রাচেল কাটলার তার কচ্ছপের খোল আকৃতির চশমার উপর দিয়ে তাকালেন। উকিলটি আবারো ওই কথা বলেছে, এইবার তিনি তাকে ছেড়ে দিবেন না। "আমায় মাফ করবেন, কাউন্সেলর।"

"আমি বলেছি বিবাদী অবিহিত বিচারের দিকে যাচ্ছে।"

"না। তার আগে আপনি কি বলেছিলেন?"

"আমি বলেছিলাম, হ্যা, স্যার।"

"আমি স্যার নই।"

"একদম ঠিক, ইয়োর অনার। আমি ক্ষমা চাচ্ছি।"

"আপনি আজ সকালে এই নিয়ে চারবার এ কাজটি করলেন। আমি প্রত্যেকবার লক্ষ্য করেছি।"

উকিল শ্রাগ করলেন। "এটা খুব তুচ্ছ একটি ঘটনা। কেন ইয়োর অনার আমার সামান্য বলার ভুলকে সময় নিয়ে লক্ষ্য করলেন?"

এই ধৃষ্ট বেজন্মাটা এমনকি হাসছে। তিনি তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আইনজীবীর দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। কিন্তু সাথে সাথেই মার্কাস নেটলসের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন তিনি। তাই তাকে কিছুই বললেন না।

"মহামান্য বিচারক, আমার মক্কেল গুরুতর আক্রমণের জন্য বিচারাধীন আছে। তবুও পুলিশের দুর্ব্যবহারের চেয়ে আমি কিভাবে আপনাকে সম্ভাষণ জানাই তাতে বেশি উদিগ্ন মনে হচ্ছে আদালতকে।" বিচারক জুরিদের দিকে একবার তাকালেন, তারপর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন কাউন্সিল টেবিলে। ফুলটন কাউন্টি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যার্টনি নির্বিকার চিত্তে বসে আছে। তবে সে স্পষ্টতই আনন্দিত যে তার প্রতিপক্ষ নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। অবশ্যই তরুণ আইনজীবী বুঝতে পারে নি নেটলসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছেন। "আপনি একদম সঠিক, কাউন্সেলর। এটা আসলেই একটা সামান্য ঘটনা। আপনি চালিয়ে যান।"

তিনি চেয়ারে বসে নেটলসের চেহারায় পরিস্কার হতাশা দেখতে পেলেন। শিকারীর গুলি যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তখনই তার চেহারায় নেটলসের মত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

"আমার অবিহিত বিচারের আবেদনের কি হবে?" নেটলস জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রত্যাখ্যাত। আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা চালিয়ে যান।"

রাচেল দেখলেন জুরিদের প্রধান এগিয়ে এসে বিচারের রায় ঘোষণা করে বিবাদীকে অপরাধী হিসেবে রায় দিলেন।

জুরিদের বিচারের রায় ঘোষণা করতে মাত্রা বিশ মিনিট সময় লেগেছিলো।

"ইয়োর অনার," উঠে দাঁড়িয়ে নেটলস বললেন। "আমি দণ্ড দেয়ার আগে একটি তদন্তের আবেদন জানাচ্ছি।"

"প্রত্যাখ্যাত।"

"আমি শাস্তি বিলম্বে হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

"প্রত্যাখ্যাত।"

নেটলসকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বুঝতে পেরেছেন তার পূর্বের ভূলের কথা। "আমি আবেদন জানাচ্ছি আদলতের অযোগ্যতার ব্যাপারে।"

"কিসের ভিত্তিতে?"

"পক্ষপাত।"

"কিসের বা কার প্রতি?"

"আমার মক্কেল এবং আমার প্রতি।"

"ব্যাখ্যা করুন।"

"আদালত পক্ষপাতদুষ্টতা দেখিয়েছে।"

"কিভাবে?"

"আমার অসাবধানতাবশত স্যার বলার কারণে।"

"যতদূর মনে পড়ে কাউন্সেলর আমি ওটাকে সামান্য ঘটনা হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম।"

"হ্যা, আপনি মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের কথোপকথন জুরিদের সামনে হয়েছিলো, তাতেই যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যায়।"

"কিন্তু আপনি আমাদের কথোপকথনের ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানান নি।" নেটলস্ কিছুই বললেন না। রাচেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকালেন।

"এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবস্থান কি?"

"রাষ্ট্র আবেদনের বিরোধিতা করছে। আদালত পক্ষপাতহীন ছিলো।"

তিনি প্রায় হেসেই ফেলেছিলেন। নিদেনপক্ষে তরুণ আইনজীবীটি সঠিক উত্তর দিতে জানে।

"অযোগ্যতার আবেদন প্রত্যাখ্যাত।" তিনি বিবাদীর দিকে তাকালেন। আলুথালু চুল আর বসন্তের দাগ ভর্তি মুখের অধিকারী এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ। "বিবাদী উঠে দাঁড়াবে।"

বিবাদী কথামত উঠে দাঁড়াল। "ব্যারি কিং, তোমাকে গুরুতর হামলার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। আদালত তোমাকে বিশ বছরের জন্য সংশোধনমূলক ডিপার্টমেন্টের হেফাজতে পাঠাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিবাদীকে হাজতে নিয়ে যাবেন।"

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একটি ওক কাঠের দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। দরজার

পেছনেই তার চেম্বার। "মিঃ নেটলস, আমার সাথে একটু আসবেন কি?" অ্যাসিসন্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যার্টনিও তার পিছু পিছু অগ্রসর হলো। কিন্তু রাচেল তাকে মানা করে দিলেন।

নেটলস তার হ্যান্ডকাফ পরিহিত মক্কেলকে ছেড়ে বিচারকের অফিসে ঢুকে পড়লেন।

"দয়া করে দরজাটা বন্ধ করুন।" তিনি গাউনের বাঁধন ঢিলে করে দিলেন। "দারুণ চেষ্টা, কাউন্সেলর।"

"কোন্‌টা?"

"আপনি মনে করেছিলেন যে স্যার এবং ম্যাডাম সংক্রান্ত খোঁচাটা আমাকে বিব্রত করে তুলবে। মামলায় নিজের নাজেহাল অবস্থা দেখে আপনি মনে করলেন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে একটি মিস্ট্রায়াল বাগিয়ে নিবেন।"

নেটলস শ্রাগ করলেন। "যা করার দরকার তাতো করতেই হবে।"

"আদালতকে সম্মান দেখানো আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে একজন মহিলা বিচারককে আপনি অবশ্যই স্যার বলে ডাকতে পারেন না। তবুও আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছেন।"

"আপনি আমার মক্কেলকে দণ্ড পূর্বক শুনানির সুযোগ না দিয়েই বিশ বছরের সাজা দিয়ে দিলেন। এটা যদি পক্ষপাত দুষ্টতা না হয়, তাহলে কোন্‌টা সেটা?"

তিনি তার চেয়ারে বসে পড়লেন কিন্তু আইনজীবীকে বসতে বললেন না। "শুনানির কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আমি দুবছর আগেই কিংকে শাস্তির আদেশ দেই। যতদূর মনে পড়ে তাকে ছয় মাসের কারাবাস এবং ছয় মাসের প্রবেশেন দেয়া হয়। এবার সে একটা বেসবল ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে একজন মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।"

"আপনার নিজকে অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা উচিত ছিলো। এই সব তথ্য আপনার বিচারকে প্রভাবিত করেছে।"

"তাই? যে দণ্ডপূর্বক তদন্ত নিয়ে এত লাফালাফি করছেন তা এসব তথ্য প্রকাশ করে দিত। আমি বরঞ্চ আপনার সময় বাঁচিয়েছি।"

"নোংরা কুত্তী কোথাকার।"

"এরজন্য আপনাকে এক্ষুণি একশ ডলার জরিমানা দিতে হবে। সেই সাথে আদালতে দুর্ব্যবহারের জন্য আরো একশ ডলার।"

"আদালত অবমানার দায়ে অভিযুক্ত করার আগে একটা শুনানির অধিকার আমার আছে।"

"একদম ঠিক। কিন্তু আপনি অবশ্যই তা করতে চাইবেন না। কারণ তাতে তেমন কোন লাভ হবে না।"

নেটলস কোন জবাব দিলেন না, তবে রাচেল তার ভিতরকার রাগ অনুভব করতে পারছিলেন। নেটলস হলেন ভারি চোয়ালওয়ালা একজন মানুষ যিনি নাছোড়বান্দা

স্বভাবের জন্য বিখ্যাত। অবশ্যই একজন মাহিলার কাছ থেকে আদেশ পেতে তিনি অভ্যস্ত নন।

"আর যতবার আপনি আপনার চাঁদপনা মুখটি আমার আদালতে দেখাবেন, ততবার আপনাকে একশ ডলার জরিমানা দিতে হবে।"

কাউন্সেলর ডেস্কের সামনে এসে এক তাড়া নোট বের করলেন। তার মধ্য থেকে তিনি দুটি কড়কড়ে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের ছবিযুক্ত একশ ডলারের নোট আলাদা করে রাখলেন। তিনি নোট দুটো ডেস্কের উপর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর, বের করলেন আরো তিনটা।

"জাহান্নামে যা, খানকি মাগী।"

প্রথম একশ্ ডলারের নোট ডেস্কে ফেলা হলো।

"জাহান্নামে যা, খানকি মাগী।"

দ্বিতীয় একশ ডলারের নোট ডেস্কে জায়গা করে নিল।

"জাহান্নামে যা, খানকি মাগী।"

তৃতীয় বেন ফ্রাংকলিনের ছবিযুক্ত নোটটি বাতাসে কাঁপাতে কাঁপতে ডেস্কে এসে পড়লো।

অধ্যায় ২

রাচেল তার গাউন পরে আদালত কক্ষে ফিরে এসে সিঁড়ি ভেঙে ওক কাঠের ডায়াসে উঠলেন। গত চার বছর ধরে এটা তার দখলে। দূরবর্তী দেয়ালের ঘড়িতে ১:৪৫ বাজতে দেখা যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন আর কতদিন বিচারক হিসেবে থাকতে পারবেন। এ বছরটি নির্বাচনের বছর, দুসপ্তাহ আগে নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা নিরুপন শেষ হয়েছে। জুলাইয়ের নির্বাচনের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আরো দুজনকে পেয়েছেন। অবশ্য নির্বাচনে আরো অনেকের নামার কথা ছিলো, কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত হাজির হয় নি নির্বাচনের জন্য চার হাজার ডলার ফি জমা দিতে; শুধু রাচেলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া। নির্বাচনটা অনেক সহজ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হতে পারতো কিন্তু তা এখন পরিণত হয়েছে গ্রীষ্মকালব্যাপী নির্বাচনের জন্য অর্থ উত্তোলন এবং বক্তৃতায়। কোনটাই তার জন্য সুখকর নয়।

এই মুহূর্তে তিনি কোন অতিরিক্ত চাপ নিতে চাচ্ছেন না। তার কাছে অনেক কেসই জমা হয়ে আছে এবং প্রতিদিন আরো নতুন কেস জমা হচ্ছে। আজকের দিনের কাজ অবশ্য বেশ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলো জর্জিয়া রাষ্ট্র বনাম ব্যারি কিংয়ের মামলার রায় দ্রুত ঘোষণা করার ফলে। রায় ঘোষণার জন্য আধঘন্টারও কম সময় যে কোন স্ট্যান্ডার্ডেই খুব দ্রুত।

দুপুরে হাতে কোন কাজ না থাকার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দুসপ্তাহ ধরে জমা থাকা জুরি সম্বন্ধীয় নয় এমন কাজ করবেন। দুসপ্তাহের বিচারকার্য ফলপ্রসূ ছিলো। এর মধ্যে ছিলো চারটি দোষী সাব্যস্তকরণ, ছয়টি দোষীদের কৈফিয়ত এবং একটি বেকসুর খালাস। এগারটা ক্রিমিনাল কেসের নিষ্পত্তি হয়েছে। আরো নতুন কেস আদালতের কেরাণি আগামীকাল সকালে তার চেম্বারে দিয়ে আসবে।

ফুলটন কাউন্টি ডেইলি রিপোর্ট প্রতি বছর রাজ্যের সব বিচারকদের রেটিং প্রকাশ করে; গত তিন বছর ধরে তার অবস্থান একদম উপরের দিকে। এটা অন্যান্য বিচারকদের চেয়ে দ্রুত কেস নিষ্পত্তি করার ফল। তার কেস নিষ্পত্তি করার হার ঈর্ষণীয় : ৯৮ পার্সেন্ট।

তিনি বেঞ্চের পেছনে বসে আদলতপাড়ার দুপুরের কর্মচাঞ্চল্য দেখতে লাগলেন। আইনজীবীরা তাড়াহুড়া করে ভেতরে ঢুকছে আর বেরিয়ে আসছে। কেউ তার মক্কেলের চূড়ান্ত ডিভোর্সের প্রয়োজন মেটাতে ছোটাছুটি করছে আবার কেউ বিচারকের স্বাক্ষর পাওয়ার জন্য। হরেক রকম কাজের সমাহার এখানে। আবারো যখন তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন ততক্ষণে চারটা পনেরো বেজে গেছে। তার হাতে আর মাত্র দুটো কাজ। এর মধ্যে একটা দত্তক নেয়া সংক্রান্ত। এ কাজটা তিনি খুব পছন্দ করেন। সাত বছর বয়সী বাচ্চাটা তার নিজের সাত বছরের ছেলে ব্রেন্টের কথা মনে করিয়ে দিলো। সর্বশেষ

কাজটা নাম পরিবর্তনের। তিনি ইচ্ছা করেই কেসটা সবশেষে রেখেছেন এই ভেবে যে, আদালত খালি থাকবে। কেরাণি তাকে ফাইলগুলো দিয়ে গেলে কাউন্সেল টেবিলের পেছনে দাঁড়ানো বাদামি টুইড জ্যাকেট এবং তামাটে প্যান্ট পরিহিত বৃদ্ধ মানুষটির দিকে তাকালেন তিনি।

"আপনার পুরো নাম?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"কার্ল বেটস," তার ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে পূর্ব-ইউরোপিয় টান।

"কত বছর ধরে আপনি ফুলটন কাউন্টিতে আছেন?"

"উনচল্লিশ বছর।"

"আপনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি?"

"না। আমার জন্ম বেলারুসে।"

"আপনি আমেরিকার নাগরিক?"

তিনি মাথা নাড়লেন। "আমি বুড়ো হয়ে গেছি। একাশি বছর হয়ে গেলো। আমার অর্ধেক জীবনই এখানে কেটেছে।"

প্রশ্ন-উত্তরগুলো আবেদনের সাথে মোটেও প্রসঙ্গিক নয় তবুও কেরাণি বা আদালত প্রতিবেদক এতে বাধা দিলো না। তারা ব্যাপারটা ভালোই বুঝতে পেরেছে।

"নাৎসিরা আমার বাবা-মা, ভাই-বোনসহ সবাইকে হত্যা করে। বেলারুসের অনেকেই যুদ্ধে মারা যায়। আমরা হলাম গিয়ে সাদা চামড়ার রাশিয়ান। খুব গর্বিত আমরা। যুদ্ধের পরে যখন সোভিয়েতরা বেলারুস অধিকার করে নেয় তখন আমাদের খুব বেশি লোক বেঁচে ছিলো না। স্টালিন ছিলেন হিটলারের চাইতেও জঘন্য। বদ্ধ উন্মাদ। কসাই। সবকিছু তিনি ছারখার করে দিয়েছিলেন। তাই আমি চলে আসি। আমেরিকা প্রতিশ্রুতির দেশ, তাই না?"

"আপনি কি রাশিয়ার নাগরিক ছিলেন?"

"আসলে ঠিকভাবে বলতে গেলে আমি ছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক," তিনি তার মাথা নাড়লেন। "কিন্তু আমি কখনোই নিজেকে সোভিয়েত হিসেবে ভাবি নি।"

"আপনি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?"

"নেহায়েতই প্রয়োজনের খাতিরে। স্টালিনের ভাষায় মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধ। আমি লেফটেন্যান্ট ছিলাম, নাৎসিদের হাতে ধরা পড়লে আমাকে মউতহৌসেনে পাঠানো হয়। ষোল মাস ছিলাম সেখানকার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।"

"এখানে অভিবাসনের পর আপনার পেশা কি ছিলো?"

"স্বর্ণকার।"

"আপনি আদলতের কাছে প্রার্থনা করেছেন নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে। কেন আপনি ক্যারল বোরিয়া হিসেবে পরিচিত হতে চান?"

"এটা আমার জন্মগত নাম। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন ক্যারল। এর মানে প্রবল ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। ছয় ভাই বোনের মাঝে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট এবং প্রায় মারা যেতে বসে ছিলাম জন্মের সময়। আমি যখন এই দেশে চলে এলাম তখন

আমার মনে হল আসল পরিচয়টা রক্ষা করা দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালীন সময়ে আমি সরকারী কমিশনে চাকরি করেছি। কমুনিস্টদের ঘৃণা করতাম আমি। তারা আমার জন্মভূমি ধ্বংস করে দিয়েছে। স্টালিন অনেক লোককে ধরে সাইবেরিয়ার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন মনে হলো আমার পরিবারের কোন ক্ষতি হতে পারে, তাই এই দেশে আসা। কিন্তু মরার আগে আমি আমার আসল নাম আর ঐতিহ্য ফেরত চাই।"

"আপনি কি অসুস্থ?"

"না। তবে জানি না আর কতবছর টিকে থাকতে পারব।"

বিচারক রাচেল কাটলার তার সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ মানুষটির দিকে ভালো করে তাকালেন। তার দেহ বয়সের ভারে কিছুটা সংকুচিত হলেও বেশ দৃঢ়তা রয়েছে। চোখগুলো গভীর আর দুর্বোধ্য, চুল ধবধবে সাদা, কণ্ঠস্বর গম্ভীর আর ফ্যাসফ্যাসে। "বয়সের তুলনায় আপনাকে দারুণ দেখায়।"

ক্যারল বোরিয়া হাসলেন।

"আপনি কি নামের পরিবর্তন চান প্রতারণা করার জন্য কিংবা মামলা এড়ানোর জন্য, অথবা কোন পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য?"

"মোটেও না।"

"তাহলে আমি আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। আপনি আবারো ক্যারল বোরিয়া হিসেবেই পরিচিত হবেন।"

বিচারক রাচেল কাটলার প্রার্থনাপত্রের সাথে যুক্ত অর্ডারে স্বাক্ষর করে কেরাণির কাছে সেটা দিয়ে বেঞ্চ থেকে নেমে বৃদ্ধ মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটি কাঁদছে, তার অশ্রু খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেয়ে নিচে পড়ছে। বিচারকের চোখও লাল হয়ে গেলো। তিনি বৃদ্ধলোকটিকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বললেন, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, বাবা।"

অধ্যায় ৩

বিকাল ৪: ৫০

পল কাটলার ওক কাঠের আর্মচেয়ার থেকে উঠে আদালতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা শুরু করলেন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তার। "ইওর অনার, মোভান্টের কাজের ব্যাপারে এস্টেট কোন আপত্তি তুলছে না। আমরা শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ করছি তিনি যে পরিমান অর্থ দাবি করছেন সে ব্যাপারে। একটা বাড়ি রঙ করার জন্য বারো হাজার তিনশ' ডলার অনেক বেশি।"

"ওটা অনেক বড় বাড়ি ছিলো," ঋণদাতার আইনজীবী বলে উঠলেন।

"আমিও তাই মনে করছি," বিচারক যোগ করলেন।

পল বলে চললেন, "বাড়িটি দুই হাজার বর্গ ফুটের। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। রঙ করার কাজও ছিলো গতানুগতিক। মোভান্টের এ রকম বিশাল পরিমান অর্থ দাবি করার কোন অধিকার নেই।"

"মহামান্য বিচারক, আমার মক্কেলের সাথে মৃত ব্যক্তি চুক্তি করেছিলেন পুরো বাড়ি রঙ করার জন্য আর আমার মক্কেল তা ভালোমতই করেছেন।"

"মোভান্ট একজন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষের সাথে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। অবশ্যই বারো হাজার তিনশ' ডলার মূল্যের কোন কাজ করেন নি তিনি।"

"মৃতব্যক্তি আমার মক্কেলকে এক সপ্তাহের ভেতরে কাজ শেষ করতে পারলে বোনাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এক সপ্তহের ভেতরেই তিনি কাজ শেষ করে দেন।"

পল কাটলার বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে অপর পক্ষের আইনজীবী এমন নির্বিকার মুখে এ খোঁড়া যুক্তির উপর জোর দিবেন ।

"এ কথার বিরোধিতা করার মতো একমাত্র ব্যক্তিটি মৃত। মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের ফার্ম এই স্টেটের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং আমরা কোন মতেই এ ধরণের বিল পরিশোধ করব না।"

"আপনারা কি এ ব্যাপারে একটি আনুষ্ঠানিক বিচার চাচ্ছেন?" বিচারক অন্যপক্ষের দিকে কুঞ্চিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ঋণদাতার আইনজীবী নীচু হয়ে কিছুক্ষণ রঙমিস্ত্রির সাথে ফিসফিসিয়ে শলাপরামর্শ করলেন। তরুণ রংমিস্ত্রিটি পলিয়েস্টারের সুট ও টাই পরে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছে। "না, স্যার। আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা আপসরফা করতে চাইছি। সাত হাজার পাঁচশো ডলার দিলেই চলবে।"

পল একটুও কুণ্ঠিত বোধ করলেন না। "এক হাজার দুই শত পঞ্চাশ ডলার। এর এক পয়সাও বেশি নয়। আমরা আরেকজন রং মিস্ত্রিকে এনেছিলাম কাজটা দেখাবার

জন্য। আমাদেরকে সে কাজ দেখার পরে যা বলে, তাতে বরঞ্চ আমরাই মোভান্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি নিম্নমানের কাজের জন্য। রংও আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। আমরা বরঞ্চ বিষয়টা জুরিদের নিকট ছেড়ে দেবো।" তিনি অন্য আইনজীবীর দিকে তাকালেন। "আমি আমার কাজের জন্য ঘণ্টা প্রতি দুইশো বিশ ডলার করে নেই। তো আপনি সময় নিয়েই আপনার সিদ্ধান্ত নিন কাউন্সেলর।"

অন্য আইনজীবী এবার তার মক্কেলের সাথে কোন পরামর্শই করলো না। "মামলা করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আমাদের হাতে নেই। তাই আমাদের এস্টেটের প্রস্তাব মেনে নিতেই হচ্ছে।"

"নিতে তো হবেই। শালার অর্থলোভী ব্ল্যাকমেইলার," পল এমনভাবে কথাটা বললেন যাতে অপর পক্ষের আইনজীবী তা শুনতে পায়।

"একটা অর্ডার নিয়ে আসুন, মিঃ কাটলার, " বিচারক বললেন।

পল শুনানি কক্ষ ত্যাগ করে ফুলটন কাউন্টি প্রোবেট ডিভিশনের করিডোর দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে শুরু করলেন। ডিভিশনটা উচ্চতর আদালতের তিন ফ্লোর নিচে এবং এ যেনো এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত। এখানে কোন রগরগে হত্যা, হাই প্রোফাইল মামলা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ডিভোর্সের কেস নেই। এর আইনী ক্ষমতা উইল, গচ্ছিত সম্পত্তি আর অভিভাবকত্বের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। এই ডিভিশনের কাজ নীরস ও বিরক্তিকর, প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য এখনে বেশির ভাগ সময় অস্পষ্ট স্মৃতির উপর ভরসা রাখতে হয়। পলের খসড়াকৃত একটি সাম্প্রতিক আইন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন জুরি ট্রায়ালের অনুমতি দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে মামলাকারী তা চায়ও। ডিভিশনের সমস্ত কাজ দেখাশোনা করেন কয়েকজন বয়স্ক বিচারক যারা একসময় এখানে অ্যাডভোকেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে বের হবার পর থেকে প্রোবেট হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বিশেষত্ব। দুভার্গ্যজনকভাবে, কলেজ থেকে পাশ করে বের হবার পরে বাইশটা স্কুল তার ভর্তির আবেদন বাতিল করে দেয়। এ ঘটনায় পলের বাবা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়েন। পাক্কা তিন বছর পলকে জর্জিয়া সিটিজেন্স ব্যাঙ্কে একজন কেরাণি হিসেবে কাজ করে যেতে হয়। এরপর তিনি আবারো পরীক্ষা দেন। এবার তিনটি স্কুল সাথে সাথেই তার আবেদন গ্রহন করে এবং গ্র্যাজুয়েশেনের পরে তার চাকরি মেলে প্রিজেন এ্যান্ড উডওয়ার্থে। এখন তের বছর পরে, তিনি ফার্মের একজন শেয়ারিং পার্টনার এবং প্রোবেট ও ট্রাস্ট ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করার মতো যথেষ্ট সিনিয়র। মোড় ঘুরে অপর প্রান্তের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজকের দিনটা ছিলো প্রচণ্ড ঝামেলার। রংমিস্ত্রির কেসের সময়সূচী এক সপ্তাহেরও বেশি আগে ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু দুপুরের খাবারের পরপরই অন্য একজন ঋণদাতার আইনজীবী তাকে ফোন করে তড়িঘড়ি করে সাজানো এক শুনানিতে উপস্থিত থাকতে বলে। শুনানির সময় নির্ধারণ করা ছিলো চারটা ত্রিশ মিনিটে কিন্তু অন্য পক্ষের আইনজীবীর আর কোন হদিসই পাওয়া গেলো না। তাই তিনি দ্রুত পাশের আরেকটি

শুনানি কক্ষে গিয়ে রং মিস্ত্রির কেসটা সামাল দেন। কাঠের দরজাটি খুলে ফাঁকা আদালতের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। "মার্কাস নেটলসের কাছ থেকে কিছু শুনেছো কি?" তিনি অপর প্রান্তে বসা কেরানির উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করলেন।

মহিলার মুখে হাসি খেলে গেলো। "অবশ্যই শুনেছি।"

"এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। কোথায় সে?"

"তিনি বর্তমানে শেরিফের ডিপার্টমেন্টের একজন অতিথি। তাকে একটা সেলে আটকে রাখা হয়েছে।"

পল কাটলার তার ব্রিফকেসটি ওক টেবিলের উপর রাখলেন।

"তুমি মজা করছো।"

"মোটেও না। আপনার প্রাক্তন স্ত্রী তাকে আজ সকালে সেলে পাঠিয়েছেন।"

"রাচেল?"

YXO করানিটি মাথা নাড়ালো। "নেটলস্ একটু বেশিই তেড়িবেড়ি করে ফেলেছিলেন। বিচারকের মুখের উপর তিনশো ডলার ছুঁড়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিষক্রান্ত হওয়ার কথা বলেন।"

আদালতের দরজা শব্দ করে খুলে গেলো মার্কাস নেটলস হেলে দুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তার বাদামি নেইমান মার্কাস সুট কুঁচকে আছে, গুচির টাই স্থানচ্যুত আর ইটালিয়ান জুতাজোড়া কিছুটা নোংরা হয়ে গেছে।

"ভালোই সময় লাগালে, মার্কাস। তা, কি হয়েছিলো?"

"ঐ কুত্তীটা, এক সময় যাকে তুমি স্ত্রী বলতে, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিলো। সকাল থেকে আমি জেলেই আছি।" তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কিছুটা ক্লান্তির সুর। "আমাকে বলো তো পল, ঐ রাচেল কাটলার কি আসলেই মেয়ে মানুষ নাকি মেয়েরুপী পুরুষ?"

পল কাটলার কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত না বলারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

"সে আমাকে জুরিদের সামনে হেনস্থা করে ছাড়লো কারণ তাকে আমি স্যার বলে ডেকেছিলাম–"

"চার বার," কেরাণিটি বললো।

"হ্যা, হয়তোবা তাই। আমি মিস্ট্রায়ালের আবেদন জানালাম কিন্তু সে তা মঞ্জুর না করে আমার মক্কেলকে বিশ বছরের সাজা দিয়ে দিলো। এমনকি কোন দণ্ডপূর্বক শুনারি সুযোগ না দিয়েই। তারপর সে আমাকে কিছু নীতি কথা শোনাতে চাইলো। আমার ঐসব আবর্জনা শুনার দরকার নেই। বিশেষ করে ওর মতো এক বুদ্ধিমান কুত্তীর কাছ থেকে। আমি নির্বাচনে ওর দুই প্রতিদ্বন্দ্বিকেই পয়সা দেবো। প্রচুর পয়সা। আমি এই হতচ্ছাড়া বিচারকের কাছে থেকে জুলাইয়েই মুক্তি পেতে চাই।"

তার যথেষ্ট শোনা হয়ে গেছে। "তুমি কি এই কেস লড়ার জন্য তৈরি?"

নেটলস তার ব্রিফকেসটি টেবিলে রাখলেন। "কেন নয়? মনে করেছিলাম সারা রাত জেলেই কাটাতে হবে। যা হোক বেশ্যাটার হৃদয় বলে কিছু একটা আছে।"

"অনেক হয়েছে, মার্কাস," পলের গলা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই চড়ে গেলো।

নেটলেসের বন্য চোখের অর্ন্তভেদী দৃষ্টি যেনো পলের ভেতরের সবকিছুই পড়ে ফেলছে।

"ওর জন্যে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন তুমি? তোমার ডিভোর্স হয়েছে তিন বছর হয়ে গেলো, তাই না? সে নিশ্চয়ই প্রতি মাসে তোমার কাছ থেকে অনেক অর্থ আদায় করে নেয় বাচ্চাদের দেখভালের জন্য।"

পল কোন জবাব দিলেন না।

"তুমি এখনও তাকে ভালোবাসো, তাই না?" নেটলস জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা কি আলোচনাটা শেষ করতে পারি?"

"শালা কুত্তীর বাচ্চা, তুমি এখনও তাকে ভালোবাসো," নেটলস তার বিশাল মাথাটা নাড়লেন।

পল অন্য আরেকটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন শুনানির জন্য প্রস্তুতি নিতে। কেরানিটি চেয়ার থেকে উঠে বিচারককে আনার জন্য বাইরে চলে গেলো। তিনি খুশিই হলেন কেরানিটির চলে যাওয়া দেখে। আদালত পাড়ার গসিপ বনের আগুনের মতই দ্রুত ছড়ায়।

নেটলস তার হৃষ্টপুষ্ট দেহের ভার আর্মচেয়ারে রাখলেন।

"পল, বাছা আমার, পাঁচবারের অভিজ্ঞ এক ব্যক্তির কথা শুনো। একবার যখন তুমি কাউকে ছেড়ে দাও, তখন একদম ভালোমতই ছেড়ে দাও।"

অধ্যায় ৪

বিকাল ৫:৪৫

ক্যারল বোরিয়া তার গাড়ি বারান্দায় ওল্ডমোবিল ঢুকিয়ে পার্ক করলেন। একাশি বছর বয়সেও তিনি গাড়ি চালাতে পেরে খুশি। তার দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ এবং চোখের সাথে হাত-পায়ের সমন্বয় ধীর হলেও মোটামুটি চালিয়ে নেয়ার মতো। তাই জর্জিয়া স্টেট তার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করে দিয়েছে। তিনি অবশ্য খুব বেশি গাড়ি চালান না। গাড়ি চালিয়ে তিনি সাধারণত মুদি দোকানে যান আর মাঝে মাঝে শপিংমলে। আবার তিনি রাচেলের বাসায়ও যান অন্তত পক্ষে সপ্তাহে দুবার। আজকে তিনি চার মাইল গাড়ি চালিয়ে মার্তা স্টেশনে গেছেন এবং সেখান থেকে ট্রেন ধরে আদালতে নাম পরিবর্তনের শুনানির জন্য। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে উত্তরপূর্ব ফুলটন কাউন্টিতে বসবাস করছেন। একসময়কার জঙ্গলাকির্ণ লাল মাটির পাহাড় আর চাটাহুচি নদীর অঞ্চল আজ ঢেকে গেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে, রেসিডেন্সিয়াল সাব-ডিভিশনে, অ্যাপার্টমেন্টে ও রাস্তায়। আটলান্টা ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে মেট্রোপলিটান নগরীতে, সেই সাথে অলিম্পিকের আয়োজক হবারও সম্মান অর্জন করেছে।

তিনি ধীর গতিতে রাস্তায় নেমে মেইল বক্সটি একবার চেক করে নিলেন। সে মাস বিবেচনায় আজকের বিকালটা প্রচন্ড গরম তবে এটা তার আর্থরাইটিস জয়েন্টের জন্য ভাল। জয়েন্টগুলো খুব ভোগায় শরৎকালে এবং বিশেষ করে শীতে। তিনি বাড়িটার দিকে হাঁটা ধরলেন।

নিজের আসল জমি ২৪ বছর আগেই বিক্রি করে দিয়ে একটি নতুন বাড়ি কিনেছেন। সাব-ডিভিশন তখন ছিলো নতুন উন্নয়ন কার্যক্রমের একটা। রাস্তাটি গাছের শামিয়ানার নিচে একটি মনোরম কোণে পরিণত হয়েছে। তার প্রিয়তমা স্ত্রী মায়া বাড়িটির কাজ শেষ হওয়ার দুবছর পরে মারা যান। ক্যান্সার তাকে দ্রুত শেষ করে ফেলে। অতিরিক্ত দ্রুত। ক্যারল বোরিয়া মায়াকে বিদায় জানানোর জন্য ঠিকমত সময়ও পান নি। রাচেলের বয়স তখন চৌদ্দ, যদিও বয়সের তুলনায় সে ছিলো যথেষ্ট সাহসী। অন্যদিকে তখনকার সাতান্ন বছরের বোরিয়া ছিলেন প্রচণ্ড ভীত। একা একা বার্ধক্য জীবন কাটানোর সম্ভাবনা তাকে শংকিত করে তুলতো।

কিন্তু রাচেল সবসময়ই কাছে কাছে থেকেছে। তার মতো ভালো কন্যা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তার একমাত্র সন্তান। তিনি অবসন্ন দেহে তার ঘরে ঢুকলেন। মাত্র কয়েক মিনিট পরেই পিছনের দরজা শব্দ করে খুলে গেলে তার দুই নাতি দৌড়াতে দৌড়তে রান্নাঘরে প্রবেশ করলো। তারা যেমন কখনো দরজায় টোকা দেয় না তিনিও কখনো দরজা লাগান না। ব্রেন্ট সাত বছরের আর মার্লার বয়স ছয়। তারা দুজনেই তাকে জড়িয়ে ধরলো। তাদের পিছু পিছু রাচেলও প্রবেশ করলেন।

"নানা, নানা, লুসি কোথায়?" মার্লা জিজ্ঞেস করলো। "কোথায় আবার? ওর ঘরে ঘুমাচ্ছে।" চার বছর আগে বিড়ালটি পথভ্রষ্টের মতো পেছনের আঙ্গিনায় ঘুরছিলো। তখন থেকেই সে ক্যারল বোরিয়ার সাথে আছে। নানার উত্তর শোনার পর বাচ্চারা দ্রুত বাড়ির সামনের আঙ্গিনার উদ্দেশ্যে দৌড় লাগালো।

রাচেল রেফ্রিজারেটর খুলে একটি চায়ের কেটলি পেলেন। "আদালতে তুমি একটু আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলে।"

"একটু বেশিই বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার আব্বার কথা মনে পড়ছিলো। তুমি যদি তাকে দেখতে! তিনি প্রতিদিন ক্ষেতে কাজ করতেন। একজন জারপন্থী লোক ছিলেন, শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন তাদের প্রতি। কম্যুনিস্টদের তিনি ঘৃণা করতেন।" কিছু সময়ের বিরতি নিলেন তিনি। "তার কোন ফটো আমার কাছে নেই।"

"কিন্তু তোমার বাবার নাম আবারো নিজের নাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।"

"এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ, সোনামনি। তুমি কি জানো, পল কোথায়?

"আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলো। সে প্রোবেট কোর্টে একটা শুনানিতে আটকা পড়েছে।"

"সে কেমন আছে?"

তিনি চায়ে চুমুক দিলেন। "ভালোই আছে, মনে হয়।" বোরিয়া তার মেয়ের দিকে ভালো করে তাকালেন। দেখতে একদম তার মায়ের মতো হয়েছে। হীরার মতো সাদা ত্বক, ঝাঁঝালো লালচে বাদামি চুল, বাদামি চোখের চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি দায়িত্বশীল মহিলাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং কেতাদুরস্ত। মনে হয় একটু বেশিই কেতাদুরস্ত সে।

"তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?" মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন।

"এই তো, চলে যাচ্ছে।"

"তুমি নিশ্চিত?" সাম্প্রতিক সময়ে মেয়ের মাঝে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। দূরত্ব চলে এসেছে তাদের সম্পর্কে, কিছুটা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে রাচেলের গতিবিধি। মেয়ের মধ্যে জীবন সম্পর্কে একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছেন যা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

"আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না, আব্বু। আমি ঠিকই আছি।"

"এখনও কোন পাণিপ্রার্থীর দেখা পাও নি?" তিনি অবশ্য জানেন ডিভোর্সের পরে নতুন কেউ রাচেলের জীবনে অনুপ্রবেশ করে নি।

"যেনো আমার কত সময় আছে। আমি কাজ আর বাচ্চাদের দেখাশুনা নিয়েই আছি। তারপর তুমি তো আছোই। আমার তোমাকে নিয়ে চিন্তা হয়।"

"চিন্তা করার দরকার নেই।"

কিন্তু রাচেল জবাব দেয়ার সময় অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তোবা সে নিজেকে নিয়ে অতটা নিশ্চিত নয়।

"সঙ্গীহীন বার্ধক্যজীবন মোটেও ভালো নয়।"

সে যেনো জিনিসটা বুঝতে পারলো। "তুমি মোটেও একাকি নও।"

"তুমি ভালো করেই জানো আমি আমার কথা বলছি না।"

রাচেল সিঙ্কের কাছে গিয়ে নিজের গ্লাস ধুতে লাগলেন। বোরিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন বিষয়টা নিয়ে আর চাপাচাপি না করার। তিনি হাত বাড়িয়ে টেলিভিশনটা ছেড়ে দিলেন। চ্যানেলটির নাম সিএনএন, হেডলাইন নিউজ। তিনি ভলিউম কিছুটা কমিয়ে দিয়ে মেয়েকে বলেই ফেললেন, "ডিভোর্স খারাপ জিনিস।"

রাচেল তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন বিরক্তি ভরা চোখে। "তুমি কি আবারো লেকচার শুরু করবে?"

"গর্বটা গিলে ফেলো। তোমার আবারো চেষ্টা করা উচিত।"

"পল তা করতে চায় না।"

রাচেলের সাথে তার চোখাচোখি হলো।

"তোমরা দুজনেই অতিরিক্ত গর্বিত। আমার নাতি-নাতনীদের কথা চিন্তা করো।"

"ডিভোর্সের সময় আমি চিন্তা করেছি। তুমি তো জানো, আমি আর পল ঝগড়া করা ছাড়া আর কিছুই করি নি।"

বোরিয়া মাথা নাড়লেন। "মায়ের মতই জেদী হয়েছো তুমি।" নাকি রাচেল তার মতো হয়েছে? বলা কঠিন।

রাচেল তোয়ালে দিয়ে হাত মুছলেন। "পল সাতটার দিকে আসবে বাচ্চাদের নেয়ার জন্য। সে ওদেরকে বাসায় নিয়ে আসবে।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"নির্বাচনে লড়ার জন্য ফান্ড সংগ্রহ করতে। এই গ্রীষ্মকালটা খুব কঠিন হবে।"

বোরিয়া টেলিভিশনের দিকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। তিনি স্ক্রিনে দেখলেন পর্বতমালা, খাড়া উতরাই এবং পাথুরে পর্বতচূড়ার ছবি। দৃশ্যগুলো খুব পরিচিত মনে হলো। নিচে বামদিকের ক্যাপশনে লেখা. স্টোড, জার্মানি। তিনি ভলিউম বাড়িয়ে দিলেন।

"কোটিপতি কন্ট্রাক্টর ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় মনে করেন মধ্য জার্মানির এই এলাকায় এখনও নাৎসি গুপ্তধন আছে। তিনি তার অভিযান আগামী সপ্তাহে এক সময়কার পূর্ব জার্মানির হার্জ পবর্তমালায় শুরু করবেন। এই জায়গাগুলোতে অতি সাম্প্রতিক সময়ে প্রবেশাধিকার মিলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কমিউনিজমের পতন এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মিলনের ফলে।" টেলিভিশনে হঠাৎ করে জঙ্গলে পরিপূর্ণ উতরাইয়ে একটি গুহার ছবি দেখাল। "মনে করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে নাৎসি লুটের মাল এইসব প্রাচীন পবর্তমালার অসংখ্য টানেলের মধ্যে তড়িঘড়ি করে গচ্ছিত রাখা হয়। অনেক টানেল আবার অ্যামুনিশন ফেলে রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা পরবর্তীতে অনেক অভিযানকে পর্যুদস্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলে দুডজনেরও বেশি লোক মারা গেছে গুপ্তধন উদ্ধার করতে এসে।"

রাচেল কাছে এসে তার গালে চুমু দিলেন। "আমি যাচ্ছি।"

বোরিয়া টিভি থেকে ফিরে তাকালেন। "পল তো সাতটার দিকে আসবে?"

রাচেল মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে সাথে সাথে তিনি তার দৃষ্টি আবারো টেলিভিশনে ফিরিয়ে নিলেন।

অধ্যায় ৫

বোরিয়া পরবর্তী আধঘণ্টা অপেক্ষা করলেন এই ভেবে যে মূল খবরের পুণরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তার ভাগ্য ভালো। ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের নাৎসি গুপ্তধনের জন্য হার্জ পবর্তমালায় অনুসন্ধানের প্রতিবেদনটি আবারো দেখানো হলো ৬:৩০ মিনিটে। বিশ মিনিট পরে যখন পল আসলেন তখনো তিনি তথ্যটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। পল তার ঘরে ঢোকার আগেই জার্মান রাস্তার ম্যাপ কফি টেবিলে বিছিয়ে বসেছেন বোরিয়া। তিনি এটা মল থেকে কয়েক বছর আগে কিনে এনেছিলেন।

"বাচ্চারা কোথায়?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"বাগানে পানি দিচ্ছে।"

"আপনার বাগানের জন্য ওটা কি নিরাপদ?"

তিনি হাসলেন। "বাগানটা শুকনা পড়ে আছে। তারা কোন কিছু নষ্ট করবে না।"

পল আর্মচেয়ারে টুপ করে বসে পড়লেন। তার টাই আলগা আর কলার খোলা। "আপনার মেয়ে কি আপনাকে বলেছে যে সে আজ সকালে একজন আইনজীবীকে জেলে পুরে রেখেছিলো?"

তিনি ম্যাপ থেকে তার দৃষ্টি সরালেন না। "আইনজীবীটার কি ওটা প্রাপ্য ছিলো?"

"হয়তোবা। কিন্তু সে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, নেটলসের সাথে ঝামেলা বাঁধানো কোন কাজের কথা নয়। এই তীব্র মেজাজ তাকে একদিন বিপদে ফেলবে।"

বোরিয়া তার প্রাক্তন মেয়ে জামাইয়ের দিকে তাকালেন। "একদম আমার মায়ার মতো। মুহূর্তেই রেগে যায়।"

"সে কারো কথা শুনেও না।"

"এটাও সে তার মার কাছ থেকেই পেয়েছে।"

পল হেসে উঠে ম্যাপটার দিকে ইশারা করলেন। "কি করছেন আপনি?"

"একটা জিনিস চেক করছি। সিএনএন-এ দেখেছিলাম। একজন লোক দাবি করছে যে হার্জ পবর্তমালায় এখনও নাৎসি শিল্পকর্ম আছে।"

"ইউএসএ টুডে-তেও এরকম একটা কাহিনী দেখলাম আজ সকালে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। লোকটি নর্থ ক্যারোলিনার, নাম ম্যাককয়। আপনার হয়তো বা মনে হতে পারে মানুষেরা নাৎসি সম্পদের আশা ছেড়ে দিবে। পঞ্চান্ন বছর অনেক দীঘ সময়। এ সময়ের ভিতরে একটি সেঁতসেঁতে খনিতে তিনশো বছরের পুরনো কোন ক্যানভাস নষ্টও হয়ে যেতে পারে। যদি এতদিনে তাতে ছাতা না পড়ে তাহলে সেটাই হবে একটা মিরাক্যাল।"

তিনি তার কপালে হাত বুলালেন। "ভালো জিনিস ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে অথবা চিরতরে হারিয়ে গেছে।"

"আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আপনি সবই জানেন।"

তিনি মাথা নাড়ালেন। "হ্যা, আমার ও ব্যাপারে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে।" তিনি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করলেও তা লুকাতে চাইলেন। "তুমি কি আমাকে একটা ইউএসএ টুডে কিনে দিতে পারবে?

"কেনা লাগবে না। আমারটা গাড়িতেই আছে। আমি নিয়ে আসছি।" পল সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সাথে সাথে পেছনের দরজা খুলে গেলে বাচ্চা দুটি ছোট ছোট পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

"তোমাদের আব্বু এসেছে," তিনি মার্লার উদ্দেশ্যে বললেন।

পল ফিরে এসে কাগজটি বোরিয়াকে দিলেন। তারপর বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা কি টমেটো গাছ ডুবিয়ে দিয়েছো?"

ছোট মেয়েটি হেসে উঠলো। "না, আব্বু।" সে পলের হাত ধরে টানতে লাগলো। "আসো, নানার সবজি দেখবে।"

পল তার প্রাক্তন শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "আমি একবার দেখে আসি। আর্টিকেলটা মনে হয় পৃষ্ঠা চার বা পাঁচে।"

তিনি তাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আর্টিকেলটা খুঁজে বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া শুরু করলেন।

জার্মান গুপ্তধন অপেক্ষা করছে?

–ফ্যার ডাউনিং, স্টাফ রাইটার

নাৎসি এনভয়গুলোর হার্জ পর্বতের ভেতরের টানেলের মধ্য দিয়ে চলার আজ বায়ান্ন বছর পার হতে চললো। টানেলগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বানানো হয়েছিলো শিল্পকর্ম এবং রাইখের অন্যান্য মুল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রাখার জন্য। প্রথমে এই গুহাগুলো ব্যবহৃত হতো অস্ত্র বানানোর স্থান ও সামরিক রসদ রাখার ডিপো হিসেবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে ওগুলো পরিণত হয় লুণ্ঠিত মাল ও জাতীয় সম্পদ রাখার গুদামে। দুই বছর আগে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় একটি অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে তার টিমকে নিয়ে গিয়েছিলেন জার্মানির উফটুজেন এর নিকটবর্তী হেইমকল্ গুহার ভিতরে। তার লক্ষ্য ছিলো দুটো রেলের বগি খুঁজে বের করা। তিনি বগিগুলো খুঁজে পান, সেই সাথে আরো পান অসংখ্যা পুরনো মাস্টার পেইন্টিং। পেইন্টিংগুলো খুঁজে দেয়ার জন্য ফ্রেঞ্চ এবং ডাচ সরকারের তরফ থেকে তাকে ফি হিসেবে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়।

এবার নর্থ ক্যারোলিনার কন্ট্রাকটর, রিয়েল এস্টেট ডেভলপার ও শৌখিন গুপ্তধন শিকারী ম্যাককয় আরো বড় কিছুর আশা করছেন। তিনি আরো চারটি অভিযানের সাথে জড়িত ছিলেন এবং আশা করছেন আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া তার নতুন অভিযানটিই সবচেয়ে বেশি সফল হবে।

"একবার চিন্তা করে দেখুন। ১৯৪৫ সাল। একদিক দিয়ে রাশিয়ানরা আসছে, অন্যদিকে আমেরিকানরা। আপনি বার্লিন মিউজিয়ামের কিউরেটর যা কিনা প্রত্যেক দখলকৃত দেশ হতে লুণ্ঠিত শিল্প সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। আপনার হাতে আর মাত্র কয়েকটি ঘন্টা। শহর থেকে বের করে নিয়ে যেতে আপনি ট্রেনে কি তুলবেন? অবশ্যই সবচেয়ে মুল্যবান জিনিসগুলো।"

ম্যাককয় এরকমই একটা ট্রেনের কাহিনী বলছেন যা বার্লিন ছেড়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে। ট্রেনটি মধ্য জার্মানির হার্জ পর্বতমালার দিকে যেতে থাকে। গন্তব্যস্থলের কোন রেকর্ড আর পাওয়া যায় নি, তবে তিনি আশা করছেন মালপত্রগুলো খুঁজে পাওয়া গুহাগুলোর কোন একটাতে পাওয়া যাবে। যেসব জার্মান সৈন্য ট্রেনে শিল্পসামগ্রী উঠাতে সাহায্য করেছে তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার তাকে আশ্বস্ত করেছে ট্রেনটির অস্তিত্ব সম্পর্কে। বছরের প্রথমভাগে ম্যাককয় ভূমি-ভেদকারী রাডার ব্যবহার করেছিলেন নতুন গুহাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে।

"কিছু একটা আছে ওখানে," ম্যাককায় বলেন। "রেলের মালবাহী কামরা বা স্টোরেজ ক্রেট হওয়ার মতোই বড়ো কিছু একটা।" ম্যাককয় ইতিমধ্যে খননের ব্যাপারে জার্মান অথরিটির কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে উত্তেজিত এই নতুন জায়গাটির ব্যাপারে কারণ তার জানামতে আর কেউ এই জায়গা এখন পর্যন্ত খনন করে দেখে নি। এক সময়কার পূর্ব জার্মানির আওতাভুক্ত এ জায়গাটিতে কয়েক দশক ধরে ঢোকা নিষেধ ছিলো। বর্তমান জার্মান আইন মোতাবেক সম্পত্তির আসল মালিক যে অংশটুকু নিজের বলে দাবি করবেন না, তার এক ক্ষুদ্র অংশই কেবল ম্যাককয় পেতে পারেন। তবুও ম্যাককয় মোটেও দমে যান নি। "এটা প্রচণ্ড উত্তেজনাকর। কে জানে, হয়তোবা পাথরের আড়ালে অ্যাম্বার রুম লুকানো আছে।"

খননকার্য হবে ধীরগতির ও কঠিন। বুলডোজার এবং নিড়ানি মুল্যবান জিনিসগুলো নষ্ট করে দিতে পারে, তাই ম্যাককয়কে বাধ্য হয়েই পাথরে ছিদ্র করে রাসায়নিকভাবে ভাঙতে হবে।

"ধীরগতির ও বিপজ্জনক হলেও অভিযানটি এসব ঝুঁকি নেয়ার যোগ্য," তিনি বলেন। "নাৎসিরা বন্দীদের দিয়ে শত শত গুহা খনন করেছে। ওইসব গুহায় তারা অ্যামুনিশন মজুত করে রাখতো যাতে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এমনকি যেসব গুহা শিল্প দ্রব্য রাখার গুদামে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর অনেকটাতেই মাইন ফিট করে রাখা হয়েছিলো। এখন আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, সঠিক গুহাটি খুঁজে বের করে নিরাপদে ঢুকে পড়া।"

ম্যাককয়ের জিনিসপত্র, সাতজন কর্মচারী ও একজন টেলিভিশন ক্রু ইতিমধ্যে জার্মানিতে অপেক্ষা করছে। তিনি সপ্তাহ শেষে ওদিকে যাবার পরিকল্পনা করেছেন। প্রায় ১মিলিয়ন ডলার খরচের এ অভিযানটির ব্যয় বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা বহন করছেন দারুণ কিছু লাভের আশায়।

ম্যাককয় বলেন, "ওখানে মাটির নিচে কিছু একটা আছে। এ ব্যাপারে আমি

নিশ্চিত। কেউ একজন সব গুপ্তধন খুঁজে পাবে। সেই ব্যক্তিটি আমি নই কেন?"

বোরিয়া আর্টিকেলটি পড়ে চোখ তোলে তাকালেন। হে ঈশ্বর! এখানেই কি অ্যাম্বার আছে? যদি তাই হয়, তাহলে কিইবা করার আছে? তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। তার করার আর তেমন কিছুই নেই।

পেছনের দরজাটি খুলে গেলে পল ধীরে সুস্থে ভেতরে প্রবেশ করলেন। কাগজটি কফি টেবিলে রেখে দিলেন বোরিয়া।

"এসব শিল্পসমাগ্রীর ব্যাপারে আপনি এখনও আগ্রহী?" পল তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"সারাজীবনের অভ্যাস।"

"ওই পবর্তগুলোতে খোঁড়াখুঁড়ি করা বেশ রোমাঞ্চকরই হবে। জার্মানরা ওগুলো ভল্ট হিসেবে ব্যবহার করেছে। কেউ বলতে পারে না ওখানে এখনও কি আছে।"

"ম্যাককয় অ্যাম্বার রুমের কথা বলছে।" তিনি তার মাথা নাড়লেন। "আরেকজন লোক লুপ্ত প্যানেলের খোঁজ করছে।"

পলের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হলো। "সম্পদের প্রলোভন। এটা নিয়ে চমৎকার টেলিভিশন স্পেশাল হতে পারে।"

"আমি একবার অ্যাম্বার প্যানেলগুলো দেখেছিলাম," বোরিয়া বললেন। "ট্রেনে করে মিনস্ক থেকে লেনিনগ্রাদে গিয়েছিলাম। কম্যুনিস্টরা ক্যাথেরিন প্যালেসকে জাদুঘর বানিয়ে দিয়েছিলো। আমি অবশ্য ঘরটাকে তার পূর্বের গৌরবেই দেখেছিলাম।" হাত দিয়ে যেনো তিনি ইশারায় দেখাতে লাগলেন। "দশ মিটার স্কোয়ারের অ্যাম্বারের দেয়াল। যেনো এক ধাঁধাঁ। কাঠগুলো এত সুন্দরভাবে খোদাই করা যেনো ওগুলো গিল্ড করা সোনা। বিস্ময়কর।"

"আমিও এটা নিয়ে পড়েছি। অনেকে অ্যাম্বার রুমকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য বলে থাকে।"

"রুপকথার রাজ্যে পা দেয়ার মতো। অ্যাম্বারগুলো পাথরের মতই চকমকে ও শক্ত। আবার এটা মার্বেলের মত শীতল না। অনেকটা কাঠের মতো। হলুদ, বাদামী, লাল। সব উষ্ণ রং। যেনো তুমি সূর্যের মাঝে আছো। প্রাচীন মাস্টারেরা কি বিস্ময়কর কাজই না করতে পারতেন! কি জটিল সব স্ক্রলওয়ার্ক! টনকে টন অ্যাম্বার, সব হাত দিয়ে বানানো। আর কেউ কখনো এরকম বানায় নি।"

"নাৎসিরা প্যানেলগুলো ১৯৪১ সালে চুরি করে?"

তিনি মাথা নাড়লেন। "বেজন্মা ক্রিমিনাল। পুরো ঘর সাফ করে দেয়। ১৯৪৪ সালের আগে আর দেখা যায় নি।" তিনি ঘরটার কথা চিন্তা করতে করতে রেগে যাচ্ছিলেন এবং এও জানেন অনেক বেশি ইতিমধ্যে বলে ফেলেছেন, তাই তিনি বিষয় পরিবর্তন করলেন। "তুমি বলছিলে রাচেল একজন আইনজীবীকে জেলে পাঠিয়েছে?"

পল হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে অটোমানের উপর পা দুটো রাখলেন। "আইস কুইন আবারো আঘাত হানলো। আদালতপাড়ার সবাই তাকে এ নামেই ডাকে।" তিনি

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "সবাই মনে করে আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে বলে আমি কিছু মনে করব না।"

"তোমার খারাপ লাগে?"

"হ্যা।"

"তুমি আমার রাচেলকে ভালোবাসো?"

"শুধুমাত্র রাচেলকেই নয়, আমার সন্তানদেরকেও। অ্যাপার্টমেন্টটা ওদের ছাড়া নীরব হয়ে গেছে। আমি ওদের তিনজনেরই অভাব অনুভব করি, কার্ল। নাকি আমার ক্যারল বলা উচিত আপনাকে। আপনার নতুন নামে আমার অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে।"

"আমাদের দুজনেরই সময় লাগবে।"

"আজ ওখানে থাকতে না পারার জন্য দুঃখিত। আমার শুনানি স্থগিত হয়ে গেলো। যে আইনজীবিকে রাচেল জেলে পাঠিয়েছে তার সাথেই ছিলো শুনানি।"

"আবেদনপত্রের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।"

"আরে ওটা কোন ব্যাপার না।"

"তুমি জানো," তিনি বললেন, তার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা, "ডিভোর্সের পরে রাচেলের জীবনে আর কেউ আসে নি। সেজন্য সে হয়তোবা কিছুটা খেয়ালি হয়ে পড়েছে।" পল দৃশ্যতভাবেই কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। "যদিও বা আমার কাছে সে দাবি করছে খুব ব্যস্ত হিসেবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়।"

তার প্রাক্তন মেয়েজামাতা টোপটা গিললেন না, বরঞ্চ চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলেন। বোরিয়া তার দৃষ্টি ম্যাপে ফিরিয়ে আনলেন।

কিছুক্ষণ পরে ম্যাপ থেকে মাথা না তুলেই তিনি বললেন, "টিভিএস চ্যানেলে ব্রেভস্ -এর খেলা দেখাচ্ছে।"

পল রিমোটটা নিয়ে টিভিএস চ্যানেল ধরলেন।

বোরিয়া আর রাচেলের কথা উল্লেখ করলেন না। তবে তিনি খেলা চলাকালীন সময়ে বারবার ম্যাপটার দিকে ফিরে তাকাতে লাগলেন। ম্যাপে হালকা সবুজ রংয়ে হার্জ পর্বতমালা অঙ্কন করে দেখিয়েছে। পবর্তটি উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে পূর্বে মোড় নিয়েছে। দুই জার্মানির মধ্যকার পুরনো সীমানা আর নেই। নগরীগুলোকে কালো রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। গোটিনগেন। মানডেন। ওস্টারডোড। ওয়ার্থবার্গ। স্টোড। গুহা এবং টানেলগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হয় নি, তবে তিনি জানেন ওগুলো ওখানে আছে। শত শত গুহা ও টানেল। এর মধ্যে কোনটা সঠিক গুহা?

সত্যিই বলা কঠিন।

ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় কি ঠিক পথে এগুচ্ছে?

অধ্যায় ৬

রাত ১০:২৫

কোলে করে মার্লাকে ঘরে নিয়ে আসলেন পল। ব্রেন্টও হাই তুলতে তুলতে তাকে অনুসরণ করলো। ঘরে ঢোকার সময় সবসময়ই এক অদ্ভুত অনুভূতি তাকে ঘিরে ধরে। দশ বছর আগে, বিয়ে করার পরপরই তিনি এবং রাচেল এই দুই-তলার ইটের বাড়িটি কিনেছিলেন। যখন সাত বছর পর ওদের ডিভোর্স হল, তখন তিনি এখান থেকে সরে গেলেন। বাড়িটি অবশ্য তাদের দুজনের নামেই থাকলো। রাচেল জোর করে তাকে ঘরের একটা চাবিও দিয়ে দিলেন। যদিও চাবিটি তিনি খুব কমই ব্যবহার করেন আর যখন করেন তখন রাচেলকে জানিয়েই করেন।

তিনি সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতীয় তলায় এসে মার্লাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বাচ্চা দুটো তাদের নানার বাসায় গোসল সেরেছে। তিনি মার্লাকে তার 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট' পাজামাটি পরিয়ে দিলেন। তাদেরকে দুবার এই ডিজনির ছবিটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মার্লাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চুমু খেয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। ব্রেন্টকেও ভালোমতো বিছানায় শুইয়ে পল নিচের তলায় ফিরে আসলেন।

রান্নাঘরসহ অন্যান্য ঘরগুলো নোংরা হয়ে আছে। দৃশ্যটা মোটেও দৃষ্টিসুখকর কিছু নয়। একজন ঘর পরিস্কার করার লোক সপ্তাহে দুবার আসে যেহেতু রাচেল ঠিক পরিচ্ছন্নতায় পারদর্শী নয়। এটা ছিলো তাদের মধ্যকার একটি পার্থক্য। পল নিজে সবকিছু গুছিয়ে সঠিক জায়গায় রাখতে পছন্দ করেন। তাই বলে তিনি কাউকে বাধ্য করতেন না পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে; শুধুমাত্র একটু শৃঙ্খলাপরায়ণই ছিলেন তিনি। বিশৃঙ্খলা সবসময়ই তাকে বিব্রত করে। রাচেলের তেমন কোন সমস্যাই হয় না কাপড় মেঝেতে পড়ে থাকলে, খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে কিংবা সিঙ্ক ভর্তি ডিশ থাকলে।

রাচেল বেটস শুরু থেকেই ছিলো কুহেলিকার মতো। বুদ্ধিমান, স্পষ্টভাষী, দৃঢ়প্রত্যয়ী কিন্তু প্রলুব্ধকর। রাচেলের তাকে ভালোবাসা অনেকটা বিস্ময়করই ছিলো যেহেতু নারী সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বেশ কাঁচাই ছিলেন। কলেজে দুজন বান্ধবী ছিলো তার আর ল'স্কুলে একটি মেয়ের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাচেল বেটসই তাকে অধিকার করে নেয়। কেন যে রাচেল তাকে অধিকার করে নেয়, তা তিনি কখনোই বুঝতে পারেন নি। তার ধারালো জিহ্বা ও রুঢ় আচরণের কারণে পল মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন। অবশ্য ৯০ ভাগ কথাই সে অন্তর থেকে বলতো না। এভাবেই রাচেলের সংবেদনহীনতা নিয়ে মনে মনে বুঝ দিতেন। তিনি নিজে শান্ত প্রকৃতির মানুষ। হয়তোবা একটু বেশি মাত্রায় শান্ত প্রকৃতির। রাচেলের সাথে লড়ার চেয়ে উপেক্ষা করাকেই কম ঝামেলার মনে করতেন। কিন্তু মাঝেমাঝেই মনে হত রাচেল তাকে লড়াইয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। তার এই পশ্চাদপসরণতা কি রাচেলকে হতাশ

করেছিলো?

প্রশ্নটার উত্তর দেয়া কঠিন।

তিনি বাড়ির সামনের দিকটায় ঘুরে নিজের মাথা পরিস্কার করার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু সব কক্ষেই তিনি ভয়ানক স্মৃতি কাতরতায় আক্রান্ত হতে লাগলেন। তার মনে পড়ছে মেহগনি কাঠের টেবিলটি তারা এক ছুটির দিনে চাটানুগা থেকে কিনেছিলেন। ঐ ক্রিম রংয়ের সোফাটিতে তারা কত রাত টেলিভিশন দেখে কাটিয়েছেন। গ্লাসের সাইডবোর্ডটিতে ক্ষুদ্রাকৃতির কটেজ দেখা যাচ্ছে যা একসময় তারা প্রচণ্ড উৎসাহের সাথে সংগ্রহ করেছেন। এমনকি গন্ধও যেনো মমতাময় স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে যে অদ্ভুত সুগন্ধ আমরা বাড়িগুলোতে সচরাচর পেয়ে থাকি।

তিনি বাড়িটার প্রবেশ কক্ষে ঢুকে দেয়ালে একটি পোর্ট্রেট লক্ষ্য করলেন। পোর্ট্রেটে তিনিসহ তার বাচ্চারা উপস্থিত। মনে মনে ভাবলেন কতজন ডিভোর্সি এভাবে তার প্রাক্তন স্বামীর পোর্ট্রেট সবাইকে দেখানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখে। আর কতজন তাদের প্রাক্তন স্বামীকে ঘরের একটা চাবি রাখার জন্য জোরাজুরি করে। তাদের এমনকি দুটো জয়েন্ট ইনভেস্টমেন্টও আছে যা দুজনের হয়ে পল নিজেই দেখাশোনা করেন। ঘরের নীরবতা ভেঙে গেলো সামনের দরজায় চাবি ঢোকানোর শব্দে।

এক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে রাচেল প্রবেশ করলেন। "বাচ্চারা কোন সমস্যা করেছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"মোটেও না।"

পল একনজরে দেখে নিলেন রাচেলের কালো জ্যাকেট যা কোমরের কাছে আঁটোসাঁটো করে বাঁধা এবং হাঁটুর উপরে এসে শেষ হওয়া সরু স্কার্টটি। লম্বা, সরু পদযুগল লো-হিলের জুতোয় গিয়ে শেষ হয়েছে। তার লালচে-বাদামি চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে আর সবুজ বাঘের মতো চোখ দুটোকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

"নাম পরিবর্তনের শুনানিতে আসতে না পারার জন্য দুঃখিত," পল বললেন। "কিন্তু মার্কাস নেটলসের সাথে তোমার তাক লাগানো কসরত প্রোবেট কোর্টের কাজ আটকে দিয়েছিলো।"

"সে একটা নোংরা বেজন্মা।"

"তুমি একজন বিচারক, রাচেল, দুনিয়ার ত্রানকর্তা নও। কিছুটা কূটনীতির আশ্রয় কি তুমি নিতে পার না?"

সাইড টেবিলে রাচেল তার পার্স আর চাবিগুলো রেখে দিলেন। তার চোখগুলো মার্বেলের মতই শক্ত হয়ে গেছে। পল আগেও এ দৃষ্টি দেখেছেন। "তুমি আমার কাছ থেকে কি আশা কর? ঐ মোটা বেজন্মাটা একশ' ডলারের নোট ছুঁড়ে মেরে আমাকে মুখের উপর জাহান্নামে যাওয়ার জন্য বলবে। কয়েক ঘণ্টার কারাবাস তার প্রাপ্য ছিলো।"

"তোমার কি প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রমাণ করে যেতে হবে?"

"তুমি আমার রক্ষক নও, পল।"

"তোমার রক্ষকের দরকার আছে। সামনে নির্বাচন। তোমার বিরুদ্ধে দুজন শক্ত

প্রতিদ্বন্দ্বী আছে আর তুমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। নেটলস্ ইতিমধ্যেই ওদের দুজনকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করার কথা বলছে। এ কাজ করার সামর্থ্যও তার আছে। তুমি নিশ্চয়ই এ ধরণের ঝামেলা চাও না।"

"নেটলসের খেতা পুড়ি।"

আগেরবার পলই ফান্ড সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপন পরিচালনা, দাবি অনুমোদন নিশ্চিত করা, প্রেসকে ডাকা এবং ভোট নিশ্চিত করার কাজগুলো করেছেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন এবার কে তার ক্যাম্পেইন চালাবে। রাচেল সাংগঠনিক কাজে খুব একটা পারদর্শী নয়। এখনও পর্যন্ত সে তার সাহায্য চায় নি, তিনি তা আশাও করছেন না। "তুমি হেরেও যেতে পারো।"

"আমার কোন রাজনৈতিক বক্তৃতার দরকার নেই।"

"তুমি কি চাও, রাচেল?"

"সেটা অবশ্যই তোমার জানার বিষয় না। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে, মনে আছে তোমার?"

প্রাক্তন শ্বশুরের কথাগুলো মনে পড়লো পলের। "তোমার কি কথাটা মনে আছে? তিন বছর হয়ে গেলো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এর মধ্যে কি কারো সাথে তোমার সম্পর্ক হয়েছে?"

"সেটাও তোমার জানার বিষয় না।"

"হয়তোবা না। কিন্তু মনে হয় আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে।"

রাচেল কাছে এগিয়ে এলেন। "একথার মাধ্যমে কি বুঝাতে চাচ্ছো?"

"আইস-কুইন। আদালত পাড়ায় এ নামেই তোমাকে সবাই ডাকে।"

"আমি আমার কাজ করে যাই। আগেরবার কাউন্টিতে সব বিচারকদের মধ্যে আমিই সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছিলাম।"

"তুমি কি শুধু ঐ বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাও? কত দ্রুত তুমি তোমার কেসগুলোর নিষ্পত্তি করতে পারো?"

"বিচারকদের বন্ধু থাকতে হয় না। হয় তুমি পক্ষপাতের কারণে অভিযুক্ত হবে নয়তো পক্ষপাতহীনতার কারণে ঘৃণিত হবে। আইস-কুইন হয়ে থাকতে কোন আমার আপত্তি নেই।"

পল কোন তর্কে যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি রাচেকে পাশ কাটিয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। "একদিন হয়তোবা তোমার বন্ধুর দরকার পড়তে পারে। আমি তোমার জায়গায় থাকলে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতাম না।"

তিনি দরজাটা খুললেন।

"তুমি আমার জায়গায় নেই," রাচেল বলে উঠলেন।

"সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

কথাটা বলেই তিনি চলে গেলেন।

অধ্যায় ৭

উত্তরপূর্ব ইটালি
বুধবার, ৭ই মে, রাত ১:৩৪

তার হলদেটে সবুজ জাম্পসুট, কালো চামড়ার দস্তানা আর কয়লা-রঙা স্নিকার রাতের অন্ধকারের সাথে ভালোই মিশে গেছে। এমনকি তার ছোট করে ছাঁটা বাদামি চুল, চোখের ভুরু এবং কৃষ্ণকায় গাত্রবর্ণও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। গত দুসপ্তাহ উত্তর-আফ্রিকা ঘুরে বেড়ানোর ফলে তার নর্ডিক মুখমন্ডল রোদে পুড়ে তামাটে রং ধারণ করেছে।

তার চর্তুদিকে উষর চূড়া এমনভাবে পরিবেষ্টন করে আছে যে মাঝখানের ফাঁকা সমতল স্থানটিকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। একটা পূর্ণচন্দ্র পূর্বদিকের আকাশে ঝুলে আছে। বসন্তের শীতলতা বাতাসের সাথে মিলে আছে যা সজীব, জীবন্ত ও অন্যকরম। পাহাড়গুলো থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দূরবর্তী বজ্রের ধ্বনি। লম্বা গাছগুলোর নিচের লতাপাতা তার প্রতিটি পদক্ষেপকে রক্ষা করছে জোরালো আওয়াজ সৃষ্টি করা থেকে। জ্যোৎস্না গাছপালার শামিয়ানাকে বহু রঙে রঙিন করে পুরো রাস্তাটিকেই বর্ণিল করে তোলেছে। সে সতর্কতার সাথে পা ফেলতে লাগলো, তার তীক্ষ্ণ চোখ প্রস্তুত ও হুঁশিয়ার।

পন্ট-সেন্ট মার্টিন নামক গ্রামটি পুরো দশ কিলোমিটার দক্ষিণে। উত্তরের একমাত্র পথ একটি সর্পিল রাস্তা যা ৪১ কিলোমিটার পরে অস্ট্রিয়ান সীমান্ত এবং ইনসব্রুকে গিয়ে শেষ হয়েছে। ভেনিস এয়ারপোর্ট থেকে গতকালের ভাড়া করা বিএমডব্লিউটি এক কিলোমিটার দূরে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছে। এখানকার কাজ সেরে উত্তরদিকে গাড়ি চালিয়ে ইনসব্রুকে চলে যাবে সে। সেখান থেকে আগামীকাল সকাল ৮:৩৫ মিনিটে অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনসের একটি শাটল তাকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে যাবে। সেন্ট পিটার্সবার্গে আরো অনেক কাজ অপেক্ষা করছে।

তার চারপাশে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। চার্চের ঘণ্টাধ্বনি কিংবা রাস্তা দিয়ে গাড়ির দ্রুত চলে যাওয়ার কোন শব্দ নেই।

শুধুমাত্র সুপ্রাচীন ওক, ফার ও লার্চের গাছগুলো সামঞ্জস্যহীনভাবে পাবর্ত্য উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফার্ন, মস ও বুনোফুল অন্ধকার গহবরগুলোতে যেনো আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। সহজেই বুঝা যায় দা ভিঞ্চি কেন মোনালিসার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ডোলমাইটস্ ব্যবহার করেছেন।

জঙ্গল শেষ হলো। তার সামনেই ছড়িয়ে আছে তৃণভূমি ভর্তি ফুটন্ত কমলা-রঙা লিলি। শেষ প্রান্তে ভবনটি অবস্থিত, সামনেই নুড়ি পাথর বিছানো গাড়িবারান্দা। দুই তলা বাড়িটির লাল ইটের দেয়ালগুলো সজ্জিত বাদামি চর্তুভুজ দ্বারা। তিনি পাথরগুলোর

কথা মনে করতে পারলেন দুমাস আগের সাক্ষাত থেকে। এ কাজগুলো নিশ্চিতভাবে ম্যাসনদের দিয়ে করা হয়েছে যারা সমস্ত কলাকৌশল তাদের বাপ-দাদার কাছে থেকে শিখেছে।

উপরের জানালার কোনটাতেই বাতি জ্বলছে না। ওক কাঠের সামনের দরজাটাও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন বেড়া, কুকুর বা গার্ডের ব্যবস্থা নেই। কোন অ্যালার্মেরও ব্যবস্থা নেই। ইটালিয়ান আল্পসের পাদদেশে এই কাউন্টি এস্টেটটির মালিক একজন নিঃসঙ্গ উৎপাদনকারী যিনি প্রায় এক দশক ধরে অবসর জীবন যাপন করছেন।

সে জানে ভবনটির মালিক পিয়েত্রো কার্পোনি দ্বিতীয় তলার একটি মাস্টার সুইটে ঘুমান। কার্পোনি একলাই থাকেন, শুধুমাত্র তিনজন চাকর পন্ট-মার্টিন থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে। আজ রাতে কার্পোনি আপ্যায়ন করছেন। সামনে পার্ক করে রাখা ক্রিম রংয়ের মার্সিডিজটি সম্ভবত এখনও কিছুটা গরম ভেনিস থেকে চালিয়ে নিয়ে আসার ফলে। তার অতিথি দামি কর্মজীবি মহিলাদের একজন। তারা মাঝে মাঝেই রাতে অথবা সপ্তাহ শেষে আসে। আনন্দের মূল্য দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন লোক পিয়েত্রো কার্পোনি ইউরোতেই সাধারণত দাম চুকান। আজকের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণটি এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে তা অতিথির সময়সূচীর সাথে মিলে যায়। সে আশা করছে কার্পোনি মেয়েটাকে নিয়ে এমনভাবে মশগুল থাকবেন যে তার বাড়িটিতে ঢোকা ও বেরিয়ে যাওয়াটা নিরাপদেই সারা যাবে।

তার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে পায়ের নিচের নুড়িপাথরগুলো মচমচিয়ে উঠলো। ভবনটির উত্তরপূর্ব কোণে গিয়ে হাজির হলো সে। একটি অভিজাত বাগান পাথরের বারান্দাটি পর্যন্ত প্রসারিত, ইটালিয়ান রট আয়রন টেবিল ও চেয়ারগুলোকে ঘাস থেকে পৃথক করে রেখেছে। একজোড়া ব্রোঞ্জ-এর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয় যা এই মুহূর্তে লক করা। সে তার ডান বাহুটি সোজা করে একটু মোচড়াল। একটি স্টিলেটো তার হাত বেয়ে পিছলিয়ে আসলো, অলঙ্কারখচিত হ্যান্ডেলটি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আশ্রয় নিল হাতের তালুতে। চামড়ার আবরণটি তার নিজস্ব আবিষ্কার, বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে তা ঠিকমত ছোঁড়া যায়। ব্লেডটি লকে ঢুকিয়ে দিলো সে। একটা মোচড়েই খুলে গেলো তা। স্টিলেটোটি সে আবারো আস্তিনে ঢুকিয়ে রাখলো।

ঘরে ঢুকে গ্লাস প্যানেলের দরজা আস্তে করে লাগিয়ে দিলো। সে তার চারপাশের নিওক্লাসিসিজম সজ্জা পছন্দ করে ফেললো। দুটি এট্রুসকান ব্রোঞ্জ দূরের দেয়ালটিতে সজ্জিত করে রাখা। এর উপরেই ভিউ অভ পম্পেই নামের একটি পেইন্টিং যা সে কালেক্টরস আইটেম হিসেবেই জানে। একজোড়া আঠারো শতকের গ্রন্থ ও রচনার তালিকা শেলফে অন্যান্য অ্যান্টিক বইয়ের সাথে রাখা। শেলফটি বইয়ের ভারে যেনো উপচে পড়ছে। আগেরবারের ভ্রমণ থেকেই তার গুচি আরদিনি'র স্টোরিয়া ডি ইটালিয়া এবং টিয়েট্রো ফ্রান্সিস-এর ৩০ খণ্ডের কথা মনে আছে। দুটোই অমূল্য।

সে অন্ধকার আসবাবপত্রের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে প্রবেশকক্ষে এসে থামলো এবং কান পেতে শব্দ শুনলো উপরতলার। কোন শব্দ নেই। হুইল আকৃতির মার্বেল ফ্লোরের

মাঝখান দিয়ে সে এমনভাবে পা টিপে চললো যাতে রাবার সোলের আওয়াজ না হয়। মার্বেল প্যানেলগুলোতে নিয়াপলিটান পেইন্টিং ঝুলে আছে। বাদামি থামগুলো অন্ধকার সিলিংয়ের ভার বহন করছে।

সে বসার ঘরে ঢুকলো।

তার অনুসন্ধানের বস্তুটি আবলুস কাঠের টেবিলে রাখা। একটি ম্যাচ বাক্স। ফ্যাবার্জ। সোনা ও রুপা মিলে আছে এনামেল করা আলোকপ্রবাহী হলুদাভ লালের সাথে। সোনার কলারটিতে গাছের পাতা খোদাই করা। ম্যাচ বাক্সটিতে স্লাভ বর্ণমালায় নামের আদ্যক্ষর চিহ্নিত করা আছে, এন.আর ১৯০১। নিকোলাস রোমানভ। দ্বিতীয় নিকোলাস। রাশিয়ার সর্বশেষ জার।

সে তার পেছনের পকেট থেকে একটা ফেল্ট ব্যাগ টেনে বের করে বাক্সটির দিকে হাত বাড়ালো।

হঠাৎ করেই আলোর বন্যায় ভেসে গেলো ঘরটি। মাথার উপরের ঝাড়বাতির আলোকরশ্মিতে তার চোখ ধাঁধাঁনো শুরু করলো। সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়ালো সে। ডান হাতে বন্দুক নিয়ে পিয়েত্রো কার্পোনি ঘরটির প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

"বুয়োনা সেরা, সিনর নোল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম কখন আপনি ফিরে আসবেন।"

এত আলোতে তার তখনো সমস্যা হচ্ছিল, তবে সে ইটালিয়ান ভাষায়ই উত্তর দিলো, "আমি বুঝতে পারি নি যে আপনি মনে মনে আমাকে আশা করছেন।"

কার্পোনি বসার ঘরে ঢুকলেন। বেঁটে খাটো আর ও ভারি বুকের অধিকারী পঞ্চাশের কোঠায় পা-রাখা মানুষটির মাথা ভর্তি কালো চুল। তার পরনে নেভি-ব্লু টেরি ক্লথের গাউন যা কোমরের কাছে বাঁধা। পা-দুটো সম্পূর্ণ খালি। "গতবার সাথে করে নিয়ে আসা কাভার স্টোরিটি আপনি আর নিয়ে যান নি। ক্রিস্টিয়ান নোল, শিল্পকর্ম বিষয়ক ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ। এই সামান্য ব্যাপারটি যাচাই করে দেখা খুবই সোজা।"

এত সময়ে তার চোখ আলোর সাথে খাপ খেল। ম্যাচ বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালো সে। কার্পোনির বন্দুক সাথে সাথেই তার দিকে তাক হলো। নোলের হাত দুটো ব্যাঙ্গাত্মক আত্মসর্ম্পনের ভঙ্গিতে উপরে উঠে গেলো। "আমি শুধুমাত্র বাক্সটা একটু স্পর্শ করতে চাচ্ছিলাম।"

"আস্তে আস্তে হাত বাড়ান।"

সে অমূল্য সম্পদটি হাত দিয়ে তুললো। "রাশিয়ান সরকার এটা যুদ্ধের পর থেকেই খুঁজছে। জিনিসটা নিকোলাসের নিজের ছিলো। ১৯৪৪ সালের কোন এক সময় পিটার হফ থেকে এটা চুরি যায়। একজন সৈন্য রাশিয়ার স্যুভেনির হিসেবে এটা পকেটস্থ করে। কি অসাধারণ স্যুভেনির! লাখে একটা। খোলা বাজারে এটার দাম এখন প্রায় চল্লিশ হাজার ডলারের মতো। অবশ্য যদি কেউ এটা বিক্রি করতে চায়। রাশিয়ানরা এসব চুরি যাওয়া জিনিসগুলোকে 'সুন্দর লুণ্ঠিত দ্রব্য' হিসেবে ডাকতো।"

"ম্যাচবাক্সটা চুরি করার পরপরই কি তা রাশিয়ায় পাচার করা হতো?"

সে হেসে উঠলো। "রাশিয়ানরা চোরের চেয়ে ভালো কিছু না। তারা তাদের সম্পদগুলো ফেরত চায় বিক্রি করার জন্য। রাশিয়ায় নগদ অর্থের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। কমিউনিজমের মূল্য দিতে হচ্ছে তাদেরকে।"

"আমি শুনতে আগ্রহী, কি কারণে আপনি এখানে এলেন?"

"এ ঘরের একটি ফটো যাতে ম্যাচে বাক্সটি দৃশ্যমান। তাই আমি শিল্প ইতিহাসের প্রফেসর হিসেবে হাজির হলাম।"

"দুই মাস আগের সেই সময়ের সাক্ষাতে আপনাকে কিন্তু খাঁটিই মনে হয়েছে।"

"আমি শিল্প-কর্ম বিষয়ে একজন এক্সপার্ট। বিশেষ করে ফ্যাবর্জের ব্যাপারে।" সে ম্যাচবাক্সটা রেখে দিলো। "আমার কেনার প্রস্তাবটা আপনার গ্রহণ করা উচিত ছিলো।"

"আপনি যে অর্থ দিতে চাচ্ছেন তা অনেক কম, এমনকি 'সুন্দর লুণ্ঠিত দ্রব্য'-র জন্যেও। তাছাড়া, এই জিনিসটার সাথে অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে। আমার আব্বাই এই সুভেনিরটা পকেটস্থ করেছিলেন যা আপনি এত যথাযথভাবে বর্ণনা করলেন।"

"আপনি এত অসতর্কভাবে তা প্রদর্শন করেন?"

"পঞ্চাশ বছর কেটে যাওয়ার পর মনে হয়েছিলো এতে কারো কিছু যায় আসে না।"

"আপনার সাক্ষাৎকারী ও ফটোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।"

কার্পোনি শ্রাগ করলেন। "খুব কম মানুষই এখানে আসে।"

"শুধুমাত্র সিনোরিনারাই এখানে আসে? এখন যেমন একজন উপরে আছে?"

"তাদের কেউই এসব বিষয়ে আগ্রহী না।"

"শুধুমাত্র ইউরো-তেই আগ্রহী তারা?"

"এবং আনন্দে।"

সে হেসে উঠে ম্যাচবাক্সটাতে আবারো হাত বুলালো। "আপনার প্রচুর অর্থ আছে, সিনর কার্পোনি। এই ভিলাটি একটি জাদুঘরের মতো। দেয়ালে ঝুলানো ঐ অউব্যুসন ট্যাপেস্ট্রিটি অমূল্য। ওদিকে রাখা রোমান ক্যাপ্রিসিও দুটি-ও সংগ্রহে রাখার মতো মূল্যবান জিনিস। আমার বিশ্বাস ওটা উনিশ শতকের?"

"দারুণ, সিনর নোল। আমি অভিভূত।"

"অবশ্যই আপনি ম্যাচবাক্স ছাড়াই থাকতে পারবেন।"

"আমি চোর পছন্দ করি না, সিনর নোল। আমি আপনাকে আগেও বলেছি, ওটা বিক্রির জন্য নয়।" কার্পোনি বন্দুক দিয়ে ইশারা করলেন। "এখন আপনি যান।"

সে অবশ্য দাঁড়িয়েই রইলো। "কি দ্বিধা! অবশ্যই আপনি পুলিশকে জড়াতে পারেন না। কারণ এমন একটা সম্পদ আপনার কাছে আছে যা রাশিয়ান সরকার খুব খুশি হয়ে ফেরত চাইবে। এই ভিলার আর কোন কোন জিনিস এই ক্যাটাগরিতে পড়বে? অনেক প্রশ্ন উঠবে, তদন্ত হবে, প্রচার-প্রচারণা পাবে জিনিসটা। আপনার রোমের বন্ধুরা খুব একটা কাজে আসবে না যেহেতু ইতিমধ্যেই আপনি চোর হিসেবে আখ্যায়িত হবেন।"

"আপনার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার, সিনর নোল, আসলেই আমি অথরিটিকে জড়াতে পারি না।"

সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা একটু মোচড়াল। তার এই দেহের বিশেষ ভঙ্গিটি কার্পোনির নজরে পড়লো না। কর্পোনি বরঞ্চ তাকিয়ে আছেন নোলের হাতে ধরা ম্যাচবাক্সটার দিকে।

স্টিলেটোটি চামড়ার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে জামার আস্তিন বেয়ে তার ডান হাতের তালুতে এসে আশ্রয় নিল। "কোন পুনঃবিবেচনা, সিনর কার্পোনি?"

"না।" কার্পোনি প্রবেশ কক্ষের দিকে পিছিয়ে গিয়ে বন্দুক দিয়ে ইশারা করলেন। "এদিকে, সিনর নোল।"

সে তার আঙুলগুলো স্টিলেটোর হ্যান্ডেলে ভালোভাবে জড়িয়ে ধরে কব্জিটি সামনের দিকে মোচড় দিলো। একটা আলতো ঝাঁকুনি, স্টিলেটোটি ঘরের মাঝখান দিয়ে উড়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো কার্পোনির বুকে। বুড়ো মানুষটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে, চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে হ্যান্ডেলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মেঝেতে পড়ে গেলেন।

তাড়াতাড়ি ম্যাচবাক্সটা ফেল্ট ব্যাগে ভরে নিয়ে দেহটার কাছে গেলো। তার স্টিলেটোটি বের করে এনে পালস পরীক্ষা করলো সে; নেই। বিস্ময়কর। লোকটি বেশ দ্রুতই মারা গেছে।

তার লক্ষ্য একদম সঠিক ছিলো।

সে গাউনে রক্ত মুছে পেছনের পকেটে চালান করে দিলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। উপরের প্রবেশকক্ষ জুড়ে আছে আরো মার্বেল প্যানেল আর এর মাঝে মাঝে বন্ধ দরজা। সে ধীরে-সুস্থে দ্বিতীয় তলার শেষ প্রান্তের দিকে হাঁটা ধরলো। হলের একদম শেষ প্রান্তে আর একটি বন্ধ দরজা।

দরজার নবটি ঘুরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো সে।

জোড়া মার্বেল কলাম সমৃদ্ধ ঘরের বর্ধিতাংশে একটি বড়ো আকারের বিছানা। নাইটস্ট্যান্ডে একটি লো-ওয়াটের বাতি জ্বলছে। বাতির আলো যেনো শুষে নিচ্ছে ঘরের ওয়ালনাট প্যানেলিং এবং চামড়া। সন্দেহাতীতভাবেই ঘরটি একজন ধনী ব্যক্তির শোবার ঘর।

বিছানার প্রান্তে যে নারীটি বসে আছে, সে একেবারেই নগ্ন। তার লম্বা লাল চুল পিরামিড আকৃতির স্তন ও কাঠবাদাম-আকৃতির চোখকে ঘিরে রেখেছে। সে একটি কালো ও সোনালি সিগারেট টানছে, নোলের দিকে শুধুমাত্র একবার অস্থির দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো। "তুমি কে?" শান্তভাবে ইটালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো সে।

"সিনর কার্পোনির একজন বন্ধু।" কথাটি বলে নোল শোবার ঘরে প্রবেশ করে দরজা লাগিয়ে দিলো।

মেয়েটি সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে নোলের সামনে এসে বললো, "অদ্ভুত। তোমাকে তো চোরের মত লাগছে।"

"আর তোমাকে এ ব্যাপারে একদম নির্বিকার মনে হচ্ছে।"

মেয়েটি শ্রাগ করলো। "অদ্ভুত মানুষ নিয়েই আমার ব্যবসা। তাদের প্রয়োজন আর

কারো চেয়ে পৃথক নয়।" সে নোলের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিল। "তোমার চোখে একটা শয়তানী শয়তানী ভাব আছে। জার্মান, তাই না?"

নোল কিছুই বললো না।

মেয়েটি তার হাতগুলো চামড়ার দস্তানার ওপর দিয়েই বুলিয়ে দিলো। "শক্তিশালী।" সে তার বুক কাঁধের ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে আনলো। "পেশীবহুল।" মেয়েটি খুবই কাছে, তার স্তনজোড়া নোলের বুক ছুঁই ছুঁই করছে। "সিনর কোথায়?"

"আটকে রাখা হয়েছে। পরামর্শ দিলেন যে তোমার সঙ্গ আমার ভালো লাগতে পারে।"

মেয়েটি ক্ষুধাভরা দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালো। "সিনরের মতো ক্ষমতা কি তোমার আছে?"

"অর্থের দিক দিয়ে না অন্য দিকে?"

মেয়েটি হেসে উঠলো। "দুটোই।"

নোল পতিতাকে জড়িয়ে ধরলো। "দেখা যাক।"

অধ্যায় ৮

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
সকাল ১০:৫০

ক্যাবটি ঝাঁকুনি খেয়ে থামলে নোল ব্যস্তময় নেভস্কি প্রসপ্রেক্টে বেরিয়ে আসলো। সে ক্যাবচালককে দুটা বিশ ডলারের নোট দিলো। রুবলের কি হল তাই সে ভাবছিলো। রুবল এখন অনেকটা খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে রাশিয়ান সরকার ডলার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ক্যাবচালকেরা এ ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দেয় না। তারা বরঞ্চ আগ্রহ সহকারেই ডলার চায় এবং পকেটস্থ করে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যায়।

ইনসব্রুক থেকে তার ফ্লাইটটি পুলকোভো এয়ারপোর্টে এসে পৌছায় এক ঘণ্টা আগে। উত্তর ইটালিতে তার সাফল্যের কথা জানিয়ে ম্যাচবাক্সটি ইনসব্রুক থেকে রাতারাতি জার্মানিতে পাঠিয়ে দেয়। জার্মানির উদ্দেশ্যে তার নিজের যাওয়ার আগে আরেকটি কাজ বাকি রয়ে গেছে নোলের।

প্রসপেক্ট এলাকাটি গাড়ি এবং মানুষে পরিপূর্ণ। সে রাস্তার ওপাশে কাজান ক্যাথেড্রালের সবুজ ডোম ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলো, ডানদিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো সকালের কুয়াশায় আংশিক অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অ্যাডমিরালটির সোনালী চূড়া। সে কল্পনা করলো বুলেভার্ডের অতীত-যখন যানবাহন বলতে ছিলো শুধুমাত্র ঘোড়ার গাড়ি, পাথুরে রাস্তাকে ঝঞ্ঝাটমুক্ত রাখার জন্য রাতে পতিতাদের গ্রেফতার করা হতো। পিটার দ্য গ্রেট বেঁচে থাকলে এখন তার ইউরোপের জানালা সম্বন্ধে কি ভাবতেন? ব্যস্ত পাঁচ কিলোমিটার পথে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সিনেমা হল, রেস্তরা, জাদুঘর, দোকান, আর্ট স্টুডিও এবং ক্যাফে। ঝলমলে নিওন বাতি ও সুবিশাল কিয়োস্কে বই থেকে আইসক্রিম পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি হচ্ছে, পুঁজিবাদের দ্রুত অগ্রগতির আগমন ঘোষণা করছে-যা একসময় সমারসেট মম বর্ণনা করেছিলেন নোংরা, মলিন ও ক্ষয়িত হিসেবে।

আর নয়, সে ভাবলো।

রাশিয়ার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে বলেই নোল সেন্ট পিটার্সবার্গে আসতে পেরেছে। অতি সম্প্রতি পুরনো সোভিয়েত রেকর্ড বাইরের লোকদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। সে এ বছরই দুবার রাশিয়া সফর করেছে; ছয় মাস আগে একবার, আর দুমাস আগে। দুবারই সেন্ট পিটার্সবার্গের একই ডিপজিটরিতে। এই নিয়ে তৃতীয় বারের মতো সে ডিপজিটরিতে ঢুকছে। পাঁচ তলা বিশিষ্ট দালানটি পাথর কেটে বানানো যা ধোঁয়ায় ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। নীচের তলার এক অংশে আছে সেন্ট পিটার্সবার্গ কমার্শিয়াল ব্যাংকের একটি ব্যস্ত শাখা এবং অন্য অংশ রাশিয়ার জাতীয় এয়ারলাইন অ্যারোফ্লট-এর

দখলে। প্রথম তলা থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম তলা পর্যন্ত সব সরকারি অফিস : ভিসা এবং বিদেশি নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট, রফাতানি নিয়ন্ত্রণ এবং আঞ্চলিক কৃষি মন্ত্রণালয়। চতুর্থ তলার পুরোটা জুড়ে আছে রেকর্ডস ডিপজিটরি। সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রেকর্ডস ডিপজিটরির এটা একটা। এখানে ৭৫ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের অবশিষ্টাংশ সযত্নে লালন পালন এবং নিরাপদে পঠন-পাঠন করা যায়।

ইয়েৎলসিন সর্বসাধারণের জন্য ডকুমেন্টগুলো খুলে দিয়েছিলেন রাশিয়ান আর্কাইভাল কমিটির মাধ্যমে। তিনি যে কমিউনিজম বিরোধী তা প্রচার করাই ইয়েলৎসিনের উদ্দেশ্য ছিলো। আসলেই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। ক্রুশ্চেভ বা ব্রেজনেভের মতো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারণ, গুলাগ পরিপূর্ণ করা বা ইতিহাস পুণর্লিখনের আর দরকার নেই। শুধুমাত্র ঐতিহাসিকদের অগণিত নৃশংসতা, চুরি এবং গুপ্তচরবৃত্তির আলামত যা কয়েক দশক ধরে পচা কাগজ ও অস্পষ্ট কালির নিচে চাপা পড়ে ছিলো, তা উদঘাটনের ব্যবস্থা করে দিলেই হলো। রাষ্ট্রের চাহিদা মেটানোর জন্য এই লেখাগুলো প্রোপাগান্ডার চেয়েও যথেষ্ট।

কালো লোহার সিঁড়ি বেয়ে চতুর্থ তলায় উঠলো সে। সিঁড়িটি সোভিয়েত স্টাইলের মতই সরু যাতে নোলের মত অভিজ্ঞরা বুঝতে পারে যে দালানটি উত্তর বৈপ্লবিক আমলের। গতকাল ইটালি থেকে করা একটি ফোনকলের মাধ্যমে সে জানতে পারে ডিপোজিটরিটি রাত ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। নোল এটা ছাড়াও দক্ষিণ রাশিয়ায় আরো চারটা ডিপোজিটরি পারিদর্শন করেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গেরটা অন্যগুলো থেকে আলাদা কারণ এখানে একটা ফটোকপিয়ার আছে। চারতলার ভাঙা কাঠের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় একটি বদ্ধ জায়গায় যার মলিন সবুজ দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে বাতাসের অভাবে। সিলিংহীন ডিপোজিটরিটির বাতাস ঠাণ্ডা ও আর্দ্র। মূল্যবান দলিল-পত্রাদি রাখার জন্য এক অদ্ভুত জায়গা বাছা হয়েছে।

সে কাঁকরের মতো টাইলের ওপর দিয়ে হেঁটে একমাত্র ডেস্কের দিকে এগুলো। সেই গুচ্ছাকার বাদামি চুল ও ঘোড়ার ন্যায় মুখের অধিকারী কেরাণিটি বসে আছে। গতবারই নোল কেরাণিটি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে মানুষ হিসেবে সে জটিল, ক্ষয়িত এক নব্য রাশিয়ান বুরোক্রাট। আগের সোভিয়েত সংস্করণের চেয়ে তেমন কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে।

"ডোবরি ডেন," নোল হেসে বললো।

"শুভ দিন," কেরাণিটি প্রত্যুত্তরে বললো।

রাশিয়ান ভাষায় সে বললো, "আমার কয়েকটা ফাইল দেখা দরকার।"

"কোনগুলো?" বিরক্তিকর হাসি ঝুলে রয়েছে কেরাণিটির মুখে। এ হাসির সাথে দুমাস আগে থেকেই পরিচিত নোল।

"আমি নিশ্চিত, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন।"

"আপনার মুখ পরিচিত মনে হচ্ছে। কমিশন রেকর্ডস, তাই না?"

কেরাণিটির কপট বিনয়ের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। "ডা। কমিশন রেকর্ডস।"

"আপনার জন্য ওগুলো বের করে নিয়ে আসি?"

"নাইয়েট। আমি জানি ওগুলো কোথায়। কিন্তু আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

নোল ডেস্কে থেকে সরে এসে অদৃশ্য হয়ে গেলো ধাতব শেলফ ভর্তি ক্ষয় হতে থাকা কার্ডবোর্ড বাক্সের ভিড়ে। ঘরের বাসি বাতাস ভারি হয়ে আছে ধূলা আর ছত্রাকের গন্ধে। সে জানে হরেক রকমের রেকর্ডস তাকে ঘিরে রয়েছে; কিছু পাশের আশ্রম থেকে এসেছে আর কিছু অনেক বছর আগে আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানীয় সায়েন্স একাডেমি থেকে। তার আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনাটা ভালোই মনে আছে। "আমাদের সাংস্কৃতিক চেরনোবিল," সোভিয়েট প্রেস এভাবেই ঘটনাটিকে বর্ণনা করে। কিন্তু নোল সবসময়ই সন্দিহান ছিলো আসলে বিপর্যয়টা কতটুকু অনিচ্ছাকৃত ছিলো। বিভিন্ন জিনিসের সঠিক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নে, সংশোধিত রাশিয়ায় অবস্থার খুব একটা উন্নতি ঘটে নি।

সে মনোযোগ সহকারে শেলফগুলো দেখতে দেখতে মনে করার চেষ্টা করতে থাকলো আগের বার সে কোথায় থেমেছিলো। সবকিছু দেখে শেষ করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। কিন্তু সুর্নিদিষ্টভাবে তার দুটা বাক্সের কথা মনে আছে। গতবার সময়ের অভাবে সে ওগুলোর কাছে যেতে পারে নি। তাছাড়া সেবার ডিপোজিটরি আন্ত জাতিক নারী দিবসের জন্য তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

সে বক্স দুটা খুঁজে বের করে শেলফ থেকে একটা খালি কাঠের টেবিলে নামালো। এক মিটার স্কয়ার উচ্চতার প্রতিটি বাক্সই যথেষ্ট ভারি; হয়তোবা ওজন ২৫ অথবা ৩০ কিলোগ্রাম। কেরানিটি এখনও আগের জায়গাতেই বসে আছে। এই ধৃষ্ট আহাম্মকটা সে কি করছে তা দেখতে যে খুব বেশি সময় নেবে না তা নোল ভালোমতই জানে।

স্লাভ ভাষায় দুটা বাক্সের ওপরেই লেখা :

এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেট কমিশন অন দ্য রেজিস্ট্রেশন এন্ড ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য ক্রাইমস অফ দ্য জার্মান-ফ্যাসিস্ট অকুপাইয়ারস এন্ড দেয়ার একোমপ্লিসেস এন্ড দ্য ডেমেজ ডান বাই দেম টু দ্য সিটিজেনস, কালেকটিভ ফার্মস, পাবলিক অর্গানাইজেশনস, স্টেট এন্টারপ্রাইসেস এন্ড ইনস্টিটিউশনস অফ দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক।

নোল কমিশনটার ব্যাপারে ভালোই জানে। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৪২ সালে নাৎসি দখলদারির সাথে জড়িত সমস্যাগুলো দূর করার জন্য। শেষ পর্যন্ত কমিশনটা রেড আর্মি দ্বারা মুক্ত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে তদন্ত চালানো থেকে শুরু করে সোভিয়েত জাদুঘরগুলো থেকে লুণ্ঠিত শিল্প সামগ্রী উদ্ধারের কাজ পর্যন্ত সবকিছুই করেছে। ১৯৪৫ সালে এসে কমিশনটি পরিণত হয় হাজারো বন্দী ও অনুমিত বিশ্বাসঘাতকদের গুলাগে পাঠানোর প্রধান প্রেরকে। এটা ছিলো স্টালিনের বানানো গল্পের একটা যাতে নিয়ন্ত্রণ

রক্ষা করা যায়। অবশেষে স্টালিন হাজারো লোক নিয়োগ করেন, মাঠ পর্যায়ের তদন্ত কর্মকর্তাসহ যারা পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা চষে বেড়ান জার্মানদের দ্বারা চুরি যাওয়া শিল্প-সামগ্রী উদ্ধারের কাজে।

সে একটি ধাতব চেয়ারে বসে প্রথম বাক্সটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলো। কাগজের সংখ্যাধিক্যতা এবং রাশিয়ান ও স্লাভ ভাষার তীব্রতার কারণে বেশ ধীর গতিতেই এগোলো সে। বাক্সটা তাকে হতাশই করলো; এর মধ্যে বেশির ভাগই কমিশনের বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টের সার সংক্ষেপ। দুই ঘণ্টা কেটে গেলেও তেমন কিছুই পেল না। নোল দ্বিতীয় বাক্সটায় হাত দিলো যার মধ্যে রয়েছে আরো রিপোর্টের সারসংক্ষেপ। মাঝামাঝি জায়গায় এসে তদন্তকারীদের কিছু ফিল্ড রিপোর্ট পেল সে। এরা তার মতোই উদ্ধারকারী। কিন্তু স্টালিনই এদেরকে বেতন দিত এবং তারাও শুধুমাত্র সোভিয়েত সরকারের হয়েই কাজ করত।

সে প্রত্যেকটা রিপোর্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো।

এর মধ্যে অনেক রির্পোটই ব্যর্থ অনুসন্ধান ও হতাশাব্যাঞ্জক সফরের গুরুত্বহীন বর্ণনা। অবশ্য কিছু সাফল্যও আছে যা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণিত করা হয়েছে। দেগা'র প্লেস ডি লা কনকর্ড। গঁগ্যাঁ'র টু সিস্টারস। ভ্যান গগের শেষ পেইন্টিং দ্য হোয়াইট হাউজ এট নাইট। নোল এমনকি তদন্তকারীদের নামও চিনতে পারলো। সার্জেই তেলেগিন। বরিস জারনভ। পিয়তর সাবসাল। ম্যাক্সিম ভোলেশিন। সে অন্য ডিপোজিটরিগুলোতে এসব তদন্তকারীদের ফিল্ড রিপোর্ট পড়েছে। বাক্সটার মধ্যে একশটার মতো রির্পোট আছে। রির্পোটগুলোর কথা মানুষ ভুলে গেছে এবং এগুলো এখন আর তেমন কোন কাজেও আসবে না শুধুমাত্র যারা খুঁজছে তারা ছাড়া। আরেকটি ঘণ্টা কেটে গেলো। এর মধ্যে কেরাণিটি তিন বার ঘুরে গেছে সাহায্য করার ছুতোয়। নোল প্রত্যেকবারই বিরক্তিকর কেরাণিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। পাঁচটার দিকে সে এক্সট্রা অর্ডিনারি কমিশনের প্রধান, স্টালিনের বিশ্বস্ত নির্দয় নিকোলাই শোভারনিকের উদ্দেশ্যে লেখা একটি নোট পেল। কিন্তু এই মেমোটি অন্যান্যগুলোর চেয়ে আলাদা। এটাতে কোন অফিসিয়াল কমিশনের সিল নেই। বরঞ্চ মেমোটি হাতে লেখা এবং ব্যক্তিগত। এতে তারিখ দেয়া আছে নভেম্বর ২৬,১৯৪৬ এবং এর কালো কালি শুকিয়ে গিয়ে এখন অদৃশ্য হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

কমরেড শোভারনিক,

আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। আমি ডোনার্সবার্গ সফর করেছি কিন্তু সেখানে কোন গথ ম্যানুসক্রিপ্ট পাই নি। কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো পূর্বের সোভিয়েত তদন্তকারীরা হয়তোবা ওগুলো ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসেই সরিয়ে ফেলেছেন। জাগোরস্ক -এর তালিকা পুনঃপরীক্ষা করা হোক। আমি গতকাল 'ওয়াই এক্স ও'-র সাথে দেখা করেছি। সে লোরিংয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে বললো। আপনার সন্দেহকে সঠিকই মনে হচ্ছে। হার্জ খনিতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকেরা বারবার গিয়েছে

কিন্তু কখনোই স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হয় নি। প্রত্যেক লোককেই লোরিং ভিতরে নিয়ে গিয়েছে এবং বাইরে নিয়ে এসেছে। ইয়ানট্যারনায়া কোমনাটাকে খুঁজে বের করে সরিয়ে দেয়া হতে পারে। এখন এ সম্পর্কে বলা অসম্ভব। 'ওয়াই এক্স ও' বোহেমিয়ায় তথ্য অনুসন্ধান করছে এবং আপনার নিকট সরাসরি রির্পোট করবে এক সপ্তাহের ভিতরে।

-ডানিয়া চাপায়েভ

নোটটার সাথে আরো দুটা নতুন পেপার সংযুক্ত করা, দুটাই ফটোকপি। পেপারগুলো কেজিবি'র সাত বছর আগেকার মেমো। পঞ্চাশ বছরের পুরনো নোটের সাথে সাত বছর আগের কেজিবি মেমো দেখে নোল বেশ অবাকই হলো। সে স্লাভ ভাষায় টাইপ করা প্রথম নোটটা পড়তে শুরু করলো :

'YXO' হচ্ছে ক্যারল বোরিয়া। স্লাভ আর রাশান ভাষায় *YXO* মানে 'কান'। সে ১৯৪৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কমিশনের নিয়োগাধীন ছিলো। তদানীন্তন সরকারের অনুমতি নিয়ে সে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয় ১৯৫৮ সালে। নাম পরিবর্তন করে হয় কার্ল বেটস। বর্তমান ঠিকানা: ৯৫৯ স্টোক্সউড অ্যাভিনিউ, আটলান্টা, জর্জিয়া (ফুলটন কাউন্টি), যুক্তরাষ্ট্র। তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিলো। ইয়ানটারনারা কোমনাটা সম্বন্ধে ১৯৫৮-এর পর কোন তথ্যই জানেন না বলে জানান তিনি। ডানিয়া চাপায়েভকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। বোরিয়া চাপায়েভের ঠিকানা জানেন না বলে দাবি করেন। কিভাবে তদন্তকার্য এগুবে সে ব্যাপারে অতিরিক্ত নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডানিয়া চাপায়েভের নামের সাথে সে পরিচিত। পাঁচ বছর আগে সে বুড়ো রাশিয়ানটিকে খুঁজেছিলো কিন্তু পায় নি। ডানিয়া চাপায়েভই একমাত্র জীবিত অনুসন্ধানকারী যার সাক্ষাৎকার সে নেয় নি। এখন হয়তোবা আরেকজনের সন্ধান পাওয়া গেলো। ক্যারল বোরিয়া ওরফে কার্ল বেটস। ডাকনামটা অদ্ভুত। রাশিয়ানরা সাংকেতিক শব্দে দারুণ মজা পায়। এটা ভালোবাসা না নিরাপত্তার জন্য? সত্যিই কঠিন এর উত্তর দেয়া। উলফ, ব্ল্যাকবিয়ার, ঈগল এবং শার্প আইজ এসব সাংকেতিক নাম সে আগেও শুনেছে। কিন্তু 'YXO' এবং 'ইয়ারস'? সত্যিই অদ্বিতীয়।

সে দ্বিতীয় পেপারটিতে এবার চোখ বুলালো। এটাও আরেকটি কেজিবির মেমো। স্লাভ ভাষায় টাইপ করা এই মেমোটিতে ক্যারল বোরিয়া সম্বন্ধে আরো তথ্য রয়েছে। বোরিয়ার বয়স এখন ৮১ বছর হবে। পেশায় স্বর্ণকার, অবসরপ্রাপ্ত। ২৫ বছর আগে তার বৌ মারা গেছে। তার একটি বিবাহিত মেয়ে আছে যে কিনা আটলান্টায় থাকে। মেয়েটির দুটি সন্তানও রয়েছে। এগুলো ছয় বছর আগের তথ্য। কিন্তু তবুও এখন নোল ক্যারল বোরিয়া সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে।

সে আবারো ১৯৪৬ সালের ডকুমেন্টটার দিকে তাকালো। বিশেষ করে দৃষ্টি দিলো লোরিংয়ের কথা যেখানে লেখা হয়েছে সেখানে। এই নিয়ে দুইবার সে রিপোর্টগুলোর

মাঝে লোরিংয়ের নাম পেল। এটা আর্নস্ট লোরিং হতে পারে না। তখন সে খুব ছোট। বরঞ্চ আর্নস্টের পিতা জোসেফের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তথ্যগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে লোরিং পরিবারও অনেকদিন ধরে লুণ্ঠিত সম্পদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তোবা সেন্ট পিটার্সবার্গ সফরটা বিফলে যায় নি। দুবার ইয়ানটারনায়া কোমনাটার নাম সরাসরি উল্লেখ, দুষ্প্রাপ্য সোভিয়েত ডকুমেন্ট এবং কিছু নতুন তথ্য।

একটি নতুন নাম।

ইয়ারস।

"আপনার কি তাড়াতাড়ি শেষ হবে?"

নোল মুখ তুলে তাকালো। কেরাণিটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভাবলো কতক্ষণ ধরে বেজন্মাটা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখার চেষ্টা করছে।

"পাঁচটার ওপর বাজে," কেরানিটি বললো।

"আমি বুঝতে পারি নি। খুব দ্রুতই কাজ শেষ করে ফেলবো।"

পেপারে কি লেখা আছে তা দেখার জন্য কেরানির চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো নোলের হাতে ধরা কাগজে। নোল নির্লিপ্তভাবে কাগজটা বাক্সে রেখে দিলো। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে ডেস্কের দিকে রওয়ানা দিলো লোকটা।

সে পুণরায় কাগজগুলো তুললো।

জিনিসটা বেশ কৌতূহলউদ্দীপক যে কেজিবি কয়েক বছর আগেও দুজন প্রাক্তন এক্সট্রা অর্ডিনারি কমিশন সদস্যকে খোঁজে করছিলো। সে মনে করেছিলো ইয়ানটারনায়া কোমনাটার ব্যাপারে অনুসন্ধান মধ্য সত্তুরেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওটা অবশ্য সরকারি হিসাবে। সে আশির দশকেও নামটার পৃথক কিছু উল্লেখ পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আর তেমন কিছু পায় নি, আজকের দিনটা ছাড়া। স্বীকার করতেই হবে, রাশিয়ানরা সহজে হাল ছেড়ে দেয় না। কিন্তু পুরস্কারের কথা বিবেচনায় আনলে জিনিসটা সহজেই বোধগম্য হয়। সে নিজেও হাল ছেড়ে দেয় না। গত আট বছর ধরে নোল পুরস্কারের লোভে অনেক মানুষকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।

দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও কথা বলতে অনিচ্ছুক বৃদ্ধ মানুষদের সে সাক্ষাৎকার নিয়ে বেরিয়েছে। বরিস জারনভ। পিয়তর সাবসাল। ম্যাক্সিম ভোলোশিন। তার মতোই অনুসন্ধাকারী এরা এবং সবাই একই জিনিস খুঁজছে। কিন্তু কেউ কিছুই জানে না। হয়তোবা ক্যারল বোরিয়া একটু অন্যরকম হবে। হয়তোবা ডানিয়া চাপায়েভ কোথায় তা বলতে পারবেন বোরিয়া। নোল মনে মনে আশা করলো দুজন ব্যক্তিই যেনো এখনও বেঁচে থাকে। সত্য উদঘাটনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া একটা কাজের কাজই হবে। সে একবার আটলান্টা গিয়েছিলো। অলিম্পিকের সময়। উষ্ণ ও আর্দ্র হলেও জায়গাটা দারুণ।

কেরাণিটার দিকে একবার তাকালো সে। শয়তানটা শেলফের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ফাইল নাড়াচাড়া করছে। নোল খুব দ্রুত তিনটি কাগজই ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। এই কাগজগুলো এখানে রেখে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই তার। সে বাক্স দুটি

জায়গামত রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালো। কেরাণিটা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

"ডোবরি ডেন," সে কেরাণিকে বললো।

"ডোবরি ডেন।"

নোল বেরিয়ে আসার সাথে সাথে দরজার লকও বন্ধ হয়ে গেলো। নোল কল্পনা করলো তার আসার খবরটা জানাতে আহাম্মক কেরাণিটা খুব বেশি সময় নেবে না। নিশ্চয়ই সে তার কাজে মনোযোগিতার জন্য পুরস্কার পাবে। নোলের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। সে খুশি। আনন্দে তার লাফাতে ইচ্ছা করছে। তার কাছে এখন একটি নতুন তথ্য রয়েছে। হয়তোবা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। নতুনভাবে অনুসরণ শুরু করার সব মাল মশলা এখন তার হাতে। হয়তোবা অনুসরণের মাধ্যমে সে যা অর্জন করতে চায়, তা করতে পারবে।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত বেগে নামতে থাকলো সে, তার কানে তখনো মেমোর শব্দগুলো বাজছে।

ইয়ানটারনায়া কোমনাটা।

অধ্যায় ৯

বুর্গ হর্জ, জার্মানি
রাত ৭:৫৪

নোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। তার শয়নকক্ষটা প্রাসাদের পশ্চিম শৃঙ্গে অবস্থিত। এই দূর্গটি তার চাকরিদাতা ফ্রাঞ্জ ফেলনারের। এটি উনিশ শতকিয় রিপ্রোডাকশন; আসল দূর্গটা ফরাসিরা পুড়িয়ে ফেলে যখন তারা ১৬৮৯ সালে জার্মানিতে প্রবেশ করে।

বুর্গ হর্জ, প্রাসাদ 'হৃদয়' নামটি যথাযথ যেহেতু দুর্গটি একিভূত জার্মানির প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। ফ্রাঞ্জের পিতা মার্টিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দালান ও তৎসলগ্ন জঙ্গলটি অর্জন করেন। গত এগার বছর ধরে নোল যে কক্ষে বসবাস করছে তা একসময় প্রধান তত্ত্বাধায়কের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নোলের একান্ত ব্যক্তিগত এ কক্ষটি প্রশস্ত এবং সাথে একটি বাথরুমও রয়েছে। নীচের দৃশ্য কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা বেষ্টিত হয়ে আছে সবুজ তৃণভূমি, রোথারের বৃক্ষে আচ্ছাদিত বন ও এভার নদীতে যা পূর্ব দিকে কাজেলের দিকে বইছে। মার্টিন ফেলনারের জীবনের শেষ কুড়িটি বছরের প্রতিটি দিন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তার পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলো। তার প্রভুর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে মারা যায় তত্ত্বাবধায়কও। নোল গুঞ্জন শুনেছিলো যে তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের চেয়ে অনেক গভীর ছিলো, তবে সে ওসব গুজবে পাত্তা দেয় নি।

নোল ক্লান্তি অনুভব করছিলো। গত দুমাসের পরিশ্রম তাকে চরম পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে। আফ্রিকায় একটি লম্বা সফর, তারপর ইটালির কাজটি সম্পন্ন করা এবং পরিশেষে রাশিয়া গমন। সে অনেক পথ অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে। উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত নোল মিউনিখের ৩০ কিলোমিটার উত্তরে একটি তিন কামরা বিশিষ্ট সরকারি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। তার বাবা ছিলেন একজন কারখানার শ্রমিক আর মা গানের শিক্ষক। মায়ের স্মৃতি সবসময়ই ডেকে আনে মমতা ও অনুরাগ। মা ছিলেন জাতিতে গ্রীক। যুদ্ধের সময় বাবার সাথে তার দেখা হয়। বাবা সবসময়ই তাকে আমারা নামে ডাকতেন যার মানে হচ্ছে "চির-অম্লান"। মা আসলে তাই ছিলেন। তার কাছ থেকেই নোল পেয়েছে তীক্ষ্ম ভুরু, শক্ত নাক এবং চির-অতৃপ্ত উৎসাহ। তিনি তার ভিতরে শেখার স্পৃহাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং যেহেতু নিজে একজন প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন সেহেতু ছেলের নাম রেখেছিলেন ক্রিস্টিয়ান।

তার বাবা তাকে সত্যিকারের পুরুষে পরিণত করেন। তবে ঐ তিক্ত বোকা লোকটা তার ভিতরে রাগেরও জন্ম দেন। জ্যাকব নোল হিটলারের বাহিনীতে যুদ্ধ করেন একজন অন্ধ নাৎসি সমর্থক হিসেবে। শেষ সময় পর্যন্ত তিনি রাইখের সাথে ছিলেন। তার বাবাকে ভালোবাসা কঠিন ছিলো, কঠিন ছিলো উপেক্ষা করাও।

সে জানালার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার পাশে নাইটস্ট্যান্ডের দিকে তাকালো।

হিটলারস উইলিং এক্সিকিউশনারস নাইটস্ট্যান্ডটির ওপরে রাখা। বইটি দুই মাস আগে তার চোখে পড়েছে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বইটি যুদ্ধকালীন সময়ে জার্মানদের মনঃস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত। কিভাবে সমস্ত জার্মান জনগণ সংখ্যায় এত কম মানুষদের এই নৃশংস বর্বরতা মেনে নিল? তারা কি, লেখকের ভাষামতে, আগ্রহী অংশীদার ছিলো? সবার সম্বন্ধে বলা কঠিন। কিন্তু তার বাবা অবশ্যই একজন আগ্রহী অংশীদার ছিলেন। মানুষকে ঘৃণা করা মাদকদ্রব্য সেবনের মতই সহজ ছিলো তার কাছে। হিটলারের কোন কোন কথাটি যেনো তিনি বারবার বলতেন? আমি নিদ্রাচর ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরনির্দেশিত পথে চলতে থাকি।

ঠিক এভাবেই হিটলার তার পতন পর্যন্ত একজন নিদ্রাচর ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেছেন।আমারা ডায়াবেটিসে মারা যাওয়ার ১২ বছর পর জ্যাকব নোলও তিক্ততার সাথে মারা যান। নোলোর বয়স ছিলো তখন ১৮ এবং তার জিনিয়াস আইকিউ তাকে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেয়। সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন সবসময়ই তাকে আকর্ষণ করত। যখন সে সিনিয়র ছাত্র তখন শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ অর্জন করে। সে বেশ মজার সাথে স্মরণ করলো ঐ গ্রীষ্মের কথা যখন সে নব্য নাৎসি সমর্থকদের খপ্পরে পড়েছিলো। ঐ সময়টিতে দলগুলোর আজকের মতো অত জোরালো অবস্থান ছিলো না এবং জার্মান সরকারও তাদেরকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলো। কিন্তু নব্য-নাৎসিদের বিশ্বের প্রতি উষ্মাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘৃণা তাকে কখনোই আকর্ষণ করে নি। এগুলো তার কাছে অলাভজনক ও ফালতু মনে হয়েছে।

বিশেষত যখন তার কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের এত প্রলুব্ধকর মনে হয়!

সে একবছর ক্যামব্রিজে কাটানোর পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং লন্ডনের নর্ডস্টার্ন ফাইন আর্টস লিমিটেডে দাবি নিষ্পত্তিকারী হিসেবে যোগদান করে। সে খুব দ্রুত নাম করে ফেলে যখন সে ডাচ মাস্টারকৃত একটি পেইন্টিং উদ্ধার করতে সমর্থ হয় যা একসময় চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে বলে মনে করা হতো। চোরেরা ফোন করে ২০ মিলিয়ন পাউন্ড মুক্তিপন হিসেবে দাবি করে অথবা ক্যানভাস পুড়িয়ে ফেলার হুমকি জানায়। নোল এখনও তার ওপরওয়ালদের মুখের আতঙ্ক দেখতে পায় যখন সে চোরদের নির্বিকারভাবে ক্যানভাসটি পুড়িয়ে ফেলতে বলে। তারা ক্যানভাসটি পোড়ায় নি। সে জানতো তারা তা করবে না। এক মাস পরে নোল পোইন্টিং উদ্ধার করতে সমর্থ হয় যখন অপরাধীগুলো মরিয়া হয়ে পোইন্টিংটির আসল মালিকের কাছেই তা বিক্রয়ের চেষ্টা চালায়।

এরপর একের পর এক সাফল্য আসতে শুরু করলো।

বোস্টন জাদুঘর থেকে হারিয়ে যাওয়া তিনশো মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের পেইন্টিংটি খুঁজে পাওয়া যায়। ফিরে পাওয়া যায় উত্তর ইংল্যান্ডের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা

থেকে চুরি যাওয়া ১২ মিলিয়ন ডলারের জ্যঁ-ব্যাপ্টিস্ট অড্রি। লন্ডনের টেট গ্যালারি হতে চুরি যাওয়া টার্নারের দুটি অসাধারণ পেইন্টিংয়ের হদিস মেলে প্যারিসের জরাজীর্ণ একটি এ্যাপার্টমেন্টে।

ফ্রাঞ্জ ফেলনারের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে এগার বছর আগে যখন নর্ডস্টান ফেলনারের সংগ্রহের ওপর একটি তালিকা করতে তাকে পাঠায়। যে কোন সতর্ক সংগ্রাহকের মত ফেলনারও তার শিল্প-সামগ্রীকে বীমা করে রেখেছেন। এসব শিল্প-সামগ্রীই মাঝে মাঝে ইউরোপিয়ান আর্ট অথবা আমেরিকান স্পেশালটি ম্যাগাজিনে জায়গা পায়। এটা অবশ্য ফেলনারের নিজের নাম জাহির করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ফেলনার তাকে পর্যাপ্ত বেতন, বুর্গ হার্জের একটি ঘর এবং মানবজাতির সবচেয়ে সেরা কিছু সৃষ্টি চুরি করার উত্তেজনার প্রলোভন দেখিয়ে নর্ডস্টার্ন থেকে নিয়ে আসেন। অনুসন্ধানের ব্যাপারে নোলের বিশেষ প্রতিভা আছে। মানুষ যা লুকিয়ে রাখতে এতো সচেষ্ট থাকে তা খুঁজে বের করার কাজকে দারুণ উপভোগ করে সে। কাজের ভিড়ে যেসব নারীদের সংস্পর্শে সে আসে, তারাও যথেষ্ট লোভনীয়। কিন্তু হত্যা করতেই সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা অনুভব করে সে। এটা কি সে তার বাবার কাছে থেকে পেয়েছে? বলা কঠিন। সে কি মানসিকভাবে অসুস্থ? বিকৃত? সে কি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন? না। জীবন ভালই চলছে।

বেশ ভালো।

সে জানালার কাছ থেকে সরে এসে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। টয়লেটের উপরের খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। নিজের চেহারা আয়নায় ভালো করে পরীক্ষা করলো সে। গত দুসপ্তাহে তার চেহারায় যে বাদামি আভা এসেছিলো, তা আর নেই। তার চুলও পূর্বেকার সোনালি রংয়ে ফিরে গেছে। গোসল করার সময় সে দাঁড়িও কামিয়ে নিয়েছে, তার মুখমন্ডল মসৃণ ও পরিস্কার। চেহারায় এক ধরনের আত্মবিশ্বাসী ভাব আছে তার; যেনো একজন দৃঢ় বিশ্বাস ও রচিসম্পন্ন স্পষ্টবাদী ব্যক্তির প্রতিকৃতি। গলায় কোলন ছিটিয়ে দিয়ে ভেজা ত্বক তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ডিনার জ্যাকেট পরে নিল।

নাইটস্ট্যান্ডের ওপর রাখা টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এলে শোবার ঘরে ঢুকে তৃতীয় বার রিং বাজার আগেই ধরে ফেলল সে।

"আমি অপেক্ষা করছি," একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠলো।

"ধৈর্যধারণ তোমার গুণের মধ্যে পড়ে না?"

"বলতে গেলে না।"

"আসছি।"

নোল সিঁড়ি বেয়ে নামলো। মধ্যযুগীয় নকশা অনুযায়ী নির্মিত সরু পাথুরে পথটি ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিচে নেমে গেছে। প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি বিশাল। আটটা বিরাটাকায় টাওয়ারে একশ'র বেশি ঘর রয়েছে।

ম্যুলিয়ন এবং ডর্মারের জানালাগুলো বাইরের জগতটিকে যেনো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। প্রাসাদ থেকে জানালাগুলো দিয়ে জঙ্গলময় উপত্যকার দারুণ দৃশ্য দেখতে

পাওয়া যায়। ভেতরের প্রশস্ত উঠানে টাওয়ারগুলো অষ্টভূজ আকৃতিতে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে চারটি হল।

সে সিঁড়ির গোড়ায় মোড় নিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চললো চ্যাপেলের দিকে। তার মাথার উপরে স্তম্ভ আকৃতির ছাদ। যুদ্ধ-কুঠার, বল্লম, বর্শা, শিরস্ত্রাণ-যে কোন সংগ্রহশালায় রাখার মতো সব জিনিস সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এই বহরের সবচেয়ে বৃহদাকার জিনিসটি নোলই সংগ্রহ করেছে। আট ফুট উঁচু নাইটটি সে লুক্সেমবার্গের এক মহিলার কাছ থেকে পায়। দেয়াল ভরে আছে মৌলিক ফ্ল্যামিশ ট্যাপেস্ট্রিতে। ঘরগুলোর নরম আলোকসজ্জা ভেতরের আবহাওয়াকে উষ্ণ ও শুষ্ক রেখেছে।

দূরের খিলানাকৃতির দরজাটি উন্মোচিত করেছে একটি উদ্যানপথ। সে উদ্যানপথে এসে স্তম্ভসদৃশ্য আরেকটি দরজার দিকে হাঁটা ধরলো। প্রাসাদের সম্মুখভাগে খোদাই করা তিনটি পাথুরে মুখ তার চলাফেরা লক্ষ্য করতে থাকলো। পাথরে খোদিত মুখগুলি হচ্ছে মূল সতেরো শতকিয় স্থাপনার অবশিষ্টাংশ। তাদের পরিচয় অজ্ঞাত, যদিওবা কিংবদন্তি মতে এরা হচ্ছেন প্রাসাদটির মূল স্থপতি ও তার দুই সহযোগী। লোকে বলে তাদের তিনজনকেই হত্যা করা হয় যাতে তারা আর কখনো এরকম স্থাপনা নির্মাণ করতে না পারে।

সেন্ট থমাস চ্যাপেলের নিকটবর্তী হলো সে। বেশ কৌতুহলউদ্দীপক এ নাম। কারণ, থমাস নামটা শুধুমাত্র একজন সন্ন্যাসীরই নয় যিনি কিনা সাতশো বছর আগে নিকটবর্তী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটা মার্টিন ফেলনারের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের নামও।

ভারি ওক কাঠের দরজাটি ভিতরের দিকে ঠেলে দিলো সে।

নোলের কর্তা কাঠের বেষ্টনীর ওধারে, ছয়টি ওক কাঠের আসনের পাশে মধ্যবর্তী সরুপথে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি কালো ও সোনালি অলঙ্কারবহুল বেদিকে আলোকিত করে তার শরীরকে ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে। বাম ও ডানদিকের জানালাগুলি অন্ধকারে ঢাকা। মাথার উপরের গ্লাসে নাইটের ছবি দিনের আলোর অনুপস্থিতিতে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। এখানে প্রার্থনা খুব একটা অনুষ্ঠিত হয় না। বরঞ্চ চ্যাপেলটি এখন ফেলনারের সংগ্রহের প্রদর্শনী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নোল তার কর্তার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

মনিকা ফেলনারের বয়স ৩৪ এবং সে নোলের নিয়োগদাতা ফ্রাঞ্জ ফেলনারের জেষ্ঠ কন্যা। মনিকার তন্বী দেহের ত্বকে তার লেবানীজ মায়ের শ্যামবর্ণীয় আভা আছে। চল্লিশ বছর আগে ফ্রাঞ্জ ফেলনার ভালোবেসে এই লেবানীজকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ফ্রাঞ্জের পিতা মার্টিন ফেলনার তার পুত্রের স্ত্রীকে পছন্দ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তাদের ডিভোর্স হয়ে গেলে দুই সন্তানকে রেখে মেয়েটি লেবাননে ফিরে যায়। নোলের মাঝে মাঝে হয় মনিকার ঠাণ্ডা ও মাপা ব্যবহারের পেছনে তার মায়ের উপেক্ষাই দায়ী। কিন্তু এটা কখনো মনিকা স্বীকার করবে না অথবা নোলও তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে না।

সে সবসময়কার মতো উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার জটপাকানো কালো চুল কুন্ডলী পাকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। তার ঠোঁটে মৃদু হাসির আভা। আঁটসাঁট সিল্কের স্কার্টের উপরে রেশমি জ্যাকেট পরেছে সে। দুবছর আগে তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে মনিকাই এখন তার পিতার সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার নামের মানে "ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক।"

কিন্তু মনিকা আর যাই হোক, ঈশ্বরের প্রতি মোটেও আন্তরিক নয়।

"দরজাটা লক করো," মনিকা নোলের উদ্দেশ্যে বললো।

নোল ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো।

মনিকা সুপ্রাচীন মার্বেল ফ্লোরে হিলের আওয়াজ তোলে নোলের দিকে সদর্পে অগ্রসর হলে নোল কাঠের বেস্টনীর কাছে এসে মনিকার সাথে মিলিত হলো। মনিকার ঠিক পায়ের নিচে তার দাদা মার্টিন ফেলনারের কবর। বুড়ো লোকটার শেষ ইচ্ছা ছিলো তার প্রাণপ্রিয় প্রাসাদেই যেনো তাকে কবর দেয়া হয়। মার্টিন ফেলনারের পাশে তার স্ত্রীর কবর নেই। বরঞ্চ তার পাশে শুয়ে আছে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক থমাস।

নোল যে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে আছে এটা লক্ষ্য করলো মনিকা।

"বেচারা দাদা। ব্যবসায় তিনি কি শক্তই না ছিলেন অথচ মনের দিক দিয়ে কি দুর্বল। ওই যুগে সমকামী হওয়ায় নিশ্চয়ই অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাকে।"

"হয়তোবা এটা বংশগত?"

"কদাচিৎ। তবু আমাকে বলতে হবে, একটি মেয়ে মাঝে মাঝে ভিন্ন ধরনের আনন্দ দিতে পারে।"

"তোমার আব্বা নিশ্চয়ই এ ধরনের কথা শুনতে চাইবেন না।"

"আমার মনে হয় না তিনি এখন এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন। বরঞ্চ তোমার উপর তিনি রেগে আছেন। রোমের সংবাদপত্রের একটা কপি তার হাতে এসেছে। পিয়েত্রো কার্পোনির মৃত্যুর খবরটি প্রথম পাতায় এসেছে।"

"কিন্তু তোমার আব্বা ম্যাচবাক্সটাতো পেয়েছেন।"

মনিকা হেসে ওঠলো। "তোমার কি মনে হয় সাফল্য যে কোন কিছু ঠিক করে দেয়?"

"সাফল্য চাকরি টিকিয়ে রাখার পূর্বশর্ত।"

"তুমি গতকালকে কার্পোনিকে হত্যার খবর জানাও নি।"

"এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি।"

"শুধু তুমিই বুকে ছুরি মারার ঘটনাটাকে গুরুত্বহীন মনে করতে পারো। আব্বা তোমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি অপেক্ষা করছেন।"

"আমি সেটাই আশা করেছিলাম।"

"তোমাকে মোটেও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে না।"

"আমার কি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?"

মনিকা তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। "তুমি একটা কঠিন বেজন্মা, ক্রিস্টিয়ান।"

নোল ভালোই বুঝতে পারে মনিকা তার পিতার পরিশীলিত ভাবভঙ্গির কিছুই পায় নি। কিন্তু দুটা বিষয়ে তারা দুজনেই একরকম। তারা দুজনই ঠাণ্ডা মাথার এবং তাদের লক্ষ্যে অবিচল। সংবাদপত্রগুলো একটার পর একটা পুরুষের সাথে জড়িয়ে মনিকার বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনী ফাঁদে এবং অনুমান করতে থাকে কে শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা ও রাজত্ব দুটোই পাবে। কিন্তু সে জানে কেউই মনিকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। ফেলনার গত কয়েক বছর ধরে তার বিশাল সাম্রাজ্য সামলানোর জন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে মনিকাকে গড়ে তুলছেন। তাকে পড়াশোনার জন্য জার্মানির বইরে ইংল্যান্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। এতে তার জিহবা হয়েছে আরো ধারালো এবং ভাবভঙ্গি নির্লজ্জের মতো। ধনী এবং সেই সাথে নষ্ট হওয়ার কারণে মনিকার ব্যক্তিত্বও সেভাবে গড়ে উঠে নি।

মনিকা হাত বাড়িয়ে নোলের জ্যাকেটের ডান হাতায় হাত বুলালো। "কোন স্টিলেটো নেই আজকে?"

"ওটার কি দরকার আছে?"

সে একদম নোলের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। "আমি বেশ বিপজ্জনকও হতে পারি।"

মনিকা নোলকে জড়িয়ে ধরলো। তাদের ঠোঁট মিলিত হলো, জিহ্বাগুলো পরস্পরকে খুঁজতে থাকলো চরম উত্তেজনায়। নোল তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকলো মনিকার ঠোঁটের স্বাদ। যখন মনিকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছিলো, তখন সে নোলের নিচের ঠোঁটটি জোরে কামড়ে দিলে নোল মুখে রক্তের স্বাদ পেল।

"হ্যা, তুমি আসলেই বিপজ্জনক হতে পারো।" সে তার আহত ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরলো।

হাত বাড়িয়ে নোলের প্যান্টের জিপার খুলতে লাগলো মনিকা।

"তুমি তো এইমাত্র বললে হের ফেলনার অপেক্ষা করছেন।"

"এখনও অনেক সময় আছে।" সে নোলকে তার দাদার কবরের ঠিক উপরের ফ্লোরে ফেলে দিলো। "আর আমার পরনে কোন অন্তর্বাস নেই।"

অধ্যায় ১০

মনিকাকে অনুসরণ করে কালেকশন হলে আসলো নোল। উত্তর-পশ্চিম টাওয়ারের এ জায়গাটি দুভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে পাবলিক রুমে ফেলনার তার উল্লেখযোগ্য ও বৈধ শিল্পকর্মগুলো প্রদর্শনের জন্য রেখে দিয়েছেন আর গোপন কক্ষটিতে, শুধুমাত্র ফেলনার, মনিকা আর সে-ই যাতায়ত করতে পারে।

তারা পাবলিক হলে ঢুকলে মনিকা পেছনের ভারি কাঠের দরজাটি বন্ধ করে দিলো। আলোকিত বাক্সগুলো সৈন্যদের ভঙ্গিমায় সারিবদ্ধ করে দাঁড় করানো। বাক্সগুলোর প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান জিনিস। দেয়াল পরিপূর্ণ হয়ে আছে পেইন্টিং এবং ট্যাপেস্ট্রিতে। উপরের সিলিং সাজানো হরেক রকমের ফ্রেসকোতে। ফ্রেসকোতে দেখা যাচ্ছে মোজেস মানুষকে ঈশ্বরের আদেশ দিচ্ছেন, বাবেলের মিনার বানানোর দৃশ্য এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ।

ফেলনারের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন কক্ষটি উত্তর দিকের দেয়ালে। তারা কক্ষটিতে প্রবেশ করলে মনিকা ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে এগুতে থাকলো সারিবদ্ধ বুককেসের মাঝখান দিয়ে। নোল জানে বইগুলোর সবই সংগ্রহে রাখার মতো। ফেলনার বই ভালোবাসেন। নবম শতকের বেদা ভেনেরাবিলিস হচ্ছে তার সংগ্রহের সবচেয়ে প্রাচীন ও মূল্যবান বই। কয়েক বছর আগে নোল সৌভাগ্যবশত বইটি পেয়ে যায় এক ফরাসি রেক্টরের বাসভবনে। পাদ্রিটি খুশি হয়েই বইটি দিয়ে দেয় যখন তাকে এবং গির্জায় মাঝারি আকারের অর্থ সাহায্য দেয়া হয়।

মনিকা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি কালো রংয়ের কন্ট্রোলার বের করে বোতাম টিপলে মাঝখানের বুককেসটি ধীরে ধীরে ঘোরা শুরু করলো। সাদা আলো বেরিয়ে আসলো বুককেসের পেছনের ঘরটা থেকে। লম্বা জানালাহীন জায়গাটিতে ফ্রাঞ্জ ফেলনার দাঁড়িয়ে আছেন। জায়গাটি বেশ চাতুর্যের সাথে দুটা বিশাল হলের সংযোগস্থলে লুকানো। খাড়া সিলিং এবং প্রসাদটির আয়তাকার কাঠামো এক ধরনের ক্যামোফ্লেজের সৃষ্টি করেছে। এটার মোটা পাথুরে দেয়ালও শব্দ-নিরোধক।

আরো শিল্পকর্ম বিভিন্ন ধরনের বাক্সে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো; হ্যালোজেনের বাতির সাহায্যে আলো ফেলা হয়েছে প্রত্যেকটি বাক্সের ওপর। নোল বাক্সগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে থাকলো। মেক্সিকোর একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে হাতিয়ে আনা সবুজ পাথরবিশিষ্ট ভাস্কর্য। চুরি করায় খুব একটা সমস্যা পোহাতে হয় নি নোলকে। কারণ, আগের মালিকও তার মতোই ভাস্কর্যটি জালাপা সিটি মিউজিয়াম থেকে চুরি করেছিলেন। সংগ্রহশালায় আরো আছে বেলজিয়ামের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার করা প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন আফ্রিকান, এস্কিমো ও জাপানিজ মূর্তি। তবে নোল গর্বিত

বামদিকের গগ্যাঁর ভাস্কর্যটি নিয়ে যা সে প্যারিসের এক চোরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলো।

দেয়াল ভরে আছে পেইন্টিংয়ে। পিকাসোর নিজের আঁকা পোর্ট্রেট। করেজ্জিও'র হলি ফ্যামিলি। বত্তিচেল্লি'র পোর্ট্রেট অভ এ লেডি। দুরার-এর পোর্ট্রেট অভ ম্যাক্সিমিলান ওয়ান। সব কয়টা পেইন্টিংই আসল। পাথুর দেয়ালের বাকি অংশ সাজানো হয়েছে দুটি বিশাল আকৃতির গবেলিন ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হারম্যান গোয়েরিং ও দুটো লুট করেছিলেন; বিশ বছর আগে আরেকজন 'তথাকথিত' মালিকের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়।

ফেলনার একটি গ্লাস কেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কেসটিতে ১৩ শতকের মোজাইক রাখা যেখানে পোপ আলেকজান্ডার চতুর্থকে দেখা যাচ্ছে। নোল জানে জিনিসটা ফেলনারের খুব প্রিয়। ফেলনারের অপর পাশে ফ্যাবার্জের ম্যাচবাক্সটাও রাখা। হ্যালোজেনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে এনামেল করা হলুদাভ লাল ম্যাচবাক্সটি। ফেলনার অবশ্যই জিনিসটাকে ঘষামাজা করেছেন। নোল জানে কিভাবে তার কর্তা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি সংগ্রহ ঘষে মেজে রাখতে পছন্দ করেন।

ফেলনার দেখতে অনেকটা রোগা বাজ পাখির মতো; মুখমণ্ডল যেনো কংক্রিট। তার দিয়ে বাঁধানো চশমার পেছনে একজোড়া সন্দিগ্ধ চোখ সবসময় তাকিয়ে থাকে। নোল প্রায়ই চিন্তা করত, একসময় ফেলনারের ওই দুটো চোখে একজন আদর্শবাদীর দৃষ্টি ছিলো। বর্তমানে তার মুখমন্ডলে আশি ছুঁইছুঁই মানুষের বিবর্ণতার ভাব যিনি কিনা ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, টিভি এবং রেডিও নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তার অর্থের পরিমাণ যখন কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি পয়সা বানানোর ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তার আগ্রহ বর্তমানে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু শখের ব্যাপারে। এ ধরনের শখ পূরণ করা শুধুমাত্র অঢেল অর্থ ও সীমাহীন স্নায়ুসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব।

ফেলনার ইন্টারন্যাশনাল ডেইলি নিউজ-এর একটি কপি টেনে বের করে সামনে মেলে ধরলেন। "আমাকে কি একটু বলবে এটা কেন দরকার ছিলো?" তার কণ্ঠস্বর প্রচুর সিগারেট খাওয়ার কারণে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে।

নোল জানে সংবাদপত্রটির মালিক ফেলনার নিজেই এবং একজন বিত্তবান ইটালিয়ান শিল্পপতির মৃত্যু অবশ্যই তার চোখে পড়বে। প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে আর্টিকেলটা ছাপা হয়েছে :

ড্যু মারি ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা, ৫৮ বছর বয়স্ক পিয়েত্রো কার্পোনিকে তার উত্তর ইটালির বাসভবনে, বুকে ছুরির মারাত্মক আঘাতসহ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ২৭ বছর বয়স্কা কারমেলা টেরজাকেও ছুরিকাঘাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ নিচের তলার দরজা দিয়ে জোরপূর্বক ঢোকার নিদর্শন পেয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভিলাটি থেকে কোন কিছু খোয়া যাওয়ার প্রমাণ পায় নি। কার্পোনি ড্যু মারি থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটিকেই তিনি পরিণত করেছিলেন, উল এবং সিরামিকসের

জন্য অন্যতম প্রধান প্রস্তুতকারী হিসেবে। তিনি শেয়ারহোল্ডার এবং উপদেষ্টা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন, তার মৃত্যু কোম্পানিতে এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।

নোলের পড়া মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন ফেলনার। "আমরা আগেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তোমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো।"

"এটার দরকার ছিলো, হের ফেলনার।"

"তুমি যদি তোমার কাজ ঠিকমত করো তাহলে হত্যা করার কখনোই প্রয়োজন হয় না।"

নোল মনিকার দিকে তাকালো। মনিকা বেশ উপভোগ করছে তার অপদস্থ হওয়ার দৃশ্য। "সিনর কার্পোনি আমাকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি আসলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমার পূর্বের সফরেই তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেন। আপনার আগ্রহের কারণেই কিন্তু আমি পূর্বে একবার কার্পোনির বাড়ি গিয়েছিলাম।" সাথে সাথে মনে হল ফেলনার কথাটা বুঝতে পারলেন। তার চোখের দৃষ্টিও নরম হয়ে আসলো। নোল তার কর্তাকে ভালোই বুঝতে পারে।

"সিনর কার্পোনি কিছুতেই ম্যাচবাক্সটা দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু ওটা এত করে চাচ্ছিলেন তাই আমাকে চরম পন্থাই গ্রহণ করতে হয়। একমাত্র বিকল্প ছিলো বিশাল ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচবাক্সটি রেখে আসা।"

"সিনর কি তোমাকে ছেড়ে দিতে চান নি? যত যাই হোক, তিনি তো আর পুলিশে খবর দিতে পারতেন না।"

নোল সত্যের চেয়ে মিথ্যাকেই শ্রেয় মনে করলো। "সিনর আসলে আমাকে গুলি করতে চাচ্ছিলেন। তার হাতে বন্দুক ছিলো।"

ফেলনার বললেন, "সংবাদপত্রে তো এ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই।"

"প্রেসের অনির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ," নোল হেসে কথাটা বললো।

"আর পতিতার ব্যাপারটা?" মনিকা বললো। "তার কাছেও অস্ত্র ছিলো?"

নোল মনিকার দিকে ঘুরে তাকালো। "পতিতাদের প্রতি যে তোমার এত দরদ তা আমার জানা ছিলো না। যখন সে কার্পোনির মতো লোকের সাথে জড়িয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই ঝুঁকির কথা জানতো।"

মনিকা আরো কাছে এগিয়ে এলো। "তুমি ওর সাথে শুয়েছো, না?"

"অবশ্যই।"

মনিকার চোখে যেনো আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু নোলকে সে কিছুই বললো না। তার এই ঈর্ষাকাতরতা দেখে নোল মজাও পেল, সেই সাথে বিস্মিতও হলো। ফেলনার তাদের মধ্যকার উত্তেজনা প্রশমিত করতে মীমাংসাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

"ক্রিস্টিয়ান, তুমি ম্যাচবাক্সটা উদ্ধার করেছো। আমি কাজটার প্রশংসা করছি। কিন্তু হত্যা শুধুমাত্র মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণই করে। আমরা অবশ্যই তা চাই না। তোমার বীর্য থেকেও তো ওরা ডিএনএ'র সন্ধান পেতে পারে, তাই না?"

"শুধুমাত্র সিনরের বীর্যই খুঁজে পাবে ওরা। আমারটা বেশ্যাটার জরায়ুতে।"

"আঙুলের ছাপও তো পড়তে পারে?"

"আমার হাতে দস্তানা ছিলো।"

"বুঝতে পারছি, তুমি খুব সর্তক। এজন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার সমস্ত সম্পদ কোন ঝামেলা ছাড়াই মেয়ের কাছে হস্তান্তর করতে চাই। আমাদের কাউকেই জেলে দেখতে চাই না আমি। আমার কথা কি পরিস্কার?"

ফেলনারকে বেশ ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে। তারা আগেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছে। নোল মোটেও চায় না তার কর্তাকে হতাশ করতে। কারণ ফেলনার তার প্রতি বরাবরই সদয়। যে সম্পদ তারা অর্জন করেছে, তার ভাগ দিতে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করেন নি তিনি। অনেক দিক দিয়ে ফেলনার বরঞ্চ তার পিতার মতই। অবশ্য মনিকা মোটেও তার বোনোর মতো নয়।

নোল মনিকার চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করলো। ভালোবাসা ও মৃত্যু নিয়ে আলাপ অবশ্যই কামোত্তেজক। খুব সম্ভবত মনিকা কিছুক্ষণ পরে তার ঘরে এসে উপস্থিত হবে।

"সেন্ট পিটার্সবার্গে তুমি কি পেলে?" ফেলনার অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন।

নোল ইয়ানটারনায়া কোমনাটার কথা উল্লেখ করলো; তারপর আর্কাইভস থেকে চুরি করা কাগজগুলো ওদের দেখাল সে। "রাশিয়ানরা যে অতি সাম্প্রতিক সময়েও অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছে তা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। অবশ্য ক্যারল বোরিয়ার কথা এই প্রথম পেলাম।"

"ইয়ারস?" ফেলনার খাঁটি রাশিয়ান ভাষায় বললেন। "অদ্ভুত পদবী।"

নোল সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। "ওয়াইএক্সও এখনও বেঁচে আছে। চাপায়েভ কোথায় তা হয়তোবা সে জানতে পারে। সেই একমাত্র লোক যাকে আমি পাঁচ বছর আগে খুঁজে পাই নি।"

"কাগজগুলোতে লোরিংয়ের নাম তার জড়িত থাকার বিষয়টা প্রমাণ করছে," ফেলনার বললেন। "এই নিয়ে দুইবার তার নাম আমার পেলাম। সোভিয়েতরা লোরিংয়ের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।"

নোল পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানে। লোরিং পরিবার পূর্ব ইউরোপের স্টিল ও অস্ত্র বাজার শাসন করছে। শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর্নস্ট লোরিং হচ্ছেন ফেলনারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জোসেফ লোরিংয়ের পুত্র আর্নস্ট জাতিতে চেক। পিয়েত্রো কার্পোনির মতো তিনিও নিজের খেয়াল খুশিমতো চলেন।

"জোসেফ কঠোর সংকল্পবদ্ধ লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আর্নস্ট তার বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পায় নি। আমি তাকে নিয়ে প্রায়ই ভাবি," ফেলনার বললেন। "তার বিরক্তিকর আন্তরিকতা সবসময়ই আমাকে শংকিত করে তোলে।" ফেলনার তার কন্যার দিকে তাকালেন। "তুমি কি মনে করো, লায়েবলিং? ক্রিস্টিয়ানের কি আমেরিকায় যাওয়া উচিত?"

মনিকার মুখ একটু কঠোর হলো। এই ধরনের সময়ে সে তার বাবার মতোই।

দুর্বোধ্য। সতর্ক। অবশ্যই ভবিষ্যতে সে তার বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। "আমি অ্যাম্বার রুম চাই।"

"আমিও তোমার জন্য তা চাই, লায়েবলিং। চল্লিশ বছর ধরে খুঁজেছি। কিন্তু কিছুই পাই নি। একদম কিছুই না। আমি কখনোই বুঝতে পারি নি কিভাবে টনকে টন অ্যাম্বার একদম মিলিয়ে যেতে পারে।" ফেলনার তার দৃষ্টি নোলের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। "আটলান্টায় যাও, ক্রিস্টিয়ান। খুঁজে বের করো এই ক্যারল বোরিয়াকে। দেখো সে কি জানে।"

"আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, যদি বোরিয়া মারা গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের আর এগুনোর কোন পথ নেই। আমি রাশিয়ার ডিপোজিটরিগুলো খুঁজে দেখেছি। শুধুমাত্র সেন্ট পিটার্সবার্গেই কিছু তথ্য পেয়েছি।"

ফেলনার মাথা নাড়লেন।

"সেন্ট পিটার্সবার্গের কেরাণিটা অবশ্যই কারো পয়সা খাচ্ছে। সে আবারো নজর রাখছিলো। সেজন্যই আমি কাগজগুলো নিয়ে এসেছি।"

"বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো। আমি নিশ্চিত, শুধুমাত্র লোরিং এবং আমি-ই ইয়ানতারনায়া কোমনাটা'র ব্যাপারে আগ্রহী নই। কি একখান আবিষ্কারই না সেটা হবে, ক্রিস্টিয়ান। বিশ্বকে জানানোর মতো একটা জিনিস।"

"প্রায়। কিন্তু রাশিয়ান সরকার এটা ফেরত চাইবে। আর যদি এটা এখানে মানে জার্মানিতে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে জার্মানরা অবশ্যই তা বাজেয়াপ্ত করবে। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত ধন-সম্পদ সোভিয়েতরা নিয়ে গেছে, তা ফিরে পাবার জন্য অ্যাম্বার রুম হবে জার্মানদের জন্য একটা অসাধারণ দরকষাকষির বস্তু।"

"সেজন্যই আমাদেরও ওটা খুঁজে পাওয়া দরকার," ফেলনার বললেন।

নোল তার কর্তার চোখের দিকে তাকালো। "বোনাসের কথাটা আপনি নিশ্চয় ভুলে যান নি।"

বৃদ্ধ মানুষটি মৃদু হাসলেন। "ঠিক বলেছ, ক্রিস্টিয়ান। আমি ভুলে যাই নি।"

"বোনাস, আব্বা?"

"দশ মিলিয়ন ইউরো। বেশ কয়েক বছর আগে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।"

"আমিও প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করবো," মনিকা তার অবস্থান জানিয়ে দিলো।

অবশ্যই সে রক্ষা করবে, নোল মনে মনে ভাবলো।

ফেলনার প্রদর্শনী বাক্সগুলোর নিকট থেকে সরে গেলেন। "আর্নস্ট লোরিং অবশ্যই অ্যাম্বার রুম অনুসন্ধান করছে। সেই হয়তোবা সেন্ট পিটার্সবার্গের ওই কেরাণিটাকে পয়সা দিয়ে রেখেছে। যদি তাই হয়, তবে সে বোরিয়ার কথা জানে। কাজটাতে দেরি করা ঠিক হবে না, ক্রিস্টিয়ান। তোমার অবশ্যই এক ধাপ এগিয়ে থাকা উচিত।"

"আমারও তাই ইচ্ছা।"

"তুমি কি সুজানকে মোকাবেলা করতে পারবে?" বৃদ্ধ মানুষটি জিজ্ঞেস করলেন, তার মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি। "সে খুবই আক্রমণাত্মক থাকবে।"

নোল লক্ষ্য করলো, সুজান-এর কথা শুনে মনিকা শিস দিয়ে উঠলো। সুজান লোরিংয়ের অধীনে কাজ করে। উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রয়োজনের খাতিরে প্রচণ্ড বিপজ্জনকও হতে পারে সে। দু'মাস আগেও সুজান তার পিছু নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সে যায় একজোড়া উনিশ শতকের রাশিয়ান বিয়ের মুকুট খোঁজার জন্য। সুজান সে বার জিতে যায়। স্প্যানিশ সীমান্তের কাছে এক বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে সে মুকুটগুলো উদ্ধার করে। মহিলার স্বামী যুদ্ধশেষে একজন নাৎসি সহযোগীর কাছ থেকে ওগুলো পায়। সুজান ড্যানজার মুকুটগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য অবিশ্রান্ত ছিলো। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নোল মনে মনে খুব প্রশংসা করে।

"আমি তার কাছ থেকে কম কিছু আশা করছি না," নোল বললো।

ফেলনার তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। "তোমার শিকার শুভ হোক, ক্রিস্টিয়ান।" নোল করমর্দন করে চলে যাওয়ার জন্য দূরের দেয়ালের দিকে পা বাড়াতেই বুককেসটি আবারো ঘুরে গেলে প্রবেশপত্রটি বেরিয়ে এলো।

"কি হচ্ছে তা আমাকে জানিয়ো," মনিকা পিছন থেকে বলে উঠলো।

অধ্যায় ১১

উডস্টক, ইংল্যান্ড

রাত ১০:৪৫

সুজান ড্যানজার বালিশ থেকে মাথা তুলে বিছানায় উঠে বসলো। বিশ বছরের এক তরুণ তার পাশেই আরামে ঘুমাচ্ছে। সুজান কিছু সময় নিয়ে তরুণটির নগ্ন দেহ নিরীক্ষণ করলো। ওকে দেখতে অনেকটা প্রদর্শনীর ঘোড়ার মতো লাগছে। কি মজাটাই না লাগলো তার সাথে শুয়ে!

সে বিছানা ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে চললো। অন্ধকার শোবার ঘরটি ষোড়শ শতকের একটি ম্যানর হাউজের চতুর্থ তলায় অবস্থিত। বাড়িটির মালিক অড্রে হুইডন। তিনি হাউজ অব কমন্সের সদস্য হিসেবে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন। বন্ধকি বাড়িটির পূর্বতন মালিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অড্রে হুইডন এটা কিনে নেন। মাঝেমধ্যে বাড়িটিতে আসতেন তিনি তবে তার একমাত্র নাতি জেরেমিই এখন প্রধান বাসিন্দা। জেরেমিকে বাগে আনা বেশ সহজই ছিলো। সে অস্থির আর প্রাণবন্ত, টাকা-পয়সার হিসাব আর মুনাফার চেয়ে বেশি আগ্রহী বিয়ার এবং রতিক্রিয়ায়। অক্সফোর্ডে দু'বছরের অধ্যয়নে তাকে ইতিমধ্যে দুইবার বের করে দেয়া হয়েছে পড়াশোনায় অদক্ষতার জন্য। অড্রে হুইডন তার নাতিকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন বিধায় তার সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন ছেলেটিকে আবারো অক্সফোর্ডে ঢুকিয়ে দিতে। কিন্তু জেরেমি এ ব্যাপারে মোটেও উৎসাহী নয়।

সুজান গত দুবছর ধরে সর্বশেষ নস্যির কৌটাটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। মূল সংগ্রহে চারটি নস্যির কৌটা ছিলো। একটি নস্যির কৌটা ছিলো সোনার যার মলাট মোজাইক করা। অন্য আরেকটি গোলাকার কৌটা সজ্জিত ছিলো স্বচ্ছ সবুজ ও লালে। তৃতীয় কৌটাটিতে শক্ত পাথরের ওপর রুপা খচিত। এনামেল করা তুরস্কের বাজারের বাক্স যেখানে অঙ্কিত সোনালি শিংয়ের ছবি। সব কয়টি কৌটাই অভিন্ন মহান কারিগর দ্বারা উনিশ শতকে নির্মিত, কারিগরটির নাম কৌটাগুলোর নিচের দিকে অঙ্কিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বেলজিয়ামের এক ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে এগুলো লুট করে নেয়া হয়।

মনে করা হতো অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর মতো, কৌটাগুলোও চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু পাঁচ বছর আগে একটার আর্বিভাব ঘটে লন্ডনের এক নিলামে। সুজান সেদিন নিলামে ছিলো এবং ওটা কিনেও নেয়। তার কর্তা আর্নস্ট লোরিং অ্যান্টিক নস্যির কৌটাগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য দ্বারা অভিভূত এবং তার কাছে এগুলোর এক বিশাল সংগ্রহ আছে। কিছু কেনা হয়েছে খোলা বাজার থেকে বৈধভাবে কিন্তু বেশিরভাগ লুকিয়ে লুকিয়ে। নিলামের কেনা নস্যির কৌটার জন্য আসল মালিকের উত্তরাধিকারীর বিপক্ষে আদালতে লড়তে হয় লোরিংকে। শেষ পর্যন্ত লোরিংই মামলায় জিতেন, কিন্তু লড়াইটি

ছিলো প্রকাশ্য ও যথেস্ট পরিমাণ ব্যয়বহুল। লোরিং চান না আর এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক। তাই সুজানকে অপর তিনটি নস্যির কৌটা সংগ্রহ করতে হচ্ছে চুপিসারে।

সুজান দ্বিতীয় নস্যির কৌটা খুঁজে পায় হল্যান্ডে, তৃতীয়টা ফিনল্যান্ডে, চতুর্থটির হদিস মেলে একদম অপ্রত্যাশিতভাবে যখন জেরেমি একটি নিলাম ঘরে তা বিক্রির চেষ্টা চালায়। সতর্ক নিলামদার কৌটাটি চিনে ফেলে এবং বুঝতে পারে যে সে ওটা বিক্রি করতে পারবে না। তবে সে দশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে কৌটাটির অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয় সুজানকে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন নিলামঘরে এরকম অনেক সোর্স আছে সুজানের যারা তাদের চোখ-কান খোলা রাখে লুণ্ঠিত সম্পদের অবস্থান জানতে।

সুজান কাপড় পরা শেষ করে চুল আঁচড়ালো।

জেরেমিকে বোকা বানানো ছিলো একদম সোজা। সবসময়ের মতো তার ফ্যাশন মডেলের ন্যায় মুখের আদল, ড্যাবড্যাবে উজ্জ্বল নীল চোখ ও ফিটফাট দেহ ভালোই কাজে এসেছে। তাকে দেখে কেউ ভীত হয় না বরঞ্চ তার উপর প্রভুত্ব অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায় খুব সহজেই। পুরুষেরা দ্রুত তার সাথে সাচ্ছন্দ্য বোধ করা শুরু করে এবং সে জানে গুলি কিংবা ছোরার চেয়ে অনেক ভালো অস্ত্র হতে পারে সৌন্দর্য।

সে পা টিপে টিপে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামলো। এলিজাবেথিয়ান পাতলা কাগজ দ্বারা চারপাশের দেয়াল সজ্জিত। সে একসময় ঘরে স্বামী ও বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সেটা ছিলো বাবার কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য বুঝে নেয়ার আগের কথা। তার বাবাও আর্নস্ট লোরিংয়ের অধীনে কাজ করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন একদিন নিজের বাড়ি কেনার। কিন্তু সে স্বপ্ন আর পূরণ হয় নি। এগার বছর আগে তিনি মারা যান বিমান দূর্ঘটনায়। তখন সুজান সবেমাত্র কলেজ থেকে বের হয়েছে, বয়স মাত্র ২৫। কিন্তু তবুও লোরিং বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি তাকে তার পিতার জায়গায় বসিয়ে দিতে। সে কাজ করতে করতেই সমস্ত কৌশল শিখে এবং দ্রুত আবিষ্কার করে যে তার বাবার মতো তারও রয়েছে কোন কিছু অনুসন্ধানের সহজাত দক্ষতা। সে প্রচণ্ড উপভোগ করে কোন কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়ানোকে।

সুজান সিঁড়ির গোড়ায় ঘুরে গিয়ে, ডাইনিং রুম পার হয়ে গিয়ে ঢুকলো পিয়ানো রুমে। সে টেবিলের নিকট গিয়ে হাত বাড়ালো নস্যির কৌটার দিকে।

চার নাম্বার নস্যির কৌটা।

এটা ১৮ ক্যারট সোনা দিয়ে নির্মিত। সে ছোট্ট কৌটাটি কাছে টেনে নিয়ে উপরের মলাটে হৃষ্টপুষ্ট ডানাঈর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিভাবে একসময় পুরুষেরা এই অতিশয় স্থূলতাকে আকর্ষণীয় মনে করতো? কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, পুরুষেরা তাই মনে করতো। সুজান কৌটাটা উল্টিয়ে নামের আদ্যক্ষরের উপর হাত বুলালো।

বি. এন।

নস্যির কৌটাটির কারিগরের নাম।

জিন্সের পকেট থেকে একটা কাপড় টেনে বের করলো সে। চার ইঞ্চিরও কম লম্বা কৌটাটিকে খুব সহজেই কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা গেলো। কাপড়ের পুঁটলিটাকে পকেটে রেখে কক্ষত্যাগ করলো সে।

লোরিংয়ের এস্টেটে বেড়ে ওঠায় বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করেছে সুজান। একটি দারুণ বাড়ি, সেরা শিক্ষক এবং শিল্প-সংস্কৃতির জগতে অবাধ প্রবেশাধিকারের সুযোগ। ড্যানজার পরিবারের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সবসময়ই খেয়াল রেখেছেন লোরিং। কিন্তু লুকভ প্রাসাদের বিচ্ছিন্নতা তাকে বঞ্চিত করেছে বন্ধুদের সঙ্গ থেকে। তিন বছর বয়সেই সুজানের মা মারা যান এবং তার বাবাকেও প্রতিনিয়ত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হতো। লোরিং-ই ছোট্ট সুজানের সাথে সময় কাটাতেন, বই হয়ে উঠলো তার বিশ্বস্ত সঙ্গী। সে একজায়গায় পড়েছিলো, চাইনিজরা মনে করতো বই খারাপ আত্মা দূর করার ক্ষমতা রাখে। তার জন্য বই সমস্ত দুষ্ট আত্মা দূর করে দেয়। গল্প হয়ে উঠলো তার মুক্তি পাওয়ার জায়গা। বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য। মার্লোর রাজা-রাজড়াদের নিয়ে ট্র্যাজেডি, ড্রাইডেনের কবিতা, লকের প্রবন্ধ, চসারের উপাখ্যান, ম্যালোরির মর্তে ডি আর্থার।

পূর্বে যখন জেরেমি তাকে নিচের তলা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল তখন লাইব্রেরির একটি বিশেষ বই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আস্তে করে সে চামড়ার ভলিউমটি শেলফ থেকে নিচে নামালে বইয়ের ভিতরে প্রত্যাশিত ক্যাটক্যাটে রংয়ের স্বস্তিকা চিহ্নটি পেল। চিহ্নটির নিচে লেখা এক্স লিবরিস এডলফ হিটলার। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে, হিটলারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দুই হাজারের মতো বই তাড়াহুড়া করে ব্রেখটেসগার্ডেন থেকে স্থানান্তরিত করে পার্শবতী লবণের খনিতে রাখা হয়। পরবর্তীতে বইগুলো আমেরিকান সৈন্যরা খুঁজে পায় এবং লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসের অর্ন্তভুক্ত হয়। কিন্তু অর্ন্তভুক্ত হওয়ার আগেই কয়েকটি বই চুরি হয়ে যায়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটির হদিস এখানে-সেখানে মিলতে থাকে। লোরিংয়ের কাছে একটাও নেই; অবশ্য তার কোন ইচ্ছাও নেই নাৎসি বিভীষিকার স্মৃতিচিহ্ন রাখতে। কিন্তু লোরিং এমন অনেক সংগ্রাহকদের চিনেন যারা বইগুলো পেলে লুফে নেবে। তিনি অবশ্যই খুব খুশি হবেন এই বাড়তি সম্পদটা পেয়ে। সে বইটি হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলো।

নগ্ন জেরেমি অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"এই বইটাকেই কি তুমি আগে দেখছিলে?" সে জিজ্ঞেস করলো। "দাদীর কাছে অনেক বই আছে। একটাতে তার কিছু যাবে আসবে না।"

সুজান জেরেমির নিকটবর্তী হয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সবচেয়ে সেরা অস্ত্র প্রয়োগ করার। "আজ রাতটা ছিলো আনন্দদায়ক।"

"আমিও আনন্দ পেয়েছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি।"

সুজান বইটা দিয়ে ইশারা করলো। "হ্যা, এটাকেই দেখছিলাম।"

"তোমার এটা দরকার?"

"হ্যা।"

"তুমি কি ফিরে আসবে?"

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশ্নটি অদ্ভুত তবে সুজান বুঝতে পারলো জেরেমি সত্যিকার অর্থে কি চায়। তাই সে জেরেমির তলপেটের সামান্য নিচে, আপাত দৃষ্টিতে অনুত্তেজিত অঙ্গে হাত বোলাতে শুরু করলে জেরেমি সাথে সাথে সাড়া দিলো।

"হয়তোবা," সুজান বললো।

"আমি তোমাকে পিয়ানো রুমে দেখলাম। তুমি নিশ্চয়ই ব্যর্থ বিয়ে থেকে মুক্তি পাওয়া কোন মেয়ে নও, তাই না।?

"তাতে কি কিছু যায় আসে, জেরেমি? তুমি আমার সঙ্গ উপভোগ করেছো।" সুজান তার হাত বুলানো চালিয়ে যেতে থাকলো। "তুমি তো এখনও উপভোগ করছো, তাই না?"

জেরেমি জবাবে শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"তাছাড়া এখানকার সব কিছুই তোমার দাদীর। তোমার কিইবা আসে যায়?"

"কিছুই আসে যায় না।"

সুজান তার হাত ছেড়ে দিলো। জেরেমির অনুত্তেজিত অঙ্গটি এখন পুরোমাত্রায় উত্তেজিত। সুজান তরুণটির ঠোঁটে মৃদুভাবে চুমু খেল। "আবার নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে।" কথা শেষ করে সে সামনের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"আমি যদি তোমাকে বাধা দিতাম, তাহলে কি তুমি বই এবং কৌটাটা পাওয়ার জন্য আমাকে আঘাত করতে?"

সুজান ঘুরে দাঁড়ালো। সে কৌতূহল বোধ করলো এই ভেবে যে জেরিমির মতো এক অপরিপক্ক তরুণ কিভাবে তার আকাঙ্ক্ষার গভীরতা বুঝতে পারলো। "তুমি কি মনে করো?"

জেরেমিকে দেখে মনে হলো সে প্রশ্নটা নিয়ে খুব ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করছে। হয়তোবা জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটার সম্মুখীন হলো সে।

"আমার মনে হয়, তোমার সাথে শুতে পেরে আমি আনন্দিত।"

অধ্যায় ১২

ভোলারি, চেক রিপাবলিক
শুক্রবার, ৯ই মে, দুপুর ২:৪৫

সুজান তার পোরশে ৯১১ স্পিডস্টার নিয়ে ডানদিকে বাঁক নিল। গ্লাস ফাইবারের হুড গুটিয়ে নেয়ার ফলে দুপুরের বাতাস তার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। সে গাড়িটি রুজাইন বিমানবন্দরে রেখে যায়। দুবছর আগে বোনাস হিসেবে লোরিং পোরশেটা উপহার দেন তাকে। বহির্ভাগটা ধাতব ধূসর রংয়ের, ভেতরের অংশ কালো চামড়া ও ভেলভেট কার্পেটে মোড়া। এই মডেলের আর মাত্র ১৫০টি গাড়ি বানানো হয়েছে। পোরশের ড্যাশবোর্ডে সোনালি হরফে লেখা ড্রাহা। এর মানে হচ্ছে ক্ষুদে প্রিয়তমা। ছোট বেলা থেকে লোরিং তাকে এ নামেই ডাকেন।

সুজান আর্নস্ট লোরিং সম্বন্ধে অনেক কেচ্ছা-কাহিনী শুনেছে, পত্র-পত্রিকার পড়েছে। বেশিরভাগ লোকই তাকে চিত্রায়িত করেছে হিংস্র ও অনমনীয় হিসেবে যার শক্তি গোঁড়া মৌলবাদীর মতো এবং মূল্যবোধ একজন স্বৈরাচারের মতো। কিন্তু লোরিংয়ের চরিত্রের অন্য একটি দিকও আছে। তার চরিত্রের ঐ দিকটিকেই সুজান জানে, ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

জার্মান সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম চেক রিপাবলিকে লোরিংয়ের এস্টেট ৩০০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। পরিবারটি কমিউনিস্ট শাসনের সময়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুজান সবসময় মজা পায় যখন দেখে যে জাকিমভে লোরিংদের পারিবারিক ইউরেনিয়াম খনিতে ১০০ ভাগ শ্রমিক মৃত্যুর হারকে নতুন সরকারের কাছে গুরুত্বহীন হিসেবে বিবেচিত হয়। এটাও একইভাবে গুরুত্বহীন যখন কয়েক বছরের এসিড বৃষ্টির পর পবর্তমালা পরিণত হয় পচে যাওয়া জঙ্গলের এক ভূতুড়ে কবরখানায়। পোল্যান্ড সীমান্তবর্তী শহর টেপ্লিস এখন তার সতেজ উষ্ণ জলের চেয়ে বিখ্যাত ওখানকার নাগরিকদের স্বল্প গড় আয়ুর জন্য। চেক রিপাবলিকে আসা ট্যুরিস্টদের কাছে যেসব ছবির বই বিক্রি করা হয় সেসব বই থেকে অনেক আগেই এ অঞ্চলের ছবি বিদায় নিয়েছে। এক সময়ের অতি প্রয়োজনীয় উত্তর চেক রিপাবলিক এখন বিবর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। উত্তর চেক রিপাবলিক যতই বিবর্ণ হোক, আর্নস্ট লোরিং কিন্তু ঠিকই তার পকেট ভরে নিয়েছেন। তাই এখন তিনি আর এই হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকেন না, তিনি থাকেন দক্ষিণ চেক রিপাবলিকে।

১৯৮৯ সালের ভেলভেট বিপ্লব কমিউনিস্টদের পতন ঘটায়। তিন বছর পরে, চেক এবং স্লোভাকিয়ার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। লোরিং দুটো ঘটনা থেকেই সুবিধা আদায় করেন, দ্রুত নতুন চেক সরকারের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। সুজান এই পরিবর্তনের ব্যাপারে লোরিংয়ের মতামত শুনেছে। সে শুনেছে

কিভাবে লোরিংয়ের কল-কারখানার চাহিদা আগের চেয়ে বেড়েছে। কমিউনিস্ট শাসনকালে সমৃদ্ধি লাভ সত্ত্বেও মনে মনে তিনি একজন সত্যিকারের পুঁজিবাদী। তার বাবা জোসেফ এবং দাদারাও পুঁজিবাদীই ছিলেন।

তিনি কি জানি বলেন সব সময়? সকল রাজনৈতিক আন্দোলনেরই দরকার কয়লা এবং স্টিল। লোরিং নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং মুনাফার বিনিময়ে দুটারই যোগান দিয়ে যান।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ করেই দিগন্তে ক্যাসল লুকভ আবির্ভূত হলো। প্রাসাদটি বানানো হয়েছে বুর্গুন্ডিয়ান-সিস্টারসিয়ান স্টাইলে। বানানোর কাজ পনেরো শতকে শুরু হলেও শেষ হয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জানালাগুলো আবৃত দ্রাক্ষা লতা দ্বারা। দুপুরবেলার সূর্যে কাদামাটির ছাদ কমলা রং ধারণ করেছে।

পুরো জায়গাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগুন ধরেছে, নাৎসিরা এটাকে আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং পরিশেষে মিত্রবাহিনীরা এখানে বোমাও ফেলেছে। কিন্তু জেসেফ লোরিং শেষপর্যন্ত রাশিয়ানদের কাছে থেকে জায়গাটা বুঝে নেন। যুদ্ধশেষে তিনি তার সাম্রাজ্য পুণরুজ্জীবিত ও প্রসারিত করেন। সবকিছু শেষ পর্যন্ত তিনি তার একমাত্র জীবিত সন্তান আর্নস্টকে দিয়ে যান।

সুজান পোরশেটাকে ডাওনশিফট করে তিনে নিয়ে আসলে ইঞ্জিনটা সাথে সাথে মৃদু গুঞ্জন করে ওঠলো। সে সরু রাস্তাটায় মোড় নিয়ে প্রসাদাটির প্রধান ফটকে এসে গতি কমিয়ে দিলো। একসময় যে ফটক দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ঢুকতো তা এখন প্রশস্ত করা হয়েছে সহজে মোটরগাড়ি ঢুকানোর জন্য।

লোরিং বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। গ্লাভস পরিহিত অবস্থায় তিনি ফুলের পরিচর্যা করছেন। তিনি লম্বা এবং কৃশ; বয়স সত্তরের কোঠায় হলেও প্রশস্ত বক্ষ ও শক্ত দেহের অধিকারী লোরিং। গত এক দশকে সুজান দেখেছে তার কর্তার রেশমি সোনালি চুল ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ধূসর রং ধারণ করেছে। বাগান সবসময়ই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দেয়ালের বাইরের গ্রীন হাউজটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো করা বিচিত্র সব গাছ পালায় ভর্তি।

"ডবরি ডেন, প্রিয়তমা," লোরিং তার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন।

সুজান পার্ক করে তার ট্যাভেল ব্যাগ হাতে নিয়ে পোরশো থেকে নামলো।

লোরিং গ্লাভস থেকে হাতের ময়লা ঝেড়ে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। "ভালোই শিকার হয়েছে, তাই না?"

সে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করলো। লন্ডন বা প্রাগের কাস্টমস কেউই ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকায় নি যখন সে ওদের কাছে ব্যাখ্যা করলো যে অলঙ্কারটি ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের একটি গিফট শপ থেকে কেনা। সে এমনকি ওদেরকে একটা রসিদ দেখাতেও সমর্থ হয়।

লোরিং তার গ্লাভসগুলো টেনে খুলে বাক্সটার ঢাকনি খুললেন। সূর্যের আলোয়

ভালো করে পরীক্ষা করে নিলেন নস্যির কৌটাটি। "চমৎকার," তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন। "নিখুঁত।"

সুজান ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বইটি বের করলো।

"কি এটা?" লোরিং জিজ্ঞেস করলেন।

"সারপ্রাইজ।"

তিনি সোনার নস্যির কৌটাটা কার্ডবার্ডের বাক্সে রেখে সতর্কভাবে বইটা হাতে নিলেন। তারপর মলাট উল্টিয়ে ভেতরের পাতায় নাম দেখলেন।

"ড্রাহা, তুমি সত্যিই আমাকে বিস্মিত করেছো। কি অসাধারণ বোনাস!"

"আমি তৎক্ষণাৎ বইটা চিনে ফেলি এবং আপনার ভাল লাগবে ভেবে নিয়ে আসি।"

"আমরা অবশ্যই এটা বিক্রি করে দিতে পারি। হের গ্রিমেল এ ধরনের বই ভালোবাসেন আর তার কাছে একটা পেইন্টিং আছে যা আমার খুব পছন্দ।"

"আমি জানতাম আপনি খুশি হবেন।"

"এটা ক্রিস্টিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাই না? আমাদের পরবর্তী সভায় দারুণভাবে উন্মোচন করা যাবে এঁটা।"

"এবং ফ্রাঞ্জ ফেলনারেরও নজর কাড়বে।"

লোরিং না-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। "আর নয়। এখন মনিকার পালা। মনিকাই আস্তে আস্তে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে ফ্রাঞ্জের কাছ থেকে।"

"অহংকারী কুত্তী।"

"সত্য কথা। কিন্তু সে মোটেও বোকা না। সম্প্রতি তার সাথে অনেক সময় নিয়ে কথা বলেছি। একটু বেশি অধৈর্য ও আগ্রহী। তার বাবার বুদ্ধি যদি নাও পেয়ে থাকে, সাহস কিন্তু ঠিকই পেয়েছে। কিন্তু কে জানে? তার বয়স এখনও কম, ভবিষ্যতে হয়তোবা শিখে নেবে। আমি নিশ্চিত, ফ্রাঞ্জ তাকে ভালোমতো শিখাবে।"

"আর আমার কর্তার কি খবর? ফ্রাঞ্জ ফেলনারের মতো অবসরের কোন চিন্তা ভাবনা?"

লোরিংয়ের মুখ হাসিতে ভরে ওঠলো। "অবসর নিয়ে নিলে সময় কাটাবো কিভাবে?"

সুজান ফুল গাছগুলোকে ইঙ্গিতে দেখাল। "বাগান?"

"সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। আমরা যা করছি তা প্রচণ্ড উত্তেজনাকর। সংগ্রহ করার মাঝে অনেক রোমাঞ্চ আছে। নিজেকে ক্রিসমাসের উপহার পাওয়া শিশুর মতো মনে হয়।"

তিনি সম্পদ দুটো বগলদাবা করে সুজানকে সাথে নিয়ে বাগানের পাশের দালানের নিচের তলায় ঢুকলেন। "সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে খবর পেলাম," তিনি সুজানকে বললেন। "ক্রিস্টিয়ান সোমবারে আবারো ডিপোজিটরিতে গিয়েছিলো। কমিশন রেকর্ডসে বেশ খোঁজাখুঁজি করে সে। বোঝাই যাচ্ছে, ফেলনার হাল ছেড়ে দিচ্ছে না।"

"ক্রিস্টিয়ান কি কিছু খুঁজে পেয়েছে?।"

"বলা মুশকিল। হাবা কেরাণটা এর মধ্যে বাক্সগুলো খুঁজে দেখা উচিত, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলছে খুঁজে দেখতে নাকি বছর লেগে যাবে। কাজ করার চেয়ে পয়সা পেতেই বেশি আগ্রহী ব্যাটা। তবে সে এটা দেখতে পেয়েছে যে নোল ক্যারল বোরিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে।"

সুজান সাথে সাথে তথ্যটার তাৎপর্য বুঝতে পারলো।

"আমি ফ্রাঞ্জের এই আচ্ছন্নতা বুঝতে পারি না," লোরিং বললেন। "আরো কত জিনিস খোঁজার আছে। বেলিনি'র ম্যাডোনা এন্ড চাইল্ড, যুদ্ধের পর যার খোঁজ পাওয়া যায় নি। কি অসাধারণ এক প্রাপ্তিই না হবে সেটা! ভ্যান আইক-এর অল্টারপিস অভ দ্য মিস্টিক্যাল ল্যাম্ব। ৬৮ সালে ট্রেভেস মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া ১২ জন মাস্টার পেইন্টারের ছবি এবং ফ্লোরেন্সে চুরি হওয়া ইমেপ্রশনিস্ট কাজগুলো, এমনকি সনাক্তকরণের জন্য ওগুলোর কোন ছবিও নেই। যে কেউ এগুলোর একটা পেতে চাইবে।"

"কিন্তু সবার তালিকায় অ্যাম্বার রুমের নামই সবচেয়ে উপরে," সুজান বললো।

"ঠিকই বলেছো এবং এটাই হচ্ছে সমস্যা।"

"আপনার কি মনে হয় ক্রিস্টিয়ান বোরিয়াকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে?"

"নিঃসন্দেহে। অনুসন্ধাকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র বোরিয়া ও চাপায়েভই বেঁচে আছে। নোল পাঁচ বছর আগে চাপায়েভকে খুঁজে পায় নি। সে হয়তোবা আশা করছে বোরিয়ার কাছে চাপায়েভের খবর মিলবে। ফেলনার মনিকার প্রথম উন্মোচনের জন্য অ্যাম্বার রুমকেই পছন্দ করবে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রাঞ্জ নোলকে আমেরিকায় পাঠাবে, নিদেনপক্ষে বোরিয়াকে খোঁজার জন্যে হলেও।"

"কিন্তু এটাই তো ওদের সর্বশেষ আশা, তাই না?"

"ঠিক তাই। আক্ষরিক অর্থে বোরিয়াই ওদের সর্বশেষ আশা। এটাই আশা করি, বোরিয়ার মুখ বন্ধ থাকবে। হয়তোবা এতদিনে বুড়ো লোকটা মারা গেছে। আর বেঁচে থাকলে বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি হবে। জর্জিয়ায় যাও, তবে একান্ত বাধ্য না হলে কিছু করার দরকার নেই।"

এ কথা শুনে রোমঞ্চিত হলো সুজান। কি চমৎকারই না হবে নোলের সাথে আবারো লড়াই করা! ফ্রান্সে তাদের শেষ মুখোমুখিটা ছিলো যথেষ্ট উত্তেজনাকর। নোল একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বিপজ্জনক। এটাই অ্যাডভেঞ্চারটাকে আরো রোমাঞ্চকর করে তোলে।

"ক্রিস্টিয়ানের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। ওর খুব কাছাকাছি যাওয়ার দরকার নেই। হয়তোবা তোমাকে কিছু অপ্রিয় কাজও করতে হতে পারে। নোলকে মনিকার জন্য রেখে দাও। তারা একে অপরকে পাওয়ার উপযুক্ত।"

সুজান বৃদ্ধ লোকটির গালে মৃদু চুমু খেল। "কোন ভয় নেই। আপনার ড্রাহা আপনাকে ডোবাবে না।"

অধ্যায় ১৩

আটলান্টা, জর্জিয়া
শনিবার, ১০ই মে, সন্ধ্যা ৬:৫০

ক্যারল বোরিয়া লাউঞ্জ চেয়ারে বসে বহুবার পড়া আর্টিকেলটা আবারো পড়লেন। এটা অক্টোবর ১৯৭২ সালের ইন্টারন্যাশনাল আর্ট রিভিউ থেকে সংগৃহীত। তিনি এটা খুঁজে পান জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি থেকে। জার্মানি এবং রাশিয়ার বাইরে অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে মিডিয়া খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। যুদ্ধের পরে দুই ডজনেরও কম আর্টিকেল ছাপা হয়েছে এ ব্যাপারে। বেশিরভাগ আর্টিকেলেই ছিলো ঐতিহ্যাসিক তথ্যগুলোর পুণরাবৃত্তি বা অ্যাম্বার রুমের চূড়ান্ত পরিণতি কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। বোরিয়া খুব পছন্দ করেন তার হাতে ধরা আর্টিকেলটার শুরুর লাইনটা; লাইনটা রবার্ট ব্রাউনিং-এর লেখা থেকে নেয়া। হঠাৎ করে, সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মতো, এটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কথাটি অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে বেশ প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৫ সাল থেকে অদৃশ্য, এটার ইতিহাস রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মৃত্যুতে পরিপূর্ণ।

অ্যাম্বার রুমের ধারণাটা প্রুশিয়ার প্রথম ফ্রেডেরিকের মাথা থেকে আসে। ১৭০১ সালে তিনি তার শার্লোটেনবার্গ প্যালেসের অধ্যয়ন কক্ষের জন্য অ্যাম্বার প্যানেল তৈরির নির্দেশ দেন। ফ্রেডেরিক প্রতিদিন অ্যাম্বারের তৈরি দাবার ঘুঁটি, মোমবাতি এবং ঝাড়বাতি ব্যবহার করতেন। তিনি বিয়ার পান করতেন অ্যাম্বারের পানপাত্র দ্বারা আর ধূমপান করতেন অ্যাম্বার নির্মিত পাইপের সাহায্যে। তাহলে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অ্যাম্বার প্যানেলে মোড়া অধ্যয়ন কক্ষ থাকবে না কেন? তাই প্রথম ফ্রেডেরিক তার স্থপতি আন্দ্রিয়াস শুলটারকে এ কাজের ভার দিলেন।

অ্যাম্বার জোগাড় করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় গটফ্রাইড উলফরামের ঘাড়ে। কিন্তু ১৭০৭ সালে তার স্থলাভিষিক্ত হন আর্নস্ট শাকট এবং গটফ্রাইড টুরাও। চার বছর ধরে শাকট ও টুরাও কঠোর পরিশ্রম করেন, অত্যন্ত যত্নের সাথে বাল্টিক তীরে খুঁজতে থাকেন অ্যাম্বার। জায়গাটিতে শত শত বছর ধরে অ্যাম্বার উৎপন্ন হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেকটি অ্যাম্বারের টুকরাকে পাঁচ মিলিমিটার পুরু চওড়া ফালি করে পলিশ করা হয় এবং তাপ প্রয়োগ করে রং পরিবর্তন করা হয়। পরে মোজাইক প্যানেলে খন্ডগুলেকে একে একে লাগানো হয়। প্রত্যেকটি প্যানেলে প্রুশিয়ার জাতীয় পরিচয়বাহী নকশা রুপার মুকুট পরিহিত ঈগলের ছবি অর্ন্তভুক্ত।

অ্যাম্বার রুমের কাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন হয় ১৭১২ সালে। রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট এসে রুমটি দেখে যান এবং কাজের প্রশংসা করেন। এক বছর পরে প্রথম ফ্রেডেরিক মারা যান, সিংহাসনে আরোহন করে তার পুত্র প্রথম ফ্রেডেরিক উইলিয়াম।

ফ্রেডেরিক উইলিয়াম তার বাবার সব ভালোবাসার বস্তুকেই ঘৃণা করা শুরু করে। বাবার এই অদ্ভুত খেয়ালে কোন অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা তার ছিলো না। তাই সে নির্দেশ দেয় অ্যাম্বার প্যানেলগুলো খুলে ফেলে সরিয়ে রাখতে।

১৭১৬ সালে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম সুইডেনের বিরুদ্ধে পিটার দ্য গ্রেটের সাথে রাশিয়ান-প্রুশিয়ান জোটে স্বাক্ষর করে। চুক্তিটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পিটারকে অ্যাম্বার প্যানেল উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। পরবর্তী জানুয়ারিতে প্যানেলগুলোকে সেন্ট পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পিটার তখন শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহের চেয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাশিয়ান নৌ-বাহিনী গঠনের কাজে। তাই তিনি প্যানেলগুলো মজুদ করে রেখে দেন। তবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনিও ২৪৮টি সৈন্য, একটি লেদ মেশিন এবং মদের পান পাত্রের শিল্প-সামগ্রী উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। ৩০ বছর পর পিটারের কন্যা এমপ্রেস এলিজাবেথ তার স্থপতি রাসট্রেল্লিকে নির্দেশ দেন অ্যাম্বার প্যানেলগুলো সেন্ট পিটার্সবার্গের উইন্টার প্যালেসে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে। ১৭৫৫ সালে এলিজাবেথ আদেশ করেন প্যানেলগুলো সামার প্যালেস জারস্কো সেলো-তে নিয়ে এসে ক্যাথেরিন প্যালেসে লাগিয়ে দিতে।

এখানেই অ্যাম্বার রুমকে নিখুত করা হয়।

পরবর্তী কুড়ি বছর ধরে, মূল ৩৬ স্কয়ার মিটার প্যানেলের সাথে অতিরিক্ত ৪৮ স্কয়ার মিটার সংযুক্ত করা হয় যেহেতু ক্যাথেরিন প্যালেসের দেয়ালগুলো অনেক প্রশস্ত ছিলো। প্রুশিয়ার রাজাও আরেকটি প্যানেল পাঠিয়ে এই সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। এবারের প্যানেলে রাশিয়ান জারদের প্রতীক দুই মাথাওয়ালা ঈগলের ছবি অঙ্কিত ছিলো। অবশেষে ৮৬ স্কয়ার মিটারের অ্যাম্বার লাগানো হয়। দেয়ালগুলো পরিপূর্ণ ছিলো কম্পিত প্রতিকৃতি, পুষ্পময় মালা, টিউলিপ, গোলাপ, সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক এবং মনোগ্রামে। এই ছবিগুলো অঙ্কিত ছিলো চকচকে বাদামি, লাল, হলুদ ও কমলা রংয়ে। রাসট্রেল্লি প্রত্যেকটি প্যানেল গঠন করেন লুই কুইঞ্জের স্টাইল অনুসারে। প্যানেলগুলোকে খাড়াভাবে বিভক্ত করা হয় সরু আয়নাযুক্ত চতুষ্কোন স্তম্ভে। সবকিছুকে এমনভাবে সোনালি রং দ্বারা মিশানো হয় যাতে তা অ্যাম্বারের পথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

চারটি প্যানেলের মাঝামাঝি অংশ আবৃত ছিলো অপূর্ব সুন্দর ফ্লোরেন্টইন মোজাইক দ্বারা। ছাদে একটি ম্যুরাল সংযুক্ত করা হয় এবং সেই সাথে জেটির নকশাযুক্ত কাঠের মেঝে যাতে খচিত আছে ওক, ম্যাপল, চন্দনকাঠ, সুগন্ধিকাঠ, ওয়ালনাট এবং মেহগনি। পাঁচজন কোনিংসবার্গের দক্ষশিল্পী ১৭৭০ সালে, রুমের কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। এমপ্রেস এলিজাবেথ কাজ দেখে এতই মুগ্ধ হন যে তিনি নিয়মিতভাবে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের এই কক্ষে আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। ১৭৬৫ সালের মধ্যে ৭০টি অ্যাম্বারের বস্তু সিন্দুক, মোমবাতি, নস্যির কৌটা, পিরিচ, ছুরি, ফর্ক, ক্রুশ এবং পত্রাধার-রুমটির শোভাবর্ধন করতে থাকে। ১৭৮০ সালে অ্যাম্বারের টেবিল যুক্ত করা হয় এ অমূল্য সংগ্রহশালায়। শেষ সজ্জাকরণের কাজ হয় ১৯১৩ সালে জার

নিকোলাস দুইয়ের মাধ্যমে। তিনি রুমের জন্য অ্যাম্বারের মুকুট খচিত একটি বালিশ ক্রয় করেন।

অবিশ্বাস্যভাবে, প্যানেলগুলো বলশেভিক বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ সময়েও টিকে থাকে ১৭০ বছর। সংস্কার করা হয় ১৭৬০, ১৮১০, ১৮৩০, ১৮৭০, ১৯১৮, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ সালে। একটি বিস্তৃত সংস্কার কাজ ১৯৪০ সালে করার কথা ছিলো কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন জার্মান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে হিটলারের সেনাবাহিনী বেলারুস, লাটভিয়ার বেশিরভাগ অংশ, লিথুয়ানিয়া এবং ইউক্রেন দখল করে নেয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর, নাৎসি বাহিনী জারস্কো সেলো এবং ক্যাথেরিন প্যালেসসহ আশেপাশের অন্যান্য প্যালেসগুলো দখল করে নেয়। তখন কমিউনিস্ট শাসনের সময়; ক্যাথেরিন প্যালেসকে কমিউনিস্টরা পরিণত করেছিলো রাষ্ট্রীয় জাদুঘরে।

ক্যাথেরিন প্যালেস দখলের কয়েকদিন আগে, জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে অ্যাম্বার রুমের সকল ছোটখাট জিনিস পূর্ব রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু প্যানেলগুলো সরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত, এক প্রস্থ ওয়াল পেপারে প্যানেলগুলো মুড়ে রাখা হয়, কিন্তু এতে কেউ বোকা বনে নি। হিটলার পূর্ব প্রুশিয়ার গভর্নর এরিক কোচকে নির্দেশ দিলেন অ্যাম্বার রুম কোনিংসবার্গে ফিরিয়ে নিতে। হিটলারের মতে কোনিংসবার্গই হচ্ছে অ্যাম্বার রুমের সত্যিকারের ঠিকানা। ৬ জন লোক ৩৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে প্যানেলগুলো খুলেন এবং ২০ টন অ্যাম্বার খুব যত্ন সহকারে প্যাক করে ট্রাক ও রেলের সাহায্যে পশ্চিমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অবশেষে এটা পুণরায় স্থাপন করা হয় কোনিংসবার্গ ক্যাসেলে। ১৯৪২ সালের একটি জার্মান সংবাদপত্র ঘটনাটিকে বর্ণনা করে এভাবে, "অ্যাম্বারের সত্যিকারের বাড়ি ও একমাত্র উৎপাদনস্থলে ফিরে আসা।" ঘটনাটি নিয়ে পোস্টকার্ড বিলি করা হতে থাকে। অ্যাম্বার রুম হয়ে দাঁড়ায় নাৎসি জাদুঘরের সবচেয়ে দ্রষ্টব্য বস্তু।

কোনিংসবার্গে মিত্রবাহিনীর প্রথম বোমাবর্ষনের ঘটনা ঘটে ১৯৪৪ সালের আগষ্টে। এতে কিছু চতুষ্কোণ স্তম্ভ ও কয়েকটি অ্যাম্বার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরের ঘটনাবলী ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে যখন সোভিয়েত আর্মি কোনিংসবার্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন কোচ প্যানেলগুলোকে ক্রেটে ভরে একটি রেঁস্তরার সেলারে লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারির ১২ তারিখে লেখা একটি জার্মান ডকুমেন্টে উল্লেখ করা আছে যে প্যানেলগুলো স্যাক্সনিতে পাঠানোর জন্য গুছানো হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে রুমের জিম্মাদার আলফ্রেড রোহডে ক্রেটগুলো একটি ট্রাকের কনভয়ে তোলার ব্যাপারে তদারকি করেন। শেষবারের মতো ক্রেটগুলোর দেখা মিলে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে যখন কনভয়টি কোনিংসবার্গ ছেড়ে যায়।

বোরিয়া আর্টিকেলটি পাশে রেখে দিলেন।

যখনই তিনি আর্টিকেলটা পড়েন তখনই তার মন প্রথম লাইনে চলে যায়। হঠাৎ

করে, সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মতো, এটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সত্য, খুবই সত্য। তিনি সময় নিয়ে তার কোলে রাখা ফাইল ঘেঁটে দেখতে লাগলেন। এখানে তার সংগ্রহ করা আরো অনেক আর্টিকেল আছে। তিনি কয়েকটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। তার মনে পড়তে লাগলো সব খুঁটিনাটি বিবরণ।

লাউঞ্জ চেয়ার থেকে উঠে পানির নলটি বন্ধ করে দিলেন। পানি দেয়ায় তার বাগানটিকে সজীব ও সতেজ দেখাচ্ছে। তার বিড়াল লুসি বারান্দা থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছিলো। তিনি জানেন লুসি ভেজা ঘাস একদমই পছন্দ করে না।

ফাইল ফোল্ডারটি হাতে নিলেন তিনি। "আয়, ভেতরে আয়।" বিড়ালটি তাকে অনুসরণ করে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে রান্না ঘরে আসলো। তিনি কাউন্টারের উপর ফোল্ডারটি রেখে দিলেন। রাতের খাবারের জন্য যখন ভুট্টা গরম করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই কলিংবেল বেজে ওঠলো।

রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেলেন তিনি। লুসিও তার পিছন পিছন গেলো। দরজার ফুঁটো দিয়ে একবার উকি মারলেন তিনি। দেখতে পেলেন কালো সুট, সাদা শার্ট এবং ডোরাকাটা টাই পরিহিত এক মানুষকে। হয়তোবা জিহোভার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী অথবা মর্মন। তারা প্রায়ই এ সময়টাতে আসে এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করেন।

বোরিয়া দরজা খুলে দিলেন।

"কার্ল বেটস? একসময় যার পরিচয় ছিলো ক্যারল বোরিয়া?"

প্রশ্নটি তাকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিলো, নিজের অজান্তেই তার চোখে ফুটে উঠলো সম্মতিসূচক উত্তর।

"আমি ক্রিস্টিয়ান নোল," মানুষটি বলে ওঠলো।

লোকটির কণ্ঠস্বরে জার্মান টান যা বোরিয়া তৎক্ষনাৎ অপছন্দ করে ফেললেন। নোল একটি কার্ড সামনে মেলে ধরলো যাতে লেখা, "লুপ্ত নির্দশনের সংগ্রাহক"। ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার মিউনিখ, জার্মানি। বোরিয়া তার অতিথিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন। বয়স মধ্য-চল্লিশ, প্রশস্ত কাঁধ, ঢেউ খেলানো সোনালি চুল, রোদে পোড়া ত্বক এবং ধূসর চোখ–সবকিছুই মনোযোগ দাবি করে।

"আমার কাছে কি দরকার, মিঃ নোল?"

"ভেতরে আসতে পারি?" তার অতিথি কার্ডটি পুণরায় পকেটে ঢুকিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলো।

"নির্ভর করছে আপনার উত্তরের উপর।"

"আমি অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কথা বলতে চাই।"

বোরিয়া ভাবলেন বাধা দেবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন। আসলে তিনি অনেক বছর ধরে কারো আগমনের প্রত্যাশা করছিলেন।

নোল তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলো। তারা দুজনেই বসলো। লুসি এসে চেয়ারের কোণায় আশ্রয় নিলো।

"আপনি রশিয়ানদের হয়ে কাজ করেন?"

নোল মাথা নাড়লো। "আমি মিথ্যা বলতে পারতাম কিন্তু আসলে রাশিয়ানদের হয়ে আমি কাজ করি না। একজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহক আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন অ্যাম্বার রুম খোঁজার জন্য। অতি সম্প্রতি সোভিয়েত রেকর্ডস থেকে আপনার নাম ও ঠিকানা খুঁজে পাই। জানতে পারি, আপনিও একসময় অ্যাম্বার রুম অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।"

বোরিয়া সম্মতিসূচক মাথা দোলালেন। "অনেক বছর আগে।"

নোল জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনটি ভাঁজ করা কাগজ বের করলো। "আমি সোভিয়েত রেকর্ডসে এগুলো খুঁজে পাই। এখানে আপনাকে 'ওয়াই এক্স ও' নামে অভিহিত করা হয়েছে।"

তিনি কাগজগুলো নিয়ে দেখলেন। অনেক বছর পর তিনি আবারো স্লাভ ভাষা পড়লেন। "মউতহৌসেনে এটাই আমার নাম ছিলো।"

"আপনি যুদ্ধবন্দী ছিলেন?"

"বেশ কয়েক মাস।" তিনি তার ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে একটি ট্যাট্টু দেখালেন। "১০৯০১। আমি এটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। জার্মান শিল্প-নৈপুণ্য।"

নোল কাগজগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো, "আপনি ডানিয়া চাপায়েভের ব্যাপারে কি জানেন?"

"ডানিয়া আমার পার্টনার ছিলো। চলে আসার আগ পর্যন্ত আমরা একই দলে ছিলাম।"

"আপনি কিভাবে কমিশনের কাজটা পেলেন?"

বোরিয়া তার অতিথির দিকে তাকিয়ে মনে মনে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হলেন উত্তর দিবেন কি দিবেন না এ ব্যাপারে। কয়েক দশক হয়ে গেলো তিনি এ নিয়ে কারো সাথে আলাপ করেন নি। শুধুমাত্র মায়াই সবকিছু জানতো। রাচেলও কিছু কিছু জানে। তার কি কথাগুলো বলা উচিত? কেন নয়? বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। কথাগুলো বললে কার কিইবা আসে যায়?

"যুদ্ধশেষে আমি বেলারুসে ফিরে আসি, কিন্তু আমার জন্মভূমির কিছুই তখন আর বাকি নেই। জার্মানরা ছিলো পঙ্গপালের মতন। আমার পরিবারের কেউ বেঁচে ছিলো না। তখন মনে হয়েছিলো সবকিছু পুণরায় গড়ে তোলার কাজের জন্য কমিশন একটা ভালো জায়গা।"

"আমি কমিশনটা নিয়ে ভালোই পড়াশোনা করেছি। বেশ কৌতূহলোদ্দীপক সংগঠন। নাৎসিরা প্রচুর লুট করেছে কিন্তু সোভিয়েতরা তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। সৈন্যরা সাইকেল এবং ঘড়ি চুরিতেই মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু অফিসাররা গাড়ি এবং প্লেন ভর্তি করে শিল্পসামগ্রী, তৈজসপত্র এবং গহনা নিয়ে আসে। আপাতদৃষ্টিতে, কমিশনই ছিলো সবচেয়ে বড় লুণ্ঠনকারী। লাখ লাখ জিনিস তারা চুরি করেছে।"

তিনি অবজ্ঞাসহকারে মাথা নাড়লেন। "লুট নয়। জার্মানরা জমি, ঘরবাড়ি, কল

কারখানা, শহর ধ্বংস করেছে। লাখো লোক হত্যা করেছে। ঐ সময় সোভিয়েতদের মাথায় শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণের চিন্তা-ভাবনাই ছিলো।"

"আর এখন?" বোরিয়ার কণ্ঠে দ্বিধার সুর নোলের দৃষ্টি এড়ায় নি।

"আমি স্বীকার করছি, লুটই করেছে তারা। কমিউনিস্টরা নাৎসিদের চেয়েও জঘন্য। সময়ের সাথে সাথে চোখও খুলে যায়।"

বোরিয়ার স্বীকারোক্তিতে নোলকে খুশি মনে হলো। "কমিশন একটা প্যারোডিতে পরিণত হয়, তাই না? এর মাধ্যমে স্টালিন লাখো লোককে গুলাগে পাঠিয়েছেন।"

"সেজন্যই আমি কমিশন ছেড়ে আসি।"

"চাপায়েভ কি এখনও বেঁচে আছেন?"

প্রশ্নটা হঠাৎ করেই আসলো। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রশ্নটা এরকম করে করার উদ্দেশ্য যাতে বোরিয়া অপ্রস্তুত হয়ে সত্য কথাটা বলে দেন। বিষয়টা বুঝে তিনি প্রায় হেসেই উঠেছিলেন। নোল ঝানু লোক। "কোন ধারণা নেই। চলে আসার পর ডানিয়াকে আর দেখি নি। কেজিবি ডানিয়ার খোঁজে এসেছিলো আমার কাছে। আমিও তাদেরকে একই জিনিস বলি।"

"এটা বেশ সাহসী কাজ, মিঃ বেটস। কেজিবি-কে এতো হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়।"

"সময় আমাকে সাহসী বানিয়ে দিয়েছে। তারা কি করতো? একজন বুড়ো মানুষকে খুন করতো? সেসব দিন চলে গেছে, হের নোল।" নোলকে মিস্টার থেকে হের বলে সম্বোধন করাটা ছিলো ইচ্ছাকৃত কিন্তু নোল কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। বরঞ্চ সে বিষয় পরিবর্তন করলো।

"আমি অনেক প্রাক্তন অনুসন্ধানকারীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। টেলিজিন। জারনভ। ভলোশিন। কিন্তু চাপায়েভকে কখনো খুঁজে পাই নি। গত সোমবারের আগ পর্যন্ত, আমি এমনকি আপনার নামও জানতাম না।"

"আর কেউ আমার নাম উল্লেখ করে নি?"

"যদি তারা উল্লেখ করতো, তাহলে আমি আরো আগে আসতাম।"

তথ্যটা খুব একটা বিস্ময়কর নয় বোরিয়ার কাছে। তার মতো, অন্যান্য অনুসন্ধানকারীরাও নীরব থাকার মূল্য বোঝে।

"আমি কমিশনের ইতিহাস জানি," নোল বললো। এটা অনুসন্ধানকারীদের ভাড়া করতো জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপ চষে বেড়িয়ে মূল্যবান শিল্প-সামগ্রী খুঁজে বের করার জন্য। এদেরকে চুরি করার অধিকারও দেয়া হতো। এটা ছিলো বেশ সফল এবং আমার ধারণা ট্রয়ের সোনা, পার্গামাম বেদি, রাফায়েলের সিস্টিন ম্যাডোনা এবং ড্রেসডেন জাদুঘরের সমস্ত সংগ্রহ খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছে।"

বোরিয়াও তার কথায় সায় দিয়ে মাথা দোলালেন। "অনেক, অনেক জিনিস।"

"বর্তমানে এইসব মূল্যবান বস্তু জনসমক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে। অথচ দশকের পর দশক ধরে এগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো।"

"আমি গ্লাসনস্তের কথা শুনেছি।" বোরিয়া মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। "আপনি মনে করেন যে অ্যাম্বার রুম কোথায় তা আমি জানি, তাই না?"

"না। নইলে আপনি তা এতদিনে পেয়ে যেতেন।"

"হয়তোবা হারিয়ে থাকাই ভালো।"

নোল তার মাথা নাড়লো। "আপনার মতো অভিজ্ঞ ও শিল্প-সমঝদার ব্যক্তি নিশ্চয়ই চাইবে না এরকম একটা মাস্টারপিস ধ্বংস হয়ে যাক।"

"অ্যাম্বার চিরকাল টিকে থাকে।"

"কিন্তু যে ফর্মে এটা বানানো হয়েছে তাতো আর টিকে থাকে না। আঠারো শতকের শিল্প-নৈপুণ্য এত কার্যকর নয়।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। ঐ অ্যাম্বার প্যানেলগুলোকে এখন জিগশ পাজলের মতো লাগবে।"

"আমার নিয়োগদাতা এই পাজলটা জোড়া লাগানোর ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক।"

"কে আপনার নিয়োগদাতা?"

বোরিয়ার অতিথির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "নাম বলা সম্ভব নয়। উনি অপরিচিতই থাকতে চান। সংগ্রহের জগত প্রতারকও হয়ে উঠতে পারে পরিচিতদের জন্য।"

"তারা অনেক বড় একটি পুরস্কার চাচ্ছে। ৫০ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেলো, অ্যাম্বার রুমের দর্শন তো মেলে নি।"

"কিন্তু কল্পনা করুন, হের বেটস, ক্ষমা করবেন, মি: বেটস–"

"বোরিয়া বলে ডাকুন।"

"ঠিক আছে, মি: বোরিয়া। কল্পনা করুন ঘরটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হলো। কি একটা দৃশ্যই না হবে সেটা। বর্তমানে অ্যাম্বার রুমের কয়েকটি রঙিন ছবি আছে, সাথে কিছু সাদাকালো ছবিও। কিন্তু ছবিগুলো রুমের আসল সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারে নি।"

"খোঁজার সময় আমি ওই ছবিগুলো দেখেছি। যুদ্ধের আগে রুমটাও দেখা হয়েছে আমার। সত্যিই অপূর্ব। কোন ছবিই এর সত্যিকারের সৌন্দর্য ধরতে পারবে না। দুঃখজনক, কিন্তু অ্যাম্বার রুম চিরতরে হারিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।"

"আমার কর্তা এ কথা বিশ্বাস করতে চান না।"

"এ সম্পর্কে ভালো প্রমাণ আছে। ১৯৪৪ সালে কোনিংসবার্গে প্রবল বোমাবর্ষণের সময় প্যানেলগুলো ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করে ওগুলো বাল্টিকের তলদেশে। আমি উইলহেম গাস্টলোফ-এর ব্যাপারে নিজেই তদন্ত করেছিলাম। ৯৫০০ জন মানুষ মারা যায় যখন সোভিয়েতরা তলদেশে জাহাজ পাঠায়। কেউ কেউ বলে অ্যাম্বার রুম তখন কার্গো হোল্ডে ছিলো। ট্রাকে করে কোনিংসবার্গ থেকে ডানজিগে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর হামবুর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলে।"

নোল চেয়ারে উশখুশ করে উঠলো। "আমিও গাস্টলোফ-এর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি। প্রমাণগুলো পরস্পরবিরোধী। অকপটে বলতে পারি, গবেষণা করে আমি যে বিশ্বাসযোগ্য গল্প বের করেছি তা হচ্ছে, প্যানেলগুলোকে নাৎসিরা কোনিংসবার্গ থেকে বের করে এনে গোটিনগেন এর নিকট একটি খনিতে গোলাবারুদসহ রেখে দেয়। ব্রিটিশরা ১৯৪৫ সালে জায়গাটি দখল করে উক্ত খনিটি ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এ গল্পেও যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা রয়েছে।"

"কেউ কেউ আবার বলে আমেরিকানরা অ্যাম্বার রুম পেয়ে আটলান্টিকের ওপারে নিয়ে গেছে।

"আমিও সেটা শুনেছি। সেই সাথে এ কাহিনীও শুনেছি যে সোভিয়েতরা আসলে প্যানেলগুলো খুঁজে পেয়ে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে, যার অবস্থান বর্তমান যারা ক্ষমতায় আছেন তারা কেউ জানেন না। যে পরিমাণ লুণ্ঠন হয়েছে সে হিসাবে এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু রাশিয়ানারা অ্যাম্বার রুম ফিরে পেতে যে পরিমান ব্যাকুল, তাতে এটা মোটেও সম্ভাব্য নয়।"

বোরিয়া বুঝতে পারলেন, বিষয়টা সম্পর্কে তার অতিথি বেশ ভালোই জানে। তিনি নিজেই এসব থিওরি পড়েছেন। বোরিয়া জার্মানটির পাথরের মত মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিন্তু তার মুখ ভাবলেশহীন। "আপনি কি অভিশাপটির ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নন?"

নোলের মুখে হাসি ফুটে ওঠলো। "আমি অভিশাপের কথা শুনেছি। কিন্তু ওগুলো তো অজ্ঞ বা হুজুগে যারা তাদের জন্য প্রযোজ্য।"

"দেখুন দেখি, আমি কি পরিমাণ অভদ্র," তিনি হঠাৎ করে বলে উঠলেন। "আপনার জন্য পানীয় নিয়ে আসি?"

"তাহলে তো বেশ ভালোই হয়," নোল বললো।

"আমি যাচ্ছি আর আসছি।" বোরিয়া কাউচের ওপর বসে থাকা বিড়ালটিকে ইঙ্গিতে দেখালেন। "লুসি আপনাকে সঙ্গ দেখে।"

বোরিয়া রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আবার একবার তার অতিথির দিকে তাকালেন। রান্নাঘরে এসে দুটা গ্লাসে বরফ দেয়ার পর সামান্য চা ঢাললেন। তিনি মোটেও ক্ষুধার্ত বোধ করছেন না বরঞ্চ পুরনো দিনের মতো বিভিন্ন চিন্তা তার মাথায় জট পাকাচ্ছে। কাউন্টারের ওপর পড়ে থাকা ফাইল ফোল্ডারটির দিকে একবার দৃষ্টি দিলেন তিনি।

"মি: বোরিয়া?" নোল ডেকে উঠলো।

রান্নাঘরের দিকে অগ্রসরমান পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। আর্টিকেলগুলো নোলের চোখে না পড়াটাই হয়তোবা ভালো হবে। তিনি দ্রুত ফ্রিজারটি খুলে ফোল্ডারটি ওপরের তাকে রেখে দিলেন। ফ্রিজারের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে নোল রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকলো।

"হ্যা, হের নোল?"

"আমি কি আপনার বাথরুমটা ব্যবহার করতে পারি?"

"হলটা পেরুলেই বাথরুম।"

"ধন্যবাদ।"

নোলের বাথরুম চেপেছে একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। হয়তোবা সে তার পকেট রেকর্ডারের টেপটা বদলাতে চায় অথবা এই সুযোগে চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে চায়। পূর্বে এ কৌশলটা তিনি নিজেও প্রয়োগ করেছেন। জার্মানটি বেশ বিরক্ত করছে। তার সাথে একটু মজা করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তাই বোরিয়া সিঙ্কের পাশের ক্যাবিনেট থেকে জোলাপ বের করে সেই বিস্বাদ শস্যদানা ভালো করে মিশিয়ে দিলেন একটি চায়ের কাপে।

এবার বেজন্মটার ঠিকই বাথরুম চাপবে।

তিনি ঠাণ্ডা গ্লাসগুলো নিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। নোল ফিরে এসে চায়ে চুমুক দেয়া শুরু করলো।

"চমৎকার," নোল বললো। "সত্যিকার অর্থেই আমেরিকান পানীয়। বরফ চা।"

"আমরা এটা নিয়ে গর্বিত।"

"আমরা? আপনি কি নিজেকে এখন আমেরিকান ভাবেন?"

"অনেক বছর তো হয়ে গেলো এখানে। এটাই এখন আমার বাড়ি।"

"বেলারুস কি এখন স্বাধীন না?"

"ওখানকার নেতারা সোভিয়েতদের মতই। সংবিধান বাতিল করে দিয়েছে। ওরা স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"জনগণই কি বেলারুসের প্রেসিডেন্টকে এই ক্ষমতা দেয় নি?"

"বেলারুস অনেকটা রাশিয়ার প্রদেশের মতো, সত্যিকার অর্থে স্বাধীন নয়। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় লাগবে।"

"দেখে মনে হচ্ছে, জার্মান বা কমিউনিস্ট, কাউকেই তোয়াক্কা করেন না আপনি?"

এই আলোচনা তাকে ক্লান্ত করে তুলছে; সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে কি বিপুল পরিমাণ ঘৃণা তিনি জার্মানদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন।

"১৬ মাস ডেথ ক্যাম্পে কাটালে তোমার মনের অনেক কিছুই পরিবর্তন হতে পারে।"

নোল তার চা শেষ করলো। চায়ের কাপ কফি টেবিলে রাখায় ভেতরের বরফের খন্ড ঝনঝন করে ওঠলো।

বোরিয়া বলে চললেন, "জার্মান ও কমিউনিস্টরা বেলারুস এবং রাশিয়াকে ধর্ষণ করেছে। নাৎসিরা ক্যাথেরিন প্যালেস ব্যবহার করেছে ব্যারাক হিসেবে, তারপর টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হিসেবে। আমি যুদ্ধের পরে গিয়েছিলাম। সেই রাজকিয় সৌন্দর্যের খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। জার্মানরা কি রাশিয়ানদের সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায়নি?

আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রসাদে বোমা মেরে টুকরা টুকরা করে ফেলে।"

"আমি নাৎসি নই, মিঃ বোরিয়া, তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারছি না।"

এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসলো তাদের মাঝে। তারপর নোল প্রশ্ন করলো, "অনর্থক সময় নষ্ট না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি। আপনি কি অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেয়েছিলেন?"

"একটু আগেই যা বললাম, ওটা চিরতরে হারিয়ে গেছে।"

"আপনার কথা আমার কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?"

বোরিয়া শ্রাগ করলেন। "আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। বেশিদিন বাঁচবোও না; মিথ্যা বলার তো কোন কারণ দেখছি না।"

"কেন জানি আপনার শেষ বাক্যটি নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, মিঃ বোরিয়া।"

তিনি নোলের চোখের দিকে তাকালেন। "আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি- হয়তোবা এটা খোঁজার ব্যাপারে কাজে দেবে। মউতহৌসেন মিত্রবাহিনীর হাতে আসার বেশ কয়েকমাস আগে গোয়েরিং ক্যাম্পে এসেছিলেন। তিনি চারজন জার্মান সৈন্যকে নিযাতন করতে আমাকে বাধ্য করেছিলেন। গোয়েরিং তাদেরকে ভয়াবহ শীতের মাঝে নগ্ন অবস্থায় খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। আমরা তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পানি ঢালতে থাকি।"

"এর উদ্দেশ্য কি ছিলো?"

"গোয়েরিং অ্যাম্বার রুম খুঁজছিলেন। রাশিয়ানদের আক্রমণের পূর্বে ঐ চারজন লোক কোনিংসবার্গ থেকে অ্যাম্বার প্যানেল সরাতে সাহায্য করে। যদিও গোয়েরিং অ্যাম্বার রুম চাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই হিটলার তা পেয়ে যান।"

"তারা কি কোন তথ্য প্রকাশ করে?"

"না। শুধুমাত্র ঠাণ্ডায় জমে মরার আগ পর্যন্ত 'মাইন ফুয়েরার' বলে চিৎকার করতে থাকে। আমি স্বপ্নে এখনও মাঝে মাঝে তাদের ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যাওয়া মুখ দেখতে পাই। অদ্ভুত, হের নোল, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ঐ জার্মানদের নিকট আমি ঋণী।"

"কিভাবে?"

"যদি চারজনের মধ্যে কেউ একজন কথা বলতো তাহলে গোয়েরিং আমাকে খুঁটির সাথে বেঁধে ঐ একই উপায়ে হত্যা করতো।" বোরিয়া বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলেন। জোলাপ কাজ করার আগেই বেজন্মাটা চলে যাক-এটাই চাচ্ছিলেন তিনি। "আমি জার্মানদের ঘৃণা করি, হের নোল। কমিউনিস্টদেরও ঘৃণা করি। আমি কেজিবিকে কিছুই বলি নি। আপনাকেও কিছু বলবো না। এখন যান।"

নোল বুঝতে পারলো আর প্রশ্ন করে কোন লাভ হবে না, তাই সে উঠে দাঁড়ালো। "ঠিক আছে, মিঃ বোরিয়া। আমি জোরাজুরি করতে চাচ্ছি না। শুভরাত্রি।"

তারা দুজনেই সদর দরজার দিকে অগ্রসর হলেন এবং বোরিয়া দরজা খুলে ধরলেন। নোল বাইরে বের হয়ে ভদ্রতাবশে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো।

"কথা বলে খুশি হলাম, মিঃ বোরিয়া।"

তার আবারো হিমশীতের মাঝে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জার্মান সৈন্য ম্যাথিয়াসের কথা মনে পড়লো। সেই সাথে এও মনে পড়লো কিভাবে সে গোয়েরিংকে জবাব দিয়েছিলো।

বোরিয়া নোলের বাড়িয়ে দেয়া হাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন।

নোল কিছুই বললো না, নড়লোও না কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর, শান্তভাবে প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছে নিল সে। সেই সাথে দরজাটাও তার মুখের ওপর ধড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলো।

অধ্যায় ১৪

রাত ৯:৩৫

বোরিয়া আবারো ইন্টারন্যাশনাল আর্ট রিভিউ ম্যাগাজিনের আর্টিকেলটা খুঁটিয়ে দেখতে পেলেন যে অংশটা খুঁজছিলেন :

...অ্যাম্বার রুম কোনিংসবার্গ থেকে সরিয়ে নেয়ার কাজ যিনি তদারকি করেছিলেন সেই আলফ্রেড রোহডেকে যুদ্ধশেষে গ্রেফতার করে সোভিয়েত অথরিটির সামনে হাজির করা হয়। তথাকথিত এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেট কমিশন অ্যাম্বার রুম খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং রোহডের কাছ থেকে তারা উত্তর চাচ্ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দিন সকালে, কমিশনের সামনে হাজিরা দেয়ার আগে, রোহডে এবং তার স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে যদিওবা মৃত্যুর কারণ হিসেবে আমাশয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ধারণা করা হয় তাদেরকে খুন করা হয়েছে যাতে অ্যাম্বার রুমের অবস্থান প্রকাশিত না হয়।

ঐ একই দিনে ডা: পল এরড্‌মান, যিনি কিনা রোহডেদের ডেথ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, হঠাৎ করে উধাও হয়ে যান।

প্রুশিয়ায় হিটলারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এরিক কোচকে অবশেষে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। ১৯৪৬ সালে, কোচকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয় কিন্তু সোভিয়েত অথরিটির অনুরোধে সে আদেশ বারবার স্থগিত করা হয়। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো যে কোচই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যিনি কিনা ক্রেটগুলোর সত্যিকারের অবস্থান জানেন। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কোচের বেঁচে থাকা নির্ভর করছিলো রুমের অবস্থান না জানানোর উপর কারণ সোভিয়েতরা অ্যাম্বার রুমের হদিস পেয়ে গেলে আর কোচের মৃত্যুদন্ডাদেশ স্থগিত করতো না।

১৯৬৫ সালে রোহডের আইজীবীরা সোভিয়েতদের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা আদায় করেন যে, যদি রোহডে অ্যাম্বার রুমের অবস্থান প্রকাশ করেন তাহলে তিনি মৃত্যুদন্ডাদেশ থেকে মুক্তি পাবেন। কোচ তখন ঘোষণা করেন যে ক্রেটগুলো কোনিংসবার্গের বাইরে একটা বাংকারে রাখা হয়েছে। তবে তিনি সাথে এও বলেন যে যুদ্ধশেষে জায়গাটার ব্যাপক পুর্নগঠনের জন্য রুমের সঠিক অবস্থান আর মনে করতে পারছেন না। প্যানেলগুলো কোথায় আছে তা না জানিয়েই মারা যান কোচ।

পরবর্তী দশকগুলোতে, তিনজন পশ্চিম জার্মানির সাংবাদিক অ্যাম্বার রুম খুঁজতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মারা যান। এর মধ্যে একজন অস্ট্রিয়ার একটি পরিত্যক্ত লবণের খনি থেকে পড়ে মারা যান। বাকি দুজন মারা যান গাড়ি চাপায়। জার্মান গবেষক জর্জ স্টেইন, যিনি কিনা অ্যাম্বার রুম নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, শেষমেষ আত্মহত্যা করেছেন বলে আন্দাজ করা হয়। এসব ঘটনার কারণে মানুষ বিশ্বাস করতে

শুরু করে অ্যাম্বার রুমের সাথে অভিশাপ জড়িয়ে আছে।

বোরিয়া ওপরতলায় একসময়কার রাচেলের ঘরে বসে আছেন। এটাকে এখন পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি। ঘরটিতে আছে একটি পুরাতন ডেস্ক, একটি ওক কাঠের ক্যাবিনেট এবং ওয়ালনাটের বইয়ের আলমারিতে রাখা আছে উপন্যাস, গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং ধ্রুপদি সাহিত্য।

রাতের খাবার খেয়ে ওপর তলায় উঠে এলেন তিনি। তখনো তার মাথায় ক্রিস্টিয়ান নোল ঘুরপাক খাচ্ছিল। খুঁজতে গিয়ে একটি ক্যাবিনেটে অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে আরো অনেক আর্টিকেল পেয়ে যান। আকারে ছোট এসব আর্টিকেলগুলোতে খুব একটা তথ্য নেই। অন্যান্য আর্টিকেলগুলো এখনও ফ্রিজেই আছে। আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসতে ইচ্ছা করছে না তার।

কম বেশি অ্যাম্বার রুম নিয়ে লেখা সকল সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের আর্টিকেলগুলো পরস্পরবিরোধী। একজন বলে প্যানেলগুলো ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে উধাও হয়, আরেকজনে বলে এপ্রিল মাসে। ওগুলো কি ট্রাকে, রেলে অথবা জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়? একটা জায়গায় বলা হয়েছে সোভিয়েতরা টর্পেডো মেরে প্যানেলসহ উইলহেম গাস্টলোফকে বাল্টিকে ডুবিয়ে দেয়। একটি আর্টিকেলে ৭২টি ক্রেটের কোনিংসবার্গ ছাড়ার ঘটনা বলা হয়েছে, অন্য একটিতে ২৬টি। অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনিংসবার্গে বোমা বর্ষণের সময় প্যানেলগুলো পুড়ে যায়। আবার অন্য জায়গায় এও দাবি করা হয়েছে যে প্যানেলগুলো আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। কোন আর্টিকেলেই তথ্যের উৎস উল্লেখ করা হয় নি, তাই এগুলোর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজে বের করা মুশকিল। তথ্যের উৎস দুই কিংবা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। আবার পুরো আর্টিকেলটা নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে লেখাও হতে পারে।

শুধুমাত্র দ্য মিলিটারি হিস্টোরিয়ান নামক একটি পাবলিকেশনে রাশিয়া থেকে ১৯৪৫ সালের পহেলা মে'র দিকে ক্রেট ভর্তি একটি ট্রেন ছাড়ার কথা বলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ক্রেটগুলো চেকোস্লোভাকিয়ার একটি শহরে খালাস করা হয়। অনুমান করা হয়, সেই শহর থেকে ক্রেটগুলো ট্রাকে করে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে মাটির নিচের একটি বাঙ্কারে মজুদ করে রাখা হয়। ঐ বাঙ্কারটি ছিলো জার্মান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল ভন শরনারের হেডকোর্য়াটার যিনি কিনা চেকোস্লোভাকিয়াকে তখনো দখলে রেখেছেন। কিন্তু আর্টিকেলটাতে এটাও উল্লেখ করা আছে যে, ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতরা ঐ বাঙ্কারে খনন কাজ চালিয়েও কিছু খুঁজে পায় নি।

সত্যের কাছাকাছি, তিনি ভাবলেন। এই আর্টিকেলটাই সত্যের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছে।

সাত বছর আগে তিনি যখন প্রথমবারের মতো আর্টিকেলটা পড়েছিলেন তখন তথ্যগুলোর উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তা তার মনে উদয় হয়েছিলো। তিনি এমনকি লেখকের সাথে যোগাযোগও করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। এখন ওয়েল্যান্ড

ম্যাককয় নামক এক ব্যক্তি স্টোডের নিকটবর্তী হার্জ পর্বতমালায় অভিযান চালাচ্ছে। ম্যাককয় কি সঠিক পথেই এগুচ্ছে? একটা জিনিস পরিস্কার যে অ্যাম্বার রুম খুঁজতে গিয়ে অনেক মানুষ মারা গেছে। আলফ্রেড রোহডে এবং এরিক কোচের কি হয়েছিলো তা প্রমাণিত ইতিহাস। অন্যান্য মৃত্যু ও উধাও হওয়ার ঘটনাও তাই। হঠাৎ মিলে যাওয়া? হয়তোবা। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত নন। বিশেষ করে যখন নয় বছর আগের একটি ঘটনার কথা ভাবেন। কিভাবে এ ঘটনা ভোলা যায়। পল কাটলারের দিকে তাকালেই এ স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফেরে। তিনি প্রায়ই ভাবেন মৃত্যু তালিকায় আরো দুটো নাম যুক্ত হওয়া উচিত হয় নি।

হলঘর থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ভেসে এল।

ঘরে কেউ না থাকলে এরকম শব্দ হওয়ার তো কথা না।

লুসিই বোধহয় শব্দটা করেছে, এ কথা ভেবে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। কিন্তু বেড়ালটিকে কোথাও দেখা গেলো না। তিনি আর্টিকেলগুলো পাশে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে বের হয়ে এসে দুতলার রেলিং থেকে নিচের দিকে তাকালেন বোরিয়া। নিচ তলায় একটি বাতি জ্বলছে, তবে সামনের দরজা অন্ধকারাচ্ছন্ন। পড়ার ঘরের বাতি ছাড়া ওপর তলাও অন্ধকারে ঢাকা। তার সামনে শোবার ঘরের দরজাটা খোলা, ঘর অন্ধকার ও নীরব।

"লুসি? লুসি?"

বেড়ালটির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। তিনি কান পেতে রইলেন। কিন্তু আর কোন শব্দ শোনা গেলো না। সবকিছু শান্তই মনে হচ্ছে। তিনি ঘুরে পড়ার ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। হঠাৎ করে পেছন থেকে কেউ একজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুরে দাঁড়াবার আগেই একটি শক্তিশালী বাহু তার গলা পেঁচিয়ে ধরলো।

"কোনেন উহার রেডেন মেহর, ওয়াই-এক্স-ও।"

কণ্ঠস্বরটা তার অতিথি ক্রিস্টিয়ান নোলের। তিনি খুব সহজেই অনুবাদ করলেন।

এখন আমরা আরো কথা বলতে পারবো, ইয়ারস।

নোল তার গলা আরো জোরে চেপে ধরলো। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল বোরিয়ার।

"কুত্তার বাচ্চা রাশিয়ান! আমার হাতে থুতু ফেলে। কি মনে করিস তুই নিজেকে? এর চেয়ে অনেক ছোট অপরাধের জন্য আমি খুন করেছি।"

তিনি নীরবতাকে শ্রেয় মনে করে কোন জবাব দিলেন না।

"তুই আমাকে সব কথা খুলে বলবি বুড়া, নইলে তোকে আমি খুব করবো।"

৫২ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেলো বোরিয়ার। পানি ঢালার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গোয়েরিং নগ্ন সৈন্যদের তাদের পরিণতির কথা জানাচ্ছিলেন। জার্মান সৈন্য ম্যাথিয়াস জানি কি বলেছিলো?

তোমার বন্দীকর্তাকে অমান্য করা সম্মানের কাজ।

হ্যা, এটা এখনও ঠিক তাই।

"তুই জানিস চাপায়েভ কোথায় থাকে, তাই না?"

তিনি মাথা নাড়ার চেষ্টা করলেন।

নোলের হাত তার গলায় আরো দৃঢ়ভাবে চেপে বসলো। "অ্যাম্বার রুম কোথায় তা তুই জানিস, তাই না?"

শ্বাস না নিতে পারার কারণে তার জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো। বুঝতে পেরে নোল তার হাতের চাপ কমিয়ে দিলো। আবারো শ্বাস নিতে পারলেন বোরিয়া।

"আমাকে হালকাভাবে নেয়ার কিছু নেই। তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক দূর এসেছি আমি।"

"আমি কিছুই বলবো না।"

"পুরোপুরি নিশ্চিত? একটু আগে না বললি তোর সময় কম। এখন এটা ধারণার চেয়েও কম। তোর মেয়ে আর নাতিদের কি হবে? ওদের সাথে কি আরো কিছুকাল কাটাতে ইচ্ছা করে না?"

তার অবশ্যই ইচ্ছা করে, কিন্তু তা এত প্রবল নয় যে এই জার্মানটির কাছে মাথা নোয়াতে হবে। "জাহান্নামে যাও, হের নোল।"

তার দুর্বল শরীরটিকে যেনো ছুঁড়ে মারা হলো সিঁড়ির দিকে। চিৎকার করে ওঠার আগেই তার দেহ ওক কাঠের সিঁড়ির ধাপে পড়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। পা-গুলো উল্টে গেলো তার। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তার দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাক্কা খেতে খেতে নিচের দিকে দ্রুত ধাবিত হলে কিছু একটা ভেঙে গেলো। সমগ্র পিঠে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো তার। অবশেষে শক্ত টাইলের মেঝেতে পড়ে তার দেহ স্থির হলো, ইতিমধ্যে সমস্ত দেহ জুড়ে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পায়ে কোন সাড়া পাচ্ছেন না তিনি। উপরের ছাদটা যেনো ঘুরছে। তিনি নোলের সিঁড়ি বেয়ে নামার শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর নোল তার কাছে এসে চুল ধরে টেনে তুললো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! জীবন বাঁচানোর জন্য একজন জার্মানের নিকট তিনি ঋণী ছিলেন, এখন আরেকজন জার্মানই তার ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

"দশ মিলিয়ন ইউরো একটা কথা। কিন্তু তাই বলে কোন রাশিয়ান চাষা আমার গায়ে থুথু ফেলবে না।"

বোরিয়া আবারো থুথু ফেলতে চাইলেন, কিন্তু তার মুখ শুকনো। নোলের হাত তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

অধ্যায় ১৫

সুজান ড্যানজার জানালা দিয়ে দেখছিলো, বোরিয়ার ঘাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেল সে। বোরিয়ার দেহ নিথর হয়ে যেতে দেখল সে। নোল দেহটি একপাশে ফেলে বুকে লাথি মারলো।

প্রাগ থেকে আটলান্টা আসার পর আজ সকালে সে নোলের পিছু নেয়। নোল যখন বোরিয়ার বাড়ির আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখছিলো, তখন তাকে দেখতে পায় সুজান। একজন দক্ষ শিল্পকর্ম উদ্ধারকারী সবসময় চারপাশের জায়গা ভালো করে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় কোথাও কোন ফাঁদ পাতা আছে কিনা।

নোল তার কাজে সবসময়ই ভালো।

নোল দিনের বেশিরভাগ সময় তার হোটেলেই থেকেছে। যখন সে বোরিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রথমবারের মতো যায় তখন সুজান তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু সাক্ষাৎ শেষে হোটেলে ফেরার পরিবর্তে তিন ব্লক দূরে রাখা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে থাকে নোল। সন্ধ্যা হওয়ার পর সে আবারো বোরিয়ার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। সুজান দেখতে পায় নোল পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

অবশ্যই, বৃদ্ধ লোকটি নোলকে সাহায্য করে নি আর নোলের বিখ্যাত রাগ তো সর্বজনবিদিত। সে এমনভাবে বোরিয়াকে সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে মারলো যেনো কেউ একজন আবর্জনায় নোংরা কাগজ ফেলছে। তারপর পরম তৃপ্তির সাথে ঘাড় মটকিয়ে ভেঙে ফেললো সে। সুজান তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিভাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তারও কিছু নিজস্ব প্রতিভা রয়েছে।

নোল দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকালো।

সুজান তার জায়গা থেকে ভেতরের সবকিছুই ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে। কালো জাম্পসুট ও সোনালি চুলের ওপর পরা কালো ক্যাপ তাকে রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে যেতে সাহায্য করেছে। জানালার ওপাশের ঘরটিতেও কোন বাতি জ্বলছে না।

নোল কি তার উপস্থিতি টের পেয়েছে?

সুজান জানালার চৌকাঠ থেকে নিচু হয়ে বাড়ি সংলগ্ন গুল্ম জাতীয় গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল। রাতটা বেশ উষ্ণ। তার ক্যাপের প্রান্ত বেয়ে ঘাম পড়ছে। সে আবারো সতর্কতার সাথে উঠে উঁকি মেরে নোলকে সিঁড়ির উপরে উঠে যেতে দেখলো। ছয় মিনিট পর সে ফিরে আসলো। তার হাত খালি, জ্যাকেট ভাঁজহীন, মসৃণ আর টাইটাও একদম ঠিক করে বাঁধা। নোল নিচু হয়ে বোরিয়ার পালস পরীক্ষা করে তারপর বাড়ির পিছনের দিকে হাঁটা ধরলো সে।

কয়েক সেকেন্ড পর সুজান দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেল। আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করে নিঃশব্দে বাড়ির পিছনে এসে হাজির হলো সে। গ্লাভস-পরা

হাতে দরজার নব খুলে ভেতরে ঢুকে রান্নাঘর পার হয়ে সুজান প্রবেশ কক্ষের দিকে চললো।

ডাইনিং রুমে হঠাৎ করে তার সামনে একটি বিড়াল উদয় হলো। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড় হলো সুজানের। সে থেমে দাঁড়িয়ে অভিসম্পাত দিতে লাগলো প্রাণীটিকে।

বুকভরে শ্বাস নিয়ে সেড্রইং রুমে ঢুকলো।

তার শেষ সফরের পর গত তিন বছরে ঘরটির সাজসজ্জা খুব একট পরিবর্তন হয় নি। সেই একই ক্যামেলব্যাক সোফা, সুরেলা দেয়াল ঘড়ি এবং লোহার ক্যামব্রিজ বাতি। প্রথমদিকে দেয়ালে টাঙানো লিথোগ্রাফ দেখে সে বেশ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো। তবে পরে সে বুঝতে পারে ওগুলো নকল। বোরিয়া বাইরে যাওয়ার পর এক বিকেলে সে বাড়িটিতে ঢুকেছিলো। অনুসন্ধানের পর সে অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র আর্টিকেল ছাড়া তাৎপর্যপূর্ণ কোন কিছু পায় নি। যদি ক্যারল বোরিয়া অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জেনেও থাকেন, তবে তা তিনি লিখে রাখেন নি অথবা তথ্যটা ঘরে রাখার ঝুঁকি নিতে চান নি।

সে বোরিয়ার নিথর দেহকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠলো। দ্রুত একবার পড়ার ঘরে ঢুঁ মেরে তেমন কিছুই পেল না। তবে বোরিয়া যে সম্প্রতি অ্যাম্বার রুম নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন তার নিদর্শন পেল সুজান। অ্যাম্বার রুম নিয়ে রচিত অনেক আর্টিকেল চেয়ারে ছড়ানো ছিটানো।

সে আবারো নিঃশব্দে নিচের তলায় নেমে এল।

বুড়ো মানুষটি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। সুজান তার পালস পরীক্ষা করলো। নেই।

ভালো।

নোল তাকে বোরিয়াকে মারার ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

অধ্যায় ১৬

রবিবার, ১১ই মে, সকাল ৮:৩৫

রাচেল গাড়ি চালিয়ে ঢুকে গেলেন তার বাবার গাড়ি বারান্দায়। গ্যারেজের দরজা খোলা, কিন্তু ওল্ডসমোবিলটি বাইরেই রাখা। গাড়িটির খয়েরি রংয়ের বর্হিভাগে কুয়াশা জমেছে। বেশ বিস্মিতই হতে হলো রাচেলকে কারণ তার বাবা সাধারণত গাড়িটা গ্যারেজের ভিতরেই রাখেন।

তার ছোটবেলার পর বাড়িটার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। লাল ইটের গাঁথুনি, কয়লা রংয়ের ছাদ। বাড়ির সামনে ২৫ বছর আগে রোপণ করা ম্যাগনোলিয়া এবং লাল বেরি গাছ দুটির ডালপালা চারদিকে বিস্তৃত। জানালাগুলো বয়সের ভারে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে আর বাগানের লতা-পাতা বাড়িটির ইট বেয়ে ওঠা শুরু করেছে। রাচেল মনে মনে ঠিক করলেন, বাবাকে বাড়ি পরিচর্যার কথা বলতে হবে।

তিনি গাড়ি পার্ক করার সাথে সাথেই বাচ্চারা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়াতে শুরু করলো।

রাচেল তার বাবার গাড়ি চেক করলেন। তালা লাগানো নাই। হতাশায় মাথা নাড়লেন তিনি । বাবা কোন কিছুতেই তালা লাগাতে চান না। সকালের কাগজটা গাড়ি বারান্দায় পড়ে আছে। তিনি হেঁটে গিয়ে কাগজটা তুলে কংক্রিটের পথ ধরে বাড়ির দিকে এগুলেন।

রান্নাঘরের দরজাটাও খোলা। সিঙ্কের উপরের বাতিটা জ্বালানো। তার বাবা তালা লাগানোর ব্যাপারে যতই অসর্তক হোন না কেন, বাতির ব্যাপারে তিনি একদম খেপাটে। যখন নেহায়েত প্রয়োজন, তখনই একমাত্র বাতি জ্বালান তিনি। অবশ্যই ঘুমানোর আগে বাতিটি তিনি বন্ধ করেই ঘুমান।

রাচেল ডেকে ওঠলেন, "আব্বু? কোথায় তুমি? কতবার তোমাকে দরজা লাগাতে বলতে হবে?"

বাচ্চারা লুসিকে ডাকতে ডাকতে ডাইনিং রুমের দিকে চললো।

"আব্বু?" রাচেল আরো জোরে ডেকে ওঠলেন।

মার্লা রান্নাঘরে দৌড়ে এলো। "নানা মেঝেতে ঘুমিয়ে আছেন।"

"কি বলছো তুমি?"

"নানা সিঁড়ির নিচে ঘুমিয়ে আছেন।"

রাচেল রান্নাঘর থেকে ড্রইংরুমে ছুটে গেলেন। তার বাবার অদ্ভুতভাবে বেঁকে যাওয়া ঘাড় দেখে তিনি সাথে সাথে বুঝতে পারলেন যে ঘুমাচ্ছেন না ক্যারল বোরিয়া।

"আর্ট মিউজিয়ামে আপনাদের স্বাগত জানাই," মিউজিয়ামের ভেতরে লাইন ধরে ঢুকতে থাকা প্রত্যেকটি লোককে অভ্যর্থনাকারী সাদর সম্ভাষণ জানালো। অন্যদের সাথে পলও মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

"শুভ সকাল, মি: কাটলার," অভ্যর্থনাকারী বললো। "আপনার তো লাইনে অপেক্ষা করার দরকার নেই। আপনি সোজা ঢুকে গেলেই পারেন।"

"ওটা ঠিক হবে না, মি: ব্রাউন।"

"বোর্ড মেম্বারদের বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা তো ভোগ করাই উচিত, তাই না?"

পল হেসে উঠলো। "কোন সাংবাদিক কি আমার জন্য অপেক্ষা করছে? তার সাথে আমার দশটার সময় দেখা করার কথা।"

"হ্যা। লোকটি সামনের গ্যালারিতে আছে।"

তিনি সামনের গ্যালারির দিকে হাঁটা ধরলেন, তার চামড়ার জুতা চকচকে ফ্লোরটিতে এক ধরনের শব্দের সৃষ্টি করছে। জাদুঘরের ভিতরের জায়গা চার তলা সমান উঁচু। মানুষ তার পাশ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তাদের কথোপকথন ভেসে বেড়াচ্ছে জাদুঘরের বাতাসে।

তার কাছে রবিবারের সকাল জাদুঘরে কাটানোই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মনে হয়। তিনি চার্চে খুব একটা যান না। তবে তার মানে এই না যে তিনি অবিশ্বাসী। পল কাটলার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর চেয়ে বরঞ্চ মানুষের অসামান্য সৃষ্টিগুলোকে কাছ থেকে দেখে প্রশংসা করাটাকেই বেশি সন্তুষ্টিকর বলে মনে করেন। রাচেলও তার মতোই। তিনি প্রায়ই ভাবেন ধর্মের ব্যাপারে তাদের দুজনের এই উৎসাহহীন দৃষ্টিভঙ্গি মার্লা এবং ব্রেন্টকে প্রভাবিত করেছে কিনা। বাচ্চাদেরকে এসব ব্যাপারের সাথে পরিচিত করা উচিত, তিনি একবার যুক্তি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু রাচেল তার কথায় সায় দেয় নি। সে ছিলো একনিষ্ঠ ধর্ম বিরোধী।

তিনি ধীরে-সুস্থে ফ্রন্ট গ্যালারিতে ঢুকলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী সাংবাদিকটির গালে আধা-পাকা দাঁড়ি আর কাঁধে একটি ক্যামেরার ব্যাগ। লোকটি একটি বিশাল অয়েল পেইন্টিং এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনি কি গেইল ব্লাজেক?"

তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো।

"পল কাটলার," তারা পরস্পরের সাথে করমর্দন করার পর কাটলার পেইন্টিং টিকে ইঙ্গিতে দেখালেন। "দারুণ, তাই না?"

"খুব সম্ভবত ডেল সার্তোর শেষ পেইন্টিং?" সাংবাদিকটি বললো।

"তিনি সম্মতিতে মাথা দোলালেন। "সৌভাগ্যবশত একজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহক এটাসহ আরো বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পেইন্টিং আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য ধার দিয়েছেন। পেইন্টিংগুলো দুই তলায় আছে।"

"চলে যাওয়ার আগে ওগুলো একবার দেখে যাব।"

পল বিশাল দেয়াল ঘড়িটাতে সময় লক্ষ্য করলেন। ১০:১৫।

"দেরি করে এসেছি বলে দুঃখিত। চলুন হেঁটে হেঁটে আপনার প্রশ্নের জবাব দেই।"

সাংবাদিকটি হেসে তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা রেকর্ডার বের করলো। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো তারা।

"আমি সোজা দরকারি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। কত দিন ধরে আপনি জাদুঘরের বোর্ডে আছেন?" সাংবাদিকটি জিজ্ঞেস করলো।

"নয় বছর হয়ে গেলো।"

"আপনি কি একজন সংগ্রাহক?"

হাসি ফুটে ওঠলো পলের মুখে। "না বললেই চলে। শুধুমাত্র কয়েকটি অয়েল এবং ওয়াটার কালারের পেইন্টিং আছে। তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নেই।"

"আমাকে বলা হয়েছে, আপনি সাংগঠনিক কাজে খুবই দক্ষ। এ ব্যাপারে জাদুঘর প্রশাসন আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"আমি কাজটা ভালোবাসি। জাদুঘর আমার জন্য বিশেষ একটি জায়গা।"

এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হৈচৈ করতে করতে গ্যালারিতে ঢুকলো।

"আপনি কি আর্টের ব্যাপারে শিক্ষিত?"

পল তার মাথা নাড়লেন। "অতটা শিক্ষিত না। আমি এমোরি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ পাশ করি। তারপর শিল্প কর্মের ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি কোর্স করি। পরবর্তীতে শিল্প ইতিহাসবিদরা কত ডলার উপার্জন করেন এটা জেনে আমি বরঞ্চ ল'স্কুলে ঢুকে যাই।"

তারা সেন্ট ম্যারি মাগদালিনের ক্যানভাস অবলোকনরত দুজন মুগ্ধ মহিলাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

"কত বয়স হলো আপনার?" লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

"একচল্লিশ।"

"বিবাহিত?"

"ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

"আমারও। কিভাবে ডিভোর্সকে মোকাবিলা করছেন?"

তিনি শ্রাগ করলেন। এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোন মন্তব্য করার দরকার নেই। "কেটে যাচ্ছে একরকম।"

আসলে ডিভোর্স মানে হচ্ছে দুই বেডরুমের খালি অ্যাপার্টমেন্ট এবং হয় একা একা অথবা সহকর্মীদের সাথে ডিনার খাওয়া। শুধুমাত্র সপ্তাহের দুদিন বাদে, যে দুদিন তিনি তার বাচ্চাদের সাথে ডিনার সারেন। বর্তমানে তার ঘোরাঘুরি সীমাবদ্ধ আদালতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর অবসর সময় কাটানোর জন্যই তিনি নিজেকে এত কমিটিতে নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি অবশ্য যে কোন সময় তার বাচ্চাদের সাথে দেখা করে সময় কাটিয়ে আসতে পারেন কারণ, রাচেল এ ব্যাপারে কখনো বাধা দেয় নি। কিন্তু তিনি চান

না তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এভাবে যখন-তখন অনুপ্রবেশ করতে।

"নিজের সসম্পর্কে কিছু বলুন।"

"ক্ষমা করবেন, বুঝলাম না?"

"এটা আমি সবাইকেই জিজ্ঞেস করি। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার চেয়ে ভালো কেইবা জানে বলুন?"

"যখন পরিচালক বললেন আপনাকে একটা সাক্ষাৎকার দিতে এবং সবকিছু ঘুরে দেখাতে, তখন আমি মনে করেছিলাম লেখাটা জাদুঘরের উপর হবে, আমার ব্যাপারে না।"

"লেখাটা জাদুঘরের উপরই কিন্তু আমার সম্পাদক চান জাদুঘরের মূল কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলাদাভাবে তথ্য দিতে।"

"কিউরেটরদের সাক্ষাৎকার নিলেই পারেন, তাই না?"

"পরিচালক বললেন আপনি এখানকার প্রধান কয়েকজন মানুষের অন্যতম। যার উপর তিনি সত্যিকার অর্থে ভরসা রাখেন।"

পল থামলেন। তিনি নিজেকে কিভাবে বর্ণনা করতে পারেন? পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, বাদামি চুল, লালচে-বাদামি একজোড়া চোখ? এমন একজন যে কিনা প্রতিদিন তিন মাইল দৌড়ায়? না। "সাধারণ দেহে একটি সাধারণ মুখ মন্ডলের অধিকারী একজন মানুষ যার রয়েছে একটি সাধারণ ব্যক্তিত্ব। নির্ভরযোগ্য। এমন একজন মানুষ যার সাথে আপনি শেয়ালের গর্তে থাকতেও পছন্দ করবেন।"

"এমন একজন মানুষ যে কিনা মক্কেল মারা যাওয়ার পর তার এস্টেট যাতে রক্ষা পায় সেটার সুবন্দোবস্ত করে?"

তিনি যে প্রোবেট আইনজীবী তা এখনও সাংবাদিকটিকে বলেননি পল। অবশ্যই লোকটি তার ব্যাপারে ভালোভাবে জেনেই এসেছে।

"ওরকমই কিছু একটা।"

"আপনি শেয়ালের গর্তের কথা বললেন। কখনো কি মিলিটারিতে ছিলেন?"

"ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ই আমার জন্ম।"

"কত বছর ধরে আপনি আইন ব্যবসায় আছেন?"

"যখন আপনি জানেন আমি একজন প্রোবেট ল'ইয়ার, তখন এটাও তো জানার কথা আমি কত বছর ধরে এ পেশায় আছি।"

"আসলে, আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

সাংবাদিকটির জবাব তার কাছে সত্যই মনে হলো। "আমি প্রিজেন এবং উডওয়ার্থ-এ আছি ১৩ বছর হয়ে গেলো।"

"আমি শুক্রবার আপনার পার্টনারদের সাথে কথা বলেছিলাম। তারা আপনার দারুণ প্রশংসা করলো।"

বিস্ময়ে পল কাটলারের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। "আমার পার্টনাররা তো কেউ আপনার কথা বলে নি।"

"আমি তাদেরকে বলতে মানা করেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম আমাদের আলাপ স্বতঃস্ফূর্ত হোক।"

আরো লোক আসছে। চেম্বারটি প্রচণ্ড কোলাহলপূর্ণ জায়গায় পরিণত হয়েছে। "চলুন এডওয়ার্ডস্ গ্যালারিতে যাই। ওখানে মানুষ কম। তাছাড়া, প্রদর্শনীর জন্য বেশ কিছু চমৎকার ভাস্কর্যও রাখা আছে।" তিনি সাংবাদিকটিকে ওপর তলায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। একটি ক্যাফে হতে ভেসে আসছে কফি ও বাদামের ক্ষুধা উদ্রেককারী গন্ধ।

"অপূর্ব," চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সাংবাদিকটি বলে উঠলো। "নিউইয়র্ক টাইমস যেনো এটাকে কি বলেছিলো? প্রজন্মের সেরা জাদুঘর?"

"আমরা নিউইয়র্ক টাইমসের কর্মকাণ্ডে খুশী। এটা আমাদের গ্যালারি পূর্ণ হতে সাহায্য করছে। দাতারাও সাহায্য করতে পিছপা হয় না।"

তাদের সামনে মসৃণ লাল গ্রানাইট পাথরের একটি স্তম্ভ। পল স্তম্ভটির দিকে এগিয়ে গেলেন; তার পিছু পিছু সাংবাদিকটিও। ২৯ জন ব্যক্তির নামের তালিকা পাথরে খোদাই করা আছে। তার চোখের দৃষ্টি সবসময়ই তালিকাটির মাঝখানে নিবদ্ধ থাকে :

ইয়ান্সি কাটলার

৪ই জুন, ১৯৩৬-২৩ শে অক্টোবর, ১৯৯৮

সংকল্পবদ্ধ আইনজীবী, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, জাদুঘরের শুভাকাঙ্ক্ষী

মার্লিন কাটলার

১৪ই মে, ১৯৩৮-২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৮

অনুরক্ত স্ত্রী, শিল্পের পৃষ্ঠেপোষক, জাদুঘরের শুভাকাঙ্ক্ষী

"আপনার বাবাও জাদুঘরের বোর্ডে ছিলেন, তাই না?" সাংবাদিকটি জিজ্ঞেস করলো।

"তিনি ৩০ বছর বোর্ডে ছিলেন। এই দালানটা গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন তিনি। আমার মাও বোর্ডের কাজে তৎপর ছিলেন।"

পল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সব সময়কার মতো মা-বাবার প্রতি পরম শ্রদ্ধা অনুভব করছেন তিনি। তার মা-বাবার প্রতি নিবেদিত এটাই একমাত্র স্মারক। দূর সমুদ্রে গিয়ে প্লেনটি বিস্ফোরিত হয়েছিলো। ২৯ জন মানুষ মারা যায়। মিউজিয়ামের সমস্ত বোর্ড অব ডিরেক্টরস্, তাদের জীবনসঙ্গী এবং বেশ কয়েকজন কর্মচারী। একটা দেহও খুঁজে পাওয়া যায় নি। শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের দায়ী করা ছাড়া ইটালিয়ান অথরিটি আর কোন ব্যাখ্যা দেয় নি। ইটালিয়ান একজন মন্ত্রী ছিলেন হামলার লক্ষ্যবস্তু। ইয়ান্সি

এবং মার্লিন কাটলার ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলেন।

"তারা সবাই ভালো মানুষ ছিলেন," তিনি বললেন। "আমরা তাদের অভাব সব সময়ই অনুভব করি।"

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকটিকে এডওয়ার্ডস গ্যালারির দিকে নিয়ে যেতে থাকলেন। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর তার দিকে ছুটে আসলো।

"মিঃ কাটলার, দয়া করে একটু দাঁড়ান।" মহিলা তড়িঘড়ি করে আসতে লাগলো, তার মুখে আশঙ্কার ছাপ। "এই মাত্র আপনার জন্য একটা টেলিফোন কল এসেছিলো। আমি খুবই দুঃখিত। আপনার প্রাক্তন শ্বশুর মারা গেছেন।"

অধ্যায় ১৭

আটলান্টা, জর্জিয়া
মঙ্গলবার, ১৩ই মে

ক্যারল বোরিয়াকে কবর দেয়া হয় ১১টার দিকে। মধ্য বসন্তের আকাশ ছিলো মেঘলা আর আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। অনেকেই এসেছিলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। পল বোরিয়ার তিনজন পুরনো বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা তিনজনই বোরিয়া সম্বন্ধে আবেগভারাতুর বক্তৃতা দেন। তারপর পল নিজেই কয়েকটি কথা বলেন তার প্রাক্তন শ্বশুর সম্পর্কে।

রাচেল সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মার্লা ও ব্রেন্টকে নিয়ে। সেন্ট মেথোডিয়াস অর্থোডক্স গির্জার টুপি পরিহিত পাদ্রি অন্ত্যেস্টিক্রিয়া পরিচালনা করেন। কফিন যখন কবরে নামানো হচ্ছিল, তখন পাদ্রির উচ্চারিত শব্দগুলোকে সত্য বলে মনে হলো, "ধূলা হতে আগমন, ধূলাতেই গমন।"

আমেরিকান সংস্কৃতি পুরোপুরি গ্রহণ করলেও বোরিয়া সবসময় অর্থোডক্স গির্জার রীতিনীতিই কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। তিনি অতিমাত্রায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন না কিন্তু বিশ্বাসী ছিলেন। বোরিয়া বেশ কয়েকবার পলকে বলে ছিলেন যে তিনি বেলারুসেই সমাহিত হতে চান। পল চিন্তা করেছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কারো সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা, কিন্তু রাচেল এ ধারণাটিকে নাকচ করে দেন। রাচেল চান তার বাবার কবর যেনো আমেরিকাতেই থাকে। সে এটার ব্যাপারেও জোর দেয় যেনো শেষকৃত্য পরবর্তী সমাবেশ তার বাসাতেই হয় এবং এ সমাবেশে সত্তরের মতো লোকে যাগ দেয়। প্রতিবেশীরা খাবার-দাবার সরবরাহ করে। রাচেল সবার সাথেই ভদ্রভাবে কথা বলেন এবং শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

রাচেলকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিলেন পল। তাকে মোটামুটি স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। দুটোর দিকে রাচেল ওপর তলায় চলে গেলে পল তাকে শোবার ঘরে খুঁজে পান।

"তুমি ঠিক আছো?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

রাচেল বিছানার প্রান্তে বসে আছেন, তার চোখজোড়া লাল হয়ে গেছে অতিরিক্ত কান্নাকাটির কারণে। পল তার আরো কাছে এগিয়ে গেলেন।

"আমি জানতাম এই দিন আসবে," রাচেল বললেন। "এখন তারা দু'জনই চলে গেলেন। আম্মা মারা যাওয়ার কথা আমার মনে আছে। আমি মনে করেছিলাম দুনিয়াই বোধহয় শেষ হয়ে গেলো। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কেন তাকে এত তাড়াতাড়ি দুনিয়া ছাড়তে হলো।"

পল প্রায়ই ভাবেন হয়তোবা এসব ঘটনাই রাচেলকে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ করে

তুলেছে। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু অশ্রু সংবরণ করে দাঁড়িয়েই রইলেন শেষ পর্যন্ত।

"আম্মু আমাকে সবসময় গল্প পড়ে শোনাতেন। তার কণ্ঠস্বরই আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে। কি শান্তই না ছিলো সে কণ্ঠস্বর, কত গল্পই না আমাকে বলতেন তিনি! অ্যাপোলো ও ড্যাফনে। পার্সেয়্যুস এর লড়াই। জেসন ও মিডিয়া। সবাই ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শুনতো।" রাচেল দুর্বলভাবে হেসে উঠলেন। "আমার ভাগ্যে জুটেছিলো পৌরাণিক কাহিনী।"

এই বোধহয় প্রথমবারের মতো তিনি পলকে তার ছোটবেলা সম্পর্কে এমন সুনির্দিষ্টভাবে বললেন।

"এজন্যই কি তুমি মার্লা ও ব্রেন্টকে পৌরাণিক কাহিনী শোনাতে?"

রাচেল গাল থেকে চোখের পানি মুছে মাথা দোলালেন।

"তোমার আব্বু একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তাকে খুব ভালোবাসতাম আমি।"

"যদিও আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তবু তিনি তোমাকে নিজের ছেলে হিসেবেই ভাবতেন। আমাকে বলেছিলেন যে সবসময় তাই ভাববেন।" তিনি পলের দিকে তাকালেন। "তিনি খুব চাইতেন যেনো আমাদের দু'জনের আবারো মিল হয়ে যায়।"

এটা যে তার নিজেরও একান্ত কামনা একথা আর বললেন না পল।

"আমরা সবসময় ঝগড়াই করে যেতাম," রাচেল বললেন। "দুই জন একগুঁয়ে ব্যক্তি।"

পলকে বলতেই হল, "আমরা শুধু ঝগড়াই করি নি।"

রাচেল শ্রাগ করলেন। "তুমি সবসময়ই আশাবাদী ছিলে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে।"

তিনি টেবিলের উপর রাখা পারিবারিক ছবিটা খেয়াল করলেন। তারা ডিভোর্সের এক বছর আগে এটা তুলেছিলেন। তিনি, রাচেল এবং বাচ্চারা ছবিটাতে উপস্থিত। তাদের বিয়ের ছবিও আছে এখানে।

"আমি গত মঙ্গলবারের রাতের ঘটনায় দুঃখিত," রাচেল বললেন। "তুমি তো জানোই মাঝে মাঝে আমার মুখের কোন লাগাম থাকে না।"

"সেদিন আমার অহেতুক নাক গলানো উচিত হয় নি। নেটলসের সাথে তোমার ঝগড়ার ব্যাপারটা মোটেও আমার বিষয় না।"

"না, তুমি সেদিন ঠিকই বলেছিলে। একটু বেশিই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেছিলাম আমি নেটলরসর ব্যাপারে। আমার রগচটা স্বভাব মাঝে মাঝে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করে।" তিনি আবারো চোখের পানি মুছলেন। "কত কাজ পড়ে আছে। এই গ্রীষ্মকালটা খুব ঝামেলার হবে। একেতো নির্বাচনে লড়তে হবে, তার ওপর আবার এটা।"

রাচেল যে খুব সহজেই কূটনীতির আশ্রয় নিতে পারেন–এটা বলতে গিয়েও বললেন না পল।

"পল, তুমি কি আব্বুর এস্টেটটার দায়িত্ব নিতে পারবে? আমি এই মুহূর্তে একদম সময় দিতে পারবো না।"

পল হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে মৃদু চাপ দিলেন। "অবশ্যই।"

পলের হাত আঁকড়ে ধরলেন রাচেল। কত দিন তারা এভাবে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকেন নি! "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। ঠিকই জানি তুমি কাজটা ভালোভাবেই সামাল দেবে। আব্বু নিজেও তাই চাইতেন। তিনি তোমাকে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করতেন।"

এই কথা বলে তিনি তার হাত ছেড়ে দিলেন।

পলও তার হাত সরিয়ে নিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই একজন আইনজীবীর মতো চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। "উইলটা কোথায় জানো?"

"বাড়িটা ভালো করে খুঁজে দেখ। সম্ভবত ওটা পড়ার ঘরে আছে। আবার ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট বক্সেও থাকতে পারে। তিনি আমাকে চাবি দিয়ে গেছেন।"

রাচেল ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে গেলেন। আইস কুইন? তার কাছে মোটেও নয়। ১২ বছর আগে আটলান্টা বার এ্যাসোসিয়েশনের মিটিংয়ে তাদের প্রথম পরিচয়ের ঘটনা মনে পড়লো পলের। তিনি সে সময় প্রিজেন এন্ড উডওয়ার্থে সবে ঢুকেছেন আর রাচেল ছিলেন সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যার্টনি। প্রথম পরিচয়ের দুবছর পর তারা বিয়ে করেন। প্রথম প্রথম তারা বেশ সুখীই ছিলেন। কি এমন ভুল হলো? কেন আবার আগের অবস্থায় তারা ফিরে যেতে পারেন না? হয়তোবা রাচেল ঠিকই বলেছে। তারা প্রেমিক-প্রেমিকার চেয়ে ভালো বন্ধু ছিলো।

তিনি রাচেলের কাছ থেকে সেফ ডিপোজিটের চাবি নিয়ে বললেন, "চিন্তা কারো না, রাচ। আমি বিষয়টা দেখবো।"

তিনি রাচেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ক্যারল বোরিয়ার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আধা-ঘণ্টারও কম সময়ের ভিতরে পল পৌঁছে গেলেন তার গন্তব্য স্থলে।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করে দেখতে পেলেন বোরিয়ার ওল্ডসমোবিল গ্যারেজের বাইরে রাখা। রাচেলের কাছ থেকে পাওয়া বাড়ির চাবি দিয়ে তিনি সামনের দরজা খুললেন। সাথে সাথে তার চোখ সিঁড়ির রেলিংয়ের দিকে গেলো। কয়েকটি কাঠের রেলিং মাঝখান থেকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর বাকিগুলো অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ যদিও বলেছে বোরিয়া ওক কাঠের সিঁড়ির ধাপে সজোরে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা গেলেন কিন্তু ধাপগুলোতে তেমন কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লাশের ময়নাতদন্ত করে বের করা হয় শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং এর সম্ভাব্য কারণ।

একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পলকে গ্রাস করলো খেদ ও দুঃখবোধ। সবসময়ই বুড়ো মানুষটার সঙ্গ উপভোগ করেছেন তিনি। এখন সেই বোরিয়াই আর নেই। রাচেলের সাথে যোগাযোগের আরেকটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সেই সাথে একজন বন্ধুকেও হারালেন তিনি। বোরিয়া তার কাছে অনেকটা পিতার মতই ছিলেন। বাবা-মার

মৃত্যুর পর তারা আরো কাছাকাছি চলে আসেন। বোরিয়া এবং তার বাবাও ভালো বন্ধু ছিলেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন রাচেলের উপদেশ অনুযায়ী প্রথমে পড়ার ঘরটাতেই খুঁজে দেখবেন। উইল যে একটা আছে তা তিনি ভালোমতই জানেন। পল নিজেই কয়েক বছর আগে ওটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। উইলের একটা কপি তার ফার্মের ফাইলে রাখা আছে। যদি দরকার হয় তিনি ওটা ব্যবহার করতে পারবেন।

পড়ার ঘরটা ভালোমতো খুঁজে দেখতে লাগলেন তিনি। চেয়ারে ম্যাগাজিন আর্টিকেল রাখা, কয়েকটি কার্পেটেও ছড়িয়ে আছে। ওগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেলেন। সব কয়টিই অ্যাম্বার রুম নিয়ে লেখা। বোরিয়া অবশ্য বেশ কয়েকবার তার সাথে অ্যাম্বার রুম নিয়ে আলাপ করেছেন। কিন্তু পল কখনোই বুঝতে পারেন নি এ ব্যাপারে বোরিয়ার আগ্রহ এতই বেশি যে, তিনি ৩০ বছরের পুরনো আর্টিকেলও সংগ্রহ করে রেখেছেন।

পল ড্রয়ার ও কেবিনেটগুলো খুঁজেও কোন উইল খুঁজে পেলেন না।

শেলফটাও পরীক্ষা করে দেখলেন। বোরিয়া বই পড়তে ভালোবাসতেন। লাইন ধরে শেলফে রাখা হোমার, হুগো, পো আর টলস্টয়ের বই। সেই সাথে আরো আছে রাশিয়ার রুপকথার গল্প, চার্চিলের ইতিহাসের বই এবং চামড়ায় বাঁধানো ওভিদের মেটামরফসিস।

তার চোখজোড়া দেয়ালে টাঙানো ব্যানারের দিকে গেলো। বুড়ো মানুষটি অলিম্পিকের সময় একটি কিওস্ক থেকে এটা কিনেছিলেন। ঘোড়ায় একজন নাইট বসে আছে। তার হাতে তলোয়ার আর বর্মে সোনার ক্রস আঁকা। ব্যানারের ব্যাকগ্রাউন্ডটি রক্তিম লালের সাথে সাদার মিশ্রণ। বোরিয়া বলেছিলেন রক্তিম লাল সাহস ও শৌর্যের প্রতীক আর সাদা মুক্তি ও বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করছে। এটা বেলারুসের জাতীয় প্রতীক, যেনো এক কঠোর সংকল্পের ছবি।

অনেকটা বোরিয়ার মতই।

পল নিচের তলায় নেমে এসে ড্রয়ার এবং কেবিনেটগুলো খুঁজে দেখলেন কিন্তু কোন উইল পেলেন না। জার্মানির মানচিত্রটা এখনও কফি টেবিলে পড়ে আছে। বোরিয়াকে তিনি সেদিন যে ইউ*এসএ টুডে* দিয়েছিলেন, সেটাও সেখানে রাখা।

অন্যমনস্ক হয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন, খুঁজে দেখতে লাগলেন যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ওখানে থেকে থাকে। একবার একটা মামলা পরিচালনা করেছিলেন যেখানে এক মহিলা তার উইল ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিলো। সেটা মাথায় রেখে তিনি টান মেরে রান্নাঘরে রাখা ফ্রিজের দরজাটি খুললেন। ভেতরে একটি ফাইল রাখা দেখে পল বিস্মিত হলেন।

ঠাণ্ডা ম্যানিলা ফোল্ডারটি হাতে নিয়ে খুললেন তিনি।

অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে আরো বেশ কয়েকটি আর্টিকেল বের হয়ে আসলো। ফ্রিজের ভিতরে ওগুলো কি করছিলো তাই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। এই মুহূর্তে উইলটা বের

করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা ভেবে তিনি ফাইল রেখে ব্যাংকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

৩টা ২৩ মিনিটে পল কাটলার জর্জিয়া সিটিজেনস ব্যাংকের ব্যস্ত পার্কিংলটে গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন। জর্জিয়া সিটিজেনসে বেশ কয়েক বছর যাবত তার একটি একাউন্ট ছিলো।

ব্যাংকের ইঁদুরমুখো ম্যানেজার প্রথমে বোরিয়ার সেফ ডিপোজিট বক্স তাকে দিতে অস্বীকৃতি জানান। পলের সেক্রেটারি তখন একটি প্রতিনিধিত্ব পত্র ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেয় যাতে পল কাটলার যে মৃত ক্যারল বোরিয়ার অ্যার্টনি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। পত্রটি দেখে কিছুটা সন্তুষ্ট হন ম্যানেজার।

জর্জিয়ার আইনে সুনির্দিষ্ট অধ্যাদেশ আছে যা এস্টেটের প্রতিনিধিত্বকারীদের উইলের জন্য সেফ ডিপোজিট বক্স খোঁজার অধিকার দিয়েছে। পল এই আইন বহুবার ব্যবহার করেছেন এবং অধিংকাংশ ব্যাংক ম্যানেজারই এই অধ্যাদেশের সাথে পরিচিত।

তবে মাঝে মাঝে কিছু একগুঁয়ে ব্যাংক ম্যানেজারের উদয় হয়।

ম্যানেজার তাকে ব্যাংকের ভল্টে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। আইনে এটাও উল্লেখ আছে যে ডিপোজিট বক্স খোলার সময় ম্যানেজার যেনো নিজে উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে থেকে কি সরানো হলো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। পল ডিপোজিট বক্সটি খুলে ফেললেন।

ভেতরে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো একতাড়া কাগজ। এর মধ্যে একটা দলিল নীলচে রংয়ের, পল সাথে সাথে উইলটি চিনে ফেললেন। ডজনখানেক সাদা এনভেলাপ উইলের সাথে বাঁধা। তিনি ওগুলোতে চোখ বুলালেন। সব কয়টাই কোন এক ডানিয়া চাপায়েভের কাছ থেকে এসেছে। বোরিয়া কর্তৃক চাপায়েভকে উদ্দেশ্যে করে লেখা চিঠিও আছে। ভেতরের সবকিছুই ইংরেজিতে লেখা। সর্বশেষ এনভেলাপটিতে সিল লাগানো, এর উপরে নীল কালিতে রাচেলের নাম লেখা।

"চিঠি ও এনভেলাপগুলো উইলের সাথে অ্যাটাচড করা। অবশ্যই মিঃ বোরিয়া এগুলোকে একটা ইউনিট হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। আমি এই সবকিছু নিয়ে যাচ্ছি।"

"এরকম অবস্থায় শুধুমাত্র উইল দেয়ার নির্দেশই আছে আমাদের উপর।"

"এগুলো তো একসাথে বাঁধা। এনভেলাপগুলো হয়তোবা উইলের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। আইন অনুযায়ী আমার এগুলো পাওয়ার কথা।"

ম্যানেজার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। "সেক্ষেত্রে আমাকে একটু আমাদের আইনজীবীকে ফোন করে জেনে নিতে হবে বিষয়টা ঠিক হচ্ছে কিনা।"

"কি সমস্যা, বলেন দেখি? এ ব্যাপারে আপত্তি জানানোর মত কেউ নেই। আমি উইল তৈরি করেছি। আমি জানি ওটাতে কি আছে। মিঃ বোরিয়ার একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছেন তার কন্যা। আমি তার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি।"

"তবুও আইনজীবীর সাথে একটু কথা বলে দেখতে হবে আমার।"

বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন পল কাটলার। "হ্যা, সেটাই করেন। ক্যাথি হোলডেনকে বলেন পল কাটলারকে আপনার ব্যাংকে অনর্থক হেনস্থা করা হচ্ছে। সেই সাথে এও বলেন, এর জন্য যদি আমাকে আদালতে যেতে হয়, তবে ব্যাংকের কাছ থেকে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছাড়বো।"

ম্যানেজারকে কিছুটা বিচলিত মনে হলো। "আপনি আমাদের আইনজীবীকে চেনেন?"

"আমি তার হয়ে একসময় কাজও করেছি।"

ম্যানেজার কিছু সময় চিন্তা করে অবশেষে বললেন, "ঠিক আছে, নিয়ে যান। তবে এখানে স্বাক্ষর করে নিন।"

অধ্যায় ১৮

ডানিয়া,

ইয়ান্সি কাটলারের জন্য প্রচণ্ড মনস্তাপে ভুগছি। তারা দুজনেই ভালো মানুষ ছিলেন। প্লেনে অন্য যারা ছিলো, তারাও ভালো লোক ছিলো। ভালো মানুষদের এতো দ্রুত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। আমার জামাতা এ ঘটনায় ভেঙে পড়েছে আর এ-ঘটনার জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। দুর্ঘটনার আগের রাতে ইয়ান্সি টেলিফোন করেছিলো। সে লোরিংয়ের এস্টেটের এক কর্মচারীর ভাইকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলো। তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মোটেও উচিত হয় নি। বোঝাটা শুধুমাত্র দুজনই বহন করছি। কিন্তু ওরা আমাদেরকে ছেড়ে দিলো কেন? তারা কি জানে না আমরা কেথায়? বা আমরা কি জানি? হয়তোবা আমাদেরকে ওরা আর হুমকি হিসেবে মনে করে না? শুধুমাত্র যারা প্রশ্ন করে উত্তরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তারাই ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাসীনতা কৌতুহলের চেয়ে অনেক ভালো। কত বছর কেটে গেছে। অ্যাম্বার রুমকে এখন দূর স্মৃতিই মনে হয়। এ ব্যাপারে কি কারো আসে যায়? ভালো থেকো, ডানিয়া।

যোগাযোগ রেখো।

—ক্যারল

ডানিয়া,

আজকে কেজিবি এসেছিলো। এক মোটা চেচেন যার শরীরে নর্দমার গন্ধ। সে বললো আমার নাম নাকি কমিশন রেকর্ডসে পেয়েছে। আমি মনে করেছিলাম আমাদের নাম লোকে ভুলেই গেছে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। সাবধানে থেকো। লোকটা জিজ্ঞেস করলো তুমি বেঁচে আছো কিনা। আমি সবসময়ের মতো প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটালাম। কমিশনে যারা কাজ করতো, তাদের মধ্যে মনে হয় আমরা দুজন শুধুমাত্র বেঁচে আছি। অন্য বন্ধুরা আর দুনিয়ায় নেই। তুমি ঠিকই বলেছো। আপাতত চিঠি চালাচালি বন্ধ। বিশেষ করে, যখন তারা আমি কোথায় থাকি তা জানে। আমার কন্যা সন্তানসম্ভবা। আমার দ্বিতীয় নাতনি। তারা বললো, সন্তানটি নাকি মেয়ে। আধুনিক বিজ্ঞান। আমার পুরনো দিনের রীতি-নীতিই ভালো লাগে যখন তুমি ভাবতে সন্তানটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে। আশা করি, তোমার নাতি-নাতনিরাও ভালো আছে। ভালো থেকো, বন্ধু আমার।

—ক্যারল

প্রিয় ক্যারল,

বনের পত্রিকার একটি খবর চিঠির সাথে দিয়ে দিলাম। ইয়েলৎসিন জার্মানিতে এসে দাবি করছেন যে তিনি নাকি অ্যাম্বার রুমের অবস্থান জানেন। সমস্ত সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন এই ঘোষণায় সরগরম হয়ে আছে। তোমাদের কাছে কি এ খবর পৌঁছেছে? তিনি দাবি করছেন যে বিশেষজ্ঞরা নাকি সোভিয়েত রেকর্ডস ঘেঁটে এই তথ্য বের করেছেন। আমাদের কমিশনটার নাম তিনি দিয়েছেন 'দ্য এক্সট্রা অর্ডিনারি কমিশন ফর ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট রাশিয়া' বলে। হুহ্! শেষপর্যন্ত গর্দভটা যা করলো তা হচ্ছে, বন থেকে সাহায্য হিসেবে আধা-বিলিয়ন মার্ক ওঠানো। পরবর্তীতে ক্ষমা চেয়ে স্বীকার করে নেয়া যে ঐ রেকর্ডগুলো অ্যাম্বার রুম নিয়ে নয়, বরঞ্চ লুণ্ঠিত অন্যান্য সম্পদ নিয়ে। রাশিয়ান, সোভিয়েত বা নাৎসি-সবাই এক। রাশিয়ার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের বর্তমান কথাবার্তা নিছক প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বরঞ্চ আমাদের ঐতিহ্য বিক্রিই করে। আমাদের অবশ্যই প্যানেলগুলো রক্ষা করতে হবে। আপাতত চিঠি চালাচালি বন্ধ। তোমার নাতনির ছবি দেখে খুশি হলাম। সুখে থাকো, বন্ধু আমার।

—ডানিয়া

ডানিয়া,

আশা করি ভালো আছো। অনেক দিন ধরেই আমাদের মধ্যকার পত্রবিনিময় বন্ধ হয়ে আছে। মনে হলো বছর পরে এখন পরিস্থিতি অনেক শান্ত। আমার খোঁজে আর কেউ আসে নি এবং অ্যাম্বার রুম নিয়ে সংবাদপত্রেও খুব একটা রির্পোট দেখা যাচ্ছে না। এদিকে আমার মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমার নাতি-নাতনিরা অবশ্য ভালোই আছে। আশা করি তোমার নাতি-নাতনিরাও ভালো আছে। আমাদের দু'জনেরই বয়স হয়েছে। চমৎকার হতো যদি আমরা আবারো বেড়িয়ে পড়তাম প্যানেলগুলো ওখানে আছে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু আমাদের সেই শারীরিক সামর্থ্য নেই। তাছাড়া, এটা বিপজ্জনকও হতে পারে। ইয়াঙ্গি কাটলার যখন অ্যাম্বার রুম নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো তখন কেউ তার ওপর নজর রাখছিলো। আমি ভালো করেই জানি ঐ বোমাটা ইটালিয়ান মন্ত্রীর জন্য রাখা হয় নি। আমার এখনও কাটলারদের জন্য দুঃখ লাগে। অ্যাম্বার রুম খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেককেই বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। হয়তোবা অ্যাম্বার রুমের হারিয়ে থাকাই সবার জন্য মঙ্গলকর। নিজের যত্ন নিয়ো, বন্ধু আমার।

—ক্যারল

রাচেল,

সোনামনি, তোমার আব্বু এখন চিরনিদ্রায় শায়িত। তবু এটা নিশ্চিত জেনো আমি সবসময় তোমার সাথেই আছি। যে কথা তোমাকে কখনো বলতে পারি নি, তা জানানোর জন্যই এই চিঠি লিখিছি। তুমি আমার অতীত সম্বন্ধে ভালো করেই জানো। সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালীন সময়ে আমি মূল্যবান শিল্প-সামগ্রী চুরি করতাম। কিন্তু আমাদের এই চৌর্যবৃত্তিকে স্টালিন প্রশয় দিতেন এবং এর জন্য অর্থও সরবরাহ করতেন। নাৎসিদের প্রতি প্রবল ঘৃণাই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করায়। আমরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু চুরি করেছি। আমাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিলো অ্যাম্বার রুম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা জার্মানরা চুরি করে। এর সাথে বাঁধা অন্যান্য চিঠিগুলোতে আমাদের অনুসন্ধানের কথা বলা আছে। পুরনো বন্ধু ডানিয়া ও আমি অনেক খুঁজেছি। আমরা কি কখনো অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেয়েছি? হয়তোবা। আমরা কেউই গিয়ে আর নিশ্চিত হই নি। কারণ ততদিনে আমরা বুঝে গেছি সোভিয়েতরা জার্মানদের চেয়েও খারাপ। তাই আমরা অ্যাম্বার রুকে নির্বিঘ্নেই থাকতে দেই। ডানিয়া এবং আমি শপথ নেই অ্যাম্বার রুমের অবস্থান কখনো প্রকাশ না করার। শুধুমাত্র যখন ইয়াঙ্গি কাটলার সর্তকভাবে তদন্ত চালাতে আগ্রহ দেখায়, তখন আমি আবারো এ ব্যাপারে অনুসন্ধানে ব্যগ্র হই। ইটালিতে তার শেষ ভ্রমণের সময় সে কিন্তু একটি অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। অনুসন্ধান থামানোর জন্যই প্লেনে বোমা রাখা হয়েছিলো না অন্য কোন কারণে, তা বোধহয় আর কখনই জানা যাবে না। আমি শুধুমাত্র এটা জানি যে অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করার কাজ সবসময় বিপজ্জনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। হয়তোবা আমি এবং ডানিয়া যা সন্দেহ করি সেটাই বিপদের উৎস। অথবা হয়তোবা আমাদের সন্দেহ অমূলক। অনেকদিন হয়ে গেলো ডানিয়ার কোন খবর নেই। হয়তোবা সেও আর ইহজগতে নেই। আশা করি তুমি দীর্ঘজীবী হবে, সোনা আমার। সুন্দরভাবে জীবন কাটাও। তোমার কাজে সফল হও। মার্লা ও ব্রেন্টের প্রতি যত্ন নিও। আমি তাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, মা মণি। ভালো থেকো। পলকে আরেকটা সুযোগ দিয়ে দেখতে পারো। কিন্তু অ্যাম্বার রুম নিয়ে কখনো চিন্তা করো না। মনে রেখো প্যাথন ও হ্যালিয়াডেসের কাহিনীটা। হয়তোবা প্যানেলগুলো একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আমি তা চাই না। রাজনীতিবিদদের নিকট এরকম কোন সম্পদ অর্পন করা উচিত নয়। পলকে বলো, আমি দুঃখিত। তোমাকে ভালোবাসি।

অধ্যায় ১৯

সন্ধ্যা ৬:৩৪

বাবার চিঠি পড়ে মুখ তুলে তাকালেন রাচেল; তার চোখ দুটো ভেজা। পল তার কষ্টটা অনুভব করতে পারছেন, তারও চোখ অশ্রুসজল।

"কি চমৎকারভাবেই না লিখেছেন তিনি," রাচেল বললেন। পল সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

"তিনি ভালোমতো ইংরেজি শিখেছিলেন। মাঝে মাঝে যে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতেন, সেটা ইচ্ছাকৃত ছিলো। এটা তিনি তার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যই করতেন।"

রাচেলের লালচে বাদামি চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, তার পরনে ফ্ল্যানেলের নাইটগাউন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে আসা মানুষেরা চলে যাওয়ায় ঘরটা এখন অনেক নীরব ও শান্ত। বাচ্চারা তাদের নিজেদের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে; সমস্ত দিনের ধকলে তারা কিছুটা পরিশ্রান্ত।

"তুমি কি সবকয়টা চিঠিই পড়েছো?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি আবারো হ্যা-সূচক মাথা নাড়লেন। "ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পরে, আমি তোমার আব্বুর বাসায় ফিরে যাই এবং সেখান থেকে আরো বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আসি।"

তারা দুজনেই খাবার ঘরে বসে কথা বলছে। তাদের সামনে টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অ্যাম্বার রুম নিয়ে দুটি ফোল্ডার, একটি জার্মানির মানচিত্র, ইউএসএ টুডে পত্রিকা, উইল, সমস্ত চিঠি এবং রাচেলকে লেখা ক্যারল বোরিয়ার শেষ নোট। কোথায় কি খুঁজে পেয়েছেন তা ইতিমধ্যেই রাচেলকে একবার বলা হয়ে গেছে পলের। তাদের শেষ সাক্ষাতের সময় বোরিয়া যে অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, সেকথাও বললেন পল।

"আব্বু সিএনএন-এ এটা নিয়ে কিছু একটা দেখছিলেন সেদিন।" রাচেল চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। "ফাইলটা ফ্রিজে কেন রাখলেন আব্বু? এটা তো তিনি করেন না। কি ঘটেছে, বল তো পল?"

"জানি না তবে ক্যারল অবশ্যই অ্যাম্বার রুম নিয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন।" তিনি ইঙ্গিতে বোরিয়ার শেষ নোটটাকে দেখালেন। "প্যাথন ও হ্যালিয়াডেসের কাহিনী বলতে কি বুঝিয়েছেন ক্যারল?"

"ছোটবেলায় আম্মু এই কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। প্যাথন হচ্ছে সূর্যদেবতা হেলিওসের নশ্বর পুত্র। আমার খুব ভালো লেগেছিলো গল্পটা। আব্বু পৌরাণিক কাহিনী ভালোবাসতেন।"

রাচেল তার সামনে রাখা কাগজগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। "তিনি

তোমার বাবা-মার মৃত্যু ও প্লেনের দুর্ঘটনার পেছনে নিজেকে দায়ী মনে করেছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জিনিসটা।"

পল নিজেও বুঝতে পারছেন না। "তোমার বাবা-মা ইটালিতে মিউজিয়ামের কাজে গিয়েছিলেন না?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"পুরো মিউজিয়াম বোর্ড গিয়েছিলো একটা লোনের কাজে।"

"আব্বু এখানে একটা ঘাপলার গন্ধ পেয়েছিলেন।"

পল বোরিয়ার লেখা থেকে আরেকটি কথা মনে করলেন। *তাদেরকে ইটালিতে আবারো অনুসন্ধান চালানোর অনুরোধ জানানো উচিত হয় নি।*

এখানে বোরিয়া 'আবারো' বলতে কি বুঝিয়েছেন?

"কি ঘটেছিলো তা কি তুমি জানতে চাও না?" রাচেল হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি কখনোই তা বলি নি। নয় বছর হয়ে গেছে প্লেন দুর্ঘটনার। এখন প্রায় অসম্ভব হবে, কি হয়েছিলো তা খুঁজে বের করা। তারা এমনকি লাশও খুঁজে পায় নি।"

"পল, তোমার বাবা-মা'কে হত্যাও করা হয়ে থাকতে পারে, আর তুমি কিনা কিছুই করতে চাচ্ছো না?"

"আমি কিন্তু এটা বলি নি। আমি শুধুমাত্র এটাই বলতে চাচ্ছি যে নয় বছর পরে বাস্তবিক অর্থে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়।"

"আমরা ডানিয়া চাপয়েভকে খুঁজে বের করতে পারি।"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি?"

"চাপায়েভ। হয়তোবা তিনি এখনও বেঁচে আছেন।" রাচেল এনভেলাপে লেখা ঠিকানা লক্ষ্য করলেন। "কেলহেম নামক জায়গা খুঁজে বের করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়।"

"এটা দক্ষিণ জার্মানিতে পড়েছে। আমি মানচিত্রে দেখেছি।"

"তুমি মানচিত্রে খুঁজেছিলে জায়গাটা?"

"খুঁজে বের করতে খুব একটা কষ্ট হয় নি। ক্যারল আগেই দাগ দিয়ে রেখেছিলেন।"

রাচেল মানচিত্র খুলে নিজেই দেখলেন। "আব্বু লিখেছেন তারা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতেন কিন্তু গিয়ে আর নিশ্চিত হন নি। হয়তোবা চাপায়েভ বলতে পারবেন কি সেই তথ্য?"

রাচেলের কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল পলের। "তুমি কি তোমার আব্বুর কথা পড়ো নি? তিনি অ্যাম্বার রুম নিয়ে চিন্তা করতে মানা করেছেন তোমাকে। তুমি চাপায়েভকে খুঁজে বের করো এটা নিশ্চয়ই চাইতেন না তিনি।"

"চাপায়েভ হয়তোবা তোমার বাবা-মা'র কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আরো বেশি জানেন।"

"আমি একজন আইনজীবী, রাচেল, গোয়েন্দা নই।"

"ঠিক আছে। চলো তাহলে পুলিশের কাছে যাই। তারাই জিনিসটা দেখুক।"

"তোমার প্রথম পরামর্শের চেয়ে এটা অনেক যুক্তিসংগত। কিন্তু ঘটনাটা অনেক দিনের পুরনো।"

রাচেলের মুখ শক্ত হয়ে গেলো। "আমার ছেলে-মেয়েরা যেনো তোমার মত না হয়। নিজেদের বাবা-মা'র মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার মত ঔৎসুক্য যেনো তাদের থাকে।"

"তুমি কি আর্টিকেলগুলো পড়ে দেখেছো?" পর জিজ্ঞেস করলেন। অ্যাম্বার রুম খুঁজতে গিয়ে অনেক মানুষ মারা গেছে। হয়তোবা আমার বাবা-মা'ও। কিন্তু একটা ব্যাপার একদম নিশ্চিত। তোমার আব্বু তোমাকে এ ব্যাপারটায় জড়াতে নিষেধ করেছেন। আর এ ব্যাপারে তোমার তেমন একটা জ্ঞানও নেই। আর্ট সম্পর্কে তুমি যা কিছু জানো তা একটি আঙুলের গোড়ায় খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারবে।"

"সেই আঙুলের গোড়ায় তোমার সাহসও খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারবে।"

পল কঠোর দৃষ্টিতে রাচেলের দিকে তাকিয়ে রাগ সামলানোর চেস্টা চালালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্তভাবে রাচেলকে বললেন, "তোমার দ্বিতীয় পরামর্শই সবচেয়ে ভালো। পুলিশই ব্যাপারটা দেখুক।" কিছুক্ষণ থেমে তিনি আরো যোগ করলেন, "আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। কিন্তু, ক্যারলের মৃত্যু একটি দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"সমস্যা হচ্ছে, পল, যদি তা না হয়, তবে প্লেন দুর্ঘটনায় নিহতদের সাথে আমার আব্বুর নামও যুক্ত করে ফেলতে পারো।"

অধ্যায় ২০

বুধবার, ১৪ই মে, সকাল ১০:২৫

রাচেল জোর করে নিজেকে বিছানা থেকে তুলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে স্কুলে নামিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোর্টের দিকে চললেন। গত শুক্রবারের পর আর ওমুখো হন নি তিনি।

পুরো সকাল তার সেক্রেটারি সমস্ত কাজ সামাল দিয়ে যেতে থাকলো। এই সপ্তাহে বেশ কয়েকটা মামলায় বিচারক হওয়ার কথা ছিলো তার, কিন্তু সবই স্থগিত করা হয়েছে।

একঘণ্টা আগে রাচেল আটলান্টা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ফোন করে তার অফিসে কাউকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, আটলান্টার পুলিশ তাকে খুব একটা পছন্দ করে না। তবে ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দেন না তিনি। তার মতে, পুলিশ কাজ করবে সংবিধানের ভেতরে থেকে, তার বাইরে গিয়ে নয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই পুলিশ শর্টকাট উপায় বেছে নেয় যা তিনি একদমই পছন্দ করেন না।

"জাজ কাটলার," স্পিকার ফোনে তার সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "আপনার অনুরোধে আটলান্টা পুলিশ থেকে লেফটেন্যান্ট বার্লো এসেছেন।"

তিনি দ্রুত টিস্যু দিয়ে তার চোখের পানি মুছলেন। একবার উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বেশ-ভূষাও ঠিক করে নিলেন। দরজা খুলে গেলে ঢেউ খেলানো কালো চুলের অধিকারী একজন রোগা লোক ভিতরে ঢুকলো। সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের পরিচয় দিলো মাইক বার্লো হিসেবে।

রাচেল কাটলার তাকে বসতে বললেন। "আমার অনুরোধে আসার জন্য ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট।"

"কোর্টের অনুরোধ আমরা খুব গুরুত্বের সাথে নিই।"

কিন্তু তার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া লেফটেন্যান্টের কণ্ঠস্বর মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিক।

"আপনার ফোন পাওয়ার পর আমি আপনার বাবার মৃত্যুর রিপোর্টটা বের করি। আমি খুবই দুঃখিত এ ঘটনায়।"

"আমার বাবা নিজে নিজেই সব কাজ করতেন। গাড়িও চালাতে পারতেন; তার শরীর বেশ ভালো ছিলো। ঐ সিঁড়ি দিয়ে তিনি কোন সমস্যা ছাড়াই ওঠা-নামা করেছেন।"

"আপনি আসলে কি বলতে চাচ্ছেন?"

"আপনিই বলুন।"

"আমি বুঝতে পারছি, জাজ কাটলার। কিন্তু আমাদের হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যা অন্য কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে।"

"তিনি নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ভয়াবহতা থেকেও ঠিকই বেঁচে ফিরে এসেছেন, লেফটেন্যান্ট। আমার মনে হয়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করার মতো শারীরিক সামর্থ্য তার ছিলো।"

বার্লোকে এ যুক্তি টলাতে পারলো না। "রিপোর্টে কোন কিছু খোয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তার ওয়ালেটে ছিলো ড্রেসিং টেবিলে। টেলিভিশন, স্টেরিও বা ভিসিআর–সবকিছুই জায়গামত আছে। দুটো দরজাই খোলা ছিলো। জোরপূর্বক ঢোকার নিদর্শনও পাওয়া যায় নি কোথাও। তাহলে চুরি হলো কিভাবে?"

"বাবা সবসময় দরজা খুলে রাখতেন।"

"এটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে এটাও বলা যাচ্ছে না যে এর জন্যই উনার মৃত্যু হয়েছে। দেখুন এটার ব্যাপারে আমি একমত যে, ডাকাতির জন্য না হলেও অন্য কোন কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই যে, আপনার বাবার মৃত্যুর সময় অন্য কেউ আশেপাশে ছিলো।"

রাচেল কৌতূহল বোধ করলেন। "আপনার লোকেরা কি বাড়িটা খুঁজে দেখেছে?"

"আমাকে বলা হয়েছে যে তারা ভালোমতো বাড়িটা খুঁজে দেখেছে। আপনার কেন মনে হচ্ছে এটা হত্যাকাণ্ড? আপনার বাবার কি কোন শত্রু ছিলো?"

তিনি তার কথার জবাব দিলেন না। বরঞ্চ জিজ্ঞেস করলেন, "মেডিকেল এক্সামিনার কি বলেছে?"

"ঘাড় ভেঙেছে সিঁড়ি থেকে পড়ার কারণে। তাছাড়া এভাবে পতনের ফলে তার হাত-পা'র কয়েকটি জায়গাও ভেঙে গেছে। আবারো প্রশ্নটা করছি জাজ কাটলার, আপনার কেন মনে হচ্ছে মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত কারণে ঘটে নি?"

তিনি ভালোমতো ভেবে দেখলেন লেফটেন্যান্টকে ফ্রিজে রাখা ফাইল, ডানিয়া চাপায়েভ, অ্যাম্বার রুম এবং পলের বাবা-মা'র কথা বলবেন কিনা। কিন্তু তার কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে তার বাবাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। মৃত্যুটিকে ঠিক 'অ্যাম্বার রুমের অভিশাপ'ও বলা যাচ্ছে না। হয়তোবা তার বাবা এ বিষয়ে এমনিই আগ্রহী ছিলেন? শিল্প-সাহিত্য তার প্রিয় বিষয় ছিলো এবং একসময় এ নিয়ে অনেক কাজও করেছেন। কাজেই অ্যাম্বার রুম নিয়ে তার এ কৌতূহল মোটেও বিস্ময়কর কিছু নয়। হয়তোবা পল ঠিকই বলেছে।

"না, লেফটেন্যান্ট। আপনিই সঠিক। এটা একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ।"

বিমর্ষ রাচেল তার অফিসে বসে পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগলেন। যখন তার বয়স ষোল, তখন প্রথমবারের মত বাবা তাকে মউতহৌসেন সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, কিভাবে রাশিয়ান এবং ডাচদের ক্যাম্পে বড় বড় পাথর বয়ে নিয়ে আনতে বাধ্য করা হতো।

ইহুদিরা অবশ্য অতটা ভাগ্যবান ছিলো না। প্রত্যেক দিন তাদেরকে পাহাড়ের

কিনারা থেকে চ্যাংদোলা করে নিচে ফেলা হতো স্রেফ মজা হিসেবে; তাদের আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনিত হতো অনেক সময় ধরে।

এসব বলতে বলতে কান্না আটকাতে পারেন নি তার বাবা, সেও কেঁদেছিলো সেদিন।

রাচেল জিজ্ঞেস করেছিলো, শেষ পর্যন্ত মউতহৌসেনে কতজনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। ক্যারল বোরিয়া কোন দ্বিধা ছাড়াই জবাব দেন যে, মউতহৌসেনের ৬০ ভাগ বন্দীই আর জীবিত অবস্থায় ছাড়া পায় নি।

রাচেলের মনে আছে, বাবা তাকে এক রাতের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে, সে সময়ের দিকে হারম্যান গোয়েরিং তাদের ক্যাম্পে আসেন।

দু-পেয়ে শয়তান, বাবা গোয়েরিংকে এভাবেই আখ্যায়িত করেছিলেন। অ্যাম্বার রুমের অবস্থান না জানতে পেয়ে গোয়েরিং ঐদিন চারজন নগ্ন জার্মানকে প্রচণ্ড শীতের মাঝে পানি ঢেলে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বাবাকে পানি ঢালার কাজে বাধ্য হয়ে অংশ নিতে হয়েছিলো। গোয়েরিং পুরোটা সময় নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার বাবা বলেছিলেন, ঐ রাতের অভিজ্ঞতা তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। বরঞ্চ গ্লানিময় অভিজ্ঞতাটি তাকে সারাজীবনভর বহন করতে হয়েছে।

অফিসের নিস্তব্ধতায় বসে কাঁদতে থাকলেন বিচারক রাচেল কাটলার। ঐ অসাধারণ মানুষটি আর নেই। তার কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার ভালোবাসা এখন শুধুই স্মৃতি। জীবনে প্রথমবারের মত নিজেকে বড় একা মনে হলো রাচেলের। আপন বলতে শুধুমাত্র বাচ্চা দুটোই বাকি রইল তার। তার ভালো মতই মনে আছে ২৪ বছর আগে কিভাবে মউতহৌসেন সম্পর্কিত কথোপকথনটি শেষ হয়েছিলো।

আব্বু, তুমি কি কখনো অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেয়েছিলে?

তিনি রাচেলের দিকে বিষাদমলিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। তার বাবা ঐদিন কি তাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? এমন কিছু যা তার জানা দরকার। বলা সত্যিই কঠিন। বাবার জবাবও ছিলো সোজা-সাপটা।

কখনোই না, মা-মনি।

কিন্তু বাবার কথাগুলো ফাঁপাই শুনিয়েছিলো কিশোরী রাচেলের কানে। এখন তিনি তার বাবা ও ডানিয়া চাপায়েভের চিঠিগুলো পড়ার পর মোটামুটি নিশ্চিত যে গল্পটির আরো অনেক কিছু শোনা বাকি আছে। তার বাবা অনেক বছর ধরে একটা জিনিস গোপন করে রেখেছিলেন।

কিন্তু তিনি আর নেই।

শুধুমাত্র একজনই বাকি আছেন।

ডানিয়া চাপায়েভ।

রাচেল ভালো করেই জানেন তাকে কি করতে হবে।

তিনি ২৪ তলায় এলিভেটর থেকে বের হয়ে প্রিজেন এ্যান্ড উডওয়ার্থ নামাঙ্কিত দরজাটির দিকে এগিয়ে চললেন। পল ল'স্কুল থেকে বের হয়েই এই ফার্মে ঢোকেন। আর তিনি তখন আটলান্টার আরেকটি ফার্মে কাজ করছিলেন। তাদের দেখা হয় এগার

মাস পর আর বিয়ে হয় এর ঠিক দুবছর পর। রাচেলই প্রথম বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং পলও সাথে সাথে রাজি হয়ে যান। পলের সবই ভালো ছিলো। সুদর্শন, সৎ এবং প্রচণ্ড নির্ভরযোগ্য। কিন্তু পলের মাত্রাতিরিক্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবন ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে ওঠে রাচেলের কাছে। প্রথম প্রথম নিয়মে বাঁধা জীবন ভালোই চলছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তা হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক একঘেয়ে।

কিন্তু কেন?

নিয়মতান্ত্রিক জীবন কি এতই খারাপ?

রাচেল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গোলকধাঁধাময় করিডরগুলো পার হয়ে পলের অফিসের দিকে চললেন। তিনি পলকে জানান দিয়েই এসেছেন। কাজেই তিনি সোজা তার অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বললেন, "আমি জার্মানিতে যাচ্ছি।"

পল মুখ তুলে তাকালেন। "তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"আমি মোটেও তোতলাই নি। কাজেই তোমার বুঝার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি জার্মানিতে যাচ্ছি।"

"চাপায়েভকে খোঁজার জন্য? তিনি সম্ভবত মারা গেছেন। তোমার আব্বুর শেষ চিঠির জবাবও দেন নি তিনি।"

"আমার কিছু একটা করা দরকার।"

পল তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "তোমাকে কেন সবসময়ই কিছু একটা করতে হবে?"

"আব্বু অ্যাম্বার রুম কোথায় আছে তা জানতেন। তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে ওটা খুঁজে বের করা।"

"তোমার কর্তব্য ওটা খুঁজে বের করা?" পলের গলা আস্তে আস্তে চড়ছে। "তোমার কর্তব্য হচ্ছে উনার শেষ ইচ্ছাটাকে শ্রদ্ধা জানানো। আর তা হচ্ছে অ্যাম্বার রুমের কাছ থেকে দূরে থাকা। রাচেল, তোমার বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। কবে তোমার আক্কেল হবে?"

এত বিশাল লেকচার শোনার পরও রাচেল বিস্ময়করভাবে শান্তই থাকলেন। "আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছি না, পল। আমি শুধুমাত্র চাচ্ছি তুমি বাচ্চাদের একটু দেখভাল করবে। তুমি কি তা করতে পারবে?"

"বাহ্, রাচেল! যেটা মাথায় আসলো সেটাই করতে ছুটলে। একবার ভালোমতো চিন্তা না করে হুট করে জার্মানি গমন? দারুণ!"

"আমি চলে গেলে তুমি বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে কিনা?"

"আমি যদি না বলি তাহলে কি তুমি থাকবে?"

"সেক্ষেত্রে আমি তোমার ভাইকে ফোন করবো।"

পল ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি যে আত্মসমর্পন করেছেন তা তার অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে।

"তুমি আমার বাসায়ই থাকতে পারো," রাচেল বললেন। "সেটা বাচ্চাদের জন্য

সুবিধাজনক হবে। ওরা এখনও আব্বুর মৃত্যুর রেশ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।"

"তুমি জার্মানিতে যাচ্ছো শুনলে তাদের মন আরো খারাপ হবে। আর তুমি কি নির্বাচনের কথা ভুলে গেলে? আট সপ্তাহ মাত্র বাকি নির্বাচনের এবং তোমার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত দুজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।"

"নির্বাচনের খেতা পুড়ি। নেটলসই না হয় জিতে যাক। নির্বাচনের চেয়ে জার্মানি যাওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ।"

"জার্মানিতে যাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমরা এখনও জানি না জার্মানিতে গিয়ে তুমি কি তথ্য পেতে পারো। আর তোমার বিচারাধীন যেসব মামলা আছে সেগুলোর কি হবে? তুমি হঠাৎ করে কিভাবে যেতে পারো?"

"প্রধান বিচারক আমার ব্যাপারটা বুঝেছেন। আমি তাকে বলেছি বাবার মৃত্যুশোক কাটাতে আমার আরো কিছু সময় দরকার। গত দু'বছরে আমি কোন ছুটি নেই নি। কাজেই আমার এই ছুটি পাওনা হয়ে আছে।"

পল তার মাথা নাড়লেন। "তুমি বুনো হাঁসের পিছু ধাওয়া করছো, রাচেল। এমন একজন মানুষের খোঁজে বাভারিয়া যাচ্ছো যে হয়তোবা বেঁচে নেই, এমন একটি জিনিসের খোঁজে যাচ্ছো যা হয়তোবা চিরতরে হারিয়ে গেছে। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নও যে কিনা অ্যাম্বার রুম অনুসন্ধানে নেমেছে। অনেক লোক তাদের সমগ্র জীবন ধরে অ্যাম্বার রুম খুঁজে গেছে কিন্তু কিছুই পায় নি।"

রাচেল খুব একটা বিচলিত বোধ করলেন না পলের কথায়। "আব্বু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু জানতেন। আমি এটা অনুভব করতে পারছি। চাপায়েভ হয়তোবা এ ব্যাপারে কিছু জেনে থাকতে পারেন।"

"তুমি দিবাস্বপ্ন দেখছো।"

"আর তুমি প্রচণ্ড বিরক্তিকর।" রাচেল সাথে সাথে কথাটার জন্য অনুশোচনা বোধ করলেন। পলের মনে কষ্ট দেওয়ার কোন দরকার ছিলো না।

"কথাটাকে আমি উপেক্ষা করছি কারণ আমি জানি তুমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত," পল মৃদু স্বরে কথাটা বললেন।

"আমি আগামীকাল বিকালের ফ্লাইটে মিউনিখ যাচ্ছি। ফাইলে রাখা আব্বুর চিঠি ও সংবাদপত্রের আর্টিকেলগুলোর একটা করে কপি দরকার আমার।"

"আমি আজকে বাসায় ফেরার সময় তোমাকে দিয়ে যাব।"

"আমি জার্মানিতে পৌছে কোথায় থাকছি তা জানাবো।" রাচেল দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

"রাচেল।"

পিছন থেকে পলের ডাক শুনে তিনি থামলেন কিন্তু ঘুরে তাকালেন না।

"সাবধানে থেকো।"

রাচেল দরজা খুলে চলে গেলেন।

অধ্যায় ২১

বৃহস্পতিবার, ১৫ই মে, সকাল ১০: ১৫

নোল হোটেল থেকে বের হয়ে ফুলটন কাউন্টি আদালতপাড়ায় পৌছানোর জন্য ট্রেন ধরলো। সেন্ট পিটার্সবার্গের রেকর্ডস ডিপোজিটরি থেকে চুরি করে আনা সেই কেজিবি রির্পোটের মাধ্যমে সে জেনেছে পেশায় রাচেল কাটলার একজন আইনজীবী এবং তার অফিসের ঠিকানাও সেখানে দেয়া ছিলো। কিন্তু গতকাল নোল অফিসে গিয়ে জানতে পারে যে রাচেল কাটলার আর ফার্মের সাথে নেই, বরঞ্চ তিনি এখন সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে আদালতপাড়ার কোন জায়গায় বিচারকদের চেম্বার তা-ও জেনে নেয়।

ক্যারল বোরিয়াকে হত্যা করার পর পাঁচ দিন কেটে গেছে। নোল জানতে চায় বোরিয়ার কন্যা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কতটুকু জানেন। হয়তোবা বাবা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেও থাকতে পারেন। হয়তোবা তিনি চাপায়েভকে জেনেও থাকতে পারেন।

নোল এলিভেটরে চড়ে কোর্টের ৫তলায় উঠলো। করিডরগুলোতে লাইন ধরে কোর্টরুম ও অফিস সাজানো। একটা কাঁচের দরজায় লেখা 'চেম্বারস অব দ্য অনারেবল রাচেল কাটলার।' সেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো নোল। একজন তিরিশোর্ধ কৃষাঙ্গ মহিলা ডেস্কের পিছনে বসে আছে। নেমপ্লেটে লেখা, সামি লুফম্যান। নোল তার চোস্ত ইংরেজিতে বললো, "শুভ সকাল।"

মহিলাটি হেসে উঠে প্রতুত্তর দিলো।

"আমার নাম ক্রিস্টিয়ান নোল।" কথাটি বলে নোল একটি কার্ড এগিয়ে দিলো যেখানে তার পেশা হিসেবে আর্ট কালেক্টর কথাটি উল্লেখিত। "বিচারকের সাথে কি একটু কথা বলা যাবে?"

কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটি কার্ড হাতে নিল। "আমি দুঃখিত, জাজ কাটলার আজকে অফিসে আসেন নি।"

"কিন্তু তার সাথে কথা বলা আমার জন্য খুব জরুরি।"

"আদালতে বিচারাধীন কোন কেস সম্পর্কে জানার জন্যই কি সাক্ষাত দরকার?"

নোল তার মাথা নাড়লো। "মোটেও না। একটা ব্যক্তিগত কাজে তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।"

"জাজের বাবা গত সপ্তাহে মারা গেছেন এবং—"

"ওহ্, আমি খুব দুঃখিত," কপট বেদনার সুরে বললো নোল। "কি ভয়ানক।"

"হ্যা, আসলেই তাই। এই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই কয়েকদিন ছুটি নিয়েছেন।"

"এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি আগামীকাল পর্যন্ত শহরে আছি, যাওয়ার আগে

বিচারকের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিলো। আপনি যদি একটা মেসেজ উনার কাছে পৌছে দেন তাহলে তিনি আমার হোটেলে ফোন করে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন।"

সেক্রেটারি যখন অনুরোধটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে তখন নোলের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো দেয়ালে টাঙানো একটি ফটোগ্রাফে। ফটোগ্রাফটিতে একটি কালো গাউন পরিহিত মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। তার কাঁধ-উপচানো কালচে বাদামি চুল, খাড়া নাক ও একজোড়া তীক্ষ্ম চোখ। নোল ফটোটি দেখিয়ে বললো, "বিচারক কাটলার?"

"চার বছর আগের ছবি।"

এই একই মুখ নোল দেখেছে ক্যারল বোরিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় দুটি ছোট বাচ্চায় সাথে।

"আমি বিচারককে আপনার মেসেজ পৌছে দিতে পারি কিন্তু আপনাকে তিনি ফোন করার সময় নাও পেতে পারেন।"

"এটা কেন বলছেন?"

"আজকে তিনি শহরের বাইরে যাচ্ছেন।"

"কোন দীর্ঘ ভ্রমণে?"

"তিনি জার্মানিতে যাচ্ছেন।"

"জার্মানি দারুণ একটি দেশ।" নোলের জানা প্রয়োজন জার্মানির কোন শহরে রাচেল কাটলার যাচ্ছেন; তাই সে প্রধান তিনটি শহরের নাম বলে একটা চেষ্টা চালালো। "বছরের এই সময়টাতে বার্লিনের রুপ অপূর্ব। সেই সাথে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মিউনিখের আবহাওয়াও অসাধারণ।"

"তিনি মিউনিখ যাচ্ছেন।"

"আহ! একটি মায়াবী শহর। হয়তোবা এটা তার দুঃখ কমাতে সাহায্য করবে?"

"আমি তাই আশা করি।"

তার যথেষ্ট জানা হয়ে গেছে। "অনেক ধন্যবাদ, মিস লুফম্যান। আপনি অনেক সাহায্য করেছেন। এই হচ্ছে আমার হোটেলের ঠিকানা ও রুম নাম্বার।" এখন যেহেতু আর যোগাযোগের প্রয়োজন নেই, তাই নোল একটি কাল্পনিক হোটেল ও রুম নাম্বার লিখে সেক্রেটারিকে দিলো। "দয়া করে তাকে বলবেন যে আমি এসেছিলাম।"

"চেষ্টা করব বলতে," সেক্রেটারি জবাবে বললো।

নোল ৫-তলা থেকে নিচে নেমে এসে পে-ফোনের সারির দিকে অগ্রসর হলো। একটাতে ঢুকে ফ্রাঞ্জ ফেলনারের ব্যক্তিগত লাইনে ফোন করলো সে। এখন জার্মানিতে বিকাল ৫টা।

"গুটেন টাগ," দুবার রিং হওয়ার পর মনিকার গলা ওপাশ থেকে ভেসে এলো।

"তুমি কি আজকে সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছো নাকি?" নোল জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো।

"প্রায় একসপ্তাহ হয়ে গেলো তোমার কোন খবর নেই। কিছু পেলে?"

"দেখো কয়েকটা বিষয়ে ফয়সালা হওয়া দরকার। আমি কোনো স্কুলের ছাত্র নই যে প্রত্যেকদিন তোমাকে রিপোর্ট দেবো। যখন আমার দরকার হবে তখন তোমায় ফোন করবো।"

"ঠিক আছে, অভিমানে আর মুখ ফুলাতে হবে না। নতুন কোন খবর পাওয়া গেলো?"

"আমি বোরিয়াকে খুঁজে পেয়েছি। সে অবশ্য বলেছে অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে কিছু জানে না।"

"তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছো?"

"আমি কি তা বলেছি?"

"বোরিয়াকে মেরে ফেলেছো, তাই না?"

"সিঁড়ি থেকে পড়ে একটি মর্মান্তিক মৃত্যু।"

"আব্বা খবরটা মোটেও পছন্দ করবেন না।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমিই সবকিছু দেখাশোনা করছো?"

"হ্যা, আমিই করছি। কিন্তু আব্বা ঠিকই বলেন–তুমি প্রচুর ঝুঁকি নাও।"

"আমি অনর্থক ঝুঁকি নেই না।"

আসলেই নোল প্রচণ্ড সতর্ক ছিলো। বোরিয়ার বাড়িতে প্রথম যখন সে যায় তখন একমাত্র চায়ের পেয়ালা ছাড়া আর কিছুতেই হাতের স্পর্শ লাগে নি তার। দ্বিতীয় বার গিয়ে সেই চায়ের পেয়ালাটিকে সরিয়ে ফেলে; সে সময় তার হাতে দস্তানা পরা ছিলো।

"তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না।"

"কি করেছিলো বোরিয়া, তোমাকে অপমান করেছিলো?"

"ওটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

"একদিন তুমি ঠিকই ধরা খাবে, ক্রিস্টিয়ান।"

"মনে হচ্ছে তুমি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করছো।"

"মোটেও না। তোমার শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন হবে।"

"কোন দিক দিয়ে?"

"সব দিক দিয়েই।"

নোল হেসে উঠলো। "বোরিয়ার মেয়ে মিউনিখ যাচ্ছে। হয়তোবা সে চাপায়েভের সাথে দেখা করবে।"

"সে হয়তো ছুটি কাটাচ্ছে।"

"আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এটা একটু বেশিই কাকতালীয় ঘটনা হয়ে যায়।"

"তুমি তাকে অনুসরণ করবে, তাই না?"

"হ্যা, তবে তার আগে একটা কাজ সারতে হবে।"

অধ্যায় ২২

রাস্তার ওপাশের একটি ওয়েটিং রুম থেকে ক্রিস্টিয়ান নোলের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো সুজান ড্যানজার। সে গত শনিবার থেকে নোলকে অনুসরণ করছে। সোমবার জাদুঘরে দুবার ঢুঁ মারে সে আর মঙ্গলবারে ক্যারল বোরিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করে। গতকাল অবশ্য পাবলিক লাইব্রেরি এবং শপিংমলে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কোন কাজ করে নি সুজান। তবে আজ সকালবেলা থেকেই নোলের পিছু ধাওয়াতে ব্যস্ত সে।

তার সোনালি চুল লাল উইগের আড়ালে ঢাকা। নিজের পরিচয় লুকাতে মুখে অত্যাধিক মেক-আপ দিয়েছে, চোখে লাগিয়েছে সস্তা সানগ্লাস। তার কোলের ওপর পিপল ম্যাগাজিন খুলে রাখা কিন্তু চোখজোড়া রাস্তার উপর নিবদ্ধ।

পাঁচ মিনিট আগে সে নোলকে অনুসরণ করে পাঁচ তালায় উঠেছিলো। নোলকে সে রাচেল কাটলারের চেম্বারে ঢুকতে দেখে। সুজান নামটা চিনতে পারে, বুঝতে পারে নোল অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে আশা ছাড়ে নি।

রাচেল কাটলারের চেম্বার থেকে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে আসে নোল। সুজানও দ্রুত নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। ছদ্মবেশ ধারণ করার পরও সে এর কার্যকারিতায় নিশ্চিত নয়। অবশ্য প্রতিদিনই তার বেশভূষা পরিবর্তন করছে সে আর সবসময় সতর্ক থাকছে যাতে একই সাজ-পোশাকের পুণরাবৃত্তি না ঘটে।

নোল ফোন বুথ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসলো।

সুজানও ম্যাগাজিনটা রেখে উঠে দাঁড়ালো নোলকে অনুসরণ করার জন্য।

নোল একটা ট্যাক্সিতে চড়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলো। শনিবার রাতে বোরিয়ার বাসায় একজনের উপস্থিতি অনুভব করত পারছিলো সে। কিন্তু সোমবারে নিশ্চিতভাবে সুজান ড্যানজারকে চিনে ফেলে, এরপর থেকে প্রতিদিন। সুজান ভালোই ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। কিন্তু নোল এ লাইনে আছে অনেক বছর হয়ে গেলো। খুব কম জিনিসই তার নজর এড়ায়। সে অবশ্য সুজানকে মনে মনে আশা করছিলো। ফ্রাঞ্জ ফেলনারের মতো, সুজানের বস আর্নস্ট লোরিংও অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেতে মরিয়া। লোরিংয়ের বাবা জোসেফও অ্যাম্বার সংগ্রহে মত্ত ছিলেন; তার অ্যাম্বারের কালেকশন ছিলো দুনিয়ার অন্যতম সেরা। নোল বুঝতে পারছে সুজান ড্যানজারকে আটলান্টায় পাঠানো হয়েছে তার ওপর নজরদারি করার জন্য।

কিন্তু সুজান তাকে কিভাবে খুঁজে পেল?

অবশ্যই ঐ সেন্ট পিটার্সবার্গের হতচ্ছাড়া কেরাণিটা। ও ছাড়া আর কে? হয়তোবা

ঐ গর্দভটা কেজিবি শিট টেবিলে ঢুকানোর আগে দেখে ফেলেছিলো। নিশ্চয়ই লোকটাকে লোরিং কিনে রেখেছে।

ম্যারিয়ট হোটেলের সামনে গাড়িটা থামলে নোল দরজা খুলে বেরিয়ে আসলো। সুজানও নিশ্চয়ই তার পিছু পিছু আসছে। হয়তোবা সে এখানেই উঠেছে।

নোল সোজা আঠারো তালায় তার কামরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। ভেতরে ঢুকে ডেল্টা রিজার্ভেশনে ফোন করলো সে।

"আমার একটা আটলান্টা থেকে মিউনিখগামী ফ্লাইট দরকার। আজকে কি কোন ফ্লাইট হবে?"

কম্পিউটারের বোতাম টেপার শব্দ শোনা গেলো।

"হ্যা, স্যার, দুপুর ২:৩৫-এ। মিউনিখগামী একটা সরাসরি ফ্লাইট।"

"এর আগে বা পরে কি কোন ফ্লাইট আছে?"

বোতাম টেপার আরো শব্দ শোনা গেলো। "না, আমাদের এয়ারলাইনসে দুপুর ২ : ৩৫ মিনিটের আগে বা পরে কোন মিউনিখগামী ফ্লাইট নেই।"

"আর অন্য কোন এয়ারলাইনসে?"

"আমাদেরটাই আটলান্টা থেকে মিউনিখগামী একমাত্র ডিরেক্ট ফ্লাইট। আর দুটা ফ্লাইট আছে, তবে আপনাকে ঘুরপথে যেতে হবে।"

নোল বাজি ধরলো রাচেল কাটলার ডিরেক্ট ফ্লাইটেই যাচ্ছেন। ডিরেক্ট ফ্লাইটে একটা সিট রিজার্ভ করে ট্রাভেল ব্যাগটা গুছিয়ে নিল সে। সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌছানো দরকার তার। যদি রাচেল ঐ ডিরেক্ট ফ্লাইটে করে না যান তবে অন্য কোনভাবে তার পিছু নিতে হবে। ভাড়া মেটানোর জন্য নিচে নেমে আসলো সে। লবিটি বেশ কর্মমুখর, চারিদিকে লোকের গুঞ্জন। তবে সে ঠিকই চিনে নিলো লাউঞ্জের টেবিলে বসা কালো চুলের সুন্দরীটিকে। ইতিমধ্যেই সুজান তার বেশভূষা পরিবর্তন করেছে। আগের চেয়ে এখন তাকে আরো স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।

নোল ভাড়া চুকিয়ে হোটেলের বাইরে বের হয়ে আসলো।

সুজান নোলের হাতে ট্র্যাভেল ব্যাগটা দেখতে পেল। নোল কি তবে চলে যাচ্ছে? তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে সে ড্রিঙ্কের জন্য টেবিলে ৫ ডলারের একটি নোট রেখে দিলো এবং হোটেলের বাইরের দরজার দিকে রওয়ানা হলো।

নোল যখন ট্যাক্সি থেকে এয়ারপোর্টে নামলো তখন ঘড়িতে কাজে ১ ২৫ মিনিট। সে ড্রাইভারকে তিনটা দশ ডলারের নোট দিয়ে সাউথ টার্মিনালের দিকে চললো।

নোল কাউন্টার থেকে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট পার হয়ে ট্রান্সপোর্টেশন মলে যাওয়ার জন্য এস্কেলেটরে উঠলো। ৫০ ফুট দূরত্বে ঠিকই সুজান আঠার মতো লেগে রইলো। সে আর নতুন কোন ছদ্মবেশ ধারনের সময় পায় নি। কাজেই তাকে চিনতে তেমন কোন বেগ পেতে হয় নি নোলের।

এস্কেলেটরে করে নিচে নেমে অটোমেটিক ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের সাথে মিশে গেলো নোল। ট্রান্সপোর্টেশন মল দিয়ে শত শত ট্রেন আসা-যাওয়া করে। ট্রেনের

প্রথম কামরাটাতে উঠলো সে আর সুজান ড্যানজারকে দ্বিতীয় বগিতে উঠতে দেখলো। এয়ারপোর্টটা ভালোমতোই চেনে; জানে ট্রেনগুলো এয়ারপোর্টটার ৬টা কনকোর্স জুড়ে চলে।

কনকোর্স এ'তে ট্রেন থামলে নেমে গেলো নোল। প্ল্যাটফর্মে কিছু সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল সে। কিন্তু মনে মনে ঠিকই সময়ের হিসাব করে চললো। কারণ সঠিক টাইমিং খুবই জরুরী। ড্যানজারও লোকেদের ভিড়ে মুখে উদাসীনতার মুখোশ পরে অপেক্ষা করতে থাকলো। নোলের পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানজার; তার পিছু নেওয়াটাকে নোল লক্ষ্য করে নি বলে মোটামুটি সন্তুষ্ট সে।

নোল ঠিক এক মিনিট অপেক্ষা করে মানুষের ভিড়ে মিশে এস্কেলেটরের দিকে চললো। এস্কেলেটরটি আস্তে আস্তে উপরে উঠতে শুরু করলো। আপ এস্কেলেটরের পাশেই ডাউন এস্কেলেটর যেটা নিচের নিকে ধাবিত। নোল চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল। কোন সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা বা সিকিউরিটি গার্ড আশেপাশে নেই।

নোল হ্যান্ডরেইল আঁকড়ে ধরে লাফ দিয়ে, দুই বিপরীতমুখি এস্কেলেটরের মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে, ডাউন এস্কেলেটর এসে পড়লো। সে এখন উপরে যাওয়ার পরিবর্তে নিচের দিকে যাত্রা শুরু করলো এবং উপরের দিকে ধাবমান অন্য এস্কেলেটরে এক অত্যন্ত পরিচিত আরোহীর সাথে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো: সুজান ড্যানজার। তাকে দেখে একটা ব্যাঙ্গাত্মক স্যালুট করলো নোল।

সুজানের চেহারা হলো দেখার মতো!

নোলের তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। সে কিছু ভ্রমনার্থীকে পাশ কাটিয়ে নিচের দিকে ছুটলো। তার টাইমিংটা একদম নিখুঁত হয়েছে। স্টেশনে এইমাত্র একটা ট্রেন এসে ঢুকেছে। দরজাগুলো খুলে গেলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মানুষগুলো ঢুকতে থাকলো ট্রেনে। একবার পিছনে তাকিয়ে ড্যানজারকেও ঠিক তার মতো করে আপ এস্কেলেটর থেকে লাফ মেরে ডাউন এস্কেলেটরে চলে আসতে দেখলো সে।

ট্রেনের ভিতরে পা রাখলো নোল।

ড্যানজার এস্কেলটর থেকে নেমে ট্রেনের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ট্রেনটিও যাত্রা শুরু করলো।

নোল ট্রেন থেকে নামলো ইন্টারন্যাশনাল কনকোর্স-এ। তারপর উপরে উঠার জন্য এস্কেলেটরে চড়লো। উপরে উঠার পর সে একদঙ্গল মানুষের ভিড়ে মিশে ডান দিকে মোড় নিল। বামদিকের স্টারবাকসের দোকান থেকে ভেসে আসছে কফির সুঘ্রাণ। নিউজ স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু লোক ম্যাগাজিন ও পেপার কিনছে।

নোল এদিক-সেদিক তাকিয়ে গেটটা খুঁজে পেয়ে হাঁটা ধরলো। যখন সে পৌছালো তখন মানুষজন আস্তে আস্তে প্লেনে উঠা শুরু করেছে।

সে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলো, যখন তার সময় আসলো তখন জিজ্ঞেসা করলো, "প্লেনে কি আর কোন সিট খালি আছে?"

অ্যাটেনডেন্ট ভিডিও মনিটরটা একবার দেখে বললো, "না, স্যার। প্লেনের সব সিট পূরণ হয়ে গেছে।"

এখন যদি সুজান ড্যানজার তাকে খুঁজেও পায় কোনভাবে, তবুও সে আর অনুসরণ করতে পারবে না। নোল মনে মনে আশা করলো যেনো সব প্যাসেঞ্জারই আসে এবং কোন সিট যাতে খালি না থাকে। সে লাইনের সামনের দিকে তাকিয়ে নীল সুট পরিহিত, কাঁধ উপচানো চুলের এক মহিলাকে দেখতে পেল। মহিলা ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে বোর্ডিং পাস দেখিয়ে জেটের ভিতরে ঢুকছে। চেহারাটা সাথে সাথে চিনতে পারলো নোল।

রাচেল কাটলার।

দারুণ।

অধ্যায় ২৩

আটলান্টা, জর্জিয়া

শুক্রবার, ১৬ই মে, সকাল ৯ : ১৫

সুজান ড্যানজার ধীরে সুস্থে অফিসে ঢুকলে পল কাটলার চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আমাকে কিছু সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ," সুজান বললো।

"এটা তেমন কিছুই না, মিস মায়ার্স।"

সুজান এই নামটাই পল কাটলারের রিসেপশনিস্টকে দিয়েছে। সে অপরিচিত থাকতেই বেশি পছন্দ করে। এতে তার কাজের সুবিধা হয়।

"আপনি আমাকে জো বলেও ডাকতে পারেন," সুজান বললো। চেয়ারে বসে তার সামনে উপবিষ্ট মধ্যবয়স্ক আইনজীবী পল কাটলারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কাটলার রোগা ও খাটো এবং তার ক্রমশ অপসৃয়মান হালকা বাদামী চুল ভবিষ্যৎ টাকের আভাস দিচ্ছে। তাকে দেখে বিনয়ীই মনে হলো সুজানের, যাকে সহজেই প্রলুব্ধ করা যায়।

সুজান অবশ্য সেভাবেই সেজেগুজে এসেছে। তার মাথায় উইগ, চোখে নীল কনট্যাক্ট লেন্স এবং পরনে অ্যান টেলরের ক্রেপ স্কার্ট। বসার সময় ইচ্ছা করেই সে পা দুটো ফাঁক করে বসেছে যাতে কালো মোজাগুলো দেখা যায়।

"আপনি একজন আর্ট ডিটেকটিভ?" কাটলার জিজ্ঞেস করলেন। "নিশ্চয়ই দারুণ কাজ।"

"আমি নিশ্চিত আপনার কাজও একইরকম আনন্দদায়ক।" সুজান দেয়ালে টাঙানো একটি ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি শিল্প-সমঝদার?"

"তেমন একটা না। আমি খুব কমই সংগ্রহ করি। যদিও জাদুঘরের কাজের সাথে আমি সংশ্লিষ্ট।"

"আপনি নিশ্চয়ই ঐ কাজ করে আনন্দ পান।"

"আর্ট আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"এজন্যই কি আপনি আমাকে সময় দিতে রাজি হয়েছেন?"

"হ্যা, সেটা একটা কারণ। তাছাড়া, আমার খুব আগ্রহ হচ্ছিল।"

সুজান কাজের কথায় আসার সিদ্ধান্ত নিল। "আমি ফুলটন কাউন্টির আদালতপাড়ায় গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। আপনার এক্স-ওয়াইফের সেক্রেটারি বললো, জজ কাটলার শহরের বাইরে গেছেন। সে পুরো ঘটনা খুলে না বলে বরঞ্চ আপনার সাথে কথা বলার পরামর্শ দেয়।"

"হ্যা, কিছু সময় আগে ও ফোন করে বলছিলো বিষয়টা নাকি আমার প্রাক্তন শ্বশুর সম্বন্ধে।"

"হ্যা। সেক্রেটারি আরো বললো যে লম্বা, সোনালি চুলো এক লোক এসেছিলো জজ কাটলারের খোঁজে। লোকটি নিজের পরিচয় দেয় ক্রিস্টিয়ান নোল হিসেবে। আমি পুরো সপ্তাহ জুড়ে নোলের পিছু ধেয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু গতদিন এয়াপোর্টে তাকে হারিয়ে ফেলি। খুব সম্ভবত নোল আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর পিছু নিয়েছে।"

পল কাটলারের মুখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এলো। "নোল শুধু শুধু কেন রাচেলের পিছু নেবে?"

এই খোলামেলা কথাবার্তার মাধ্যমে সুজান অনেকটা জুয়াই খেলছে। হয়তোবা ভয় পেয়ে পল বলেও দিতে পারেন রাচেল কোথায় গেছেন। "নোল আটলান্টায় এসেছিলো ক্যারল বোরিয়ার সাথে কথা বলার জন্য। সে নিশ্চয়ই বোরিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে বোরিয়ার মেয়ের পিছু লেগেছে।"

"ক্যারল সম্বন্ধে আপনারা কিভাবে জানতেন?"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন বোরিয়া সোভিয়েত নাগরিক থাকাকালীন সময়ে কি কাজ করতেন।"

"উনি আমাদের বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন?"

"যে কমিশনের হয়ে মিঃ বোরিয়া কাজ করতেন তার সমস্ত ফাইলপত্র উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। নোল অ্যাম্বার রুম খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবং মনে মনে আশা করছে বোরিয়া এ ব্যাপারে কিছু জানেন।"

"বোরিয়া কোথায় থাকেন সেটা সে কিভাবে জানে?"

"গত সপ্তাহে নোলকে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ডিপোজিটরিতে দেখতে পাওয়া যায়। সে ওখান থেকে তথ্যটা পায়।"

"তা আপনি এখানে কেন?"

"আমি নোলকে অনুসরণ করছিলাম।"

"ক্যারল যে মারা গেছেন এটা আপনি কিভাবে জানেন?"

"সোমবারে শহরে আসার পরই কথাটা আমি জানতে পারি।"

"মিস্ মায়ার্স, অ্যাম্বার রুম নিয়ে এত মাতামাতির কারণটা কি? গত ৫০ বছরে ধরে ওটা লাপাত্তা। আপনার কি মনে হয় না এতদিনে এটার হদিস মিলে যেত?"

"আমি আপনার সাথে একমত, মিঃ কাটলার। কিন্তু ক্রিস্টিয়ান নোল তো আমাদের মত চিন্তা করে না।"

"আপনি বললেন যে গতকালকে এয়ারপোর্টে নোলকে হারিয়ে ফেলেছে। কিভাবে বুঝলেন যে ও রাচেলকে অনুসরণ করছে?"

"আমার মন বলছে, মিঃ কাটলার। আমি সব কনকোর্স খুঁজে দেখেছি কিন্তু তাকে পাই নি। নোল আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যাবার পর দেখলাম যে বেশ কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেলো। একটা গেলো মিউনিখে। দুটো প্যারিসে। তিনটা ফ্রাঙ্কফুর্টে।"

"রাচেল মিউনিখেরটাতে ছিলো," পল কাটলার বললেন। সুজান দেখতে পেল যে

পল কাটলার তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চাইল। "জজ কাটলারকে হঠাৎ করে মিউনিখে যেতে হলো কেন?"

"ওর বাবা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে একটা নোট রেখে যান।"

"মি: কাটলার, ক্রিস্টিয়ান নোল খুবই বিপজ্জনক একটা লোক। সে কোন কিছুর পিছু নিলে ওটা হাসিল করেই ছাড়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ মিউনিখের ফ্লাইটটাতেই আছে। কাজেই আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে আমার কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি জানেন উনি কোথায় উঠছেন?"

"ও বলেছিলো ওখানে গিয়ে ফোন করবে, কিন্তু এখনও করে নি।" পল কাটলারের কণ্ঠস্বর বেশ আতঙ্কিত শোনাল।

সুজান একবার ঘড়িতে সময় দেখে নিল। "এখন মিউনিখে সাড়ে তিনটা বাজে।"

"আমিও একই কথা ভাবছিলাম।"

"আপনি কি জানেন আসলে তিনি ওখানে কি কাজে গেছেন? জানি আমি সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমি একজন বন্ধু। ক্রিস্টিয়ান নোলকে খুঁজছি আমি। সবকিছু খুলে বলা আমার পক্ষে সম্ভব না তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নোল আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর পিছু নিয়েছে।"

"তাহলে তো আমার পুলিশে খবর দেয়া দরকার।"

"স্থানীয় পুলিশের কাছে নোল কিছুই না। এটা আন্তর্জাতিক প্রশাসনের ব্যাপার।"

পল কাটলারকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সবকিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। "রাচেল বাভারিয়ায় গেছে ডানিয়া চাপায়েভকে খুঁজে করার জন্য। চাপায়েভ কেলহেমে থাকেন।"

"চাপায়েভ কে?" সুজান বেশ হালকা সুরেই কথাটা জিজ্ঞেস করলো।

"ক্যারলের বন্ধু। তারা দুজনেই কমিশনের হয়ে কাজ করেছেন। রাচেলের মনে হলো, চাপায়েভ হয়তোবা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কিছু জেনে থাকতে পারেন।"

"তার কাছে কেন একথা মনে হলো?"

পল ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটি চিঠির বান্ডিল বের করে সুজানকে দিলেন। "নিজেই দেখে নিন। এখানে সবই আছে।"

সুজান সময় নিয়ে চিঠিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। চিঠিগুলোতে নির্দিষ্ট করে কিছু লেখা নেই, তবে কিছু হিন্টস দেয়া আছে। তবে এটাই যথেষ্ট তার উদ্বেগ বাড়ানোর জন্য। রাচেল কাটলারের সাথে মিলিত হওয়ার আগে নোলকে থামাতেই হবে। বেজন্মাটা বোরিয়ার কাছ থেকে কিছু জানতে না পেরে তার মেয়ের পিছু নিয়েছে। সুজান উঠে দাঁড়াল। "আমাকে এসব তথ্য দেবার জন্য ধন্যবাদ, মি: কাটলার। আমি দেখছি মিউনিখে আপনার প্রাক্তন স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।"

সে হাত বাড়িয়ে দিলো পলের সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য। "আমাকে সময় দেবার জন্য আবারো আপনাকে ধন্যবাদ।"

পলও হাত বাড়ালেন। "আমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য ধন্যবাদ, মিস মায়ার্স।

কিন্তু আপনি তো আপনার স্বার্থের কথা আমাকে বললেন না।"

"বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগে মি: নোলকে খোঁজা হচ্ছে।"

"আপনি কি পুলিশের লোক?"

"একজন প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। আমার অফিস লন্ডনে।"

"অদ্ভুত। আপনার কথা বলার ভঙ্গি ব্রিটিশদের চেয়ে পূর্ব ইউরোপীয় বলে মনে হয়।"

সুজান হেসে উঠলো। "আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার জন্ম প্রাগে।"

"আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে যাবেন কি? যদি রাচেল ফোন করে তাহলে আমি আপনার কথা বলবো।"

"তার কোন দরকার নেই। আমিই আপনাকে ফোন করবো।"

চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সুজানের চোখ আঁটকে গেলো এক বৃদ্ধ দম্পতির ছবিতে। "দারুণ সুশ্রী দম্পতি।"

"আমার বাবা-মা। মারা যাবার তিন মাস আগে তোলা।"

"আমি খুব দুঃখিত।"

পল কাটলার মৃদু মাথা নেড়ে সুজানের সমবেদনা গ্রহণ করলেন।

সুজানও আর কিছু না বলে অফিস থেকে বের হয়ে আসলো। শেষবার এই দম্পতিকে সে দেখেছিলো ফ্লোরেন্সগামী এয়ারবাসে উঠতে যে এয়ারবাসের লাগেজ কম্পার্টমেন্টে কিছুক্ষণ আগেই সে এক্সপ্লোসিভ রেখে এসেছিলো।

অধ্যায় ২৪

মিউনিখ, জার্মানি

বিকাল ৪ : ৩৫

হোটেলের বিয়ার হলে এসে বিস্মিত বোধ করলেন রাচেল কাটলার। লম্বা টেবিলগুলো তামাক, সসেজ ও বিয়ারের গন্ধে ভরপুর। ঘর্মাক্ত কলেবরে ওয়েটাররা ঘুরে ঘুরে স্থানীয় বিয়ার পরিবেশন করছে। চারপাশের প্রায় দুশো লোক বেশ উপভোগ করছে সময়টা। বিয়ার খুব একটা পছন্দের পানীয় নয় রাচেলের, তাই তিনি রোস্টেড চিকেনের সাথে কোকের অর্ডার দিলেন।

আটলান্টা থেকে সকালে এসে পৌছেছেন। তারপর হোটেলে চেক-ইন করে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামীকাল অস্ট্রিয়ার সীমান্তবর্তী কেলহেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন।

রাচেল মুরগির মাংস মুখে পুরে চিবাতে চিবাতে চারপাশের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি ভুলে গেলেন তার বাবা, অ্যাম্বার রুম ও ডানিয়া চাপায়েভের কথা। ভুলে গেলেন মার্কাস নেটলস ও আসন্ন নির্বাচনের কথা।

বিল পরিশোধ করে হল ত্যাগ করলেন তিনি। বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক। রাস্তা ভরে আছে মানুষজনে। পশ্চিমদিকে মোড় নিয়ে ম্যারিয়েন প্লাটজের দিকে চললেন। সামনেই খাদ্যদ্রব্যের বাজার, স্টলগুলো ভরে আছে শাকসবজি ও মাংসে।

বেশ কয়েকটি ট্যুরিস্ট গ্রুপকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। টাউন হলের সামনে এসে একটি ইংলিশ ট্যুরিস্ট গ্রুপকে পেয়ে গেলেন। গ্রুপটার পিছনে দাঁড়িয়ে গাইডের কথা শুনতে লাগলেন রাচেল। ট্যুর গ্রুপটি আস্তে আস্তে স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তিনিও ওদের পিছু পিছু চললেন। গ্রুপটি রাস্তা পার হয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলো, রাচেল থেমে মাথা উঁচু করে একবার ঘড়ির টাওয়ারটা দেখে নিলেন। তারপর ওদের পিছু নেবার জন্য রাস্তায় পা দিলেন।

হর্নের কর্কশ শব্দ বিকালের নীরবতা ভেঙে গেলো।

তিনি তৎক্ষণাৎ বাম দিকে মাথা ঘোরালেন।

একটা গাড়ি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। পঞ্চাশ ফুট। চল্লিশ। বিশ। তার চোখ আটকে গেলো মার্সিডিজের লোগোয়।

দশ ফুট।

হর্নটা তখনো বেজেই চলছে। দ্রুত সরে পড়া দরকার তার কিন্তু পা সরছেই না। অসহ্য ব্যথা পাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন তিনি। মার্লা এবং ব্রেন্টের কথা মনে পড়লো তার।

আর পল। প্রিয় পল।

হঠাৎ করে একটা হাত জড়িয়ে ধরে টেনে সরিয়ে আনলো।

গাড়ির ব্রেক কষার তীক্ষ্ম আওয়াজ। ট্যাক্সিটি থেমে গেলে পোড়া রাবারের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আসলো।

রাচেল ঘাড় ঘুরালেন তার ত্রাণকর্তাকে দেখার জন্য। মানুষটা লম্বা ও হালকা-পাতলা শরীরের। তার পরনে টুইল শার্ট ও চেকার্ড ট্রাউজার্স।

"আপনি কি ঠিক আছেন?" লোকটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো।

তার মুখে কথা সরছিলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে পারলেন, "হ্যা, আমি ঠিকই আছি।"

তাদের ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জড়ো হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভারটাও দাঁড়িয়ে আছে।

"সে ঠিক আছে, বন্ধুরা," তার ত্রাণকর্তা সবার উদ্দেশ্যে বললেন। তারপর জার্মান ভাষায় কিছু একটা বললে আস্তে সবাই চলে যেতে শুরু করলো। লোকটি ট্র্যাক্সি ড্রাইভারের সাথেও কথা বললে কথোপকথন শেষে ড্রাইভারটি গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো।

"ড্রাইভারটা বলেছে সে দুঃখিত। কিন্তু সে এও বলেছে আপনি আচমকা গাড়ির সামনে এসে পড়েছিলেন।"

"আমি মনে করেছিলাম এটা পথচারীদের চলাচলের জন্য," তিনি বললেন। "আমি তাই খুব একটা খেয়াল করছিলাম না।"

"ট্যাক্সির এদিকে আসার কথা নয়, কিন্তু তারা ঠিকই চলে আসে।"

"এখানে সাইনবোর্ড টাঙানো উচিত।"

"আমেরিকান, তাই না? আমেরিকায় সবকিছুর জন্য সাইন আছে। এখানে তা নেই।"

"আপনি আমার জন্য যা করলেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "এ আমার জন্য পরম আনন্দের।" সে হাত বাড়িয়ে দিলো। "আমি ক্রিস্টিয়ান নোল।"

রাচেলও হাত বাড়িয়ে দিলেন। "রাচেল কাটলার। আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি ওখানে ছিলেন, মিঃ নোল। ট্যাক্সিটা আমি দেখতেই পাই নি।"

"খুবই দুর্ভাগ্যজনক হতো ব্যাপারটা।"

"আসলেই তাই।" ঘটনাটা মনে করে গা কেঁপে উঠলো তার।"

"চলুন আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিই। আপনার নার্ভ ঠাণ্ডা হবে।"

"এর কোন প্রয়োজন নেই।"

"আপনি কাঁপছেন। সামান্য মদ খেলে আপনার ভালো লাগবে।"

"অফারটার জন্য অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু—"

"আমার কাজের পুরস্কার হিসেবে।"

এইবার প্রত্যাখান করা সম্ভব হলো না রাচেলের। "ঠিক আছে, হয়তোবা মদ খেলে শরীরটা কিছুটা চাঙ্গা হবে।"

নোলের পিছু পিছু চার ব্লক দূরে একটি ক্যাফেতে প্রবেশ করলেন রাচেল। নিজের জন্য বিয়ার ও রাচেলের জন্য উন্নতমানের রাইনল্যান্ড ওয়াইন অর্ডার দিলো নোল।

নোল আসলে ঠিকই বুঝেছিলো। রাচেল এখন বুঝতে পারছেন তার নার্ভ কতটা অবসন্ন। মৃত্যুর এত কাছাকাছি তিনি পূর্বে আর আসেন নি। তার চিন্তা-ভাবনাও বেশ অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিলো তখন। ব্রেন্ট ও মার্লার কথা মনে হওয়াটা বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু পল? তিনি ভগ্ন হৃদয়ে পলের কথা স্মরণ করছিলেন তখন।

রাচেল মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভেতরকার উত্তেজনাটুকু দমাতে চাচ্ছিলেন।

"আমার একটা অপরাধ স্বীকার করার ছিলো, মিস কাটলার," নোল বলে উঠলো।

"আমাকে রাচেল বলে ডাকুন।"

"ঠিক আছে, রাচেল।"

তিনি মদের গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিলেন। "কি ধরনের দোষ স্বীকার?"

"আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম।"

মদের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখলেন রাচেল। "কি বলতে চান আপনি?"

"আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম। আটলান্টা থেকেই আমি আপনাকে অনুসরণ করে আসছি।"

রাচেল টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আমার মনে হয় পুলিশকে বিষয়টা জানানো দরকার।"

নোল নির্বিকার মুখে বিয়ারে চুমুক দিতে লাগলো। "আমার এতে কোন সমস্যা নেই। আমি শুধুমাত্র চাই আপনি আগে আমার কথা শুনেন।"

তিনি নোলের অনুরোধ ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। তারা দুজনে একটা খোলামেলা জায়গায় বসে আছেন, চারপাশে প্রচুর মানুষ। কিইবা সমস্যা হবে ওর কথা শুনতে? তিনি আবারো বসে পড়লেন। "ঠিক আছে, মিঃ নোল, আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।"

"আমি সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার বাবার সাথে কথা বলার জন্য আটলান্টায় আসি। এসে শুনতে পাই তার মৃত্যুর কথা। গতকাল আপনার অফিসে গিয়ে আপনার ভ্রমণের কথা শুনতে পাই। আমি এমনকি আমার নাম ও ফোন নাম্বারও রেখে যাই। আপনার সেক্রেটারি বলে নি আপনাকে?"

"অফিসের সাথে আমার কথাবার্তা হয় নি। আমার বাবার সাথে আপনার কি দরকার ছিলো?"

"আমি অ্যাম্বার রুম খুঁজছি; আমার মনে হলো আপনার বাবা এ ব্যাপারে কাজে আসতে পারেন।"

"আপনি অ্যাম্বার রুম কেন খুঁজছেন?"

"আমার বস্ ওটা চাচ্ছেন তাই।"

"আমার বাবা আপনার কিইবা কাজে আসতেন?"

"তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে ওটা খুঁজেছেন। অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করা ছিলো সোভিয়েতদের একটা প্রধান প্রায়োরিটি।"

"ওটা পঞ্চাশ বছর আগের কথা।"

"এরকম একটা সম্পদের জন্য সময় মূল্যহীন।"

"আমার বাবাকে কিভাবে খুঁজে বের করলেন?

নোল পকেট হাতড়ে কিছু কাগজ বের করে রাচেলের হাতে দিলো। "আমি এগুলো গত সপ্তাহে সেন্ট পিটার্সবার্গে খুঁজে পাই। এর সূত্র ধরেই আমি আটলান্টা আসি। কাগজগুলো পড়লে দেখতে পাবেন, কেজিবি কয়েক বছর আগে আপনার বাবার সাথে দেখা করেছিলো।"

রাচেল কাগজগুলো পড়া শুরু করলেন। মুদ্রিত অক্ষরগুলো স্লাভ ভাষায়। তবে পাশে নীল কালিতে ইংরেজি অনুবাদ করে দেয়া আছে। উপরের কাগজের স্বাক্ষর তিনি তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললেন। ডানিয়া চাপায়েভ। আরো লক্ষ্য করলেন কেজিবি শিটে তার বাবা সম্পর্কে কি লেখা আছে :

বোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের পর ইয়ানটারনায়া কোমনাটার ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন। ডানিয়া চাপায়েভের কোন খোঁজে খবর বা ঠিকানা তার কাছে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু তার বাবা তো ডানিয়া চাপায়েভের ঠিকানা ভালোমতই জানতেন। তবে তিনি মিথ্যা কেন বললেন? আর কেজিবি'র আসার খবরও তো তিনি কখনোই বলেন নি।

"আপনার বাবার সাথে আমার কথা বলা আর সম্ভব হয় নি," নোল বললো। "আমি খুব দেরি করে আটলান্টায় পৌছেছিলাম। আপনার এ বিয়োগ ব্যথায় আমি খুব দুঃখিত।"

"আপনি কখন এসেছিলেন আটলান্টায়?"

"সোমবারে।"

"আর আপনি গতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন আমার অফিসে যেতে?"

"আমি আপনার বাবার মৃত্যুর খবর শুনেছি, আমার মনে হয়েছে এ সময় আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাই ব্যাপারটাকে আমি আপাতত স্থগিত রাখি।"

এই লোকটা হয়তোবা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, তবে তিনি নিজেকে এ ব্যাপারে মনে মনে সতর্ক করে দিলেন। যত যাই হোক, ক্রিস্টিয়ান নোল একজন অচেনা লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। "আপনি কি আমার সাথে একই ফ্লাইটে ছিলেন?"

নোল সম্মতিসূচক মাথা দোলালো। "আমি কোন রকমে ঐ প্লেনে জায়গা পেয়েছিলাম।"

"কথা বলতে আপনি এত সময় কেন লাগালেন?"

"আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছিলাম না। যদি এটা ব্যক্তিগত হয় তাই আমি নাক গলাতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু যদি এটা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কীয় হয় শুধুমাত্র

তাহলেই আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

"আমার মোটেও পছন্দ না কেউ আমাকে অনুসরণ করুক, মিঃ নোল।"

"হয়তোবা এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম।"

রাচেল কাটলারের চোখে ধাবমান ট্যাক্সির ছবি ভেসে উঠল। হয়তোবা সে ঠিকই বলছে?

"আমাকে ক্রিস্টিয়ান ডাকলেই চলবে," নোল বললো।

লোকটার সাথে অযথা বৈরি আচরণ করতে চাচ্ছিলেন না রাচেল। তাছাড়া সে তার জীবনও বাঁচিয়েছে। "ঠিক আছে, ক্রিস্টিয়ানই সই।"

"আপনার ভ্রমণ কি অ্যাম্বার রুম সম্পর্কীয়?"

"আমার মনে হয় না এর উত্তর দেয়া উচিত।"

"আমি যদি খারাপ লোক হতাম, তাহলে তো আর আপনাকে বাঁচাতাম না।"

বেশ ভালো যুক্তি, কিন্তু রাচেলের কাছে তা যথেষ্ট নয়।

"মিস্ কাটলার, আমি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। আমার বিশেষত্ব হচ্ছে শিল্প-সাহিত্য। আমি জার্মান ভাষা পারি এবং দেশটার সাথে পরিচিত। আপনি হয়তোবা একজন অসাধারণ বিচারক, কিন্তু আমার ধারণা আপনি একজন অনভিজ্ঞ গোয়েন্দা ছাড়া আর কিছুই নন।"

জবাবে তিনি কিছুই বললেন না।

"আমি শুধুমাত্র অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারেই আগ্রহী, আর কিছুতে নয়। আপনাকে সবকিছু আমি খুলে বলেছি। এখন আমি চাই আপনি আমাকে সবকিছু খুলে বলুন।"

"আমি যদি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে পুলিশের কাছে যাই?"

"তাহলে আমি স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যাব। তবে আপনার ওপর ঠিকই নজর রাখব কি করেন তা জানার জন্য। আপনি আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যা শেষ পর্যন্ত আমি দেখে ছাড়বো। তবে আমরা একসাথে কাজ করলে অনেক সময় বাঁচানো যেত।"

নোলের মধ্যে একটা বিপজ্জনক কিছু আছে যা তিনি পছন্দ করেন। তার কথাগুলো পরিস্কার ও সরাসরি, এতে কোন রাখঢাক নেই। রাচেল ভালোভাবে নোলের মুখ খুঁটিয়ে দেখলেন অশুভ কোন কিছুর জন্য, কিন্তু পেলেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

"ঠিক আছে, মিঃ নোল। আমি ডানিয়া চাপায়েভকে খুঁজতে এসেছি। উনি কেলহেমে থাকেন।"

নোল বিয়ারের মগে চুমুক দিলো। "এটা এখান থেকে আরো দক্ষিণে, অস্ট্রিয়া সীমান্তের কাছে। আমি গ্রামটা চিনি।"

"তিনি এবং আমার বাবা অ্যাম্বার রুম নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন।"

"চাপায়েভ কি জানতে পারেন সে সম্বন্ধে আপনার কি কোন ধারণা আছে?"

রাচেল সিদ্ধান্ত নিলেন চিঠিগুলোর ব্যাপারটা এখনই নোলকে না জানাতে। "আমি শুধু জানতাম যে তারা এক সময় একসাথে কাজে করেছে।"

"আপনি কিভাবে ওর নাম জানলেন?"

রাচেল মিথ্যা বলবেন বলে মনস্থির করলেন। "আমার বাবা তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন। তারা একসময় খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"

"আমি আপনার কাজে আসতে পারি, মিস্ কাটলার।"

"মি: নোল, আমি চাচ্ছিলাম কয়েকটা দিন নিজের মনে থাকতে।"

"আমি আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আমার মনে আছে বাবার মৃত্যুর কথা। খুব কঠিন ছিলো সে সময়।"

নোলের কথাগুলো আন্তরিকই শোনাল, কিন্তু তবুও সে একজন অচেনা লোক।

"আপনার সাহায্য দরকার। যদি চাপায়েভ কিছু জেনে থাকেন, তাহলে আমি সেই তথ্যকে কাজে লাগাতে পারবো। অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে আমার অগাধ জ্ঞান। এই জ্ঞান কাজে আসতে পারে।"

রাচেল জবাবে কিছুই বললেন না।

"কেলহেমে কবে যাবেন বলে ঠিক করেছেন?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"আগামীকাল সকালে।"

"চলেন, আমি আপনাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব।"

"আমার ছেলে-মেয়েরা কোন অপরিচিত লোকের গাড়িতে উঠুক তা আমি মোটেই চাইবো না। নিজের বেলায় কেন ভিন্ন কিছু চাইবো, বলেন?"

নোল হেসে উঠলো।

"আমি আপনার সেক্রেটারিকে বেশ খোলাখুলিভাবে আমার পরিচয় ও ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলাম। আমাকে ধরা তো খুবই সহজ। তবে যে কোন অবস্থাতেই আমি আপনাকে অনুসরণ করে কেলহেমে যাব।"

আরেকটি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন রাচেল। তার সিদ্ধান্তে তিনি নিজেই বিস্মিত হলেন। "ঠিক আছে, কেন নয়। আমরা একসাথেই যাবো। আমি হোটেল ওয়াল্ডেকে উঠেছি।"

"আর আমি ওয়াল্ডেকের উল্টাপাশের হোটেল এলিজাবেথে।"

রাচেল মাথা নেড়ে হাসতে লাগলেন। "তথ্যটা কেন আমাকে বিস্মিত করছে না?"

তারপর তিনি নোলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোকদের ভিড়ে মিশে গেলেন।

নোল টেবিলে কয়েকটা ইউরো ছুঁড়ে ক্যাফে ত্যাগ করল। সে খাবারের বাজারটা অতিক্রম করে চললো ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাসের দিকে। স্ট্রাসের কিছুটা সামনেই ন্যাশনাল থিয়েটার আর ন্যাশনাল থিয়েটারের সামনে বাভারিয়ার প্রথম রাজা ম্যাক্স জোসেফের মূর্তি ঘিরে সারি সারি ট্যাক্সি দন্ডায়মান। নোল লাইনের চতুর্থ ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেলো। ড্রাইভার মার্সিডিজটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"অভিনয়টা কি ভালো হয়েছে?" ড্রাইভার জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো।

"চমৎকার হয়েছে।"

"ব্রেক কষার পরবর্তী সময়ে আমার পারফরম্যান্স কি বিশ্বাসযোগ্য ছিলো?"

"অসাধারণ ছিলো।" নোল একতাড়া ইউরো ড্রাইভারের হাতে দিলো।

"তোমার সাথে কাজ করে সবসময়ই মজা পাওয়া যায়, ক্রিস্টিয়ান।"

"তোমার সাথেও, এরিক।"

সে ড্রাইভরটিকে ভালোই চেনে, মিউনিখে তার সাথে কয়েকবার কাজও করেছে। মানুষটার উপর সহজেই আস্থা রাখা যার। "তুমি নরম হয়ে যাচ্ছো, ক্রিস্টিয়ান।"

"কিভাবে?"

"তুমি শুধুমাত্র মেয়েটাকে ভয়ই দেখাতে চাইলে, মারতে নয়। ব্যাপারটা তোমার সাথে ঠিক খাপ খায় না।"

নোলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "আমি চাচ্ছিলাম সে আমাকে বিশ্বাস করা শুরু করুক।"

ড্রাইভার ইউরোগুলো গুণে দেখল। "একটা সামান্য ছুকরীর জন্য পাঁচশো ইউরো অনেক বেশি।"

নোলের চোখের সামনে রাচেল কাটলারের আবেদনময় দেহবল্লরী ভেসে উঠলো। মাথা নেড়ে সে বললো, "আমার তা মনে হয় না।"

অধ্যায় ২৫

আটলান্টা, জর্জিয়া

দুপুর ১২ : ৩৫

পল বেশ চিন্তিত বোধ করছেন। দুপুরের খাবার না খেয়ে অফিসেই বসে আছেন তিনি রাচেলের ফোনের প্রত্যাশায়। এখন জার্মানিতে সন্ধ্যা। পল আর নিশ্চিত নন রাচেল ফোন করবে কি না এ ব্যাপারে।

রাচেল সবসময়ই স্পষ্টভাষী, আক্রমণাত্মক ও কঠিন। এসব গুনাবলী তাকে যেমন ভালো বিচারক হতে সাহায্য করেছে, ঠিক তেমনি অনেক বন্ধুকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তবে পল জানেন, ভিতরে ভিতরে রাচেল ঠিকই অনেক উষ্ণ ও প্রেমময়। কিন্তু সেগুলোকে ঢেকে-ঢুকে রাখতে চায়।

তিনি ভালোভাবেই জানেন রাচেল তার বাবার অভাব কি তীব্রভাবেই না অনুভব করছে! ডিভোর্সের পরও পল ও রাচেল মোটামুটি ঘনিষ্ঠই ছিলো। ক্যারল তাদের দুজনকে মিলানোর অনেক চেষ্টা করেছেন।

বুড়ে লোকটা তার শেষ নোটে কি জানি লিখেছিলেন?

পলকে আরেকটা সুযোগ দিয়ে দেখতে পারো।

কিন্তু এ অনুরোধ কোন কাজে আসবে না। তাদের একাকি জীবন যাপনের ব্যাপারে রাচেল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মিলনের ব্যাপারে পলের সমস্ত প্রচেষ্টাই নাকচ করে দিয়ে আসছে সে। কিন্তু আরেকটি বিষয়ও বেশ লক্ষ্যনীয়। সেটা হচ্ছে রাচেলের সামাজিক জীবনের অনুপস্থিতি। পলের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা।

তিনি ফোনের দিকে তাকালেন। কেন সে ফোন করলো না? কি ঘটছে ওখানে? ক্রিস্টিয়ন নোল হয়তোবা তার পিছনে লেগে আছে। হয়তোবা লোকটি বিপজ্জনক, হয়তোব সে তা নয়। নোল সম্পর্কে যা জানার সবই তো সে জেনেছে কালো চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ আর সুগঠিত পদযুগলের অধিকারী এক আকর্ষণীয় নারী জো মায়ার্সের কাছ থেক। মায়ার্সের উত্তরগুলো ছিলো দ্রুত ও প্রাসঙ্গিক। সে যেনো বুঝতে পারছিলো রাচেলের প্রতি পলের মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতার কথা। তিনি নিজেও আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন যা এখন তাকে খোঁচাচ্ছে।

পল ডেস্কের ড্রয়ার খুলে তার প্রাক্তন শ্বশুরের চিঠিগুলো বের করে রাচেলকে উদ্দেশ্য করে লেখা নোট খুঁজে বের করলেন এবং চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন এর উপর :

অমরা কি কখনো অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেয়েছি? হয়তোবা। আমরা কেউই গিয়ে আর নিশ্চিত হই নি। কারণ ততদিনে আমরা বুঝে গেছি সোভিয়েতরা জার্মানদের চেয়েও খারাপ। তাই আমরা অ্যাম্বার রুমকে নির্বিঘ্নেই থাকতে দেই। ডানিয়া এবং আমি শপথ নেই অ্যাম্বার রুমের অবস্থান কখনো প্রকাশ না করার। শুধুমাত্র যখন ইয়াঙ্গি কাটলার

স্বেচ্ছায় সতর্কভাবে তদন্ত চালাতে আগ্রহ দেখায়, তখন আমি আবারো এ ব্যাপারে অনুসন্ধানে ব্যাগ্র হই। ইটালিতে তার শেষ ভ্রমণের সময় সে কিন্তু একটি অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। অনুসন্ধান থামানোর জন্যই প্লেনে বোমা রাখা হয়েছিলো না অন্য কোন কারণে, তা বোধহয় আর কখনই জানা যাবে না। আমি শুধুমাত্র এই জানি যে অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করার কাজ সবসময় বিপজ্জনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

পল আরো কিছুটা পড়ে সতর্কবাণীটা আবারো পেলেন:

কিন্তু অ্যাম্বার রুম নিয়ে কখনো চিন্তা করো না। মনে রেখো প্যাথন ও হ্যালিয়াডেসের কাহিনীটা।

পল অনেক ক্লাসিক পড়েছেন, খুঁটিনাটি অনেক কিছুই তার মনে নেই। তিনি কম্পিউটার অন করে ইন্টারনেটে ঢুকলেন। তারপর একটা সার্চ ইঞ্জিনে 'প্যাথন এবং হ্যালিয়াডেস' লিখে সার্চ দিলেন। একশোটারও বেশি সাইটের হদিস পাওয়া গেলো। তিন নাম্বার সাইটটাই সবচেয়ে সেরা, এটার ওয়েবপেজের শিরোনাম, 'দ্য মিথিকাল ওয়ার্ল্ড অভ এডিথ হ্যামিল্টন।' তিনি প্যাথনের কাহিনী না পাওয়ার আগ পর্যন্ত পুরোটায় চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর প্যাথনেই তিনি মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন :

> সূর্যদেবতা হেলিওসের অবৈধ পুত্র প্যাথন অবশেষে তার বাবার সন্ধান পেল। অনুতপ্ত সূর্যদেবতা তার ছেলেকে তার যে কোন একটি ইচ্ছা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্যাথন একদিনের জন্য তার বাবার মত সূর্য নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। সূর্যরথকে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমগ্র আকাশ জুড়ে দাবড়িয়ে বেড়াবে। হেলিওস ছেলের এই মহাবিপজ্জনক ইচ্ছা শুনে তাকে নিরস্ত্র করতে চাইলেন, কিন্তু প্যাথনকে দমানো গেলো না। অতঃপর হেলিওস তার ছেলের ইচ্ছা মঞ্জুর করলেন কিন্তু সেই সাথে তাকে এ বলে সতর্ক করে দিলেন যে রথ পরিচালনা করা কত কঠিন। কিন্তু প্যাথন সূর্যদেবতর সতর্কবাণী কানে তুললো না। বরঞ্চ সে মশগুল হয়ে রইলো সূর্যরথ চালানোর ইচ্ছায়।
>
> তবে আকাশে উঠার পর প্যাথন দ্রুত বুঝতে পারলো যে তার বাবার সতর্কবাণীর সবকয়টাই সঠিক। সে রথের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। ঘোড়াগুলো সূর্য নিয়ে সোজা পৃথিবী পানে চললো। নিরূপায় জিউস্ বজ্র নিক্ষেপ করে রথটা ধ্বংস করে দিলেন; মারা গেলো প্যাথন। প্যাথনের নিথর দেহ এরিডানুস নামক নদীতে পতিত হলো।

আসলে ক্যারল এই কাহিনীর মাধ্যমে রাচেলকে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সে তো তা শুনলো না। প্যাথনের মতো সেও একটি অবাস্তব অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। হয়তোবা ক্রিস্টিয়ান নোল জিউসের মতো তার ওপর বজ্র নিক্ষেপ করবে।

পল ফোনের দিকে তাকালেন রিংয়ের শব্দ শোনার আশায়। কিন্তু সেটা আর শোনা গেলো না।

এখন তার কি করা উচিত?

তিনি একদমই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন। ছেলে মেয়েদের সাথে সময় কাটিয়ে রাচেলের ফেরার প্রতীক্ষা করতে পারেন। অথবা তিনি পুলিশে খবর দিতে পারেন।

কিন্তু আরেকটা পথও খোলা আছে। এই পথটাকেই তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হলো। পল একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। দুপুর ১:৫০। জার্মানিতে এখন বাজে ৭:৫০। তিনি ফোন বুক খুঁজে নাম্বার বের করে ডেল্টা এয়ারলাইসে ফোন করলেন। ওপাশে ফোন ধরার পর তিনি বললেন, "আমি আজ রাতে আটলান্টা থেকে মিউনিখগামী একটা ফ্লাইট চাচ্ছি।"

অধ্যায় ২৬

কেলহেম, জার্মানি
শনিবার, ১৭ই মে, সকাল ৮:০৫

কেলহেম গ্রামের ফার্গেনসি লেকের পূর্ব তীর ঘেষে পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ছবির মতো বাড়ি। বাজারের মাঝখানে অবস্থিত একটি খাড়া চার্চ, সামনেই ব্যস্ত প্লাজা প্রান্তর। নীল পানির লেকে সাদা পাল তোলা সেইলবোটের আনাগোনা লক্ষ্যণীয়।

সুজান ড্যানজার তার ভাড়া করা অদিটা চার্চের দক্ষিণে রাখলো। শনিবার সকালের বাজারের জন্য স্কোয়ারের খোয়া বিছানো পথ দোকানিতে পরিপূর্ণ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কাঁচা মাংস, শাক-সবজি ও তামাকের গন্ধ। সুজান বাজার করতে আসা লোকদের ভিড় ঠেলে এগুতে থাকলো। বাচ্চারা একপাশে হৈ-চৈ করে খেলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। হঠাৎ বুথের এক রূপালি চুলো বুড়োর ওপর সুজানের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ডানিয়া চাপায়েভের চেয়ে বুড়োটার বয়স খুব একটা বেশি হবে না। সুজান এগিয়ে গিয়ে লোকটার আপেল ও চেরির প্রশংসা করতে লাগলো।

"ফলগুলো তো দারুণ," সুজান জার্মান ভাষায় বললো।

"আমি নিজে ফলিয়েছি," বৃদ্ধ লোকটি জবাবে বললেন।

মুখে হাসি নিয়ে সুজান তিনটা আপেল কিনলো। তার বেশ-ভূষা উপলক্ষ্যটার জন্য একদম সঠিক। লালচে সোনালী পরচুলা, ফর্সা ত্বক, বাদামি চোখ। বুকের সাইজও সে বাড়িয়েছে কৃত্রিম সিলিকনের সাহায্যে। কোমর ও উরু আরো সুগঠিত দেখানোর জন্য প্যাড পরেছে সুজান। তার পরনে ফ্লানেলের শার্ট, পায়ে বুটজুতা ও চোখে সাগ্লাস। পরবর্তীতে, প্রত্যক্ষদর্শীরা হয়তো এক বিশালবক্ষা রমণীর কথা বলবে।

"আপনি কি জানেন ডানিয়া চাপায়েভ কোথায় থাকেন?"সে অবশেষে জিজ্ঞেস করলো। "তিনি বেশ বয়স্ক লোক। কেলহেমেই থাকেন। আমার দাদার বন্ধু। আমি তার জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি কিন্তু তার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি।"

বুড়ো লোকটা আফসোসের সুরে মাথা নাড়লেন। "কি দুর্ভাগ্যজনক, মিস।"

"জানি। আমি একটু আপনভোলা। আমার মন হাজার মাইল দূরে থাকে।"

"আমি জানি না চাপায়েভ কোথায় থাকেন। আমি নেসল ওয়াং থেকে এসেছি। তবে আমি এখানকার কারো সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

তাকে বাধা দেবার আগেই বৃদ্ধ লোকটি স্কোয়ারের অপর প্রান্তের এক লোকের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন। সুজান চাচ্ছিল না খুব বেশি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ

করতে। বৃদ্ধ লোকটি ফরাসী ভাষায় বেশ কিছুটা সময় ধরে অন্য লোকটার সাথে কথাবার্তা বললেন।

"এডুয়ার্ড চাপায়েভকে চেনে। সে বলছে চাপায়েভ নাকি শহরের উত্তর দিকে থাকে। লেকের একদম তীর ঘেঁষে।"

তথ্যটা শুনে সুজান হেসে মাথা নাড়লো। তারপর স্কোয়ারের অপর প্রান্তের লোকটি চিৎকার করে ডেকে উঠল, "জুলিয়াস! জুলিয়াস!"

বারো বছরের একটি ছেলেকে স্টলের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেলো। ছেলেটার মাথা ভর্তি হালকা বাদামি চুল এবং চোহারাটা বেশ মিষ্টি। বৃদ্ধ দোকানি ছেলেটার সাথে কথা বললেন, তারপর ছেলেটা সোজা সুজানের দিকে ছুটে আসলো।

"আপনি কি চাপায়েভকে খুঁজছেন?" ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো। "উনি আমার দাদা। আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

ছেলেটার উৎসুক চোখজোড়া সুজানের উদ্ধত স্তনের উপরই নিবদ্ধ। সুজানের মুখের হাসি চওড়া হলো। "তাহলে চল, পথ দেখাও।"

সব বয়সের পুরুষদের কত সহজেই না বশীভূত করা যায়!

অধ্যায় ২৭

সকাল ৯:১৫

রাচেল তার পাশেই ড্রাইভিং সিটে বসা ক্রিস্টিয়ান নোলের দিকে একবার আড় চোখে তাকালেন। তারা দুজন গাড়িতে করে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছেন, গন্তব্য কেলহেম।

"জায়গাটা দারুণ সুন্দর," রাচেল বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন।

"আল্পসে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বসন্তকালই শ্রেষ্ঠ সময়। জার্মানিতে কি এটাই আপনার প্রথম সফর?"

রাচেল মাথা উপর-নিচ দোলালেন।

"জায়গাটা আপনার খুব পছন্দ হবে।"

"আপনি কি অনেক ঘুরে বেড়ান?"

"সবসময়।"

"আপনার বাড়ি কোথায়?"

"ভিয়েনায় আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, তবে আমি খুব কমই ওখানে থাকি। কাজের জন্য সারা দুনিয়া আমাকে চক্কর দিতে হয়।"

রাচেল তার রহস্যময় সফরসঙ্গীটিকে ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তার কাঁধগুলো প্রশস্ত, গলা মোটা এবং বাহুগুলো লম্বা ও শক্তিশালী। নোলের পরনে প্লেইড শার্ট, জিনস ও বুট। তার গা থেকে মিষ্টি পরিফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

"কেজিবি শিটে লেখা আছে যে আপনার দুই সন্তান। আপনি কি বিবাহিত?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

"আমেরিকায় এই জিনিসটা খুব প্রচলিত।"

"মানুষ কেন যেনো একসাথে থাকতেই পারছে না।"

"আপনার প্রাক্তন স্বামী কি একজন আইনজীবী ?"

"আটলান্টার অন্যতম সেরা আইনজীবী।"

"বাবা হিসেবে উনি কি ভালো?" নোল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার প্রাক্তন স্বামী? ওহ্, হ্যা। বাবা হিসেবে সে দারুণ।"

"ভালো স্বামীর চেয়েও কি তিনি ভালো বাবা ছিলেন?"

"আমি এ ধরনের কিছু বলবো না। পল একজন ভালো মানুষ। যে কোন মেয়েই তাকে পেলে রোমাঞ্চিত হবে।"

"আপনি কেন হন নি?"

"আমি এটা বলিনি যে আমি রোমাঞ্চিত হই নি। আমি শুধুমাত্র এটা বলেছি যে আমাদের পক্ষে একসাথে থাকা আর সম্ভব হচ্ছিল না।"

নোল যেনো অনুধাবন করতে পারছিলো রাচেল কাটলারের দ্বিধাগ্রস্ততা। "আমি আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাচ্ছি না। আসলে মানুষের জীবন যাপন আমাকে খুব আকর্ষণ করে। তাই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্যদের দেখি। সাধারণ ঔৎসুক্য।"

"না, ঠিক আছে। আমি কিছুই মনে করি নি।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, "পলকে টেলিফোন করে বলা উচিত ছিলো আমি কোথায় থাকছি।"

"আপনি আজ বিকালেও তাকে জানাতে পারবেন।"

"আমার এখানে আসার ব্যাপারে সে মোটেও খুশি না। বাবা ও পল দুজনই আমাকে অ্যাম্বার রুম থেকে দূরে থাকতে বলেছে।"

"আপনি কি আপনার বাবার মৃত্যুর আগে তার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন?"

"না, তিনি উইলের সাথে আমার জন্য একটা নোট রেখে যান।"

"তাহলে আপনি এখানে কেন আসলেন?"

"কিছু একটা না করলে মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না।"

"আমি বুঝতে পারছি। অ্যাম্বার রুম একটি লোভনীয় পুরস্কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সবাই এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"আমিও সে কথাই শুনেছি। এটা কি এতই বিশেষ কিছু?"

"বলা কঠিন। একেকজনের কাছে শিল্প একেক রকম। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যাম্বার রুম দেখে সবাই এর উচ্চ প্রশংসা করেছে। ভেবে দেখুন একবার, পুরো ঘর অ্যামবারে প্যানেল করা।"

"শুনতেই ভালো লাগছে।"

"অ্যাম্বার প্রচণ্ড দামী। আপনি কি এ ব্যাপারে অনেক জানেন?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"খুব কমই জানি।"

"এটা হচ্ছে ফসিলকৃত গাছের রজন, চার-পাঁচ কোটি বছরের পুরনো। গ্রীকরা অ্যাম্বারকে বলতো ইটেলেক্ট্রন, 'সূর্যের অংশ'–এই নামের কারণ হচ্ছে অ্যাম্বারের উজ্জ্বলতা এবং ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা।"

"আমি এ তথ্য জানতাম না।"

নোল বলে চললো, "মধ্যযুগীয় ডাক্তাররা গলাব্যথা সারানোর জন্য অ্যাম্বারের ভাপ দেয়ার কথা বলতেন। রাশিয়ানরা এটাকে বলতো 'সমুদ্রের ধূপ'। তারা আরো–দুঃখিত, আমার লেকচার শুনে আপনি হয়তো বিরক্ত বোধ করছেন।"

"না, মোটেই না। দারুণ লাগছে শুনতে।"

"অ্যাম্বারের ভাপ বা বাষ্প ফলও পাকিয়ে ফেলতে পারে। অ্যাম্বারের ভাপে যথেষ্ট পরিমাণে ইথাইনিল আছে যা ফল পাকানোর প্রক্রিয়া দ্রুততর করে। তাছাড়া, এটা চামড়াও নরম করে ফেলতে পারে। মিসরীয়রা মমি প্রস্তুত করার কাজে অ্যাম্বারের ভাপ ব্যবহার করতো।"

"আমার জ্ঞান অ্যাম্বারের গয়নগাটির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ।"

"ফ্রান্সিস বেকন এটাকে বলতেন, 'রাজকিয় শবাধারের চেয়েও বেশি কিছু।' বিজ্ঞানীরা অ্যাম্বারকে বিবেচনা করেন টাইম ক্যাপসুল হিসেবে। অ্যাম্বার আড়াইশো'রও বেশি ধরনের রংয়ের হয়ে থাকে। নীল এবং সবুজ সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য। লাল, হলুদ, বাদামি, কালো ও সোনালি রং সবচেয়ে প্রচলিত। আর অ্যাম্বার রুম বানানো হয় আঠারো শতকে।"

"আপনি বিষয়টা সম্পর্কে খুব ভালো জানেন।"

"এটাই আমার কাজ।"

গাড়ির গতি কমে আসলো।

"এখান থেকে আমরা হাইওয়ে দিয়ে পশ্চিম দিকে যাব। জায়গাটা কেহলহেম থেকে খুব দূরে নয়।" নোল ডানদিকে হুইল ঘুরিয়ে গিয়ার পরিবর্তন করে গতি বৃদ্ধি করলো।

"আপনি কার হয়ে কাজ করেন?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"বলতে মানা আছে। আমার বস্ পরিচিতি চান না।"

"কিন্তু এটা নিশ্চিত যে আপনার বস অনেক ধনী।"

"কিভাবে?"

"আপনাকে শিল্প-সামগ্রী খোঁজে আনার জন্য দুনিয়ার আনাচে কানাচে পাঠানো এটা দরিদ্র কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" রাচেল গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিলেন। "আমরা উপরে উঠছি, তাই না?"

"আল্পসের শুরু এখান থেকেই। তারপর এটা দক্ষিণে ইটালির দিকে গেছে। কেহলহেম যাওয়ার আগে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়া শুরু করবে।"

রাচেল এত সময়ে বুঝতে পারলেন কেন নোল লং-স্লিভ শার্ট পরে আছে। তিনি নিজে অবশ্য খাকি শর্টস ও শর্ট- স্লিভ গেঞ্জি পরে আছেন।

"গতকালকে আমি যা বলেছিলাম তা মন থেকেই বলেছিলাম। আমি খুবই দুঃখিত আপনার বাবার ব্যাপারে," নোল বললো।

"তার বয়স হয়েছিলো।"

"বাবা-মা'দের ব্যাপারে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস হচ্ছে, একদিন তাদেরকে হারাতে হয় আমাদের।"

রাচেল জানেন, নোল কথাগুলো ভদ্রতাবশে বলছে। তবুও মনে মনে তিনি নোলের এ সহানুভূতির প্রশংসা করলেন। নোল ধীরে ধীরে তার কাছে এক কৌতূহলউদ্দীপক চরিত্রে পরিণত হচ্ছে এবং তার মনেও জায়গা করে নিচ্ছে।

অধ্যায় ২৮

দুপুর ১১ : ৪৫

দরজায় দাঁড়ানো বৃদ্ধ লোকটিকে রাচেল ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। বেঁটে ও সরু মুখের অধিকারী মানুষটার মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া রূপালি চুল। তার দেহ কৃশকায়, ত্বক মাত্রাতিরিক্ত সাদা এবং তার মুখমন্ডল কুঁচকে আছে ওয়ালনাট গাছের মতো। বৃদ্ধ লোকটির বয়স অন্তত আশি হবেই।

"ডানিয়া চাপায়েভ? আমি রাচেল কাটলার। ক্যারল বোরয়ার কন্যা।"

বৃদ্ধ মানুষটি তার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। "তুমি ক্যারলের মুখের আদল পেয়েছ।"

রাচেল হেসে উঠলেন। "তিনি খুবই গর্বিত হতেন কথাটা শুনে। আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?"

"হ্যা, অবশ্যই," চাপায়েভ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন।

রাচেল ও নোল ক্ষুদ্রাকৃতির ঘরটাতে ঢুকলেন। এক তলা দালানটি পুরনো কাঠ এবং ক্ষয়ে যাওয়া প্লাস্টারে নির্মিত।

"তোমরা আমার বাসা কিভাবে খুঁজে পেলে?" চাপায়েভ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা শহরে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার ব্যাপারে," রাচেল বললেন।

আগুন ঘরটাকে উষ্ণ করে রেখেছে। রাচেল এবং নোল সোফায় গিয়ে বসলো। চাপায়েভ তাদের মুখোমুখি একটি রকিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দারুচিনি ও কফির গন্ধ। চাপায়েভ তাদেরকে ড্রিঙ্ক সাধলেন, কিন্তু তারা দুজনই মানা করে দিলেন। রাচেল চাপায়েভের সাথে নোলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর তার বাবার মৃত্যু সংবাদ দিলেন। বৃদ্ধ মানুষটি এই খবর শুনে প্রচণ্ড বিস্মিত হলেন। অশ্রুসজল নয়নে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি।

"সে একজন ভালো মানুষ ছিলো," অবশেষে চাপায়েভ বললেন।

"আমি এখানে এসেছি, মিঃ চাপায়েভ–"

"দয়া করে আমাকে ডানিয়া বলে ডাকো।"

"ঠিক আছে। ডানিয়া। আমি এখানে এসেছি, অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে বাবা এবং আপনি যে চিঠি চালাচালি করেছেন, সে কারণে। আমি ওগুলো পড়েছি। অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে যে গোপন তথ্য আপনারা জানেন সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে এও বলেছেন বুড়ো হয়ে যাওয়ার কারণে আর সরেজমিনে গিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় নি। আমি সেটাই খুঁজতে এসেছি।"

"কেন, বাছা?"

"বাবার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।"

"তিনি কি কখনো এ সম্পর্কে তোমার সাথে কথা বলেছিলেন?"

"তিনি যুদ্ধ ও এর পরবর্তী সময় নিয়ে খুব কমই কথা বলতেন।"

"হয়তোবা তার এই নীরবতার কোন কারণ ছিলো।"

"নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিলো। কিন্তু তিনি এখন আর নেই।"

চাপায়েভ কিছু সময় ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। রাচেল নোলের দিকে তাকালেন; নোল অবশ্য একমনে চাপায়েভকেই লক্ষ্য করছে। চিঠির কথা শুনে যে নোল বিস্মিত হয়েছে এটা বুঝা গেছে। তিনি ইচ্ছা করেই নোলের কাছে চিঠির কথা তুলেন নি। হয়তোবা সে এ নিয়ে প্রশ্ন করবে।

"হয়তোবা সময় হয়েছে," চাপায়েভ মৃদুস্বরে বললেন। "সবকিছু খুলে বলার মুহূর্ত হয়তোবা অবশেষে উপস্থিত হয়েছে।"

রাচেলের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেলো। এই বুড়ো লোকটা কি সত্যি সত্যি অ্যাম্বার রুম কোথায় তা জানেন?

"কি ভয়ঙ্কর দানবই না ছিলো এরিক কোচ," চাপায়েভ ফিসফিসিয়ে বললেন।

রাচেল কথাটি ভালোমতো বুঝতে পারলেন না। "কোচ?"

নোল বলে উঠলো, "হিটলারের একজন প্রাদেশিক গর্ভনর। কোচ ইউক্রেন ও প্রুশিয়া শাসন করতো।"

চাপায়েভের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো। "কোচ বলতো তার সাথে যদি কোন ইউক্রেনীয় একই টেবিলে বসে, তাহলে সে সাথে সাথে তাকে গুলি করবে। তার নৃশংসতার কারণে চার কোটি ইউক্রেনীয় পুরো জার্মান জাতকেই ঘৃণা করা শুরু করে। সত্যিই এ এক অনন্য অর্জন!"

নোল জবাবে কিছুই বললো না।

চাপায়েভ বলে চললেন, "যুদ্ধের পর অ্যাম্বার রুমের টোপ দেখিয়ে কোচ রাশিয়ান ও জার্মানদের কি ঘোরানটাই না ঘুরিয়েছে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য। ক্যারল ও আমি তার এই ভানুমতির খেল দেখেও কিছু করতে পারি নি।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না," রাচেল বললেন।

নোল জবাবে বললো, "পোলান্ডে কোচের বিচার হয়েছিলো এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার ফাঁসির আদেশও দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সোভিয়েতরা বারবার মৃত্যুদন্ডাদেশ স্থগিত করতে থাকে। কারণ কোচ দাবি করে আসছিলো যে অ্যাম্বার রুম কোথায় লুকানো আছে তা সে জানে। ১৯৪১ সালে কোচের নির্দেশেই লেনিনগ্রাদ থেকে অ্যাম্বার রুম সরিয়ে কোনিংসবার্গে নিয়ে আসা হয়। ১৯৪৫ সালে সে-ই আবার ওটা খালি করার নির্দেশ দেয় যখন জার্মানির পরাজয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। সে এই জ্ঞানটুকু সম্বল করে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায় কারণ সে জানতো, সোভিয়েতরা তার কাছে থেকে সঠিক অবস্থান জেনে নিলে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না।"

বাবার কাছে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি আর্টিকেলের কথা মনে পড়ে গেলো

রাচেলের। "সে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে একটা নিশ্চয়তা পায়, তাই না?"

"১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে," চাপায়েভ বললেন। "কিন্তু আহাম্মকটা সেই সাথে এও দাবি করে যে অ্যাম্বার রুমের সঠিক অবস্থান সে আর মনে করতে পারছে না। যুদ্ধের পরে কোনিংসবার্গের নাম পাল্টে কালিনিনগ্রাদ রাখা হয়েছিলো এবং এটাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তও করা হয়। শহরটাকে বোমা মেরে আর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয় যুদ্ধের সময়ে। তারপর যুদ্ধশেষে তারা আবার শহরটাকে পুর্নগঠন করে। পুরাতন শহরটার আর কিছুই বাকি ছিলো না। কোচ সোভিয়েতদের দায়ী করে বলে যে তারা সব পুরাতন চিহ্ন ধ্বংস করে ফেলেছে। সেজন্যই সে আর অ্যাম্বার রুমের সঠিক অবস্থান বলতে পারছে না।"

"কোচ আসলে কিছুই জানতো না, তাই না?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"আসলেই সে জানতো না। সে ছিলো এক নোংরা সুবিধাবাদী।"

"তাহলে আমাদের বলুন, আপনি কি অ্যাম্বার রুম খুঁজে পেয়েছিলেন?"

চাপায়েভ সম্মতির ভঙ্গিত মাথা দোলালেন।

"আপনি এটা দেখেছেন?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"না। কিন্তু আমি জানি এটা ওখানেই আছে।"

"আপনি কেন এ খবর গোপন রাখলেন?"

"স্টালিন ছিলেন একটা আস্ত শয়তান। তিনি রাশিয়ার ঐতিহ্য চুরি করে সোভিয়েতদের জন্য দূর্গ বানাতে চেয়েছেন।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।" রাচেল বললেন।

"মস্কোয় একটি আকাশ ছোঁয়া দালান," চাপায়েভ বললেন। "তিনি চাচ্ছিলেন ওটার উপরে লেনিনের বিশাল একটা মূর্তি গড়তে। ভাবতে পারো জিনিসটা? আমাদের চুরি করে আনা সব সম্পদ প্রদর্শিত হতো ওখানে। এটা হিটলারের পরিকল্পনার চেয়ে আলাদা কিছু ছিলো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্টালিন শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেন নি।" চাপায়েভ তার মাথা নাড়ালেন। "পাগলামি, চরম উন্মত্ততা। তাই আমি এবং ক্যারল সিদ্ধান্ত নিই, আমরা যা খুঁজে পেয়েছি তা প্রকাশ করবো না। স্টালিনের মতো এক শয়তানের প্রদর্শনীর সামগ্রী হওয়ার চেয়ে লুপ্ত থাকাই ভালো।"

"আপনি অ্যাম্বার রুম কিভাবে খুঁজে পেলেন?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"দুর্ঘটনাক্রমে। এক রেলের কর্মীর সাথে সাক্ষাৎ হয় ক্যারলের যে আমাদের গুহাগুলোর কথা বলে। গুহাগুলো ছিলো রাশিয়ান সেক্টরে, পরবর্তীতে যা পূর্ব জার্মানি হয়। জার্মানি যখন একত্র হয় তখন কি ভয়ানক জিনিসই না ঘটে! কি বলেন, হের নোল?"

"আমি রাজনীতি সম্পর্কে মতামত দেই না, কমরেড চাপায়েভ। তাছাড়া আমি একজন অস্ট্রিয়ান, জার্মান নই।"

"অদ্ভুত। আমি যেনো আপনার কণ্ঠস্বরে একটা বাভারিয়ান টান লক্ষ্য করলাম।"

"আপনার শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর!"

চাপায়েভ রাচেলের দিকে তাকালেন। "এটাই ছিলো তোমার বাবার ডাকনাম। ওয়াই-এক্স-ও বা ইয়ারস্। এই নামেই ওকে মউতহৌসেনে ডাকা হতো। ব্যারাকে কেবলমাত্র ওই জার্মান বলতে পারতো।"

"আমি এটা জানতাম না। ক্যাম্পের কথা খুব কমই বলতেন বাবা।"

"না বলারই কথা। আমি শেষ কয়েকটা মাস ক্যাম্পে কাটিয়েছি, জানি এর ভয়াবহতা।"

রাচেল বুঝতে পারছিলেন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তায় অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি কাজের কথায় আসলেন। তিনি বললেন, "ডানিয়া, আপনি কি আমাদের বলতে পারেন অ্যাম্বার রুম কোথায়?"

"উত্তরের গুহায়। হার্জ পবর্তমালায়। ওয়ার্থবার্গের কাছে।"

"আপনি কোচের মত কথা বলছেন," নোল বলে উঠলো। "এই গুহাগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে।"

"আমি যেগুলোর কথা বলছি, সেগুলো হয় নি। এগুলো পূর্বদিকের অংশে আছে। সোভিয়েতরা এগুলোতে কাউকে ঢুকতে দিত না। গুহার সংখ্যাও অনেক কাজেই, প্রচুর সময় লাগার কথা সবগুলো খুঁজে দেখতে। নাৎসিরা অনেকগুলোতে এক্সপ্লোসিভ ফিট করে রেখেছিলো। আমার এবং ক্যারলের ওখানে না যাওয়ার এটা ছিলো একটা কারণ।"

নোল একটা নোটবুক আর কলম বের করল পকেট থেকে। "একটু ম্যাপ এঁকে দেখান।"

চাপায়েভ বেশ কিছুটা সময় নিয়ে স্কেচ আঁকলেন। রাচেল এবং নোল চুপচাপ বসে রইলেন। আঁকা শেষ হলে চাপায়েভ নোটবুকটা ফিরিয়ে দিলেন নোলকে।

"সূর্যালোকের সাহায্যে সঠিক গুহার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে," চাপায়েভ বললেন। "যতদূর জানি প্রবেশমুখটা লোহার বেড়ি দিয়ে আটকানো। জার্মান অথরিটি এখনও এই গুহাগুলোয় ঢুকে সব এক্সপ্লোসিভ বের করতে পারে নি। আমি আমার স্মৃতির উপর নির্ভর করে একটা টানেলের ম্যাপ এঁকেছি। শেষের দিকে গিয়ে হয়তোবা তোমাদের কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। কিন্তু তোমরা একটা লোহার দরজা খুঁজে পাবে যা চেম্বারের দিকে গেছে।"

নোল বললো, "আপনি এই কথাটা কয়েক দশক ধরে গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তবুও দুজন আগন্তুককে এ গোপন কথাটি বলতে কোন কুণ্ঠবোধ করলেন না, কেন?"

"রাচেল মোটেও আগন্তুক নয়।"

"আপনি কিভাবে জানেন ও মিথ্যা বলছে না?"

"তার চেহারার সাথে ক্যারলের চেহারার অসম্ভব মিল।"

"আপনি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এমনকি আপনি এটাও জানতে চান নি, এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য।"

"যদি রাচেল আপনাকে নিয়ে এসে থাকে তাহলে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি একজন বয়স্ক লোক, হের নোল। আমার সময় কম। কোন একজনের সবকিছু জানা দরকার। হয়তোবা ওখানে কিছুই নেই। আপনি নিজে গিয়েই তো জিনিসটা দেখতে পারেন।" চাপায়েভ রাচেলের দিকে তাকালেন। "এই-ই আমার বলার ছিলো, বাছা। এখন আমি ক্লান্ত, কিছুটা সময় বিশ্রাম নিতে চাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, ডানিয়া। আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা দেখব ওখানে সত্যিই অ্যাম্বার রুম আছে কিনা।"

চাপায়েভ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "খুঁজে বের করো ওটা, বাছা। খুঁজে বের করো।"

"দারুণ, কমরেড," চাপায়েভ শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার পর সুজান ড্যানজার এ কথাটি বলে উঠলো। রাচেল এবং নোল কিছুক্ষণ আগেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। "আপনি কখনো অভিনেতা হবার কথা ভেবেছেন? ক্রিস্টিয়ান নোলকে বোকা বানানো খুব সোজা না। কিন্তু আপনি তাকে আচ্ছামতো বোকা বানিয়েছেন। আমারই আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।"

"তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে যে নোল এ গুহাগুলো দেখতে যাবে?"

"সে তার নতুন বসকে খুশি করতে খুবই আগ্রহী। তাই সে ঝুঁকিটা নেবে।"

চাপায়েভ তার নাতির দিকে তাকালেন। ছেলেটাকে ওক কাঠের চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, মুখে তার টেপ আটকানো।

"আপনার প্রিয় নাতির খুব পছন্দ হয়েছে আপনার অভিনয় দক্ষতা।" সে ছেলেটার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। "তাই না, জুলিয়াস?"

ছেলেটা চেষ্টা করলো বাঁধন থেকে এক ঝটকায় মুক্তি পেতে। সুজান তার সাইলেন্সার পিস্তলটি ছেলেটার মাথা বরাবর তাক করলো। জুলিয়াস বিস্ফোরিত চোখে দেখতে লাগলো উদ্যত ব্যারেল।

"এর কোন দরকার নেই," চাপায়েভ দ্রুত বললেন। "তুমি যা বলেছো আমি তাই করেছি। আমি ঠিকঠাকমত ম্যাপ এঁকেছি, অন্য কোন কৌশলও খাটাই নি। তবে রাচেলের জন্য খুব খারাপ লাগছে। এটা তার প্রাপ্য নয়।"

"বেচারি রাচেল নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে।"

"আমরা কি অন্য কোন ঘরে যেতে পারি?" চাপায়েভ জিজ্ঞেস করলেন।

"যা আপনি মনে করেন। আমার মনে হয় না, জুলিয়াসের এ ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। আছে কি?"

তারা বাইরে বেরিয়ে আসলে চাপায়েভ শোবার ঘরের দরজা লাগালেন। "এত কম বয়সে মৃত্যু ছেলেটার প্রাপ্য নয়," চপায়েভ মৃদুস্বরে বললেন।

"দারুণ উপলব্ধি, কমরেড চাপায়েভ।"

"দয়া করে এ নামে ডেকো না।"

"আপনি আপনার সোভিয়েত ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত নন?"

"আমার কোন সোভিয়েত ঐতিহ্য নেই। আমি ছিলাম সাদা রাশিয়ান। শুধুমাত্র হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই আমি তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলাম।"

সুজান কিছুই বললো না।

"তুমি লোরিংয়ের হয়ে কাজ করো, তাই না?" চাপায়েভ জিজ্ঞেস করলেন। "জোসেফ এতদিনে নিশ্চয়ই মারা গেছে। এখন নিশ্চয়ই তার ছেলে আর্নস্টই সবকিছু দেখভাল করছে।"

"আবারো, দারুণ উপলব্ধি, কমরেড।"

"আমি জানতাম একদিন তুমি আসবে। তবুও আমি সুযোগটা নিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা এসবের সাথে জড়িত নয়। তাকে ছেড়ে দাও।"

"সে হচ্ছে আমার জন্য একটা সমস্যা, ঠিক আপনার মত। আমি ক্যারল বোরিয়া ও আপনার মধ্যকার চিঠিগুলো পড়েছি। কেন আপনি জিনিসটা নিয়ে এত মাথা ঘামাতে গেলেন? আর কার কার সাথে আপনি চিঠি চালাচালি করেছেন? আমার বস আর কোন সুযোগ দিতে চাচ্ছেন না। বোরিয়াসহ সব অনুসন্ধানকারীই মারা গেছে। শুধুমাত্র আপনিই বাকি।"

"তুমিই ক্যারলকে হত্যা করেছ, তাই না?"

"এই জায়গাটায় হের নোল আমাকে হারিয়ে দেন।"

"রাচেল এটা জানে না?"

"না।"

"কি বিপদেই না আছে সে!"

"এটা একান্তই তার সমস্যা, কমরেড।"

"আমি জানি, তুমি আমাকে খুন করবে। এতে আমার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু দয়া করে ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। সে তোমাকে সনাক্ত করতে পারবে না। ও রাশিয়ান ভাষাও বুঝে না। আমাদের কথাবার্তা ও এক বর্ণও বুঝে নি। তাছাড়া নিশ্চয়ই এটা তোমার ছদ্মবেশ। ছেলেটা কোনভাবেই পুলিশকে সাহায্য করতে পারবে না।"

"আমার পক্ষে সম্ভব না তাকে ছেড়ে দেয়া।"

চাপায়েভ হঠাৎ করে সুজানকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃদ্ধ চাপায়েভের এই নিরর্থক প্রচেষ্টা এক পাশে সরে গিয়ে পাশ কাটালো সুজান।

"এর কোন প্রয়োজন ছিলো না, কমরেড।"

চাপায়েভ হাঁটু গেড়ে বসলেন। "দয়া করো। কুমারী মেরির দোহাই, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।"

সুজান তার পিস্তলটা চাপায়েভের খুলি লক্ষ্য করে তাক করলো। "বিদায়, কমরেড।"

অধ্যায় ২৯

"চাপায়েভের সাথে আপনি একটু বাজে ব্যবহার করে ফেললেন না?" রাচেল বললেন।

তারা গাড়িতে করে উত্তর দিকে যাচ্ছে কেলমেহকে এক ঘণ্টা পিছনে ফেলে রেখে। গাড়ি রাচেলই চালাচ্ছেন।

নোল চাপায়েভের অঙ্কিত স্কেচ থেকে মুখ তুলে তাকাল। "আপনার বুঝা উচিত, রাচেল, আমি এ কাজ অনেক বছর ধরে করছি। মানুষ সত্য বলার চেয়ে মিথ্যাই বলে বেশি। চাপায়েভ বললেন অ্যাম্বার রুম হার্জ গুহায় আছে। এ থিওরির কথা হাজারবার বলা হয়েছে। তিনি সত্য বলছেন কিনা এটা নিশ্চিত হবার জন্যই আমি তার ওপর চাপ প্রয়োগ করছিলাম।"

"তাকে আন্তরিকই মনে হয়েছে।"

"আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে যে এত বছর খোঁজাখুঁজির পর অ্যাম্বার রুম কিনা একটি অন্ধকার টানেলের শেষে অপেক্ষা করছে!"

"আপনি না বললেন ওখানে শতশত টানেল আছে যার বেশিরভাগই খুঁজে দেখা হয় নি? খুবই বিপজ্জনক, তাই না?"

"ঠিকই বলেছেন। কিন্তু চাপায়েভ যে এলাকার কথা বলেছেন তার সাথে আমি পরিচিত। আমি নিজেই ওখানে খুঁজে দেখেছি।" রাচেল নোলকে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় ও তার অভিযানের কথা বললেন।

"স্টোড হার্জ পবর্তমালা থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে," নোল বললো। "ওখানে প্রচুর গুহা আছে। গুপ্তধন শিকারীরা এটাও মনে করেন গুহাগুলো লুটের মালে ভর্তি।"

"আপনি কি তা মনে করেন না?"

"আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে কত লুপ্ত সম্পদ একদম সাধারণভাবে মানুষদের শোবার ঘরের টেবিলে বা দেয়ালে পড়ে আছে। ১৯৬০ সালের দিকে, একটা খামারবাড়িতে ক্লদ মনের একটা পেইন্টিং খুঁজে পাওয়া যায়। খামারবাড়ির মালিক সামান্য একতাল মাখনের বিনিময়ে ওটা কেনেন। এরকম বহু গল্প আছে, রাচেল।"

"আপনি কি এধরনের সুযোগ খুঁজে বেড়ান?"

"হ্যা, অন্যান্য অনুসন্ধানের সাথে।"

রাস্তা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে এবং তারা ক্রমান্বয়ে পর্বতাঞ্চলে প্রবেশ করছে। গাড়ি থামিয়ে তারা জায়গা অদল-বদল করে নিলো। রাচেল আসলেন প্যাসেঞ্জার সিটে, নোল ড্রাইভিং সিটে।

"এটাই হচ্ছে হার্জ। মধ্য জার্মানির সবচেয়ে উত্তরদিকের পর্বতমালা।" আল্পসের মত অত উঁচু কিংবা বরফাবৃত নয় হার্জ পর্বতমালা। বরঞ্চ এটা ঢেকে আছে ফার, বিট

এবং ওয়ালনাট গাছে।

"এটা হচ্ছে গ্রিমের জন্মস্থান," নোল বললো। "জাদুর রাজ্য। অন্ধকার যুগে, পাগান ধর্মের জন্য এটা ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।"

"অসাধারণ," রাচেল বললেন।

"রূপা খনন করা হতো এখানে, কিন্তু সেটা বন্ধ করে দেয়া হয় দশম শতকে। তারপর ধীরে ধীরে আসলো সোনা, সীসা, জিঙ্ক এবং ব্যারিয়াম অক্সাইড। সর্বশেষ খনিটি বন্ধ করা হয় যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩০ সালে। এসব পরিত্যক্ত খনিগুলোকে নাৎসিরা কাজে লাগিয়েছে লুকানোর জায়গা হিসেবে।"

ঘণ্টাখানেক পরে তারা ওয়ার্থবার্গে প্রবেশ করলো। দক্ষিণের বাড়িগুলোর স্থাপত্যকলার চেয়ে বেশ অন্যরকম এ অঞ্চলের স্থাপত্যকলা। কেলহেমের লাল ছাদ এবং সময় পরিক্রমায় জরাজীর্ণ বাড়িগুলো ওয়ার্থবার্গে অনুপস্থিত। এখানে বরঞ্চ সদরের বহির্ভাগ কাঠ ও পাথরে বাঁধানো। ফুলের উপস্থিতিও এখানে তুলনামূলকভাবে কম।

নোল 'গোল্ডেন ক্রাউন' নামে একটা সরাইখানার সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকলো। রাচেল গাড়িতেই বসে রইলেন এবং ব্যস্ত রাস্তাটিকে অবলোকন করতে থাকলেন। নোল কয়েক মিনিটি পরেই ফিরে আসলো।

"রাতের জন্য আমি দুটো রুম ভাড়া নিয়েছি। কালকে সকালে আমরা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দেবো। কোন তাড়াহুড়া নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছে অ্যাম্বার রুম, এটাতো মাত্র এক রাতের ব্যাপার।"

নোল তাদের ব্যাগ গাড়ি থেকে বের করে নিল। "আপনি আপাতত বিশ্রাম নিন; আমার কিছু জিনিস কেনা বাকি আছে। তারপর আমরা একসাথে রাতের খাবার খাব। আসার সময় একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়েছে আমার।"

"সেটা সত্যিই চমৎকার হবে," রাচেল বললেন।

নোল রাচেলকে তার রুমে রেখে বেরিয়ে আসলো। সে আসার সময় কাছেই একটা ফোন বুথ দেখেছে। হোটেলের ফোন পছন্দ করে না সে। একটা রেকর্ড ঠিকই থেকে যায়। একই সমস্যা মোবাইল ফোনেও। কিন্তু একটি অজ্ঞাত ফোন বুথ সবদিক দিয়ে নিরাপদ। বুথে ঢুকে নোল বুর্গ হার্জে ডায়াল করলো।

"কি খবর?" মনিকা ফোন ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করার চেষ্ট করছি।"

"তুমি কোথায়?"

"খুব বেশি দূরে না।"

"আমি ফাজলামির মুডে নেই, ক্রিস্টিয়ান।"

"ওয়ার্থবার্গে, হার্জ পর্বতমালায়।" নোল তাকে রাচেল কাটলার, ডানিয়া চাপায়েভ এবং গুহা সম্পর্কে সব কথা খুলে বললো।

"আমরা এ কথা আগেও শুনেছি," মনিকা বললো। "কেউই ওখানে হাজার খুঁজেও

কিছু পায় নি।"

"আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে। কিইবা সমস্যা হবে বলো?"

"রাচেল অনেক বেশি কিছু জেনে ফেলছে, তোমার কি তা মনে হয় না?"

"তাকে সাথে নেয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিলো না। আমার মনে হল, বোরিয়ার মেয়ে সাথে থাকলে চাপায়েভের সাহায্য পাওয়া যাবে।"

"এবং?"

"সে সাহায্য করতে বেশ আগ্রহী। একটু বেশিই আগ্রহী মনে হয়েছে আমার কাছে।"

"কাটলারের ব্যাপারে সাবধান," মনিকা বললো।

"সে জানে আমি অ্যাম্বার রুম খুঁজছি। এর বেশি কিছু না। ওর বাবা ও আমার মধ্যে কোন সংযোগ খুঁজে বের করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।"

"মনে হচ্ছে হৃদয় নামক জিনিস তোমার মাঝেও আছে।"

"মোটেও না।" সুজান ড্যানজারের সাথে আটলান্টায় মোলাকাতের ঘটনা মনিকাকে খুলে বললো নোল।

"আমরা কি করছি এ নিয়ে লোরিং খুবই চিন্তিত," মনিকা বললো।

"গতকাল সে এবং বাবা অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা বললেন। সে আমাদের কাছে থেকে তথ্য পেতে চাইছে।"

"সংগ্রাহকদের এই খেলায় তোমাকে স্বাগতম।"

"আমার আনন্দের দরকার নেই, ক্রিস্টিয়ান। আমার অ্যাম্বার রুম দরকার। বাবার ভাষ্যমতে, আমাদের হাতে এর চেয়ে ভালো সূত্র আর আসে নি।"

"আমি অতটা নিশ্চিত নই।"

"সবসময়ই নিরাশাবাদী তুমি। কেন একথা বলছো?"

"চাপায়েভের একটা কিছু আমাকে খোঁচাচ্ছে।"

"খনিতে গিয়ে ভালোমতো খুঁজে দেখ, ক্রিস্টিয়ান। নিজেকে সন্তুষ্ট করো।"

রাচেল বাসায় ফোন করলেন। আটটা রিং হওয়ার পর আনসারিং মেশিন আপনা আপনি চালু হয়ে গেলো।

"পল, আমি মধ্য জার্মানির একটা শহর ওয়ার্থবার্গে। এই হচ্ছে হোটেল ও এর ফোন নাম্বার।" তিনি গোল্ডেন ক্রাউনের কথা উল্লেখ করলেন। "আমি কালকে ফোন করবো। বাচ্চাদেরকে আদর দিও। বিদায়।"

তিনি তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। সন্ধ্যা ৫টা। তাহলে, আটলান্টায় এখন সকাল এগারটা। হয়তোবা পল বাচ্চাদের চিড়িয়াখানায় অথবা ছবি দেখতে নিয়ে গেছে। তিনি খুব খুশি যে ওরা পলের সাথে আছে। এমনি তো তারা প্রতিদিন বাপের সাথে থাকতে পারে না। এটাই ছিলো ডিভোর্সের সবচেয়ে কঠিন বিষয় যে পরিবার আর টিকে থাকলো

না।

তিনি প্রায়ই ভাবেন, দম্পতিরা একসাথে এত বছর ধরে থেকেছে তারা হঠাৎ করে নিজেদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যায় কেমন করে? ঘৃণা কি ডিভোর্সের পূর্বশর্ত? একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ? তিনি এবং পল পরস্পরকে ঘৃণা করতেন না।

তারা দুজন একসাথে বসে ঠাণ্ডা মাথায় বিষয় সম্পত্তি ভাগাভাগি করেছে, ঠিক করেছে কোনটা তাদের বাচ্চাদের জন্য ভালো হবে। কিন্তু পলের কি কোন সুযোগ ছিলো? রাচেল নিজেই সবকিছু পরিস্কার করে দিয়েছিলো যে বিয়েটা শেষ করে গেছে। পল অবশ্য চেষ্টা করেছিলো কিন্তু লাভ হয় নি। তিনি কি ঠিক পথ বেছে নিয়েছেন?

সবসময় উত্তরও একই পান তিনি : কে জানে?

নোল বাইরে থেকে ফিরে এসে প্রতিশ্রুতি মতো তাকে একটা রেষ্টুরেন্টে নিয়ে যায়। রেস্টুরেন্টের ভিতরটা গথিক স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী নির্মিত। ধনুকাকৃতি ছাদ, কাঁচের জানালা এবং রট আয়রনের লণ্ঠন। তারা ভেতরের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। ইতিমধ্যেই রাচেল তার পোশাক পাল্টে এসেছেন। নোলও জিন্স এবং বুট ছেড়ে চামড়ার জুতা ও সোয়েটার পরেছে।

"তো কি কি কেনা হল?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"তাই কিনলাম যা আমাদের আগামীকাল দরকার হবে। ফ্ল্যাশলাইট, বেলচা, কাটার, দুটা জ্যাকেট। আজকে দেখলাম আপনি অ্যাঙ্কল বুট পরেছেন। ওটা কালকেও পরবেন–দরকার হবে।"

"কথা শুনে মনে হচ্চে আপনি এগুলো আগেও করেছেন।"

"বহুবার। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অনুমতি ছাড়া কারো ওদিকে যাবার নিয়ম নেই।"

"আমরা নিশ্চয়ই অনুমতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না?"

"মোটেও না।"

ওয়েটার এসে তাদের অর্ডার নিল। নোল অর্ডার দিলো একবোতল রেড ওয়াইন।

"এ পর্যন্ত আমাদের অ্যাডভেঞ্চার কেমন লাগছে?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"আদালতের চেয়ে অনেক ভালো।" তিনি চারপাশের পরিবেশ একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। কোন টেবিলে দুজন আবার কোন টেবিলে চারজন বসে খাবার খাচ্ছে। "আপনার কি মনে হয়, আমরা অ্যাম্বার রুম খুঁজে পাব?"

"আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"সকালে যা শুনলেন তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"এটা এমন না যে আমি বিশ্বাস করি না। আমি এই একই থিওরির কথা আগে বহুবার শুনেছি।"

"কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকে নয়।"

"আপনার বাবা আমাদের পথ নির্দেশনা দেন নি।"

"আপনি এখনও মনে করেন চাপায়েভ মিথ্যা বলেছে?"

ওয়েটার তাদের খাবার এবং পানীয় নিয়ে আসলো। রাচেল মনে মনে প্রশংসা করলেন দ্রুত সার্ভিসিংয়ের।

"চাপায়েভের ব্যাপারে আমার রায়টা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত মুলতবি থাকুক। ততক্ষণ পর্যন্ত বুড়ো মানুষটিকে বেনিফিট অভ ডাউট দেয়া যাক।"

রাচেল হেসে উঠলেন। "আমার মনে হয় এটা খুব ভালো একটা আইডিয়া।"

নোল খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "চলুন খেতে খেতে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি।"

যখন তারা আবার গোল্ডেন ক্রাউনে ফিরে আসলো তখন রাত দশটার মত বাজে।

"আমার একটা প্রশ্ন আছে," রাচেল বললেন। "আমরা যদি অ্যাম্বার রুম খুঁজে পাই তাহলে রাশিয়ান সরকারকে কিভাবে বিরত রাখবো প্যানেলগুলো দাবি করা থেকে?"

"প্যানেলগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কাজেই আমরা যদি এটা খুঁজে পাই তাহলে কিছু সুবিধা পাব। রাশিয়ানরা এটা ফেরত না-ও চাইতে পারে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই তারা আরেকটা অ্যাম্বার রুম বানিয়ে ফেলেছে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে।"

"আমি এটা জানতাম না।"

"ক্যাথরিন প্যালেসের ঐ রুমটাকে পুণরায় বানানো হয়েছে। এটা বানাতে দুই দশকেরও বেশি সময় লেগেছে। রাশিয়ানদের খোলা বাজার থেকে অ্যাম্বার কিনতে হয়েছে যা ছিলো খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু অনেকেই পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে।"

"কিন্তু অরিজিনালগুলো তো অনেক বেশি মূল্যবান হবে।"

"আমার তা মনে হয় না। অ্যাম্বার বিভিন্ন রং ও মানের হয়ে থাকে। দুটোকে একসাথে মিলানো যাবে না।"

"তাহলে খুঁজে পাওয়া গেলে প্যানেলগুলো সংযুক্ত অবস্থায় নাও থাকতে পারে?"

জবাবে মাথা নাড়লো নোল। "ক্যাথরিন প্যালেসে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। কাজেই দুশ বছর ধরে কাঠগুলো বিস্তৃত হয়েছে এবং সংকুচিত হয়েছে। কিছু কিছু অ্যাম্বার আস্তে আস্তে পড়েও গেছে। যখন নাৎসিরা ওগুলো চুরি করে তখন প্রায় ৩০ ভাগ অ্যাম্বার খোয়া গেছে। ধারণা করা হয় কোনিংসবার্গে পাঠানোর সময় আরো প্রায় ১৫ ভাগ অ্যাম্বার খোয়া যায়। কাজেই এখন যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে অ্যাম্বারের ছোট ছোট খন্ডের একটা স্তুপ।"

"তাহলে সেটা কিইবা কাজে আসবে?"

নোল হেসে উঠলো। "অ্যাম্বার রুমের অনেক ছবি আছে। আমরা যদি খন্ডগুলো পাই তাহলে পুরো রুমটা পুণরায় সাজানো খুব কঠিন কিছু হবে না।"

তারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রাচেলের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো।

"কালকে কত সকালে?" রুমের জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা সাড়ে সাতটার দিকে রওয়ানা দেব। এখান থেকে জায়গাটার দূরত্ব ১০

কিলোমিটারের মত।"

"আমার জন্য আপনি অনেক কিছু করেছেন, এ জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

নোল সামান্য মাথা নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলো।

"আপনি আপনার স্বামীর কথা বললেন, কিন্তু আর কারো কথা নয়। কেউ কি আছে আপনার জীবনে?"

প্রশ্নটা হঠাৎ করেই আসলো। একটু বেশিই দ্রুত। "না।" তিনি সাথে সাথেই আক্ষেপ করতে থাকলেন তার এই সত্যভাষণে।

"আপনি এখনও আপনার প্রাক্তন স্বামীর অভাব অনুভব করেন?"

"মাঝে মাঝে করি।"

"উনি কি সেটা জানেন?"

"কখনো কখনো জানে।"

নোলের দৃষ্টি যেনো তার উপর একটু বেশি সময় ধরেই থাকলো। "তবে এত বেশিদিন হয় নি যে আমি একজন অচেনা আগন্তুকের সাথে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বো।"

কথাটা শুনে নোল হেসে উঠলো। "হয়তোবা ঐ আগন্তুক আপনার মনের দুঃখ কমাতে সাহায্য করতে পারে?"

"আমার মনে হয় না এ ধরনের কিছু আমি চাচ্ছি। তবুও ধন্যবাদ অফারটার জন্য।" রাচেল চাবি দিয়ে দরজা খুলে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। "প্রথমবারের মত আমাকে এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া হলো।"

"অবশ্যই এটাই শেষ নয়।" নোল তার উদ্দেশ্যে জাপানিজ কায়দায় একবার বাউ করল। "শুভরাত্রি, রাচেল।" তারপর নিজের রুমের দিকে হাঁটা ধরলো সে।

অধ্যায় ৩০

রবিবার, ১৮ই মে, সকাল ৭:৩০

নোল হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশটা একবার দেখে নিল। কুয়াশার পাতলা চাদরে আশেপাশের এলাকা ঢাকা। আকাশটাও মেঘলা, যার মধ্য থেকে সূর্য উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছে। রাচেল প্রস্তুত হয়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

"কুয়াশা আমাদের ভ্রমণকে গোপন রাখতে সাহায্য করবে। তাছাড়া আজকে রোববার। বেশির ভাগ মানুষই আজ গির্জায়।"

তারা দুজনেই গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো।

"আপনি না বললেন এটা পাগান ধর্মের ঘাঁটি," রাচেল বলে উঠলেন।

"তথ্যটা ট্রাভেল গাইডের জন্য। আসলে অনেক ক্যাথলিক এখানে বাস করে এবং তারা ধর্মপ্রাণ।"

চাবি ঘুরিয়ে ভলভোটা চালু করলো নোল, ওয়ার্থবার্গকে আস্তে আস্তে পিছনে ফেলতে শুরু করলো। রাস্তাগুলো একদম নির্জন এবং কুয়াশায় মোড়া।

নোল চাপায়েভের ম্যাপ অনুযায়ীই এগুতে লাগলো। তবে মনে ঠিকই কু-ডাক দিতে থাকলো এটা বুনো হাঁসের পিছু ধাওয়া করা হচ্ছে কিনা এ নিয়ে। কিভাবে অর্ধ শতাব্দীর চাইতে বেশি সময় ধরে কয়েক টন অ্যাম্বার লুকিয়ে থাকতে পারে? কত মানুষ যে খুঁজেছে এর কোন ইয়ত্তা নেই। কয়েকজন মারাও গেছে। অবশ্য আরেকটা পাহাড়ে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলে কিইবা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে?

চাপায়েভের ম্যাপের নির্দেশমতো একটি জংলামত জায়গায় এসে গাড়ি থামালো নোল। সে বললো, "বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে।"

তারা দুজনই গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলো। নোল ট্রাংক থেকে একটা ব্যাগ বের করলো।

"ওটাতে কি আছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের যা যা দরকার হতে পারে। এখন আমরা স্রেফ পরিব্রাজক, হার্জে ঘুরতে এসেছি।"

নোল তার দিকে একটি জ্যাকেট বাড়িয়ে দিলো। "এটা পরে নিন। ভেতরে দরকার পড়বে।"

নোল হোটেল থেকেই জ্যাকেট পরেই রওয়ানা দিয়েছে, ডান বাহুর নিচে তার প্রিয় স্টিলেটোটাও আছে। ঘাসে আচ্ছাদিত জঙ্গলটিতে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে থাকলো সে। বহুল ব্যবহৃত একটি পায়ে চলা পথ ধরেই গুহায় দিকে এগুচ্ছে তারা। দূর থেকেই অন্ধকার প্রবেশ পথ দেখা যাচ্ছে। প্রবেশপথটি চেইন দিয়ে আটকানো, জার্মান ভাষায় একটা সাইনবোর্ড টাঙানো বাইরে।

"সাইনবোর্ডটাতে কি লেখা?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"বিপদ। প্রবেশ নিষেধ। এক্সপ্লোসিভ।"

"তাহলে আপনি মজা করছিলেন না এ বিষয়ে।"

"এই পাহাড়গুলো ছিলো অনেকটা ব্যাংক ভল্টের মতো। এরকম একটাতেই মিত্রবাহিনী জার্মানির জাতীয় ট্রেজারি খুঁজে পায়। এক্সপ্লোসিভগুলো অনেকটা পাহারাদারের কাজ করে।"

বাতাস ভারি হয়ে আছে শুকনো পাতার গন্ধে।

"কিন্তু এভাবে লুকানোর মানে কি?" হাঁটতে হাঁটতে রাচেল প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেন। "জার্মানরা যুদ্ধে পরাজিত। তবু এসব সম্পদ লুকিয়ে তাদের কি লাভ?"

"আপনাকে ১৯৪৫ সালের একজন জার্মানের মত চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। হিটলার নির্দেশ দিয়েছিলেন একদম শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যদি জার্মানি অনেকদিন টিকে থাকে তাহলে মিত্রবাহিনী একসময় তার সাথে যোগ দেবে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। হিটলার জানতেন চার্চিল কি পরিমাণ ঘৃণা করতেন স্টালিনকে। হিটলার স্টালিনকে ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং আঁচ করতে পারছিলেন ইউরোপের জন্য সোভিয়েতদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তিনি আশা করেছিলেন একসময় আমেরিকা ও ব্রিটেন কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাথে যোগ দেবে। তাহলে, এসব সম্পদ সব রক্ষা করা যাবে।"

"নির্বুদ্ধিতা," রাচেল বললেন।

"আমার মনে হয় 'উন্মত্ততা' শব্দটি বেশি উপযুক্ত।"

নোলের চামড়ার জুতোয় কুয়াশা মিশে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে থেমে বেশ কয়েকটি ঢোকার রাস্তা পরীক্ষা করতে লাগলো।

"কোনটাই পুব দিকে নয়। চাপয়েভ বলেছিলেন ভেতরে ঢোকার প্রবেশ মুখ পুব দিকে থাকবে। এবং ওটায় মার্ক করা থাকবে এরকম ভাবে 'বিসি আর-৬৫'।"

দশ মিনিট পর রাচেলের চিৎকার শোনা গেলো, "এখানে।"

নোল চিৎকার শুনে ওদিকে তাকালো। গাছের ফাঁক দিয়ে আরেকটা প্রবেশ মুখে দেখা যাচ্ছে। একটি মরচে ধরা সাইন বোর্ড টাঙানো লোহার গেটে যাতে লেখা বিসি আর-৬৫। তাছাড়া মুখটাও পুবদিকে।

তারা দুজনেই গেটের দিকে অগ্রসর হলো। নোল তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে একবার চারদিকটা দেখে নিল। আশেপাশে কেউ নেই। সে লোহার গেটটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। একটি স্টিলের চেইন ও আংটা সুনিশ্চিত করেছে গেটটার নিরাপত্তা। ব্যাগ থেকে কাটার বের করলো সে।

"আপনি দেখছি সমস্ত প্রস্তুতিই নিয়ে এসেছেন," রাচেল বললেন।

নোল কাটার দিয়ে চেইনটা ভেঙে ওটা আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে গেটটা খুললো।

লোহার কব্জাগুলো তীব্র আওয়াজ করে উঠলো।

নোল সাথে সাথে থামলো। অযথা কারো দৃষ্টি আকর্ষণের কোন মানে হয় না। তাই

সে আস্তে আস্তে গেট খুলতে লাগলো যাতে কোন শব্দ না হয়। প্রবেশমুখটা প্রায় ৫ মিটার উঁচু এবং চার মিটার প্রশস্ত।

"প্রবেশমুখটা ট্রাক ঢোকানোর জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত।"

"ট্রাক?"

"যদি অ্যাম্বার রুম ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে ট্রাকও ভিতরে গিয়েছে। অন্য কোন উপায়ে ক্রেটগুলোকে ভেতরে নেয়া যেতো না। ২২ টন অ্যাম্বার যথেষ্ট ভারি। জার্মানরা ট্রাক চালিয়েই গুহায় ঢুকেছে।"

"তাদের কি ট্রলি ছিলো না?"

"আমরা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের কথা বলছি। নাৎসিরা এই সম্পদগুলো লুকানোর জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং এত কৌশল করার মত যথেষ্ট সময় ছিলো না।"

"ট্রাকগুলো এ পর্যন্ত আসলো কিভাবে?"

"৫০ বছর কেটে গেছে ঘটনার। তখন অনেক রাস্তা ছিলো আর গাছপালাও ছিলো কম।"

নোল দুইটা ফ্ল্যাশলাইট ও একতাড়া দড়ি বের করলো ব্যাগ থেকে। সে গেটটা বন্ধ করে চেইনটা এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলো যাতে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় গেটটা বন্ধ।

রাচেলের হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দিলো নোল। ফ্ল্যাশ লাইটের রশ্মি শুধুমাত্র সামনের কয়েক মিটার পথই আলোকোজ্জ্বল করে তুললো। দড়ির একপ্রান্ত পাথরের খন্ডের সাথে ভালভাবে বেঁধে দড়ির কুন্ডুলী সে রাচেলের হাতে ধরিয়ে দিলো। "দড়িটার পাক খুলে খুলে ভেতরে ঢুকতে থাকেন। পথ হারালে আমরা এর সাহায্যে বেরিয়ে আসবো।"

নোল সাবধানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। রাচেলও তার পিছু পিছু চলতে থাকলো দড়ির পাক খুলে খুলে।

"দেখে শুনে পথ চলুন," নোল বললো। "টানেলে মাইন পোঁতা থাকতে পারে।"

"কথাটা শুনে প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে!"

"ভালো জিনিস সবসময়ই একটু কষ্ট করে পেতে হয়।"

সে হঠাৎ থেমে চল্লিশ মিটার মত দূরে প্রবেশপথটার দিকে তাকালো। চাপায়েভের ড্রইংটা পকেট থেকে বের করে ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে পথটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো সে। "সামনেই কোথাও একটা সংযোগস্থল থাকার কথা। চলুন, দেখা যাক চাপায়েভ সঠিক বলেছেন কিনা।"

হঠাৎ একটি শ্বসরুদ্ধকর বোঁটকা গন্ধ তাদের নাকে এসে লাগলো।

"বাদুড়ের বিষ্ঠা," নোল বললো।

"আমার বমি আসছে।"

"কম করে নিঃশ্বাস নিন এবং উপেক্ষা করার চেষ্টা করুন।"

"এটা অনেকটা নিজের ঠোঁটের উপর লেগে থাকা গোবর উপেক্ষা করার মত।"

"জায়গাটা বাদুরে ভর্তি।"

"চমৎকার!"

তারা অবশেষে টানেলের সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হলো। নোল থেমে বললো, "ম্যাপ বলছে ডানদিকে যেতে।" ডানদিকে মোড় নিল সে। রাচেলও তাকে অনুসরণ করলেন দড়ির পাক খুলতে খুলতে।

"দড়ি যদি শেষ হয়ে যায় আমাকে বলবেন। আমার কাছে আরো আছে," নোল বললো।

নতুন টানেলটা বেশ সংকুচিত, কিন্তু তবুও একটা ট্রাক ঠিকই যাওয়া-আসা করতে পারবে। দূরবর্তী বাদুড়ের পাখা নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, হয়তোবা তারা রাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

পাহাড়টা একটা গোলকধাঁধার মতো। খনি শ্রমিকেরা আকরিক ও লবণের খোঁজে শতকের পর শতক ধরে পাহাড়গুলো খুঁড়ে গেছে। কি চমৎকারই না হবে যদি এখানে অ্যাম্বার রুম খুঁজে পাওয়া যায়—ভাবলো নোল। দশ মিলিয়ন ইউরো! সবই তার। তার উপর মনিকার কৃতজ্ঞতা।

টানেলটা সংকুচিত হয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করলে নোলও বাস্তবে ফিরে আসলো। চাপায়েভের ড্রইং অনুযায়ী সামনে আরেকটা সংযোগস্থল থাকার কথা।

"আমার হাতের দড়ি ফুরিয়ে গেছে," রাচেল বললেন। নোল থেমে আর এক তাড়া দড়ি তার হাতে দিলো।

"ঐ দড়িটার শেষ প্রান্তের সাথে এটা বেঁধে নিন।"

নোল ড্রইংটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। এটার ভাষ্যমতে তাদের গন্তব্যস্থল সামনেই থাকার কথা। কিন্তু কিছু একটা যেনো ঠিক নয়। এখন টানেলটা একটু বেশিই সংকুচিত; কাজেই কোন গাড়ি এদিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। যদি অ্যাম্বার রুমকে এখানেই লুকিয়ে রাখা হয়, তাহলে তো ক্রেটগুলোকে বহন করে নিয়ে আসতে হয়েছে কোনভাবে। আঠারোটা ক্রেট। সবগুলো সঠিকভাবে ক্যাটালগ করা আর প্যানেলগুলো ছিলো সিগারেট পেপারে মোড়া। সামনে কি আরেকটি চেম্বার আছে? চাপায়েভের কথামতো তাদের ২০ মিটার সামনে একটি চেম্বার থাকার কথা।

নোল সতর্কভাবে পা ফেলে চলতে লাগলো। পাহাড়ের গভীরেই এক্সপ্লোসিভের ঝুঁকি বেশি তার ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি সামনের নিকষ অন্ধকারকে ভেঙে দিলে তার দৃষ্টি কিছু একটার উপর আটকে গেলো।

এটা কি?

সুজান ড্যানজার দূরবীন চোখে লাগিয়ে খনির প্রবেশমুখটা লক্ষ্য করতে লাগলো। তিন বছর আগে লাগানো তার সাইনবোর্ডটা, 'বিসি আর ৬৫', এখনও টাঙানো আছে। কৌশলটা কাজে লেগেছে। নোল কিছুটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। সে রাচেল কাটলারকে নিয়ে সোজা খনিটিতে ঢুকে গেছে আগুপিছু না ভেবেই। এটা খুবই লজ্জার

যে ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়ে গেছে। কিন্তু সুজানের হাতে অন্য কোন পথও খোলা নেই।

নোল খুবই আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাকর। কিন্তু সেইসাথে সে একটি বিশাল সমস্যাও বটে। সুজান তার বস লোরিংয়ের নিকট ঋণী, সেজন্যই লোরিংয়ের প্রতি সে বিশ্বস্ত থেকে এসেছে। বুড়ো মানুষটি তাকে তার নিজের মেয়ের মত মনে করে। কাজেই ক্রিস্টিয়ান নোল এবং লোরিংয়ের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হলে সে নির্দ্বিধায় লোরিংকেই বেছে নেবে।

কিন্তু তবুও সুজানের খারাপ লাগছে। এটা নোলের প্রাপ্য নয়।

সে একটা ঢালু মতোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পরনে টার্টলনেক সোয়েটার। দূরবীন চোখ থেকে নামিয়ে রেডিও কন্ট্রোলারটা বের করলো সে।

সুইচ টিপে দেয়ার সাথে সাথে ডিটোনেটরটা চালু হলো।

ঘড়ি দেখল সুজান।

নোল এবং তার সুন্দরী ললনার এত সময়ে খনির গভীর থাকার কথা। এমন গভীরে যেখান থেকে বের হয়ে আসা আর সম্ভব নয়। প্রশাসন বারবার সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে খনিতে ঢোকার ব্যাপারে। কারণ এক্সপ্লোসিভ অহরহ পাওয়া যায় ভিতরে। অনেকে মারাও গেছে, যার জন্য সরকার অনুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স সংগ্রহের নিয়ম চালু করেছে। তিন বছর আগে এই খনিতেই একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর দায়িত্বে ছিলো সুজান নিজে। কারণ পোলিশ সাংবাদিকটি একটু বেশিই ছোঁক ছোঁক করছিলো। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে সরিয়ে দিতে হয়। সংবাদিকটিকে সে-ই অ্যাম্বার রুমের লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো এখানে। মৃত্যুকে অবশ্য প্রশাসন অন্যান্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবেই বিবেচনা করে।

নোল তার সামনের পাথর ও বালির দেয়ালটি ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। প্রাকৃতিকভাবে অবশ্যই এটা গড়ে ওঠে নি। একটা বিস্ফোরণের কারণেই এটার এ অবস্থা হয়েছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এই পাথর ও বালির দঙ্গল বেলচা দিয়ে সরানোও সম্ভব নয়। কোন লোহার দরজাও দেখা যাচ্ছে না কোনখানে।

"কি এটা?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"এখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে।"

"হয়তোবা আমরা ভুল পথে এসেছি?"

"ভুল পথে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি চাপায়েভের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।"

কিছু একটা গন্ডগোল আছে এখানে। নোল আবারো সব ঘটনা খতিয়ে দেখতে লাগলো। ওজর আপত্তি ছাড়া চাপায়েভ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সকল তথ্যই দিয়ে দিলেন।

গেটের লোহার কব্জাগুলোতে মরচে পড়ে নি, বরঞ্চ ভালোমতো কাজ করছে। ট্রেইলটা অনুসরণ করাও খুব সহজ ছিলো; একটু বেশিই সহজ সবকিছু।

সুজান ড্যানজার? সে কি এখনও আটলান্টায়? হয়তোবা নয়।

সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হবে খনি থেকে বের হয়ে রাচেল কাটলারকে একচোট ভোগ করা এবং তারপর ওয়ার্থবার্গ ছেড়ে যাওয়া। সে প্রথম থেকেই রাচেলকে খুন করার পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ঘুরছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

চাপায়েভ হয়তোবা ঠিকই অ্যাম্বার রুমের সঠিক অবস্থান জানেন কিন্তু ইচ্ছা করেই তাদেরকে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছেন। তাই নোল সিদ্ধান্ত নিল সে এখানেই রাচেল কাটলারের ভবলীলা সাঙ্গ করবে, তারপর কেলহেমে যাবে। সেখানে গিয়ে যে কোন উপায়ে চাপায়েভের পেট থেকে কথা বের করবে।

"চলুন যাওয়া যাক," নোল বললো। "দড়িটা গুটিয়ে নিতে নিতে প্রবেশ মুখের দিকে চলেন। আমি আপনার পিছন পিছন আসছি।"

তারা উল্টোদিকে হাঁটা ধরলো। এবার রাচেলই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছেন। নোলের ফ্ল্যাশলাইটের আলো রাচেলের দৃঢ় নিতম্ব ও সুগঠিত উরুর উপর গিয়ে পড়েছে। তার ভিতরে প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করলো।

প্রথম সংযোগস্থলের দেখা মিলল, তারপর দ্বিতীয়টার।

"দাঁড়ান," নোল বললো। "আমি দেখতে চাই এখানে কি আছে।"

"কিন্তু বেরিয়ে যাবার রাস্তা তো এদিকে," রাচেল বাম দিকটা দেখিয়ে বললেন।

"আমি জানি। কিন্তু যখন এখানে এসেছি, চলুন দেখি। দড়িটা ছেড়ে দিন। এরপরের রাস্তা তো আমরা চিনি।"

রাচেল দড়ির কুন্ডুলী মাটিতে ফেলে ডানদিকে মোড় নিলেন। তিনি তখনো নোলের সামনে রয়েছেন।

নোল তার স্টিলেটোটা বের করে হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলো। রাচেল থেমে পিছন ফিরে তাকালেন, তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো নোলের উপর গিয়ে পড়েছে। নোল দেখতে পেল রাচেলের বিস্ময়বিমূঢ় চোখজোড়া তার হাতের স্টিলেটোর ওপর নিবদ্ধ।

সুজান রেডিও কন্ট্রোলারের বাটন টিপলো। সিগন্যালটা সক্রিয় করে তুললো খনিতে গতকাল রাতে রাখা এক্সপ্লোসিভগুলো।

শেষ হলো আরেক ঝামেলা।

মাটি কাঁপতে শুরু করলো। ছাদ ভেঙে যেতে থাকলো। এর মাঝে নোল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন সে জানে, এ সমস্ত কিছুই ছিলো একটা ফাঁদ।

ঘুরে প্রবেশ মুখের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো সে। বৃষ্টিধারার মতো পাথরখণ্ড ও ধুলা পড়ছে। বাতাসটা যেনো একমুহূর্তেই বিষাক্ত হয়ে গেছে। নোল এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়েছে, অন্য হাতে স্টিলেটো। সে দ্রুত ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে দিলো একটানে শার্টটা খুলে ফেললো। ওটা সে তার মুখের সামনে ধরে রাখলো ধূলো-বালির হাত থেকে বাঁচার জন্য।

প্রবেশমুখ থেকে আসা আলোটা ধূলোর পুরু আস্তরনে ঢাকা। এক সময় ওটা হারিয়েই গেলো বড় বড় পাথর খন্ডের আড়ালে। এখন ওদিকে যাওয়াই অসম্ভব।

নোল ঘুরে দাঁড়িয়ে বিপরীত দিকে ছোটা শুরু করলো। মনে মনে আশা করছে, এদিক দিয়েও বের হওয়া যাবে। তার ফ্ল্যাশলাইট তখনো কাজ করছে। তবে সে রাচেল কাটলারকে কোথাও দেখতে পেল না। ওটা নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামাল না সে।

পাহাড়ের আরো গভীরে ঢুকে যেতে লাগলো সে। যদিও পুরো পাহাড়ই কাঁপছে, কিন্তু তবুও তার সামনের দেয়াল ও ছাদ এখনও বহাল তবিয়তেই আছে।

তার পিছনে আরো পাথর পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। সামনেই একটি সংযোগস্থল দেখা গেলো। থেমে দ্রুত চিন্তা করতে শুরু করলো সে। ভেতরে ঢোকার আসল প্রবেশমুখটা পূর্ব দিকে মুখ করে আছে। তাহলে সামনেটা হচ্ছে পশ্চিম দিক। বামদিকের রাস্তা গেছে দক্ষিণ দিকে, ডানদিকেরটা উত্তরে। কিন্তু কে জানে? তাকে অনেক সতর্ক হতে হবে। খুব বেশি মোড় নেয়া যাবে না তাহলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম।

নোল পাহাড়ী খনি সম্বন্ধে যা যা জানে সব মনে করার চেষ্টা করলো। সাধারণত এ ধরনের খনিতে শুধুমাত্র একটা প্রবেশমুখ বা বেরিয়ে যাবার রাস্তা থাকে না। টানেলের গভীরতা ও দূরত্বের কথা মাথায় রেখে ভেতরে ঢোকার বেশ কয়েকটা রাস্তা বানানো হতো। অবশ্য তাকে সবচেয়ে সাহস যোগাচ্ছে টানেলের ভেতরের বাতাস যা মোটেও ভ্যাপসা নয়।

সে তার হাত উঁচু করলো। বাম দিক থেকে হালকা বাতাস আসছে। তার কি ওদিকে যাওয়া উচিত? যদি খুব বেশি বাঁক থাকে তাহলে সে আর এই জায়গায় ফিরে আসতে পারবে না, বরঞ্চ গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে।

কি করা উচিত তার?

সে বামদিকের রাস্তায় পা দিলো।

৫০ মিটার পর আরেকটা সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হলো সে। নোল তার হাত মাথার উপরে উঠালো। কোন বাতাস নেই। তার মনে পড়লো খনিশ্রমিকরা তাদের সেফটি রুট সব একই দিকে বানাতো। বাম দিকে একটা মোড় মানে, সবকয়টাতেই বামদিকে মোড় নিতে হবে। তাই সে বাম দিকেই চললো।

আরো দুটা সংযোগস্থল এলো। আবারো বাম দিকেই মোড় নিল নোল। আলোর মৃদু আভাস যেনো সামনে দেখতে পেল সে। তড়িঘড়ি করে দৌড়ে গিয়ে বাঁক ঘুরলো সে।

প্রায় ১০০ মিটার দূরে দিনের আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অধ্যায় ৩১

কেলহেম, জার্মানি
সকাল ১১ : ৩০

পল রিয়ারভিউ মিররে তাকালেন। একটি গাড়ি লাইট জ্বালাতে জ্বালাতে সাইরেন বাজাতে বাজাতে দ্রুত ছুটে আসছে। দরজার উপর নীল কালিতে 'পুলিশ' লেখা গাড়িটি বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তিনি গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকলেন। দশ কিলোমিটার পর কেহলহেমে প্রবেশ করলেন তিনি।

শান্ত গ্রামটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উজ্জ্বল রংয়ের দালানকোঠা। তাকে প্রচলিত অর্থে ঠিক ভ্রমণার্থী বলা যায় না। দুবছর আগে কেবলমাত্র প্যারিসে গিয়েছিলেন, সেটাও আবার জাদুঘরের কাজে। ল্যুভর মিউজিয়াম পরিদর্শনের আকর্ষণীয় এই সুযোগ তিনি হাত ছাড়া করতে চান নি।

বাচ্চাদের ভাইয়ের বাসায় রেখে গতকাল দুপুরের দিকে আটলান্টা থেকে রওয়ানা হন পল। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন রাচেল ফোন করছে না বলে। গতকার সকাল থেকে অবশ্য তার আনসারিং মেশিন চেক করার সুযোগ ঘটে নি। ফ্লাইটটি আমস্টার্ডাম ও ফ্রাঙ্কফুর্টেও যাত্রাবিরতি করে যার জন্য মিউনিখে পৌছাতে তার দুঘণ্টা দেরি হয়। এয়ারপোর্টের বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে সতেজ হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

পল টাউন স্কোয়ারে ঢুকে একটি মুদি দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করলেন। রোববার বলেই হয়তো দোকানপাট সব বন্ধ। তবে চার্চকে ঘিরে কিছুটা কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি গাড়িও পার্ক করা এর সামনে। চার্চের সিঁড়ির ধাপে বসে কয়েকজন বয়স্ক লোক কথা বলছে।

পল এগিয়ে গেলেন। "মাফ করবেন, আপনারা কেউ কি ইংরেজী জানেন?"

তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি বলে উঠলেন, "হ্যা, একটু একটু পারি।"

"আমি ডানিয়া চাপায়েভ নামে একজনকে খুঁজছি। যতদূর জানি তিনি এখানেই থাকেন।"

"আর নেই। মারা গেছে।"

পল এই ভয়ই করছিলেন। "কবে মারা গেলেন তিনি?"

"গতকাল রাত্রে। তাকে খুন করা হয়েছে।"

তিনি কি ঠিক শুনতে পেয়েছেন? হত্যা করা হয়েছে? গতকাল রাত্রে? ভয় তার ভিতর দানা বাঁধতে শুরু করলো। পরবর্তী প্রশ্নটা মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে গেলো তার। "আর কেউ কি সাথে আহত হয়েছে?"

"নাইন। শুধু ডানিয়াই।"

পুলিশের গাড়ির কথা মনে পড়ে গেলো পলের। "কোথায় ঘটেছে এটা?"

তিনি তাদের নির্দেশনা মোতাবেক গাড়ি চালালেন। দশ মিনিট পরই বাড়িটার দেখা মিলল, সামনে চারটা পুলিশের গাড়ি রাখা। ইউনিফর্ম পরা এক লোক খোলা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পল এগিয়ে গেলে গার্ড তাকে থামিয়ে দিলো।

জার্মান ভাষায় তার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে উঠলো লোকটি।

"দয়া করে ইংরেজিতে বলুন", পল বললেন।

"প্রবেশ নিষেধ। এখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।"

"এখানে যে দায়িত্বে আছে, তার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি।"

"আমি দায়িত্বে আছি," গার্ডের পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, তার ইংরেজিতে তীব্র জার্মান টান।

মধ্যবয়স্ক এক লোক সদর দরজার দিকে এগিয়ে এল। পরনে তার নীল রংয়ের ওভারকোট, ভেতরের জলপাই রংয়ের সুট ও সুদৃশ্য টাইটি দেখা যাচ্ছে।

"আমি ফ্রিৎজ প্যানিক। পুলিশ ইন্সপেক্টর। আর আপনি?"

"পল কাটলার। আমি একজন আমেরিকান আইনজীবী।"

প্যানিক দরজার গার্ডকে পাশ কাটিয়ে পলের দিকে এগিয়ে এলেন।

"আপনি এখানে কি করছেন?"

"আমার প্রাক্তন স্ত্রীর খোঁজে এখানে এসেছি। সে ডানিয়া চাপায়েভকে দেখতে এসেছিলো।"

প্যানিক একবার দরজায় দাঁড়ানো পুলিশের গার্ডের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

পলের চোখে এ জিনিসটা ধরা পড়লো। "কি ব্যাপার বলেন তো?"

"একজন মহিলা গতকাল কেলহেমে এসে এই বাড়িটার ঠিকানা খুঁজছিলো। সে এই খুনের একজন সন্দেহভাজন।"

"মহিলার শারীরিক বর্ণনা কি দিতে পারবেন?"

প্যানিক তার কোটের পকেট থেকে একটি নোটপ্যাড বের করে পড়তে শুরু করলেন। "মাঝারি উচ্চতা। লালচে-সোনালী চুল। বিশালবক্ষা। পরনে ছিলো জিনিস, ফ্লানেলের শর্ট, বুট ও সানগ্লাস। বেশ তাগড়া শরীর।"

"না, এটা রাচেল নয়। তবে অন্য কেউ হতে পারে।"

পল ইন্সপেক্টর প্যানিককে দ্রুত জো মায়ার্স, ক্যারল বোরিয়া ও অ্যাম্বার রুমের কথা বললেন। তিনি জো মায়ার্সের সংক্ষিপ্ত শারীরিক বর্ণনাও দিলেন। পাতলা শরীর, মাঝারি বক্ষা, বাদামি চুল, বাদামি চোখ এবং চোখে সোনালী চশমা। "আমার কেন জানি মনে হল তার চুলটা কৃত্রিম।"

"কিন্তু সে চাপায়েভ এবং ক্যারল বোরিয়ার মধ্যকার সমস্ত চিঠি পড়েছে?"

"একদম আগাগোড়া পড়েছে।"

"এনভেলাপে কি ঠিকানা লেখা ছিলো?"

"শুধুমাত্র শহরের নামটাই ছিলো।"

"আর কিছু কি আপনার বলার আছে"

পল এবার ইন্সপেক্টরকে ক্রিস্টিয়ান নোল এবং তার সম্পর্কে জো মায়ার্সের আশঙ্কার কথা বললেন।

"আপনি আপনার প্রাক্তন স্ত্রীকে সতর্ক করে দিতে এসেছেন?" প্যানিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি দেখতে এসেছি সে নিরাপদ আছে কিনা। আমার ওর সাথেই আসা উচিত ছিলো।"

"কিন্তু তার এই সফরটাকে আপনার 'বাজে কাজে সময় নষ্ট' বলে মনে হয়েছিলো?"

"হ্যা, ঠিক তাই। তাছাড়া তার বাবাও তাকে এ ব্যাপারে জড়াতে নিষেধ করেছিলেন।" প্যানিকের কাঁধের উপর দিয়ে পল দেখতে পেলেন দুজন পুলিশ ঘরময় তল্লাশি চালাচ্ছে। "এখানে কি ঘটেছে?"

"আপনার নার্ভ যদি যথেষ্ট শক্ত হয়, তাহলে দেখাতে পারি।"

"আমি একজন আইনজীবী," পল বললেন। তবে তিনি এটা আর উল্লেখ করলেন না যে ক্রিমিন্যাল কেস কখনোই সামলাতে হয় নি তাকে, কখনো কোন ক্রাইমসিনও দেখেন নি। কিন্তু কৌতূহল তাকে পেয়ে বসলো। প্রথমে ক্যারল বোরিয়া মারা গেলেন, এখন চাপায়েভ খুন হলেন। কিন্তু ক্যারল তো সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

সত্যিই কি তাই?

পল প্যানিককে অনুসরণ করে ভেতরে গেলেন। ঘরটাতে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। বাড়িটা বেশ ছোট। চারটা রুম। ড্রইংরুম, রান্নাঘর, শোবারঘর এবং বাথরুম। ভেতরটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, উষ্ণ ও আরামদায়ক। কিন্তু সকল প্রশান্তি ছত্রখান হয়ে যায় কার্পেটের ওপর নেতিয়ে থাকা একটি বৃদ্ধলোকের মৃতদেহের দিকে দৃষ্টি গেলে। লোকটার খুলিতে দুটো বড় গর্ত।

"একদম পয়েন্ট ব্র্যাঙ্ক দূরত্ব থেকে গুলি করা হয়েছে," প্যানিক বললেন। মৃতদেহেটি দেখে পলের দেহ গুলিয়ে উঠছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন বমি আটকানোর কিন্তু পারলেন না।

দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি এবং সবুজ ঘাসের উপর হড়হড় করে বমি করলেন। একটু পর কিছুটা ধাতস্থ হলেন পল। "শেষ?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

পল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "আপনার ধারণা ঐ মহিলাই খুনটা করেছে?"

"আমি জানি না। শুধুমাত্র জানি যে এক মহিলা গতকাল বাজারে এসে চাপায়েভ

কোথায় থাকেন এটা জিজ্ঞেস করে। তখন চাপায়েভের নাতি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তাদের দুজনকে একসাথে বাজার থেকে চলে যেতে দেখে অনেকে। গতকাল রাত্রে চাপায়েভের মেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যখন তার ছেলে বাসায় ফিরে আসছিলো না। উনি দেখতে তার ছেলেকে শোবার ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করেন। মহিলাটা কোন এক কারণে বাচ্চা ছেলেটাকে আর খুন করে নি।"

"ছেলেটা কি ঠিক আছে?"

"ঠিকই আছে, কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। সে ঐ মহিলার শারীরিক বর্ণনা নিশ্চিত করে, কিন্তু এর বেশি কিছু বলতে পারে নি। ছেলেটা ছিলো অন্য একটা ঘরে। সে শুধু কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারে নি। তারপর কিছু সময়ের জন্য তার নানা এবং মহিলা তার রুমে আসে। তারা অন্য একটি ভাষায় কথা বলছিলো। আমি বেশ কয়েকটা ভাষা ওকে শোনালাম। পরে বুঝলাম ওরা রাশিয়ান ভাষায় কথা বলছিলো। তারপর চাপায়েভ ও সেই মহিলা রুম ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরই ছেলেটি গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সে আর কিছু শুনতে পায় নি।"

একজন পুলিশ ভেতরে থেকে এসে প্যানিকের উদ্দেশ্যে জার্মান ভাষায় কিছু একটা বললো।

প্যানিক পলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওদেরকে আমি বলেছিলাম অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখতে। ওরা কিছু খুঁজে পায় নি।"

সদর দরজায় দাঁড়ানো গার্ডটির কোমরে ঝুলানো রেডিও শব্দ করে উঠলো। ট্রান্সমিটারের কথা শুনে লোকটা প্যানিকের দিকে এগিয়ে গেলো। ইংরেজিতে গার্ডটি বললো, "আমাকে যেতে হবে। একটি উদ্ধার কাজে ডাক পড়েছে।"

"কি হয়েছে?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

"ওয়ার্থবার্গের নিকট একটি খনিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এক আমেরিকান মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু তারা আরেকজনের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন আমাদের সাহায্য চেয়েছে।"

প্যানিক হতাশায় মাথা নাড়লেন। "একটি ব্যস্তময় রবিবার।"

"ওয়ার্থবার্গ কোথায়?" পল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

"হার্জ পর্বতমালায়। এখান থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে।"

"একজন আমেরিকান মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে? তার নাম কি?"

প্যানিক যেনো প্রশ্নটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। সাথে সাথে তিনি পুলিশ গার্ডটিকে জিজ্ঞেস করলেন। অফিসার রেডিওতে অপর প্রান্তের সাথে কথা বললো।

দুই মিনিট পর রেডিওতে জার্মান ভাষায় যে কথাগুলো ভেসে এল তার মধ্য থেকে পল ঠিকই দুটি শব্দ বুঝতে পারলেন–'আমেরিকান' এবং 'রাচেল কাটলার।'

অধ্যায় ৩২

দুপুর ৩:১০

পুলিশ চপারটি উত্তরদিকে উড়ে চললো। প্যানিকের পাশে বসে আছেন পল। তাদের পিছনে একটি উদ্ধারকারী টিম।

"একদল পরিব্রাজকরা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয় অথরিটিকে জানায়," প্যানিক গর্জনরত টারবাইনের আওয়াজ ছাপিয়ে বললেন। "আপনার প্রাক্তন স্ত্রীকে খনির প্রবেশমুখের খুব কাছের একটি টানেল থেকে উদ্ধার করা হয়। তাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তবে তিনি উদ্ধারকারীদের তার সাথের মানুষটির নামও বলে যান। নামটি হচ্ছে ক্রিস্টিয়ান নোল।"

পল প্রচণ্ড উদ্বেগের সাথে কথাগুলো শুনলেন। কি ঘটছে এখানে? কিসের সাথে জড়িয়ে পড়েছে রাচেল? নোল তাকে কিভাবে খুঁজে পেল? ঐ খনিতেই বা কি ঘটেছিলো? মার্লা ও ব্রেন্টও কি কোন বিপদের মধ্যে আছে? ভাইকে ফোন করে সতর্ক করে দেয়া উচিত।

"জো মায়ার্স তাহলে ঠিকই বলেছিলো," প্যানিক বললেন।

"রাচেলের অবস্থার কথা কি কিছু জানা গেছে?"

প্যানিক মাথা নাড়লেন।

প্রথমে হার্জ পর্বতমালার কাছেই একটা ফাঁকা জায়গায় রেসকিউ টিমকে নামিয়ে দেয়া হলো। পল এবং প্যানিক চপারেই বসে রইলেন। তারপর চপারটি তাদের নিয়ে রওয়ানা হলো ওয়ার্থবার্গের পুর্বদিকের একটি হাসপাতালে।

ভেতরে ঢুকে পল সোজা চার-তলায় রাচেলের রুমের দিকে চললেন। রাচেলের পরনে একটা নীল গাউন, মাথায় বড় একটা ব্যান্ডেজ। পলকে দেখে হাসি ফুটলো তার মুখে।

পল তার বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। রাচেলের গাল, নাক ও হাতের নানা জায়গা বিশ্রিভাবে ছড়ে গেছে। "এই উইকএন্ডে আমার হাতে তেমন একটা কাজ ছিলো না। তাই ভাবলাম জার্মানি থেকে ঘুরে আসি।"

"বাচ্চারা ভালো আছে?"

"হ্যা, তারা ভালো আছে।"

"তুমি এতো তাড়াতাড়ি আসলে কিভাবে?"

"আমি আসলে গতকাল রওয়ানা দিয়েছি।"

"গতকাল?"

পল ব্যাখ্যা করার আগেই প্যানিক ঘরের ভেতর ঢুকলেন। "মিস কাটলার, আমি

ইন্সপেক্টর ফ্রিৎজ প্যানিক, ফেডারেল পুলিশ।"

পল রাচেলকে জো মায়ার্স, ক্রিস্টিয়ান নোল এবং ডানিয়া চাপায়েভের কথা খুলে বললেন।

রাচেলের চেহারায় বিস্ময় ফুটে ওঠলো। "চাপায়েভ মারা গেছেন।"

"আমার ভাইকে একটু ফোন করা দরকার," প্যানিককে উদ্দেশ্য করে বললেন পল, "তাকে বলা প্রয়োজন বাচ্চাদেরকে চোখে চোখে রাখতে।"

"তোমার কি মনে হয় তারা বিপদের মধ্যে আছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি জানি না, রাচেল। তুমি খুব খারাপ একটা কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়েছো। তোমার বাবা কিন্তু এগুলো থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। এখন, চাপায়েভও মারা গেলেন।"

রাচেলের মুখটা শক্ত হয়ে গেলো। "এটা ঠিক না, পল। আমি তো আর চাপায়েভকে মারি নি। আমি কিছু জানতামও না।"

"কিন্তু হয়তোবা আপনি আততায়ীকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন," প্যানিক সবকিছু পরিস্কার করে দিলেন।

পল সবসময়কার মতো রাচেলের দোষের দায়ভার নিজে বহন করতে চাইলেন। "এটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়," তিনি বললেন। "আমিই মায়ার্সকে চিঠিগুলো দেখিয়েছিলাম। সে আমার কাছ থেকেই কেলহেম সম্পর্কে জানতে পারে।"

"মিস্ কাটলার বিপদের মধ্যে আছেন এটা ভেবেই তো আপনি মায়ার্সকে সবকিছু জানান, তাই নয় কি?"

পল রাচেলের দিকে তাকালেন। অশ্রুর কণা চিক চিক করছে তার চোখে। "পল ঠিকই বলেছে, ইন্সপেক্টর। আমারই দোষ। একা রওয়ানা দেয়া উচিত হয় নি আমার। পল এবং আমার বাবা এ ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলো।"

"এই ক্রিস্টিয়ান নোলের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো," প্যানিক বললেন।

রাচেল নোল সম্পর্কে যা জানেন তাই বললেন। সাথে এ-ও যোগ করলেন, "লোকটা আমাকে গাড়ির নিচে চাপা পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে ছিলো ভদ্র ও আকর্ষণীয়। আমি সত্যিকার অর্থে মনে করেছিলাম সে সাহায্য করতে চাচ্ছে।"

"খনিতে কি ঘটেছিলো?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা চাপায়েভের ম্যাপটা অনুসরণ করছিলাম। তারপর যেনো হঠাৎ করে ভূমিকম্প শুরু হলো। আমি ঘুরে প্রবেশমুখের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। অর্ধেক রাস্তা যাবার পর একটি পাথরের আঘাতে আমি পড়ে যাই। তবে সৌভাগ্যজনকভাবে পাথরের নিচে আমি চাপা পড়ি নি। তারপর সেখান থেকে পরিব্রাজকরা এসে আমাকে উদ্ধার করেন।"

"আর নোলের কি হলো?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

রাচেল মাথা নাড়লেন। "খনিতে পাথর ভেঙে পড়া থামার পর আমি তার নাম ধরে অনেক ডেকেছিলাম। কিন্তু কোন জবাব পাই নি।"

"হয়তো সে এখনও ওখানে আছে," প্যানিক বললেন।

"ওটা কি ভূমিকম্প ছিলো?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের এখানে ভূমিকম্প হয় না। খুব সম্ভবত এক্সপ্লোসিভ। টানেলগুলো এক্সপ্লোসিভে ভর্তি।"

"নোলও একই কথা বলছিলো," রাচেল বললে।

রুমের দরজা খুলে গেলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বপুর পুলিশটি প্যানিককে ইশারা করলো। প্যানিক বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

"তুমি ঠিকই বলেছিলে," রাচেল বললেন। "তোমার কথা শোনা উচিত ছিলো আমার।"

"আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকায় চলে যাওয়া উচিত," পল বললেন।

জবাবে রাচেল কিছুই বললেন না।

প্যানিক ফিরে এসে বললেন, "খনিটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কাউকে ভেতরে পাওয়া যায় নি। দূরবর্তী টানেলে আরেকটা প্রবেশমুখ আছে। আপনারা খনিতে কিসে করে গেলেন?

"আমরা একটা ভাড়া গাড়িতে যাই, তারপর হেঁটে হেঁটে খনিতে প্রবেশ করি।"

"কি ধরনের গাড়ি?"

"একটা খয়েরি ভলভো।"

"কোন গাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় নি," প্যানিক বললেন। "নোল মনে হয় ভেগেছে।"

মনে হলো ইন্সপেক্টর আরো কিছু জানেন। পল জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ পুলিশটা আপনাকে আর কি বললো?"

"নার্থসিরা ঐ খনিটা কখনো ব্যবহার করে নি। কোন এক্সপ্লোসিভও নেই ভেতরে। কিন্তু তবুও গত তিন বছরে এটা দ্বিতীয় বিস্ফোরণ।"

"এর মানে?"

"মানে খুবই অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে ওখানে।"

পল হাসপাতাল থেকে বের হয়ে পুলিশের গাড়িতে করে ওয়ার্থবার্গ রওয়ানা হলেন। প্যানিকও সাথে সাথে চললেন।

রাচেল গোল্ডেন ক্রাউনে তাদের ভাড়া করা দুটি রুমের কথা বলেছিলেন। প্যানিকের পুলিশী ব্যাজ তাদেরকে রাচেলের রুমে প্রবেশের সুযোগ করে দিলো। তার রুমটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর করে বিছানা গুছানো কিন্তু সুটকেসটা উধাও। নোলের রুমটাও একদম খালি। বাইরে কোন খয়েরি ভলভোও নেই।

"হের নোল সকালে হোটেল ছেড়ে যান," হোটেল মালিক জানালো। "দুটো রুমেরই ভাড়া মিটিয়ে চলে যান তিনি।"

"কখন যান?"

"সাড়ে দশটার দিকে।"

"আপনি বিস্ফোরণের কথা শুনেন নি?"

"খনিতে তো অহরহ বিস্ফোরণ ঘটছে, ইন্সপেক্টর। সে জন্যই আমি খুব একটা আগ্রহী হই নি।"

"আপনি কি নোলকে সকালবেলা হোটেল ফিরে আসতে দেখেছিলেন?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটি মাথা নাড়লো। তারা দুজনে হোটেল মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো।

পল প্যানিককে বললেন, "নোল আমাদের চেয়ে ৫ ঘণ্টা এগিয়ে আছে। কিন্তু বুলেটিনের সাহায্যে হয়তোবা গাড়িটিকে ধরা যেতে পারে।"

"হের নোলের ব্যাপারে আমি খুব একটা আগ্রহী নই।"

"সে রাচেলকে মুমূর্ষু অবস্থায় খনিতে রেখে এসেছিলো।"

"ওটা কোন অপরাধ নয়। ঐ মহিলা খুনীটাকে আমি খুঁজছি।"

প্যানিক ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেই সাথে পল বুঝতে পারলেন ইন্সপেক্টরের সমস্যার গভীরতা। কারণ ঐ মহিলা সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য তো পুলিশের জানা নেই।

"কোথায় খুঁজবেন, কোন আইডিয়া আছে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

প্যানিক শান্ত স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে রাইলেন। "না, হের কাটলার। কোন আইডিয়াই মাথায় আসছে না।"

অধ্যায় ৩৩

ক্যাসল লুকভ, চেক রিপাবলিক
বিকাল ৫:১০

আর্নস্ট লোরিংয়ের হাত থেকে মদের পানপাত্র নিয়ে আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো সুজান। রিপোর্ট শুনে লোরিংকে খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

সুজান বললো, "বিস্ফোরণের পর খনির সামনে আমি আধা-ঘণ্টার মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। তবে কাউকে খনি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি নি।"

"আমি কালকে ফেলনারকে অন্য কোন কিছুর ছুতোয় ফোন করে বিষয়টা জেনে নেব। ক্রিস্টিয়ানের যদি কিছু হয় তাহলে ফেলনার বলতেও পারে।"

সুজান আয়েশ করে মদে চুমুক দিতে থাকলো। সে মধ্য জার্মানি থেকে সোজা চেক রিপাবলিকে ঢুকেছে সীমান্ত অতিক্রম করে। তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে লোরিংয়ের এস্টেটে।

"ক্রিস্টিয়ান নোলের মত কাউকে এভাবে বোকা বানানো সত্যিই দারুণ," লোরিং বললেন।

"নোল একটু বেশিই আগ্রহী। কিন্তু চাপায়েভের কথাগুলো যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ছিলো।" চুমুক দিয়ে আরো কিছুটা মদ খেলো সে। "বুড়োটা অনেক দিন ধরেই মুখ বন্ধ করে ছিলো। কিন্তু কোন উপায়ান্তর না দেখে তাকে হত্যা করতে হলো।"

"বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে ভালো করেছো," লোরিং বললেন।

"আমি বাচ্চাদের হত্যা করি না। তাছাড়া, বাজারের অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর চেয়ে সে খুব বেশি কিছু জানতোও না।"

লোরিংয়ের মুখে ক্লান্তির ছাপ। "মাঝে মাঝে ভাবি কবে এগুলোর শেষ হবে। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।"

"আমি চিঠিগুলো পড়েছি। চাপায়েভকে ছেড়ে দেয়া হতো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ।"

"দ্রাহা, তুমি হয়তো ঠিকই বলছো।"

"এটা আমাদের জন্য খুবই স্বস্তির যে নোলকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। বোরিয়া এবং চাপায়েভও বাতিলের খাতায় চলে যাওয়ায় পরিস্থিতি আমাদের অনেক অনুকূলে।"

"না, অতটা অনুকূলে না," লোরিং বললেন। "আরেকটা সমস্যার উদয় হয়েছে।"

সুজান তার মদের পাত্রটা সরিয়ে রাখলো। "কি সমস্যা?"

"স্টোডের নিকটে খননকার্য শুরু হয়েছে। গুপ্তধন প্রত্যাশী এক আমেরিকান উদ্যোক্তা।"

"মানুষ কোনমতেই হাল ছাড়ে না, কি বলেন?"

"সম্পদের প্রলোভন একটু বেশিই উন্মাতাল করে মানুষদের। বলা কঠিন সাম্প্রতিক অভিযানটি সঠিক গুহায় হচ্ছে কিনা। আমি শুধু এটুকু জানি যে লোকটা মোটামুটি সঠিক জায়গাই আছে।"

"ঐ দলে কি আমাদের কোন সোর্স আছে?"

"হ্যা, একদম ভেতরের একজন। সে আমাকে তথ্য-টথ্য জানাচ্ছে কিন্তু এমনকি সে-ও নিশ্চিত করে অনেক কিছু বলতে পারছে না।"

"আপনি কি চান আমি ওখানে যাই?"

"হ্যা, ওখানে গিয়ে সবকিছুর ওপর ভালোভাবে নজর রাখো। আমার সোর্সটা বিশ্বস্ত, কিন্তু লোভী। সে একটু বেশিই দাবি করছে আমাদের কাছ থেকে। আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ওর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, সেটাও টেলিফোনের মাধ্যমে। কাজেই সোর্সটা আমার ব্যাপারে কিছুই জানে না। সে তোমাকে মার্গারিথ নামে জানবে। যদি ঐ অভিযান থেকে কিছু বেরিয়ে আসে তাহলে তোমাকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু খননকার্যের স্থান যদি সম্পর্কহীন হয় তাহলে আর তোমার ওটার পিছনে সময় নষ্ট করার দরকার নাই। দরকার হলে সোর্সকে সরিয়ে দিও। কিন্তু দয়া করে খুব বেশি খুন-খারাবির মধ্যে যেয়ো না।"

সুজান বুঝতে পারছিলো আসলে লোরিং কোন দিকে ইঙ্গিত করছেন।

"চাপায়েভের ব্যাপারে আমার হাতে আর কোন পথ খোলা ছিলো না।"

"আমি বুঝতে পারছি, *ড্রাহা*, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে তথাকথিত অ্যাম্বার রুমের অভিশাপের।"

"আরো দুটো মৃত্যুর সাথে এ অভিশাপটা ঘুচবে।"

বুড়ো মানুষটার মুখে হাসি ফুটলো। "ক্রিস্টিয়ান নোল এবং রাচেল কাটলার?"

সুজান সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালো।

"ঐ দিন ক্রিস্টিয়ানের ব্যাপারে যেনো কিছুটা দ্বিধা দেখছিলাম তোমার মধ্যে। ওর প্রতি কোন আকর্ষণ ছিলো নাকি তোমার?"

"সেটা এমন উল্লেখযোগ্য কিছু না।"

নোল দক্ষিণে ফুজেনের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালাচ্ছে। কেলহেমে প্রচুর পুলিশের আনাগোনা, তাই সে আর ওখানে রাত কাটাবার ঝুঁকি নেয় নি। খনিতে বিস্ফোরণের পর সে আবারো ডানিয়া চাপায়েভের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো। গিয়ে শুনতে পায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সাথে এ-ও শুনতে পায় একজন মহিলাকে সন্দেহভাজন হিসেবে খোঁজা হচ্ছে। তার পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু নোলের কাছে নয়।

সুজান ড্যানজার।

সুজান ছাড়া আর কে? সে চাপায়েভের সাথে দেখা করে হার্জের খনি সম্পর্কে

মনগড়া কথা বলতে বাধ্য করে। এতে আর তেমন কোন সন্দেহ নেই নোলের। সুজানের এই সুন্দর ফাঁদে পা দিয়ে প্রায় মরতেই বসেছিলো সে।

আবার যদি দেখা হয় সুজানের সাথে তাহলে হিসাবটা চুকিয়ে নেবে নোল। সে প্রস্তুত থাকবে ঐ দিনের জন্য।

ফুজেনের সরু রাস্তা ট্যুরিস্টে যেনো উপচে পড়ছে। ট্যুরিস্টদের এই ভিড়ে খুব সহজেই মিশে গেলো নোল। সে অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল একটা ক্যাফেতে রাতের খাবার খেয়ে তার হোটেলের পাশের একটি ফোন বুথ থেকে বুর্গ হার্জে ফোন করলো। ফোন ধরলেন ফ্রাঞ্জ ফেলনার।

"পাহাড়ে একটা বিস্ফোরণের খবর শুনলাম আজকে। এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আরেকটি লোককে এখনও খোঁজা হচ্ছে।"

"আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না," নোল বললো। "ওটা ছিলো একটা ফাঁদ।" নোল ফেলনারকে সবকিছু খুলে বললো।

"এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক যে রাচেল কাটলার বেঁচে গেছেন। কিন্তু এতে কিছু যায় আসে না। নিশ্চয়ই তিনি আটলান্টার পথ ধরবেন।"

"তুমি কি নিশ্চিত সুজান এটার সাথে জড়িত?"

"যেভাবেই হোক সে আমাকে টেক্কা দিয়েছে।"

মুখ টিপে হাসলেন ফেলনার। "হয়তোবা তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছো, ক্রিস্টিয়ান?"

"আমি সতর্ক ছিলাম না।"

"তোমার মন নিশ্চয়ই পড়ে ছিলো কিভাবে রাচেল কাটলারের সাথে শোয়া যায় সে পরিকল্পনা কষতে," মনিকা হঠাৎ করে বলে উঠলো। নিশ্চয়ই কোন একটা এক্সটেনশন লাইন ধরে আছে সে।

"আমি কি ভাগ্যবান যে তোমার মত কাউকে পেয়েছি যে কিনা প্রতিনিয়ত আমার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

মনিকার হাসির আওয়াজ শোনা গেলো। "তোমার কাজ দেখা খুবই মজার, ক্রিস্টিয়ান।"

নোল বললো, "এটা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর কিছু নেই। হয়তোবা অন্য কোন ব্যাপারে আমার মনোযোগ দেয়া উচিত?"

"ওকে সব খুলে বলো, বাছা," মনিকার উদ্দেশ্যে বললেন ফেলনার।

"ওয়েল্যান্ড ম্যাক্কয় নামের এক আমেরিকান স্টোডের কাছে খননকার্য পরিচালনা করছে। সে দাবি করছে বার্লিন মিউজিয়ামের লুপ্ত সম্পদ সে খুঁজে পাবে, সেই সাথে অ্যাম্বার রুমও। ম্যাককয় এ ধরনের অভিযান আগেও করেছে, মোটামুটি সাফল্যের সাথে। এই অভিযানটার উপর নজর রাখো। হয়তোবা ভালো কোন তথ্য পেয়ে যেতে পারো।"

"এই খননকাজ কি খুব প্রচার-প্রচারণা পাচ্ছে?"

"স্থানীয় সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে খবর এসেছে। তাছাড়া সিএনএন ইন্টার ন্যাশনাল

বেশ কয়েকবার এ ব্যাপারে খবর ছেপেছে," মনিকা বললো।

"তুমি আটলান্টা যাওয়ার আগেই আমরা এ সম্বন্ধে খবর জানতাম," ফেলনার বললেন, "কিন্তু মনে করলাম যে বোরিয়ার ব্যাপারটাই দ্রুত খতিয়ে দেখা উচিত।"

"লোরিংও কি স্টোডের এই খননকার্য নিয়ে আগ্রহী?" নোল জিজ্ঞেস করলো।

"তাকে আমাদের সব কাজেই খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে," মনিকা জবাব দিলো।

"তুমি কি আশা করছো সুজানের সাথে আরেকটা টক্কর লাগবে তোমার এই ব্যাপারটায়?" ফেলনার জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যা, আমি ঠিক তাই আশা করছি।"

"তোমার জন্য শুভ কামনা রইলো, ক্রিস্টিয়ান।"

"ধন্যবাদ, স্যার, লোরিং যদি ফোন করে নিশ্চিত হতে চান আমি মারা গেছি কিনা, তাকে হতাশ করবেন না।"

"একটু আড়ালে থাকতে চাচ্ছো?"

"সেটা খুব কাজে দেবে, স্যার।"

অধ্যায় ৩৪

ওয়ার্থবার্গ, জার্মানি
রাত ৮:৪৫

পলের পিছু পিছু রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটা টেবিল দখল করলেন রাচেল। রেস্টুরেন্টের বাতাসে মিশে আছে পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ। আগে থেকে বেশ ভালো বোধ করছেন রাচেল, খুব খিদেও পেয়েছে তার। মাথার ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলা হয়েছে, এখন শুধুমাত্র একটা টেপ লাগানো আছে সেখানে। তিনি পরে আছেন স্থানীয় দোকান থেকে কেনা একটি ফুলহাতা শর্ট।

দুঘণ্টা আগে রাচেল হাসাপাতাল থেকে ছাড়া পান। মোটামুটি সুস্থই আছেন–মাথাটা ফুলে যাওয়া এবং শরীরে কিছু কাঁটা ছেঁড়ার দাগ বাদে।

একজন ওয়েটার এগিয়ে এলে পল রাচেলকে জিজ্ঞেস করলেন কি ধরণের মদ তিনি খেতে চাচ্ছেন।

"স্থানীয় লাল মদটাই যুতসই হবে," তিনি বললেন, তার মাথায় ঘুরছিলো গতকাল রাতে নোলের সাথে ডিনার করার স্মৃতি।

ওয়েটারটি অর্ডার নিয়ে চলে গেলো।

"এয়ারলাইনে ফোন করেছিলাম," পল বললেন। "কাল ফ্রাঙ্কফুট থেকে একটা ফ্লাইট যাবে। প্যানিক বলেছেন আমাদের এয়ারপোর্টে যাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন।"

"ইন্সপেক্টর এখন কোথায়?"

"চাপায়েভের তদন্তের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে কেলহেমে ফেরত গেছেন। একটা ফোন নাম্বার অবশ্য দিয়ে গেছেন।"

"বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার সব জিনিসপত্র একদম হাপিশ হয়ে গেছে।"

"নোল চায় নি তোমাকে খুঁজে বের করার মতো কোন কিছু হোটেলে পড়ে থাকুক।"

"তাকে খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে। আকর্ষণীয়ও।"

"তুমি কি তাকে পছন্দ করা শুরু করেছিলে?"

"সে ছিলো খুবই কৌতুহলোদ্দীপক এক মানুষ। নিজের পরিচয় দিয়েছিলো একজন আর্ট কালেকটর হিসেবে যে কিনা অ্যাম্বার রুম খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"সেটা তোমার মনে আবেদন সৃষ্টি করেছিলো?"

"পল, আমরা কি একঘেয়ে জীবনযাপন করছি না? কাজ আর বাসা। একবার চিন্তা করে দেখো। দুনিয়া ঘুরে লুপ্ত শিল্প-সম্পদ খুঁজে বের করা–এটা যে কাউকেই আকর্ষণ করবে।"

"লোকটা তোমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলো।"

রাচেলের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। "কিন্তু সে মিউনিখে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলো।"

"প্রথমেই তোমার সাথে আসা উচিত ছিলো আমার।"

"তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে না।" ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে উঠছেন রাচেল।

"না, তুমি আমাকে আমন্ত্রণ জানাও নি। তবুও আমার আসা উচিত ছিলো।"

তিনি কিছুটা বিস্মিত নোলের প্রতি পলের প্রতিক্রিয়া দেখে। সে কি ঈর্ষাকাতর না উদ্বিগ্ন?

"আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার," পল বললেন। "এখানে আর কিছুই বাকি নেই। তাছাড়া বাচ্চাদের নিয়েও আমি চিন্তিত।"

"তোমার কি ধারণা যে মহিলাটি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো সেই চাপায়েভকে খুন করেছে?"

"কে জানে? কিন্তু আমার বদান্যতায় সে ঠিকই জেনে ফেলে কোথায় খুঁজতে হবে।"

রাচেলের মনে হলো এখনই সঠিক সময় কথাটা বলার। "আরো কয়েকটা দিন থাকি, পল।"

"কি?"

"আরো কয়েকটা দিন থাকি।"

"রাচেল, তোমার কি শিক্ষা হয় নি? মানুষ মারা যাচ্ছে। আমাদেরও একই ভাগ্য বরণ করার পূর্বে এখান থেকে কেটে পড়া উচিত। তুমি আজ খুবই ভাগ্যবান ছিলে। কিন্তু সবসময় ভাগ্য সহায়তা না-ও করতে পারে। এটা কোন অ্যাডভেঞ্চারের বই না, বাস্তব ঘটনা।"

"পল, বাবা কিছু একটা জানতেন। চাপায়েভও। আমাদের উচিত একটু চেষ্টা করে দেখা।"

"কি নিয়ে চেষ্ট করবে?"

"আরেকটা সূত্র ধরে আমরা এগুতে পারি। ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। নোল বলছিলো স্টোড এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। ম্যাককয় কি করছে এ নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন বাবা।"

"এই বিষয়টা নিয়ে আর বেহুদা মাথা ঘামিও না, রাচেল।"

"কিইবা সমস্যা হবে?"

"চাপায়েভের ব্যাপারেও একই কথা বলেছিলে তুমি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাচেল। "এভাবে আমাকে দোষ দেয়া ঠিক না, সেটা তুমিও জানো।" তার কণ্ঠস্বর চড়তে লাগলো। "তুমি যদি ফিরে যেতে চাও, তো যাও। কিন্তু আমি ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের সাথে কথা বলব।"

অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকালো। রাচেল মনে মনে আশা করলেন তাদের কেউই ইংরেজি বুঝে না। পলের মুখে স্পষ্ট আত্মসর্ম্পণের ছাপ।

"বসো, রাচেল," মৃদু স্বরে বললেন পল। "আমরা কি একবারের জন্য হলেও ঠাণ্ডা মাথায় কোন কিছু আলোচনা করতে পারি না?"

রাচেল আবারো চেয়ারে বসলেন। তিনি ঠিকই চান পল তার সঙ্গে থাকুক, কিন্তু কখনো মুখ ফুটে বলবেন না।

"তুমি সামনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছো। কেন তুমি তোমার সমস্ত শ্রম ওই বিষয়ে নিয়োগ করছো না?"

"আমাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে, পল। কিছু একটা আমাকে বলছে অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে হাল না ছাড়তে।"

"রাচেল, গত ৪৮ ঘণ্টায় দুজন মানুষ মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো, তারা দুজনই একই জিনিস খুঁজছে। এর মধ্যে একজন হয়তোবা খুনী, আর অন্যজন যথেষ্ট অবিবেচকের মতো তোমাকে খনিতে প্রায় মৃত অবস্থায় ফেলে এলো। ক্যারল মারা গেছেন। সেই সাথে চাপায়েভও। হয়তোবা তোমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। এখানে আসার আগে তুমিও একই সন্দেহ করছিলে।"

"আমার এখনও সন্দেহ হয় বাবার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা কিনা। তোমার বাবা-মার ক্ষেত্রেও আমার একই মনোভাব। তাদেরকেও হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।"

পল কাটলার বেশ কিছুটা সময় নিয়ে সবদিক ভালো করে ভেবে দেখলেন। "ঠিক আছে," পরিশেষে বললেন তিনি। "আমরা ম্যাককয়ের সাথে দেখা করতে যাব।"

"তুমি সত্যি বলছো তো?"

"জানি, আমি পাগলামি করছি। কিন্তু তোমাকে এখানে একলা ফেলে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা আমার নেই।"

রাচেল হাত বাড়িয়ে পলের হাত ধরলেন। "তুমি আমার নিরাপত্তার দিকটা খেয়াল রাখবে, আমিও তোমার নিরাপত্তার দিকটা খেয়াল রাখবো। ঠিক আছে?"

পলের মুখে হাসি ফুটলো। "হ্যা, ঠিক আছে।"

"বাবা নিশ্চয়ই খুব গর্বিত হতেন।"

"তোমার বাবা খুব সম্ভবত কবরে শুয়ে কপাল চাপড়াচ্ছেন। তার সমস্ত কথাই আমরা উপক্ষো করছি।"

ওয়েটার মদ নিয়ে এসে দুটো গ্লাসে ঢেলে দিলো। রাচেল তার গ্লাস তুলে ধরলেন। "আমাদের সাফল্যের উদ্দেশ্যে।"

"আমাদের সাফল্যের উদ্দেশ্যে," পলও রাচেলের মত একই জিনিস কামনা করলেন।

রাচেল গ্লাসে চুমুক দিলেন, মনে মনে খুব খুশি পল থাকছে বলে। কিন্তু সেই দৃশ্যটা আবারো খেলে গেলো তার মনের মধ্যে। বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ড আগে তিনি নোলের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। সে সময় তার ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো নোলের হাতে ধরা উদ্যত ছুরি।

তবুও তিনি এ সম্বন্ধে পল বা ইন্সপেক্টর প্যানিককে কিছুই বলেন নি। সহজেই অনুমান করা যায় তাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। তারপরও তার মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত উঁকি মারছে প্রশ্নটা, তিনি কি ঠিক কাজটিই করেছেন?

অধ্যায় ৩৫

স্টোড, জার্মানি
সোমবার, ১৯ই মে, সকাল ১০ : ১৫

ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় অনেকটা সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করার ভঙ্গিতে গুহাটাতে ঢুকলেন। ভেতরের ঠাণ্ডা, ভ্যাপসা বাতাস ও অন্ধকার যেনো তাকে ঢেকে দিলো। খনির ভেতরকার এই ফাঁকা স্থানটা দেখে অন্য সময়ের মতো তিনি আবারো বিস্মিত হলেন। এটা ছিলো রূপার খনি। কিন্তু প্রায় ১০০ বছর ধরে খনিটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। স্টোড ছিলো একসময়কার কমিউনিস্ট শাসনাধীন পূর্ব জার্মানির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তখন সম্ভব ছিলো না খনিগুলোতে অভিযান চালানো। এখন মাইনফিল্ড, প্রহরীকুকুর এবং কাঁটাতারের বেড়ার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দুই জার্মানি একত্রিত হয়ে যাওয়ায় এবং কমিউনিজম পতনের ফলে এখানে অভিযান পরিচালনায় আর কোন বাধা থাকে নি।

ম্যাককয় টানেল ধরে নিচে নামতে থাকলেন। ৩০ মিটার দূরে দূরে একটা বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাইরে রয়েছে নিজস্ব জেনারেটর। প্রথম দিকে একটা টিম এসে খনির ভেতরকার প্যাসেজগুলো মোটামুটি পরিস্কার করে যায়।

ওই অংশটা ছিলো অভিযানের সবচেয়ে সহজ কাজ। এ কাজে ব্যবহার করা হয় বড় কুড়াল এবং এয়ারগান। নাৎসি এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আর ভয়ের কিছু নেই। কেননা, পুরো টানেল শুঁকে দেখেছে প্রশিক্ষিত কুকুররা। সেই সাথে বোমা বিশেষজ্ঞরাও সবকিছু পরীক্ষা করেছেন বোমার খোঁজে। এক্সপ্লোসিভ খুঁজে না পাওয়ার বরঞ্চ ভয়ই পাচ্ছেন ম্যাককয়। যদি এই খনিতেই নাৎসিরা বার্লিন মিউজিয়ামের শিল্প-সামগ্রী লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে অবশ্যই এক্সপ্লোসিভও ফিট করে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে পাথর, কাদামটি, বালি এবং হাজার হাজার বাদুড়। বিপন্ন প্রজাতির এই বাদুড়কে বাঁচাতেই জার্মান সরবার খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো ম্যাককয়কে এখানে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি দিতে। বাদুড়গুলো প্রতিবছর মে মাসে খনি ছেড়ে চলে যায়, ফিরে আসে মধ্য-জুলাইয়ের দিকে। জার্মান সরকার ঐ ৪৫ দিনই ম্যাককয়কে দিয়েছে খনি খুঁজে দেখতে।

পা চালিয়ে ম্যাককয় পাহাড়টার যত গভীরে যেতে লাগলেন ততই প্রশস্ত হতে লাগলো টানেলের পরিধি। কিন্তু সাধারণত খনির টানেলগুলো ক্রমশ সরু হতে থাকে এবং একসময় তা হয়ে দাঁড়ায় পথ চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু এই টানেলটা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তবুও ম্যাককয়ের চিন্তা কাটে না। কেননা তিনি যে লুটের মাল খুঁজছেন তার জন্য এই প্রশস্ত টানেলও যথেষ্ট পরিমাণে সরু।

ম্যাককয় তার ক্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুজন মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে,

আরেকজন নিচে। সবই পাথরে গর্ত করতে ব্যস্ত।

তাকে দেখে ড্রিল মেশিন থামালো ক্রুরা, কান থেকে শব্দ নিরোধক যন্ত্র খুলে নিল।

"কাজ কি রকম এগুচ্ছে?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

তিনজন ক্রুর মধ্যে থেকে একজন তার গগলস চোখ থেকে নামিয়ে কপালের ঘাম মুছে জবাব দিলো, "আজকে আমরা এক ফুট মতো এগিয়েছি।"

তাদের মধ্যে আরেকজন ক্রু একটা জগ নিয়ে আসলো। তারপর, ধীরে ধীরে ড্রিল করা গর্তে জগ থেকে সলভেন্ট ঢেলে দিলো। তখন চোখে গগলস আঁটা অন্য ক্রু ভারি হাতলওয়ালা হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলো। হাতুড়িটা দিয়ে জোরে একটা বাড়ি মারার সাথে সাথে ঝুরঝুর করে পাথর খসে পড়লো নিচে। আরো কয়েক ইঞ্চি অগ্রসর হলো খননকাজ।

"খুবই ধীরে কাজ চলছে," ম্যাককয় বললেন।

"কিন্তু এটাই একমাত্র পন্থা," পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো। ম্যাককয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন ড. আলফ্রেড গ্রুমারকে গুহায় দাঁড়িয়ে থাকতে। গ্রুমার যথেষ্ট লম্বা, তার হাত-পাগুলো সরু এবং মুখে ধূসর দাঁড়ি। সে এই খননকাজে বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করছে। ইউনিভার্সিটি অব হাইডেলবার্গ থেকে শিল্প-ইতিহাস নিয়ে তার একটি ডিগ্রিও রয়েছে। তিন বছর আগে একটি অভিযানে ম্যাককয় গ্রুমারের সাথে প্রথম পরিচিত হন।

"আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে," ম্যাককয় বললেন।

গ্রুমার আরো কাছে এগিয়ে এলেন। "তোমার পারমিট শেষ হওয়ার এখনও চার সপ্তাহ বাকি। এই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

"কাজ শেষে ফল পাওয়া যাবে তো?"

"ভেতরে চেম্বার ঠিকই আছে। রাডারও একই জিনিস নিশ্চিত করেছে।"

"কিন্তু পাথরের কতটুকু পেছনে তোমার ঐ হতচ্ছাড়া চেম্বার?"

"সেটা বলা কঠিন। কিন্তু কিছু একটা ঠিকই আছে।"

"ওটা ওখানে কিভাবে গেলো? তুমি বললে যে রাডারে বহু ধাতব বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।" ম্যাককয় একবার টানেলের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। "ঐ টানেল দিয়ে একসাথে তিনজন লোকও আসতে পারবে না, এত ছোট।"

গ্রুমারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "তুমি ধরেই নিয়েছো এটাই একমাত্র ঢোকার রাস্তা, আরোও তো থাকতে পারে।"

"আর তুমি ধরে নিয়েছো আমি টাকার তলাহীন গর্ত।"

ম্যাককয় গুহাটার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও কম শব্দবহুল একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। গ্রুমারও তার পিছু পিছু চললেন। ম্যাককয় বললেন, "আগামীকালকের মধ্যে যদি আমরা এগুতে না পারি তাহলে ডায়নামাইট ব্যবহার করব।"

তার ভেজা কালো চুলে হাত বুলাতে লাগলেন তিনি। "পারমিটের খেতা পুড়ি।

আমাদের খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, শহরে একজন টেলিভিশন ক্রু অপেক্ষা করছে যাকে প্রতিদিন আমার ২ হাজার ডলার করে দিতে হচ্ছে। ঐ বলদ আমলাদের তো আর আমার মতো এক দঙ্গল বিনিয়োগকারীদের সামলাতে হয় না। ওরা কালকে আসছে কাজের অগ্রগতি দেখতে।"

"এ জিনিসটাতে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই," গ্রুমার বললেন। "পাথরের পিছনে কি আছে তা কেউই বলতে পারবে না।"

"একটা বিশাল চেম্বার তো থাকার কথা।"

"সেটাই থাকার কথা। এবং ওটাতে কিছু একটা আছে।"

ম্যাককায় তার কণ্ঠস্বর কিছুটা নরম করলেন। খোঁড়াখুঁড়ির কাজটা আস্তে ধীরে এগুচ্ছে এটা তো আর গ্রুমারের দোষ না। "কিছু একটা তোমার ঐ গ্রাউন্ড রাডারটিকে বহুবার বীর্যপাতের আনন্দ দিচ্ছে তাই না?"

গ্রুমার হেসে উঠলেন। "এরচেয়ে কাব্যিকভাবে আমিও বলতে পারতাম না।"

"কিন্তু কিছু একটা থাকা চাই, নইলে আমরা দুজনই গেছি।"

গ্রুমারকে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হলো না। গ্রুমারের এই নিরুদ্বেগ ভাবটা সবসময়ই বিরক্তির উদ্রেক ঘটায় ম্যাককয়ের। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

"আমি এটাই বলতে এসেছি যে তোমার সাথে দেখা করতে দুজন মানুষ এসেছেন," গ্রুমার বললেন।

"সাংবাদিক?"

"একজন আমেরিকান আইনজীবী ও একজন বিচারক।"

"মামলা-মোকদ্দমা কি এখনই শুরু হয়ে গেলো?"

গ্রুমারের মুখে ফুটে উঠলো বিনয় বিগলিত হাসি। ম্যাককয়ের মেজাজ সাথে সাথে খারাপ হয়ে গেলো। এই আহাম্মকটাকে অতিসত্ত্বর ঘাড় ধরে বের করে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হোমড়া চোমড়াদের সাথে গ্রুমারের ভালোই জানাশোনা, তাই তাকে বাধ্য হয়েই রাখতে হচ্ছে।

"কোন মামলা-মোকাদ্দমা নয়, হের ম্যাককয়। এই দুজন অ্যাম্বার রুমের কথা বলছেন।"

ম্যাককয়ের মুখ সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"আমার মনে হলো তুমি আগ্রহী হবে। তারা দাবি করছে যে তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য আছে।"

"পাগল-ছাগল নয়তো?"

"দেখে তো মনে হলো না।"

"কি চায় তারা?"

"কথা বলতে চায়।"

"কেন নয়? এমন কোন মহার্ঘ্য কাজ তো এখানে হচ্ছে না," ম্যাককয় একবার ড্রিল দিয়ে পাথর ভাঙার দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন।

পল কুঁড়ে ঘরটার দরজা খোলার শব্দে ঘুরে তাকালেন। তিনি দেখলেন ভালুক আকৃতির একটা লোককে ঘরে প্রবেশ করতে। সেই লোকটার গলা ষাঁড়ের মতো, কোমর ভয়ানক মোটা এবং চুল কুচকুচে কালো। তার পরনে 'ম্যাককয় এক্সকেভেশনস্' লেখা একটি কটনের শার্ট। আলফ্রেড গ্রুমারকেও, যার সাথে কয়েক মিনিট আগে তার এবং রাচেলের আলাপ হয়েছে, ভেতরে ঢুকতে দেখা গেলো।

"ইনিই হচ্ছেন ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়," গ্রুমার বললেন।

"আমি আপনাদের সাথে অভদ্রের মতো আচরণ করতে চাচ্ছি না," ম্যাককয় বললেন, "কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে আমরা জরুরি কাজে ব্যস্ত, আড্ডা মারার মতো খুব একটা সময় আমার হাতে নেই। তো আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি?"

পল প্রথমেই মূল কথা পাড়লেন। "আমরা উত্তেজনাকর কয়েকটা দিন কাটিয়েছি–"

"আপনাদের মধ্যে জাজ্ কে?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি," রাচেল জবাব দিলেন।

"জর্জিয়ার একজন আইনজীবী ও একজন বিচারক জার্মানিতে কি করছে?"

"অ্যাম্বার রুম খুঁজে বেড়াচ্ছে," রাচেল বললেন।

ম্যাককয় তার হাসি চাপলেন। "কে অ্যাম্বার রুম খুঁজছে না বলুন?"

"আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন এটা আশেপাশেই কোথাও আছে," রাচেল বললেন।

"আমি আপনাদের সাথে আমার খননকাজের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে বাধ্য নই। আমার বিনিয়োগকারীরা গোপনীয়তা চান।"

"আমরা আপনাকে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করতে বলছি না," পল বললেন। "কিন্তু আমাদের কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আপনাকে আগ্রহী করে তুলতে পারে।" পল ম্যাককয় ও গ্রুমারকে ক্যারল বোরিয়ার মৃত্যুর পর যা যা ঘটেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

পলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর গ্রুমার একটা টুলের ওপর বসলেন। "আমরাও বিস্ফোরণের কথা শুনেছি। লোকটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি?"

"না, নোল অনেক আগেই ভেগে গেছে।"

"আপনি এখনও বলেন নি কি চান আপনারা," ম্যাককয় বললেন।

"আপনি আমাদের কিছু তথ্য দিতে পারেন। যেমন, জোসেফ লোরিং কে?"

"একজন চেক শিল্পপতি," ম্যাককয় বললেন। "সে মারা গেছে প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেলো। শোনা গিয়েছিলো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই সে অ্যাম্বার রুম খুঁজে পায়, কিন্তু সেটা আর প্রমাণিত হয় নি। গুজব হিসেবেই থেকে যায় কথাটা।"

গ্রুমার বললেন, "লোরিংয়ের ছিলো বিশাল শিল্প-সামগ্রীর সংগ্রহ। তার কাছে রয়েছে দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ অ্যাম্বারের সংগ্রহ। আমার মনে হয়, তার ছেলের কাছে এখনও তা আছে। আপনার বাবা, ক্যারল বোরিয়া, কিভাবে জোসেফের নাম জানলেন?"

রাচেল তাদেরকে এক্সট্রা অর্ডিনারী কমিশনের কথা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি সেই সাথে ইয়ান্সি এবং মার্লিন কাটলারের রহস্যজনক মৃত্যুর কথাও বললেন।

"জোসেফ লোরিংয়ের ছেলের নাম কি?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আর্নস্ট," ক্রুমার জবাব দিলেন। "বর্তমানে তার বয়স খুব সম্ভবত আশির কাছাকাছি। এখনও চেকের উত্তরাঞ্চলে তাদের পারিবারিক এস্টেটে বাস করে লোকটা। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা।"

আলফ্রেড ক্রুমারের কিছু একটা পলের মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। তার কুঁচকনো ভ্রু? চোখের দৃষ্টি? কেন জানি লোকটাকে দেখে পলের মনে হচ্ছে, একে বিশ্বাস করা যায় না।

"আপনার কাছে কি আপনার বাবার চিঠিগুলো আছে?" ক্রুমার রাচেলকে জিজ্ঞেস করলেন।

পল চিঠিগুলো দেখাতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু পরবর্তীতে ভেবে দেখলেন ওগুলো দেখালে বরঞ্চ তাদের সদিচ্ছাই প্রকাশিত হবে। তাই তিনি পকেট থেকে চিঠিগুলো বের করে তাদের দিলেন। ক্রুমার ও ম্যাককয় প্রত্যেকটি চিঠি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বিশেষ করে ম্যাককয়কে যথেষ্ট মনোযোগী মনে হলো। পড়া শেষ হলে, ক্রুমার জিজ্ঞেস করলেন, "চাপায়েভ তো মারা গেছেন, তাই না?"

পল মাথা নেড়ে হ্যা বললেন।

"আপনার বাবা, মিসেস কাটলার আচ্ছা, আপনারা কি দুজন বিবাহিত?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"ডিভোর্স হয়ে গেছে," রাচেল জবাব দিলেন।

"আর দু'জন একসাথে জার্মানি ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

রাচেলের মুখ কঠিন আকার ধারণ করলো। "আমাদের বিয়ে বা ডিভোর্সের সাথে এটার কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক হয়তোবা নেই, ইয়োর অনার। কিন্তু আপনারাই তো সকাল বেলা এসে আমাকে একগাদা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। যা হোক যা বলছিলাম, আপনার বাবা তো সোভিয়েতদের হয়ে কাজ করতেন, তিনি একসময় অ্যাম্বার রুম খুঁজেও ছিলেন?"

"তিনি আপনার কাজের ব্যাপারেও প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন।"

"তিনি কি বিশেষ করে কোন কিছুর কথা বলেছিলেন?"

"না," পল বললেন। "কিন্তু তিনি *সিএনএন*-এ আপনার ব্যাপারে প্রচারিত রিপোর্টটা দেখেছিলেন এবং খুব আগ্রহ সহকারে আমার কাছ থেকে ইউএসএ টুডে চেয়ে নিয়ে আপনার অভিযান সম্পর্কিত আর্টিকেলও পড়েছেন। তারপর দেখলাম তিনি একটা জার্মান ম্যাপ খুলে দেখছেন, অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে পুরনো আর্টিকেল পড়ছেন।"

ম্যাককয় সুইভেল চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি কি মনে করেন আমরা সঠিক পথেই আছি?"

"ক্যারল অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে কিছু একটা জানতেন," পল বললেন। "চাপায়েভও জানতেন। আমার বাবা-মা'ও কিছু জেনে থাকতে পারেন। এবং কেউ একজন তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।"

"আপনার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যে প্লেনের ঐ বোমাটা আপনার বাবা-মা'র জন্যই রাখা হয়েছিলো?"

"না," পল বললেন। "কিন্তু চাপায়েভের মৃত্যুর পর, আমি নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করি। ক্যারল খুবই অনুতপ্ত ছিলেন আমার বাবা-মা'র মৃত্যুর ব্যাপারে। আমারও বিশ্বাস হতে শুরু হয়েছে যে ব্যাপারটার বেশ বড়সড় একটা কিন্তু আছে।"

"অনেক কাকতালীয় ঘটনা, তাই না?"

"হ্যা, সেটা আপনি বলতে পারেন।"

"চাপায়েভ যে খনির ম্যাপ এঁকে দিলেন, সেটার কি হলো?" ক্রমার জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছুই নেই," রাচেল বললেন। "নোলের মতে ধ্বসে যাওয়া অংশটা বিস্ফোরণের কারণে ঘটেছে।"

ম্যাককয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "তাহলে বুনো হাঁসের পিছু ধাওয়া করলেন?"

"খুব সম্ভবত," পল উত্তরে বললেন।

"আপনাদের কাছে কি কোন ব্যাখ্যা আছে যে কেন চাপায়েভ এভাবে আপনাদেরকে ঘুরালেন?"

রাচেলকে স্বীকার করতেই হলো যে তাদের কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই।

"কিন্তু এই লোরিংয়ের ব্যাপারটার কি হবে? কেন আমার বাবা কাটলারদের দিয়ে লোরিংয়ের উপর অনুসন্ধান চালাবেন?"

"অ্যাম্বার রুম নিয়ে অনেক গুজব প্রচলিত। আপনার বাবা হয়তোবা ওরকমই একটা ব্যাপার চেক করছিলেন," ক্রমার বললেন।

"আপনি কি ক্রিস্টিয়ান নোলকে চেনেন?" পল ক্রমারকে প্রশ্ন করলেন।

"নাইন, কখনো নাম শুনি নি।"

"আপনারা কি এখানে মজা লুটার জন্য এসেছেন?" ম্যাককয় হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন।

পল কথাটা শুনে হেসে উঠলেন। "মোটেও না। আমরা গুপ্তধন শিকারী নই। আমরা এমন একটা বিষয়ে জড়িয়ে গেছি যার সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। তাই ভাবলাম আপনার সাথে একবার দেখা করে যাই।"

"আমি এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজে বহু বছর ধরে আছি–"

কুঁড়েঘরের দরজা শব্দ করে খুলে গেলো। নোংরা ওভার অল পরা এক লোক ঢুকে বললো, "চেম্বারে ঢোকার রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে!"

ম্যাককয় তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। "জোশ। জলদি টিভি ক্রুকে ফোন করো। ফোন করে বলো দ্রুত এখানে চলে আসতে। আমার আগে কাউকে ঢুকতে নিষেধ করে দাও।"

লোকটা দৌড়ে চলে গেলো হুকুম বাস্তবায়নে।

"চলো, ফ্রমার।"

রাচেল ম্যাককয়ের পথ আগলে দাঁড়ালেন। "আমাদেরকেও আসার অনুমতি দিন।"

"কিসের জন্য?"

"আমার বাবার জন্য।"

ম্যাককয় কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, "আসেন, কি আর সমস্যা হবে? কিন্তু দয়া করে আমার পথের সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।"

অধ্যায় ৩৬

এক অস্বস্তিকর অনুভূতি জাপটে ধরলো রাচেলকে। ২৪ ঘণ্টা আগে তিনি একটা টানেলে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যান। এখন সেই তিনিই আবারো আরেকটি জার্মান পাহড়ের টানেলে, তাকে পথ দেখাচ্ছে সারি সারি করে জ্বালানো কয়েকটি বাতি। পথটি শেষ হলো একটি মুক্ত গ্যালারিতে এসে। গ্যালারিটির দূরবর্তী দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। একজন শ্রমিক বড় কুড়াল দিয়ে ছোট ফাঁকটিকে মানুষ চলাচলের উপযোগী করে তুলছে।

ম্যাককয় সেই ছোট ফাঁকটার দিকে অগ্রসর হলেন। "কেউ কি ভেতরটা দেখেছে?"

"না।" একজন শ্রমিক জবাব দিলো।

"ভালো।" ম্যাককয় একটা অ্যালুমিনিয়ামের দন্ডের এক প্রান্তে একটি ফ্লাডল্যাম্প বেঁধে নিয়ে ফাঁকটার ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ডটি ঢুকিয়ে দিলেন।

ম্যাককয় শিস দিয়ে উঠলেন, "চেম্বারটা বিশাল। আমি তিনটা ট্রাক দেখতে পাচ্ছি। ওহ্ ল্যাওড়া। মানুষের শরীর! দুটা দেহ দেখা যাচ্ছে।"

পিছনে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। রাচেল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন তিন জন লোক হাতে ভিডিও ক্যামেরা, লাইট ও ব্যাটারি নিয়ে দৌড়ে আসছে।

"সবকিছু প্রস্তুত করে ফেলো," ম্যাককয় তিনজনের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন। "আমি চাই চেম্বারের প্রারম্ভিক অবস্থাটা তোমার ধারণ করো টিভিশো'টার জন্য।" ম্যাককায় রাচেল এবং পলের দিকে তাকালেন। "আমি ভিডিও স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছি। এর ওপর একটা টিভি স্পেশাল হবে।"

গ্রুমার ম্যাককয়ের কাছে এগিয়ে গেলেন। 'ট্রাক, তাই না?"

"দেখে তো মনে হলো বুসিং এনএজি। সাড়ে চার টনি ট্রাক। জার্মান।"

"এটা ভাল লক্ষণ না।"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"বার্লিন মিউজিয়ামের জিনিসগুলো ট্রেনে করে নিয়ে আসা হয়। তারপর ট্রাক দিয়ে ওগুলো খনিতে আনা হয়। জার্মানরা কোন অবস্থাতেই ট্রাকগুলো ফেলে যেত না। যুদ্ধের ঐ সময়টাতে ট্রাক ছিলো প্রচণ্ড দরকারী, অনেক কাজে ব্যবহার হতো।"

"আমরা জানি না এখানে আসলে কি ঘটেছিলো, গ্রুমার। তারা হয়তোবা কোন একটা কারণে ট্রাকগুলো ফেলে যায়।"

"ওগুলো ভিতরে কিভাবে ঢুকলো?"

ম্যাককয় তার মুখটা একদম গ্রুমারের মুখের সামনে নিয়ে আসলেন।

"তুমি তো একটু আগেই বললে, এখানে ঢোকার আরো রাস্তা থাকতে পারে।"

গ্রুমার যেনো একদম নেতিয়ে পড়লেন। "যেভাবে তুমি বলো, ম্যাককয়।"

"না, যেভাবে তুমি বলো।" ম্যাককয় এবার ভিডিও ক্রু'র দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফ্ল্যাশলাইট ইতিমধ্যে জ্বালানো হয়েছে। ক্যামেরা দুটাও কাঁধে তুলে ফেলেছে দুজন।

"আমি যাব প্রথমে। ফিল্মটা যেনো তোলা হয় আমার দৃষ্টিতে," ম্যাককয় বললেন।

অন্যরা মাথা নেড়ে সায় দিলে ম্যাককয় ঐ ফাঁক গলে অন্ধকারে ঢুকে গেলেন।

পল সবশেষে প্রবেশ করেন। তার ঠিক সামনে দুজন শ্রমিক লাইট বার নিয়ে যাচ্ছে চেম্বারটিতে, নীলচে-সাদা আলোকরশ্মি দূর করে দিচ্ছে অন্ধকার।

"চেম্বারটা প্রাকৃতিক," গ্রুমার বললেন, তার কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শোনা গেলো।

চেম্বারের মেঝে বালুময় ও নরম। পল বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধ অগ্রাহ্য করে বুকভরে শ্বাস নিলেন। ভিডিও লাইট দূরবর্তী দেয়ালে গিয়ে পড়লো। আরেকটি পথ নজরে আসলো সবার। তারা যে পথ দিয়ে এখানে ঢুকেছেন, এর চেয়ে অনেক বড় এই পথ। এ পথ বেয়ে খুব সহজেই ট্রাক আসা-যাওয়া করতে পারবে।

"এটাই তাহলে ভেতরে ঢোকার অন্য রাস্তা, কি বলো?" ম্যাককয় বললেন।

"হ্যা," গ্রুমার জবাবে বললেন। "কিন্তু কি অদ্ভুত! কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য তো একসময় তা উদ্ধার করা। তাহলে এটা এভাবে বন্ধ করার মানে কি?"

পল ট্রাক তিনটির দিকে নজর দিলেন। ওগুলো অদ্ভুত ভঙ্গিমায় পার্ক করে রাখা। তাছাড়া, ট্রাকগুলোর একটা টায়ারও কোন বাতাস নেই। সময়ের পথ পরিক্রমায় ট্রাকের মালপত্র ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত কালো ক্যানভাসটির রোঁয়া উঠে গেছে।

ম্যাককয় ঘরটার আরো ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। তার পিছু পিছু একজন ক্যামেরাম্যানও আসছে। "অডিও নিয়ে চিন্তা করো না। পরে অডিও করা যাবে, এখন আপাতত ভিডিওটা ভালোমতো করো।" পল রাচেলের কাছে এগিয়ে গেলেন। "অদ্ভুত, তাই না? মনে হচ্ছে যেনো গোরস্থানে হাঁটছি।"

রাচেল সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। "এটাই আমি ভাবছিলাম।"

"এদিকে দেখ", ম্যাককয় বললেন।

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় বালির ওপর দুটা মানবদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। অবশ্য দেহের কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধুমাত্র হাড়-গোড় ছাড়া। আর সেই হাড়-গোড়ে জড়িয়ে আছে কিছু শতচ্ছিন্ন কাপড় ও চামড়ার জুতা।

"তাদেরকে মাথায় গুলি করে মারা হয়েছে," ম্যাককয় বললেন।

লাইট বার কাছে নিয়ে আসলো একজন শ্রমিক।

"সম্পূর্ণ ফটোগ্রাফিক রেকর্ড করার আগে কেউ কোন কিছু হাত দিয়ে স্পর্শ করো না। মন্ত্রণালয় ফটোগ্রাফিক রেকর্ড দেখতে চাবে।" গ্রুমার সবার উদ্দেশ্যে বললেন।

"এখানে আরো দুটো কঙ্কাল," আরেকজন শ্রমিকের গলা শোনা গেলো।

ম্যাককয় ও ক্যামেরা ক্রু'সহ সবাই ঐদিকে চলে গেলো। পল অবশ্য প্রথম দুই কঙ্কালের সাথেই থাকলেন। কাপড়গুলো পঁচে গেছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এগুলো কোন ধরনের ইউনিফর্ম ছিলো। দুটা কঙ্কালের খুলিতেই গর্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যুর সময় তারা শুয়ে ছিলো, হাত-পাগুলো সুন্দরভাবে ভাঁজ করা। তাদের চামড়ার পিস্তল হোল্ডারটি খালি।

তার চোখ ডানদিকে বালিতে পড়ে থাকা একটি কালো ও আয়তাকার বস্তুর ওপর গিয়ে পড়লো। ক্রমারের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি হাত বাড়িয়ে জিনিসটি তুলে নিলেন।

একটা ওয়ালেট।

তিনি সতর্কভাবে ওয়ালেট খুলে ভেতরে তাকালেন। কিছু দুমড়ানো মুচড়ানো টাকা পাওয়া গেলো। তারপর অনেক খোঁজার পর একটি কার্ডের খণ্ডিতাংশ বেরিয়ে এল। কার্ডের প্রান্তগুলো ক্ষয়ে গেছে এবং ভেতরের লেখাটাও প্রায় মুছে গেছে। তবুও কিছুটা পাঠোদ্ধার করা যায় এর সাহায্যে। তিনি চেষ্টা চালালেন অক্ষরগুলো পড়ার।

অসজেজেবেন ১৫-৩-৫১। ভেরফাল্ট ১৫-৩-৫৫। গুস্টাভ ম্যুলার।

আরো কিছু শব্দ লেখা আছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। পল ওয়ালেটটা হাতে নিয়ে মূল দলের সাথে যোগ দিতে রওয়ানা হলেন। ট্রাকগুলোর পেছন ঘুরে আসার সময় হঠাৎ তিনি ক্রমারকে একপাশে দেখতে পেলেন। ক্রমার উবু হয়ে বসে অন্য আরেকটি কঙ্কালকে দেখছেন। দশ মিটার দূরে রাচেল, ম্যাককয় ও অন্যরা তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাককয় ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। আর এদিকে ক্রমার কঙ্কালটির আশেপাশের মাটি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

পল ট্রাকের আড়ালে লুকিয়ে ক্রমারের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। ক্রমারের ফ্ল্যাশলাইট কঙ্কালটির প্রসারিত হাতের উপর এসে নিবদ্ধ হলো। তিনি প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে হাত ও চারপাশের বালি দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন বালির উপর কয়েকটি অক্ষর লেখা। কয়েকটি কাল-পরিক্রমায় মুছে গেছে, কিন্তু তিনটি এখনও রয়ে গেছে।

ও আই সি।

ক্রমার দাঁড়িয়ে অক্ষরগুলোর তিনটি ছবি তুললেন, তারপর নিচু হয়ে হালকা করে মুছে দিলেন অক্ষরগুলোর নিশানা।

ম্যাককয় খুব খুশি। ভিডিওটা চমৎকার হওয়ার কথা। একটি পরিত্যক্ত রুপার খনিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত তিনটা জার্মান ট্রাক মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। খুলিতে বিশাল গর্তসহ পাঁচটি মৃতদেহও পাওয়া গেছে। কি একখান শো'ই না হবে।

"ঠিকঠাকমতন শট নেওয়া হয়েছে?" ম্যাককয় একজন ক্যামেরাম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন।

"তাহলে চলো দেখি ট্রাকগুলোর ভিতরে কি আছে।" তিনি ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে সবচেয়ে কাছের ট্রাকটার দিকে গেলেন। "ক্রমার, কই তুমি?"

ডক্টর পেছনে থেকে সামনে এগিয়ে আসলেন।

"তুমি প্রস্তুত?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

ক্রমার মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন।

ম্যাককয় ভাবছিলেন যে তিনি ট্রাকের পেছনের ক্যানভাসের আবরণ উঠিয়ে দেখতে পাবেন থরে থরে কাঠের ক্রেট সাজানো। বাড়তি নিরাপত্তার খাতিরে হয়তোবা সবকিছু পুরনো পর্দা ও কার্পেটে মোড়া যাতে ভেতরে ছবির ক্যানভাস বা ভঙ্গুর জিনিসপত্রগুলোর ক্ষতি না হয়। যদি এই চেম্বারেই বার্লিন মিউজিয়ামের সমস্ত শিল্প দ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বটে একটা সংগ্রহ হবে। হয়তোবা ভার্মিরের 'স্ট্রিট অভ ডেলফ্‌ট' বা দা ভিঞ্চি'র 'ক্রাইস্টস্ হেড' অথবা মনে'র 'দ্য পার্ক'। খোলা বাজারে প্রত্যেকটার দামই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার হবে।

ম্যাককয় অতি সর্তপণে শক্ত ক্যানভাস সরিয়ে ফ্লাশলাইটের আলো ফেললেন ভেতরে।

ট্রাকটা সম্পূর্ণ খালি। শুধু বালিই পড়ে আছে।

ম্যাককয় পরবর্তী ট্রাকটার দিকে দৌড়ে গেলেন।

সম্পূর্ণ খালি।

এবার তিনি তৃতীয় ট্রাকটার ক্যানভাস সরালেন।

সেটাও একদম খালি।

"ল্যাওড়া," ম্যাককয় বললেন। "বন্ধ করো ক্যামেরা।"

"আমি এরকম কিছুর ভয়ই করছিলাম," গ্রুমার বললেন।

এধরনের কথা শোনার মতো মানসিক অবস্থা তখন ম্যাককয়ের ছিলো না।

"বাইরের সমস্ত চিহ্নই নির্দেশ করছিলো যে এটা হয়তোবা আমাদের কাঙ্ক্ষিত চেম্বার নয়," গ্রুমার আরো যোগ করলেন।

ম্যাককয়ের মনে হলো গ্রুমার তার এই দুর্দশা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। "তাহলে কেন আমাকে এই জিনিসটা জানুয়ারিতেই বললে না?"

"আমি তখন জানতাম না। রাডারে খুব বড় ধাতব একটা বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলাম। এই কয়েকদিন আগে থেকে আমার মনে প্রথম সন্দেহ জাগে যে চেম্বারটা হয়তোবা খালিই হবে।"

পল এগিয়ে আসলেন। "কি সমস্যা?"

"আইনজীবী সাহেব, সমস্যাটা হচ্ছে হতচ্ছাড়া ট্রাকগুলো একদম খালি। ভেতরে কিছুই নেই। আমি মিলিয়ন ডলার খরচ করে কিনা তিনটা জংধরা ট্রাক উদ্ধার করলাম! আগামীকাল বিনিয়োগকারীরা জার্মানিতে আসছেন কাজের অগ্রগতির কথা শুনতে। কি ঘণ্টাটা বলবো ওদের?"

"তারা বিনিয়োগ করার সময়ই তো ঝুঁকির কথা জানতেন," পল বললেন।

"কেউই একথা আর স্বীকার করবে না।"

রাচেল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সততার সাথে ঝুঁকির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন?"

"যতটুকু সৎ হওয়া দরকার, ততটুকু সৎ আমি ঠিকই ছিলাম।" ম্যাককয় বিরক্তিভরে তার মাথা নাড়লেন। "চুলোয় যাক শালা সবকিছু।"

অধ্যায় ৩৭

স্টোড

দুপুর ১২:৪৫

নোল তার ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে রুদ্ধ হোটেল কক্ষটা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলো। ক্রিস্টিনেনহফ হোটেলটি ৫ তলা বিশিষ্ট, এর বর্হিভাগ কাঠ ও সিমেন্টের অপূর্ব সংমিশ্রণ। নোল ইচ্ছা করেই তৃতীয় তলার রাস্তার দিকে মুখ করা কক্ষটি বেছে নেয়। কারণ রাস্তার ঠিক অপরপ্রান্তে অবস্থিত হোটেল গার্নি যেখানে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় তার দলবল নিয়ে পুরো চতুর্থ তলা দখল করে আছেন। সে আরো খবর পেয়েছে আগামীকাল বিনিয়োগকারীদের একটা দল গার্নিতে আসছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ কতদূর এগোল তা দেখতে।

নোল চামড়ার ব্যাগটি খুলে ইলেকট্রিক রেজর বের করলো।

গতকাল ছিলো খুব কঠিন একটা দিন। সুজান ড্যানজার তাকে এভাবে হারিয়ে দিলো! এখন নিশ্চয়ই সে রসিয়ে রসিয়ে পুরো ব্যাপারটা আর্নস্ট লোরিংকে বলছে। কিন্তু সুজান তাকে মারতে চাইলো কেন? তাদের লড়াই তো কখনো এই পর্যায়ে উপনীত হয় নি। কিসের জন্য ডানিয়া চাপায়েভ, তাকে এবং রাচেল কাটলারকে হত্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো? অ্যাম্বার রুম? হয়তোবা। অবশ্যই এ ব্যাপারে আরো তদন্ত করা দরকার এবং স্টোডের এই মিশনটি শেষ হওয়ার পর সে তা করার সিদ্ধান্ত নিল।

নোল ধীরে-সুস্থেই গাড়ি চালিয়ে ফুজেন থেকে স্টোডে পৌছেছে। কোন অনর্থক তাড়াহুড়ায় যায় নি। মিউনিখের সংবাদপত্রে গতকালকের বিস্ফোরণের কথা বেশ গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়েছে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে রাচেল কাটলারের নাম এবং তার উদ্ধার কাহিনী। কিন্তু কোথাও তার নাম উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র এ কথা ছাড়া যে উদ্ধারকর্মীরা এখনও এক অজ্ঞাতপরিচয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই রাচেল তার নাম পুলিশকে জানিয়েছে। কিন্তু তবুও কোথাও তার নাম আসলো না! বেশ কৌতূহলজনক। এটা কি পুলিশের কোন চাল? সম্ভবত। কিন্তু তাতে নোলের কিছুই যায় আসে না। কারণ সে তো কোন অন্যায় করে নি। তাহলে কেন পুলিশ তাকে খুঁজবে? শুধুমাত্র তারা এই জানে যে খনিতে বিস্ফোরণের হাত থেকে কোনমতে বেঁচে সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। তাছাড়া রাচেল কাটলারও জীবিত আছেন, নিশ্চয়ই তিনি ইতিমধ্যে আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছেন।

নোল তার ব্যাগের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে আসলো। আস্তে করে হাত বুলাতে থাকলো সে পিস্তলের নলে, তারপর অস্ত্রটা মুঠোবন্দি করে আঙুল চেপে ধরলো ট্রিগারে। এটার ওজন ৩৫ আউন্সের বেশি না। আর্নস্ট লোরিং তাকে পিস্তলটা উপহার হিসেবে দেন।

"আমি ক্লিপে গুলির সংখ্যা ১৫-টায় উন্নীত করেছি," লোরিং অস্ত্রটা উপহার দেয়ার সময় তাকে একথা বলেন। "এটা কোন *আমলার* দশ রাউন্ড গুলির পিস্তল নয়। বরঞ্চ এটা আমাদের প্রথম পিস্তলের মডেলের মতোই। বাজারের অন্যান্য পিস্তলের চেয়ে কার্যকর করার জন্য এই পিস্তলটাতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে।"

লোরিংয়ের চেক ইন্ড্রাস্ট্রি পূর্ব ইউরোপের সর্ববৃহৎ অস্ত্র উৎপাদক, তাদের নৈপুণ্যর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কয়েক বছর আগে পশ্চিমা বাজারও তার অস্ত্রের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। সৌভাগ্যজনকভাবে, ফেলনার নোলকে অস্ত্রটা রাখার অনুমতি দেন এবং সে এ কারণে ফেলনারের প্রতি কৃতজ্ঞ।

"সুজানেরও ঠিক একই মডেলের একটা পিস্তল আছে। আমার মনে হলো ছোট্ট এই মজাটা তোমরা দু'জনই উপভোগ করবে। এখন তোমরা দুজনই সমান সমান।"

হ্যা, সে এই ছোট্ট মজাটা দারুণ উপভোগ করেছে।

নোল পিস্তলটা বিছানায় ফেলে দিয়ে রেজর হাতে ধরে বাথরুমের দিকে চললো। বাথরুমে যাওয়ার পথে জানালা দিয়ে একবার উঁকি মারলো সে। রাস্তার ঠিক অপর প্রান্তে ৬ তলা বিশিষ্ট গার্নি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুনেছে গার্নি নাকি স্টোডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল। বুঝা যাচ্ছে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় সেরা হোটেলেই থাকতে পছন্দ করেন। সে আরো শুনেছে গার্নিতে নাকি একটি বিশাল রেস্টুরেন্ট ও মিটিং রুম রয়েছে যা ম্যাককয়ের অভিযাত্রী দলের জন্য খুবই দরকারী।

নোল জানালার রট আয়রনের গ্রিলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। মধ্য-দুপুরের আকাশ ধূসর ও মলিন, উত্তর-দিকে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নোল খবর পেয়েছে, ম্যাককয়ের অভিযাত্রী দল সাধারণত সন্ধ্যা ৬ টার ভিতরেই হোটেলে ফিরে আসে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল গার্নির রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে সে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবে।

রাস্তার দুপাশে চোখ বুলাতে লাগলো সে। হঠাৎ করেই তার দৃষ্টি আটকে গেলো এক তরুণীর ওপর। মেয়েটি লোকজনদের ভিড় ঠেলে ফুটপাথ দিয়ে এগুচ্ছে। সোনালী চুল, সুন্দর মুখশ্রী, পরনে সাধারণ কাপড় চোপড়। একটি চামড়ার ব্যাগ তার ডান কাঁধ থেকে ঝুলছে।

সুজান ড্যানজার।

কোন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ না করেই অবলীলায় খোলা রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সে রেজরটা বিছনায় ছুঁড়ে, পিস্তলটা বগলের তলায় শোল্ডার হোলস্টারে ভরে নিল। তারপর ছুটলো দরজার দিকে।

অদ্ভুত এক অনুভূতি আচ্ছন্ন করলো সুজানকে। সে হাঁটা থামিয়ে পেছনটা একবার দেখে নিল। রাস্তাটা মানুষে পরিপূর্ণ। স্টোড খুবই ব্যস্ত নগরী। সে শুনেছে এর জনসংখ্যা ৫০ হাজারের মতো। শহরের বেশিরভাগ দালান কোঠাই পুরনো ধাঁচের, সেই ৫০ কিংবা

৬০-এর দশকে বানানো। তবে নির্মাতারা ভালো কাজই করেছেন, পুরো শহর সুবিন্যস্ত করে রেখেছেন সমৃদ্ধ স্তম্ভে এবং মূর্তিতে।

সুজানের সামনে, অনেকটা আকাশ পানে যেনো ধাবিত হয়েছে বিশালকায় ধর্মাশ্রম 'সেভেন সোরোজ্ অব দ্য ভার্জিন'। কুমারী মেরির সম্মানে ১৫ শতকে এটি নির্মিত হয়। সুউচ্চ এই অট্টালিকা থেকে সন্তরা নজরে রাখতো এই রাজ্যটিকে। এক মধ্যযুগীয় ভাষ্যকর একে 'ঈশ্বরের দূর্গ' বলে অভিহিত করেন। অ্যাম্বার ও শ্বেত-পাথরে সজ্জিত ধর্মাশ্রামের বর্হিভাগ। কি অদ্ভূত সঙ্গতি! অ্যাম্বার। হয়তোবা এটা একটা সংকেত। সুজান হয়তোবা এই সংকেত নিয়ে আরো মাথা ঘামাতো, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কেন জানি মনে হচ্ছে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

অবশ্যই ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় যে কারো মধ্যে আগ্রহ উৎপন্ন করবে। হয়তোবা ম্যাককয়ের কারণেই কেউ এখানে এসে সবকিছু দেখছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় লোকটা? সরু রাস্তাটা এতো বেশি মানুষে ভরপুর যে কাউকে আলাদা করা মুশকিল। হয়তোবা লোকটা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে পারে। অথবা সে হয়তোবা ধর্মাশ্রমটির ব্যালকনি থেকে নিচে লক্ষ্য রাখছে। সুজান ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে কিছু ট্যুরিস্টদের দেখতে পেল।

যা হোক, এতে কিছু যায় আসে না।

সুজান ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেল গার্নিতে ঢুকে পড়লো।

সে রিসিপশনিস্টের দিকে এগিয়ে গিয়ে জার্মান ভাষায় বললো, "আলফ্রেড গ্রুমারের জন্য একটা মেসেজ রেখে যেতে চাই আমি।"

"অবশ্যই।" লোকটি তার দিকে একটা প্যাড এগিয়ে দিলো। সুজান লিখলো, আমি আজ রাত দশটায় সেন্ট জারহার্ড গির্জায় থাকবো। সময়মত চলে এসো। মার্গারিথ। সে নোটটা ভাঁজ করে রিসিপশনিস্টের হাতে ধরিয়ে দিলো।

"আমি হের ডক্টর গ্রুমারকে এটা দেয়ার ব্যবস্থা করবো," লোকটা বললো।

সুজান হেসে লোকটিকে বখশিস হিসেবে পাঁচ ইউরো ধরিয়ে দিলো।

নোল ক্রিস্টিনেনহফের লবিতে দাঁড়িয়ে পর্দা ফাঁক করে রাস্তার দিকে নজর রাখছিলো। সে দেখলো হঠাৎ করে সুজান ড্যানজারকে থেমে যেতে, তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলাতে।

সুজান কি তার উপস্থিতি টের পেল?

সুজানের সহজাত প্রবৃত্তি খুবই ধারালো। তাই সে যদি তার উপস্থিতি টের পায় এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। শুধুমাত্র ধারালো সহজাত প্রবৃত্তিই নয়, সে খুব বিপজ্জনকও। কিন্তু সম্ভবত সুজান কিছুটা অসতর্ক, যেহেতু সে জানে যে নোল খনিতে চাপা পড়ে মারা গেছে। নোল মনে মনে আশা করছে, ফেলনার তার কথামতো লোরিংকে মিথ্যা খবর সরবরাহ করেছেন। এতে সে সময় পাবে বের করার আসলে কি ঘটছে।

এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এতে সে তার মোহিনী প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিভাবে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যায় সেই পরিকল্পনা আঁটতে পারবে।

কি করছে এখানে সুজান? হোটেল গার্নিতেই বা কেন ঢুকলো সে? ম্যাককয়ের অভিযাত্রী দলে তার কি কোন সোর্স আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নোল নিজেই আরো অনেক খনন অভিযানে সোর্স ব্যবহার করেছে যাতে সে সবার আগে সব খবর পায়। অভিযাত্রীরা বেশ আগ্রহীই থাকেন তাদের উদ্ধারকৃত লুপ্ত সম্পদের কিছু অংশ কালো বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতে। এর মাধ্যমে অনর্থক সরকারি ঝুট-ঝামেলা সহজেই উপেক্ষা করা যায়। নোল বেশ কয়েকবার অবিবেচক গুপ্তধন শিকারীদের কাছ থেকে এরকম শিল্প-সামগ্রী কিনেছে, এতে সমৃদ্ধ হয়েছে ফেলনারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হলে পথচারীরা মাথার উপর ছাতা মেলে ধরলো। দূরে বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেলো। সুজান বেরিয়ে আসলো গার্নি থেকে। নোল জানালার ধারে মুখ লুকালো। সে মনে মনে আশা করছে যে সুজান রাস্তা অতিক্রম করে ক্রিস্টিনেনহফে প্রবেশ করবে না। কারণ এই ছোট্ট লবিতে লুকানোর তেমন কোন জায়গা নেই; কাজেই খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে সে।

সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো যখন দেখলো সুজান তার জ্যাকেটের কলার উঠিয়ে রাস্তা ধরে অন্যদিকে হাঁটা শুরু করলো। নোল সামনের দরজায় গিয়ে সতর্কভাবে মাথা বের করে তাকিয়ে দেখলো সুজানকে একটু দূরের একটা হোটেল গ্যাবলারে ঢুকে যেতে। সে যদি হোটেল গ্যাবলারে ঘাঁটি গেড়ে থাকে তাহলে মোটেও অযৌক্তিক হবে না সিদ্ধান্তটা। কারণ, হোটেলটা গার্নির খুব কাছে। নোল লবিতে ফিরে গিয়ে জানালা দিয়ে হোটেল গ্যাবলারের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। পনেরো মিনিট কেটে গেলো, কিন্তু সুজানের দেখা মিললো না।

হাসি ফুটে উঠলো নোলের মুখে।

তাহলে নিশ্চিত হওয়া গেলো।

গ্যাবলারেই উঠেছে সুজান।

অধ্যায় ৩৮

দুপুর ১:১৫

আলফ্রেড গ্রুমারকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন পল কোন সম্ভাব্য উত্তরের প্রত্যাশায়। তিনি, ম্যাককয়, গ্রুমার এবং রাচেল খনির বাইরে অবস্থিত কুঁড়েঘরটিতে ফিরে এসেছেন। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার ছন্দময় শব্দ শোনা যাচ্ছে। আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারটি আবিষ্কার করার পর তিন ঘণ্টা কেটে গেলেও ম্যাককয়ের মনের ভাব বাইরের আবহওয়ার মতই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

"এটা কি হলো, গ্রুমার?" ম্যাককয় বললেন।

গ্রুমার একটা টুলের ওপর বসে আছেন। "দুটো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, গুহায় ঢুকার সময় ট্রাকগুলো খালি ছিলো। দুই, কেউ আমাদের আগেই ভিতরে ঢুকেছে।"

"কেউ কিভাবে আমাদের আগে ভিতরে ঢুকে? ঐ চেম্বারে ঢুকতে আমাদের চার দিন সময় লেগেছে আর ভেতরে ঢোকার অন্য পথটা তো বন্ধ।"

"অনেক আগে কেউ ভিতরে ঢুকে থাকতে পারে।"

ম্যাককয় লম্বা করে শ্বাস নিলেন। "গ্রুমার, আগামীকাল ২৮ জন বিনিয়োগকারী আসছেন। তারা বস্তা বস্তা টাকা ঢেলেছেন অভিযানটার জন্য। কি বলবো আমি তাদেরকে? কেউ আমাদের আগেই সবকিছু নিয়ে গেছে?"

"সত্য তো স্বীকার করতেই হবে।"

আগুনচোখে ম্যাককয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তবে রাচেল তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন।

"মারামারি করে কিইবা লাভ হবে?"

"মনে একটু শান্তি পাব তাতে।"

"চেয়ারে বসুন," রাচেল বললেন।

রাচেল কাটলারের 'বিচারক' সুলভ স্বরটা ধরে ফেললেন পল। দৃঢ় ও কঠিন এ কণ্ঠস্বর–যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

ম্যাককয় পিছু হটলেন। "জেসাস ক্রাইস্ট! ভালো মুসিবতে পড়লাম দেখছি।" তিনি পুণরায় চেয়ারে বসলেন। "মনে হচ্ছে আমার আইনজীবীর সাহায্য দরকার হবে। আপনি কি ফ্রি আছেন, পল কাটলার?"

পল তার মাথা নাড়লেন। "আমি উইল-বিষয়ক আইনী জটিলতা নিরসন করি। কিন্তু আমার ফার্মে আপনার এ সমস্যার মোকাবেলার জন্য সুর্নিদিষ্ট আইনজীবী আছে।"

"তারা তো সবই আমেরিকায়, আর আপনি এখানে।"

"সব বিনিয়োগকারীরা নিশ্চয়ই আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"হ্যা, তাতে যেনো খুব সুবিধা হবে! এদের প্রচুর পয়সা আছে, নিজস্ব আইনজীবীও তারা রাখে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমি আইনী ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

"আমি আপনার সাথে একমত নই," রাচেল বললেন। "কেউ কেন এরকম ভাববে যে আপনি এমন এক জায়গা খননের জন্য বেছে নিয়েছেন যেখানে কিছুই নেই? কারণ, এটা তো অনেকটা আত্মহত্যার মতো।"

"হয়তোবা আমার এক লাখ ডলার বেতনের জন্য এরকমটা ভাবতে তারা বাধ্য হবে। ঐ এক লাখ ডলার ফি আমি পেতে বাধ্য; খনিতে কিছু পাওয়া যাক বা না-যাক।"

রাচেল পলের দিকে তাকালেন। "হয়তোবা তোমার ফার্মকে একটা ফোন করা উচিত। ম্যাককয়ের সত্যিই একজন আইনজীবী দরকার।"

"দেখুন, কয়েকটা জিনিস পরিস্কার করা দরকার," ম্যাককয় বললেন। "আমার আলাদা ব্যবসা আছে; এই গুপ্তধন শিকার আমার জীবিকা নয়। অনেক পয়সা লাগে এইসব অভিযানে। গত অভিযানে আমি একই ফি চাই এবং সফল হই গুপ্তধন পেতে। ঐ বিনিয়োগকরীরা তাদের খরচকৃত অর্থ সুদে আসলে পেয়ে যান। কাজেই, কেউ কোন অভিযোগ করে নি।"

"এবার আর তা হচ্ছে না," পল বললেন। "যদি ঐ জংধরা ট্রাকগুলো প্রচণ্ড মূল্যবান হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। আর মূল্যবান যদি হয়ও ওগুলো তো চেম্বার থেকে বেরই করা যাবে না।"

"একদম ঠিক," গ্রুমার বললেন। চেম্বারে ঢোকার অন্য পথটা প্রায় অগম্য। প্রচুর পয়সা লাগবে ওটা পরিস্কার করতে।"

"দুর হও, গ্রুমার।"

ম্যাককয়ের দিকে তাকালেন পল। বিশালদেহী লোকটার চোখে-মুখে ভীতি ও আত্মসমর্পনের ছায়া। অনেক মক্কেলের চোখে ঐ একই দৃষ্টি বহুবার দেখেছেন পল। শেষ পর্যন্ত তিনি থাকারই সিদ্ধান্ত নিলেন। "ঠিক আছে, ম্যাককয়। আমি আমার সাধ্যমতো আপনাকে সাহায্য করবো।"

রাচেল অদ্ভুত দৃষ্টিতে পলের দিকে তাকালেন। কারণ গতকালই পল আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো আর আজ কিনা তিনি ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়কে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চাচ্ছেন?

"ভালো," ম্যাককয় বললেন। "আপনার সাহায্যের দরকার হবে আমার। গ্রুমার, এদের দুজনের জন্য গার্নি'তে রুমের ব্যবস্থা করো।"

গ্রুমার এই আদেশ শুনে খুব একটা পুলকিত বোধ করলেন না, তবে তিনি ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"গার্নিটা আবার কি?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা সবাই ওখানেই থাকছি।"

পর গ্রুমারের দিকে ইশারা করলেন। "তিনিও কি গার্নিতেই আছেন?"

"আর কোথায় থাকবে?"

গ্রুমার এবং ম্যাককয়ের পিছু পিছু গাড়ি চালিয়ে শহরে পৌছালেন পল ও রাচেল। তারা সবাই হোটেল গার্নির সামনে এসে থামলেন। হোটেলে ঢুকে তিনি জানতে পারলেন ম্যাককয় তার দলবলসহ পুরো চার তলা দখল করে রেখেছেন। পুরো তিন তলা বুক করা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের জন্য। অনেক অনুরোধ উপরোধ ও কিছু ইউরো বখশিস দেবার পর হোটেল-রিসিপশনিস্ট দ্বিতীয় তলায় একটা রুমের ব্যবস্থা করে দিলো। ম্যাককয় অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিলেন তারা দুটো রুম চান কিনা কিন্তু রাচেল তাদের একটা রুমেই চলবে বলে জানিয়ে দেন।

দ্বিতীয় তলায় তাদের রুমে পৌছামাত্র রাচেল জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ঘটনাটা কি, পল কাটলার?"

"তোমার ঘটনাটা কি? একটা রুম! আমার তো ধারণা ছিলো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।"

"পল, তুমি কিছু একটার পিছু নিয়েছো, আমি তোমাকে সহজে দৃষ্টির আড়াল হতে দিব না। গতকাল তুমি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া ছিলে। আর আজ তুমি ম্যাককয়ের আইনজীবী হতে রাজি হয়ে গেলে? যদি ঐ লোকটা 'দুই নম্বর' হয়?"

"তাহলে তো তার আরো বেশি করে আইনজীবী দরকার।"

"পল–"

পল ইশারায় বিছানাটা দেখালেন। "তুমি কি দিন রাত আমার উপর নজর রাখবে?"

"এমন তো না আমরা পরস্পরকে আগে কখনো দেখি নি। দশ বছর আমরা একসাথে কাটিয়েছি, দুজনের মোটামুটি সবকিছুই আমাদের জানা।"

পল হেসে উঠলেন। "হয়তোবা এ উত্তেজনা আমি পছন্দ করা শুরু করবো।"

"তুমি আমাকে সবকিছু খুলে বলবে কিনা?"

পল বিছানার প্রান্তে বসে রাচেলকে সবিস্তারে বললেন চেম্বারে কি কি ঘটেছিলো। তারপর তিনি পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে দেখালেন যা তিনি দুপুর থেকে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

"গ্রুমার ঐ অক্ষরগুলো কোন এক উদ্দেশ্য নিয়ে মুছে ফেলে। এতে আমার সন্দেহ নেই। কোন এক ধান্ধা নিয়ে ঘুরছে লোকটা।"

"তুমি ম্যাককয়কে বললে না কেন?"

পল শ্রাগ করলেন। "আমি জানি না। জিনিসটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু তুমি যা বললে, ম্যাককয় অসৎও হতে পারে।"

"তুমি নিশ্চিত অক্ষরগুলো ছিলো ও আই সি?"

"হ্যা, আমি তা-ই দেখেছি।"

"তোমার কি মনে হয় এর সাথে বাবা এবং অ্যাম্বার রুমের কোন যোগসূত্র আছে?"

"এখনও পর্যন্ত কোন যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না, শুধুমাত্র ম্যাককয়ের কাজে ক্যারলের প্রচণ্ড আগ্রহ ছাড়া। কিন্তু এতে তো কিছু প্রমাণিত হয় না।"

রাচেল বিছানায় তার পাশে এসে বসলেন। "ম্যাককয় বড়ো তাড়াতাড়ি আমাদের সাহায্য চেয়ে বসলেন," তিনি বলে উঠলেন।

"হয়তোবা আমরাই ওর ভরসা। দেখে মনে হলো না গ্রুমারকে সে খুব একটা পছন্দ করে।"

রাচেল ওয়ালেটটা হাতে নিয়ে ভেতরের ক্ষয়ে যাওয়া কাগজগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। "অসজেজেবেন ১৫-৩-৫১। ভেরফাল্ট ১৫-৩-৫৫। গুস্টাভ ম্যুলার। আমাদের কি কাউকে নিয়ে আসা উচিত এ শব্দগুলো অনুবাদের জন্য?"

"এটা খুব একটা ভালো প্রস্তাব নয়। এখানে আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না। এর চেয়ে চলো একটা জার্মান-ইংরেজি অভিধান কিনে এনে নিজেরাই দেখি।"

গার্নি থেকে দুই ব্লক দূরে একটা গিফট শপ থেকে জার্মান-ইংরেজি অভিধান কিনলেন তারা।

"অসজেজেবেন মানে হচ্ছে ইসু করা হয়েছে," পল বললেন। "ভেরফাল্ট মানে হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে।" তিনি রাচেলের দিকে তাকালেন।

"আর নাম্বারগুলো খুব সম্ভবত তারিখ। তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে; ইস্যু করা হয়েছে মার্চ ১৫, ১৯৫১। মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে মার্চ ১৫, ১৯৫৫। গুস্টাভ ম্যুলার।"

"এটাতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। গ্রুমার ঠিকই বলেছিলেন। কেউ ম্যাককয়ের আগেই চেম্বারে ঢুকে। আর ঘটনাটি ঘটে মার্চ ১৯৫১-এর সামান্য পর।"

"কিন্তু ট্রাকগুলোতে কি ছিলো?"

"ভালো প্রশ্ন।"

"নিশ্চয়ই খুব গুরুতর কিছু ছিলো। নাইলে কি আর এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে যেত?"

"অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ট্রাকের জিনিসগুলো। তিনটা ট্রাকই একদম খালি, কিছুই খুঁজে পাওয়া গেলো না। জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলেই কিছু রেখে যাওয়া হয় নি।"

অভিধানটি হাত থেকে নামিয়ে পল বললেন, "গ্রুমার কিছু একটা জানে। নাইলে সে অক্ষরগুলোর ছবি তুলে আবার মুছে ফেললো কেন? কি তথ্য সংগ্রহ করছে সে? এবং কার জন্য?"

"হয়তোবা আমাদের ম্যাককয়কে বলা উচিত?"

পল পরামর্শটা সম্বন্ধে কিছু সময় ভেবে বললেন, "আমার মনে হয় ম্যাককয়কে বলার সময় এখনও আসে নি।"

অধ্যায় ৩৯

রাত ১০টা

মখমলের পর্দা সরিয়ে গির্জার মূল অংশে প্রবেশ করলো সুজান। সেন্ট জারহার্ড গির্জাটি একদম খালি। গির্জাটির বাইরে একটা বোর্ডে টাঙানো আছে : এটি রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। গ্রুমারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য গির্জাটিকে বেছে নেওয়ার এটিই প্রধান কারণ। অন্য কারণটি হচ্ছে, গির্জাটি মূল শহরের প্রান্তে অবস্থিত যার জন্য ভিড়ভাট্টা এমনিতেই কম।

দালানটির স্থাপত্যশৈলী রোমান রীতিতে নির্মিত। চারদিকে মনোহর গ্লাসের সমাহার। নান্দনিক রীতিতে স্থাপিত হয়েছে চারপাশের খিলানগুলো। দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত গির্জার বেদিটি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বেদিতে কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে, দেখে মনে হচ্ছে রাতের আকাশের নিভু নিভু তারা।

সুজান হেঁটে এসে উঁচু বেদিটির সামনে থামলো। চারজন ইভানজ্যালিস্ট সন্তের খোদাইকৃত ছবি তাকে ঘিরে রয়েছে। সে সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে তাকালো, দেখলো লাইন ধরে আরো বেশকিছু প্রতিকৃতি রাখা।

চুপি চুপি গির্জার মূল অংশের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো সে, তার চোখ-কান সজাগ। ভেতরকার নীরবতা বেশ অস্বস্তিকর। তার ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢুকানো, মুঠোবন্দি করে রেখেছে পয়েন্ট ৩২ অটোম্যাটিক পিস্তল।

চোখের কোণ দিয়ে হঠাৎ একটা তৎপরতা লক্ষ্য করলে পিস্তলটা ভালোমতে ধরে ঘুরে দাঁড়াল সে। একজন লম্বা, রোগা ব্যক্তি পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

"মার্গারিথ?" লোকটি নীচু স্বরে বললো।

"হের গ্রুমার?"

লোকটি সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আরো কাছে এগিয়ে আসলো। তার গা থেকে ভেসে আসছে বিয়ার ও সসেজের গন্ধ।

"এভাবে আমাদের দেখা করা খুবই বিপজ্জনক," গ্রুমার বললেন।

"কেউ আমাদের সম্পর্কের কথা জানে না, হের ডক্টর। আপনি গির্জায় এসেছেন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়।"

"তাহলে আমাদের সেভাবেই অভিনয় করা উচিত।"

সুজানকে ড. গ্রুমারের দুশ্চিন্তা স্পর্শ করলো না। "আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?"

গ্রুমার জ্যাকটের ভিতর থেকে ৫টা ছবি বের করলেন। সুজান ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলো। তিনটি ট্রাক। ৫টা মানব কঙ্কাল। বালির উপরের অক্ষরগুলো।

"ট্রাকগুলো খালি ছিলো। চেম্বারে ঢোকার অন্য পথটা বন্ধ। আর এই মৃতদেহগুলো অবশ্যই যুদ্ধ-পরবর্তীকালের। পোশাক-আশাক ও যন্ত্রপাতিগুলো দেখলে তাই মনে হয়।"

সুজান বালির উপর ৩টা অক্ষরের ছবিটা দেখিয়ে বললো,

"এটা কিভাবে সামলালেন?"

"হাত দিয়ে মুছে দিয়েছি।"

"তাহলে ছবি তুললেন কেন?"

"যাতে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন।"

"যাতে আপনি আপনার ফি বাড়াতে পারেন?"

গ্রুমার হেসে উঠলেন কথাটা শুনে। সুজানের গা রি রি করে উঠলো ডক্টরের লোভের ব্যপ্তি দেখে।

"আর কিছু?"

"দু'জন আমেরিকান আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে।" গ্রুমার সবিস্তারে রাচেল এবং পল কাটলারের কথা বর্ণনা করলেন।"

"মহিলাটি সম্প্রতি ওয়ার্থবার্গের খনি বিস্ফোরণ হতে কোনমতে বেঁচে যায়। তারা ম্যাককয়কে অ্যাম্বার রুমের কাহিনী শুনিয়েছে।"

রাচেল কাটলার বেঁচে আছেন! কথাটা বেশ কৌতূহল সঞ্চার করলো সুজানের মনে। "রাচেল কি খনি-বিস্ফোরণ হতে অন্য কারোর উদ্ধার পাবার কথা বলেছেন?"

"শুধুমাত্র এটাই যে, তার সাথে ক্রিস্টিয়ান নোল নামে একজন ছিলো। লোকটি বিস্ফোরণের পর ওয়ার্থবার্গ ছেড়ে চলে যায় সাথে করে মিস্ কাটলারের জিনিসপত্র নিয়ে যায়।"

মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো সুজানোর। নোল তাহলে বেঁচে আছে! পুরো অবস্থাটাই তার জন্য এখন অনেক কঠিন হয়ে গেলো। "ম্যাককয় কি এখনও আপনার কথা শুনছে?"

"যতটুকু সে শুনতে চায়, ততটুকু শুনছে। কিন্তু সে খুবই হতাশ ট্রাকগুলো সম্পূর্ণ খালি পাওয়ায়। ভীত হয়ে আছে যে বিনিয়োগকারীরা তার বিরুদ্ধে মামলা করবে। সেজন্য পল কাটলারকে সে তার আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।"

"কিন্তু কাটলাররা তো তার কাছে অচেনা আগন্তুক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"কিন্তু আমার মনে হয় ম্যাককয় এখন তাদেরকেই আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করছে। রাচেল কাটলারের বাবা ও ডানিয়া চাপায়েভের মধ্যকার চিঠিগুলো কাটলারদের কাছে আছে। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যাম্বার রুম।"

বাসি খবর। ঐ একই চিঠি সে পল কাটলারের অফিসে গিয়ে পড়ে এসেছে। কিন্তু তাকে আগ্রহী হওয়ার অভিনয় করতে হবে। "আপনি কি চিঠিগুলো দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"চিঠিগুলো এখন কার কাছে?"

"কাটলারদের কাছে।"

"চিঠিগুলো যদি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ফি'টা অনেক বেড়ে যেতে পারে।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম।"

"আপনি কি আপনার ফি নিয়ে কিছু ভেবেছেন, হের গ্রুমার?"

"পাঁচ মিলিয়ন ইউরো।"

"কী আপনার মূল্য এত বাড়িয়ে দিলো?"

গ্রুমার ইঙ্গিতে ছবিগুলো দেখালেন। "এই ছবিগুলো আমার বিশ্বস্তার কথা প্রমাণ করে। তাছাড়া এগুলো যুদ্ধ পরবর্তী লুটপাটের ইঙ্গিত বহন করছে। এটাই কি আপনার বস চান না?"

সুজান প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে বললো, "আমি আপনার ফি'র কথা জানিয়ে দেবো।"

"কার কাছে জানাবেন? আর্নস্ট লোরিংয়ের কাছে?"

"আমি কখনোই বলি নি কার হয়ে আমি কাজ করছি, এতে কিছু যায় আসে না।"

"কিন্তু হের লোরিংয়ের নাম কাটলাররা বারবার বলছিলেন, চিঠিতেও উল্লেখ আছে লোরিংয়ের নাম।"

খুব শিগগিরই গ্রুমারকে একটা ছবক শেখাতে হবে, সেই সাথে কাটলাদেরকেও। সুজান মনে মনে ভাবছিলো, আর কতজনের মুখ এভাবে বন্ধ করতে হবে? "বলার অপেক্ষা রাখে না, চিঠিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাথে ম্যাককয় কি করছে সেটাও। আমি চাই ব্যাপারটার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক, দ্রুততার জন্য আপনাকে পয়সা বাড়িয়ে দেয়া হবে।"

গ্রুমার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "চিঠিগুলো যদি আগামীকাল পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেই তাহলে কি সেটা যথেষ্ট দ্রুত হবে? কাটলাররা গার্নিতেই উঠেছেন।"

"আমি নিজে ওখানে যেতে চাচ্ছি।"

"আপনি কোথায় উঠেছেন? হোটেলের নাম বললে আমি আপনাকে ফোন করতে পারবো যখন রাস্তা পরিস্কার থাকবে।"

"আমি গ্যাবলারে আছি।"

"আমি জায়গাটা চিনি। সকাল ৮টার মধ্যে আমার কাছ থেকে খবর পাবেন।"

পর্দা সরিয়ে রোব পরিহিত এক পাদ্রি ভিতরে ঢুকলেন। সুজান একবার ঘড়িতে চোখ বুলালো। প্রায় এগারটা বাজে। "চলুন যাওয়া যাক। পাদ্রি হয়তোবা গির্জা বন্ধ করতে এসেছেন।"

নোল দ্রুত অন্ধকারের সাথে মিশে গেলো। সুজান ড্যানজার এবং একটি লোক সেন্ট জারহার্ড গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে পোর্টিকোতে দাঁড়াল। সামনের রাস্তাটি অন্ধকার ও জনশূন্য।

"আগামীকালকের মধ্যে একটা উত্তর পেয়ে যাবেন," সুজান বললো। "আমরা এখানেই দেখা করবো।"

"আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব হবে।" লোকটি ইশারায় গির্জায় ঝুলানো একটি

সাইনবোর্ড দেখাল। "মঙ্গলবার নয়টার সময় প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় এখানে।"

সুজানও একবার সাইনবোর্ড দেখে নিল। "তাইতো দেখছি, হের গ্রুমার।"

"গির্জা মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। দশটা ত্রিশে দেখা করলে কেমন হয়?"

"দারুণ।"

"আগামীকালকে আগাম কিছু অর্থ আমি প্রত্যাশা করছি। এক মিলিয়ন ইউরো হলেই চলবে, কি বলেন?"

নোল লোকটাকে চেনে না কিন্তু এটা বুঝতে পারছে লোকটা বিশাল বোকামি করছে সুজানের মতো কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক পয়সা আদায় করে। সুজান খুব সম্ভবত এই শিক্ষানবিশ লোকটাকে দিয়ে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। তাই বলে এক মিলিয়ন ইউরো? তাও আবার অগ্রিম?

গ্রুমার নামক লোকটি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে রাস্তায় নেমে পুব দিকে মোড় নিল। আর সুজান গেলো পশ্চিম দিকে। নোল ভালো করেই জানে সুজান হোটেল গ্যাবলারে থাকছে এবং গ্যাবলার থেকেই সে সুজানকে অনুসরণ করে গির্জায় পৌছেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে গ্রুমারই তাকে বেশি আকর্ষণ করছে।

নোল গ্রুমারের পিছু পিছু চললো। এক সময় সে দেখলো গ্রুমারকে হোটেল গার্নিতে ঢুকে যেতে।

এখন সে জানে সুজানের সোর্সের নাম ও ঠিকানা।

নোল আরো জানে আগামীকাল রাত সাড়ে দশটায় সুজান ড্যানজার কোথায় থাকবে।

রাচেল বাথরুমের বাতি নিভিয়ে বিছানার দিকে এগুলেন। পল তখন বিছানায় হেলান দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পড়ছেন।

রাচেল একবার তার প্রাক্তন স্বামীর কাথা ভাবলেন। তিনি দেখেছেন, ডিভোর্সের পর ডিভোর্সে কিভাবে মানুষ পরস্পরকে ধ্বংস করার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা ওরকম কিছু করেন নি। এক বিষন্ন বৃহস্পতিবার বিকালে, তিনি ও পল ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে ঠাণ্ডা মাথায় ডিভোর্সের সবকিছু চূড়ান্ত করেন।

সেই একই টেবিলে বসে, গত মঙ্গলবারে পল তাকে তার বাবা ও অ্যাম্বার রুমের কথা বলে। গত সপ্তাহে তিনি তার সাথে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছেন। পলকে 'মেরুদণ্ডহীন' বলার কোন দরকার ছিলো না।

"তোমার মাথায় কি এখনও ব্যথা করছে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

রাচেল বিছানায় বসে বললেন, "হ্যা, সামান্য।"

আবারো রাচেলের চোখের সামনে ঝকঝকে ছুরিটার দৃশ্য ভেসে উঠলো। নোল কি তাকে মারার জন্য ছুরিটা বের করেছিলো? তিনি কি এ ব্যাপারে পলকে কিছু না বলে ঠিক কাজ করছেন? "আমাদের প্যানিককে ফোন করা উচিত। তাকে বলা দরকার আমরা

কোথায় আছি আর এখানে কি ঘটছে। সে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।"

পল পেপার পড়া থামিয়ে তার দিকে তাকালেন। "আমিও তোমার সাথে একমত। আগামীকালকে আমরা ওকে ফোন করবো।"

রাচেল আবারো ক্রিস্টিয়ান নোলের কথা চিন্তা করলেন। নোলের আত্মবিশ্বাস তাকে আকর্ষণ করেছিলো। তার এই ৪০ বছরের জীবনে তিনি শুধুমাত্র তার বাবা এবং পলকেই ভালোবাসতে পেরেছেন। পল বেশ লাজুক প্রকৃতির। সে অবশ্যই ক্রিস্টিয়ান নোল নয় কিন্তু সে ছিলো যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত ও সৎ। কি জন্য পলের এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার কাছে বিরক্তিকর লাগা শুরু করলো? এটা কি তার অপরিপক্বতা? হয়তোবা। মার্লা ও ব্রেন্টতো তাদের বাবাকে ঠিকই ভালোবাসে। পলও তাদেরকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে লোক তার ছেলে-মেয়েদেরকে ভালোবাসে এবং স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, সে লোকের চরিত্রে খুঁত খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। তাহলে কি এমন ঘটলো তাদের সম্পর্কে? ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়েছে? এটাই সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা। হয়তোবা কাজের চাপও একটা কারণ। তাদেরকে তো প্রচণ্ড চাপের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

"পল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি আমার সাথে জার্মানিতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছো।"

"আমি খুবই উপভোগ করছি এই অ্যাডভেঞ্চার। তাছাড়া, হয়তোবা একজন মক্কেলও পেয়ে যাবো। দেখে মনে হচ্ছে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের একজন আইনজীবীর দরকার হবে।"

"কালকে তুলকালাম কান্ড হবে যখন সব বিনিয়োগকারীরা এসে পৌছাবেন।"

পল পেপারটা কার্পেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। "আমার মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক। বেশ কৌতূহলজনক হবে ব্যাপারটা।" তারপর তিনি তার বিছানার পাশের বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। বাতিটার পাশেই রাখা চেম্বার থেকে উদ্ধারকৃত ওয়ালেট আর ক্যারল বোরিয়ার চিঠিপত্র। রাচেল তার দিকের বাতিটাও নিভিয়ে দিলেন।

"অদ্ভুত লাগছে," পল বললেন। "তিন বছর পর আমরা একই বিছনায় ঘুমাচ্ছি।"

রাচেল চাদরের তলায় আরাম করে শুলেন। তার পরনে ফুল হাতা টুইলের শার্ট। মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পল অপর প্রান্তে শুয়ে আছে, তার পিঠ রাচেলের দিকে মুখ করা। তিনি তার নিকটবর্তী হলেন। "তুমি একজন ভালো মানুষ, পল কাটলার।" দু হাতে তিনি জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"তুমিও খুব একটা খারাপ নও," পল জবাব দিলেন।

অধ্যায় ৪০

মঙ্গলবার, ২০মে, সকাল ৯:১০

রাচেলকে অনুসরণ করে টানেল বেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে এসে পৌঁছুলেন পল। তিনি এখানে এসে শুনতে পেয়েছেন যে ম্যাককয় সকাল ৭টা থেকে চেম্বারে এসে বসে আছেন। তবে গ্রুমার এখনও আসেন নি।

তারা আলোকিত আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে ঢুকলেন।

পল বেশ সময় নিয়ে ট্রাক তিনটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। গতকালকের উত্তেজনায় ভালো করে আর দেখতে পারেন নি। হেডলাইট, রিয়ার ভিউমিরর, এবং উইন্ড শিল্ড এখনও অটুট আছে। তিনি দেখতে পেলেন ট্রাকের দরজাগুলো খোলা; একবার ভেতরে উঁকি মারলেন। ভেতরের চামড়ার সিটগুলো ছিঁড়ে ক্ষয়ে গেছে। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ডায়ালগুলো নীরব, নিথর হয়ে আছে। আর কিছু পাওয়া গেলো না, এমনকি কোন কাগজের টুকরো টাকরাও। পল চিন্তা করতে লাগলেন কোথা থেকে ট্রাকগুলো আসতে পারে। এগুলো কি একসময় জার্মান সৈন্যদের আনা নেওয়া করতো? অথবা ইহুদিদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো? সত্যিই অদ্ভুত, জার্মান পাহাড়ের গভীরে নিথর ট্রাকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকা যেনো এক অন্য জগতের ইঙ্গিত দেয়।

পাথুরে দেয়ালে ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পেলেন পল।

"ম্যাককয়?" তিনি ডেকে উঠলেন।

"এখানে।"

তিনি এবং রাচেল ট্রাক ঘুরে ম্যাককয়ের মুখোমুখি হলেন।

"নিঃসন্দেহে ট্রাকগুলো বুসিং এনএজি। সাড়ে চার টন ডিজেল ধরে। লম্বায় ২০ ফুট। সাড়ে সাত ফুট প্রশস্ত এবং দশ ফুট উঁচু।" ম্যাককয় মরচে ধরা গাইড প্যানেলের কাছে গিয়ে মুঠো পাকিয়ে ঘুসি মারলেন। প্যানেলে জমে থাকা লালচে ধূসর বরফ নিচে পড়ে গেলো কিন্তু ধাতব পদার্থটির কিছুই হলো না। "খাঁটি স্টিল এবং লোহার তৈরি। প্রায় সাত টন মালামাল বহন করতে পারে এগুলো, যদিওবা খুবই ধীর গতির। ঘণ্টায় ২০ বা ২১ মাইলের চেয়ে বেশি নয় এর গতি।"

"এর মাধ্যমে আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছেন আপনি?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"এর মাধ্যমে আমি এটাই বুঝাতে চাচ্ছি, ইয়োর অনার, যে এই ট্রাকগুলো দিয়ে সামান্য কয়টা পেইন্টিং বা তৈজসপত্র বহন করার কথা নয়। এগুলো দিয়ে বরঞ্চ ভারি কিছু বহন করার কথা। এই মূল্যবান ট্রাকগুলোকে এভাবে ফেলে যাওয়ারও কথা জার্মানদের নয়।"

"তার মানে?" রাচেল আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

"পুরো ব্যাপারটার মাথা মুন্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।" ম্যাককয় পকেট থেকে

একটা কাগজ বের করে পলকে দিলেন। "কাগজটা একবার পড়ে দেখুন।"

পল কাগজটা হাতে নিয়ে বাতির কাছাকাছি গেলেন। এটা একটা স্মারকলিপি। তিনি এবং রাচেল নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন :

জার্মান এক্সকেভেশনস্ কর্পোরেশন
৬৭৯৮ মোফা বুলেভার্ড
রালেই, নর্থ ক্যারোলিনা ২৭৬১৫

প্রতি: সম্ভাব্য অংশীদার
প্রেরক : ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়
বিষয় : ইতিহাসের একটা অংশের মালিক হোন এবং জার্মানিতে মুফতে ছুটি কাটান

জার্মান এক্সকেভেশনস্ কর্পোরেশন খুবই আনন্দিত নিম্নবর্ণিত কাজের পৃষ্ঠপোষক ও অংশীদার হতে পেরে। আমাদের সাথে কর্মযজ্ঞে আরো যেসব কোম্পানি যোগ দিচ্ছে: ক্রাইসললার মোটর কোম্পানি (জিপ ডিভিশন), কোলম্যান, হিউল্যাট-প্যাকার্ড, আইবিএম, স্যাটার্ন ম্যারিন, বোস্টন ইলেকট্রিক টুল কোম্পানি এবং অলিম্পাস আমেরিকা ইনকরপোরেটেড।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে একটি ট্রেন ১২০০-র মতো শিল্প সামগ্রী নিয়ে বার্লিন ত্যাগ করে। এটা ম্যাগডেবার্গ নামক শহরে পৌছার পর দক্ষিণ দিকে হার্জ পর্বতমালার দিকে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ট্রেনটির আর হদিস মেলেনি। আমরা একটা অভিযান চলাতে যাচ্ছি ট্রেনটা খনন করে বের করার জন্য।

জার্মান আইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে শিল্প-সামগ্রীর প্রকৃত মালিককে মালিকানা দাবি করতে হবে। অদাবিকৃত সম্পদগুলো নিলামে তোলা হয়। নিলাম থেকে উত্তোলনকৃত ৫০ ভাগ অর্থ যায় জার্মান সরকারের নিকট আর বাকি ৫০ ভাগ যায় অভিযাত্রী দল এবং এর অংশীদারদের নিকট। ট্রেনে মজুদকৃত জিনিসপত্রের একটা তালিকা অনুরোধের ভিত্তিতে সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে নিদেনপক্ষে শিল্প-দ্রব্যগুলোর আনুমানিক মূল্য হতে পারে ৩৬০ মিলিয়ন ডলার যার অর্ধেক চলে যাবে সরকারের পকেটে। বাকি অর্ধেক মানে ১৮০ মিলিয়ন ডলার অংশীদাররা পাবে। তবে এই ১৮০ মিলিয়ন ডলার ভাগ করা হবে কে কতটা ইউনিট কিনে নিয়েছে তার উপর। মূল্য থেকে বিয়োগ যাবে প্রকৃত মালিকদের দাবিকৃত শিল্প-দ্রব্য, নিলামের ফি, ট্যাক্স ইত্যাদি।

সব অংশীদারদের অর্থই ফেরত দেয়া হবে বিক্রয়কৃত মিডিয়া স্বত্বের ফান্ড থেকে। অভিযানের জন্য সকল অংশীদাররাই আমাদের অতিথি হিসেবে জার্মানিতে থাকবেন। সার কথা: আমরা সঠিক জায়গা খুঁজে পেয়েছি। আমাদের একটা বৈধ চুক্তি আছে। বিষয়টা নিয়ে আমাদের ব্যাপক পড়াশোনা রয়েছে। মিডিয়া স্বত্ব আমরা বিক্রি করে

দিয়েছি। খননকার্য পরিচালনা করার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রপাতি আছে। খোঁড়াখুঁড়ির জন্য ৪৫ দিনের অনুমতি নিয়েছে জার্মান এক্সকেভেশনস কর্পোরেশন। এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটা ইউনিট ২৫০০০ হাজার ডলার হিসেবে ধরে ৪৫ ইউনিট স্বত্ব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে এখনও ১০ ইউনিট বাকি রয়েছে যার প্রত্যেকটি ইউনিটের মূল্য ১৫০০০ ডলার। আপনারা যদি আমাদের এই উত্তেজনাকর অভিযানে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে নিঃসঙ্কোচে আমাকে ফোন করুন।

একান্ত আপনাদের,
ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়
প্রেসিডেন্ট,
জার্মান এক্সকেভেশনস কর্পোরেশন

"এটাই আমি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের পাঠিয়েছিলাম," ম্যাককয় বললেন।

"আপনি এ কথাটার মাধ্যমে কি বুঝিয়েছেন–'সব অংশীদারদের অর্থই ফেরত দেয়া হবে বিক্রয়কৃত মিডিয়া স্বত্বের ফান্ড থেকে'?" ম্যাককয়কে জিজ্ঞেস করলেন পল।

"কয়েকটি কোম্পানি, আমরা যা খুঁজে পেতে পারি তা সম্প্রচার করার স্বত্ব কিনে নিয়েছে।"

"কিন্তু আগে তো আপনাকে কিছু খুঁজে পেতে হবে। তারা তো আগে-ভাগেই আপনার পয়সা মিটিয়ে দেয় নি, দিয়েছে কি?"

ম্যাককয় তার মাথা নাড়লেন। "না, মোটেও না।"

"সমস্যা হচ্ছে," রাচেল বললেন। "আপনি এ কথা চিঠিতে উল্লেখ করেন নি। অংশীদাররা খুব যৌক্তিকভাবে ভাবতে পারে যে আপনি ইতিমধ্যেই অর্থ পেয়ে গেছেন।"

পল দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা দেখিয়ে বললেন, "'আমরা একটা অভিযান চলাতে যাচ্ছি ট্রেনটা খনন করে বের করার জন্য।' কথাটা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ট্রেনটা পেয়েই গেছেন, শুধু খুঁড়ে বের করাটাই বাকি।"

ম্যাককয় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমারও মনে হয়েছিলো ট্রেনটা পেয়ে গেছি। রাডার বলছিলো এখানে বিশাল একটা কিছু আছে।" ম্যাককয় ট্রাকগুলো দেখিয়ে বললেন, "বিশাল জিনিস অবশ্য ঠিকই আছে।"

"এটা কি সত্যি যে আপনি প্রতিটি ইউনিট ২৫ হাজার ডলার মূল্যে বিক্রি করেছেন?" পল প্রশ্ন করলেন। "তাহলে ৪৫ ইউনিটে এর সর্বমোট মূল্য দাঁড়ায় ১.২৫ মিলিয়ন ডলার।"

"এ পরিমাণ অর্থই আমি উত্তোলন করেছিলাম। সব মিলিয়ে ৬০ জন বিনিয়োগকারী।"

পল চিঠিটি ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন, "এখানে তো ওদেরকে অংশীদার বলে সম্বোধন করেছেন। বিনিয়োগকারী থেকে তো অংশীদার সম্পূর্ণ আলাদা।"

ম্যাককয়ের মুখে হাসি ফুটলো। "কিন্তু শুনতে বেশি ভালো লাগে।"

"যেসব কোম্পানির নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোও কি বিনিয়োগ করেছে?"

"তারা আমাদেরকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে বিনা মূল্যে অথবা অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে। কাজেই তাদেরকে বিনিয়োগকারী বলা যায়। তবে তারা বিনিময়ে কিছু চাচ্ছে না।"

"আপনি ৩৬০ মিলিয়ন ডলারের কথা বলছেন যার অর্ধেক অংশীদাররা পাবে। এটা তো কোনমতেই সত্য হতে পারে না।"

"অবশ্যই সত্য। গবেষকরা বার্লিন মিউজিয়ামের শিল্পকর্মের এই মূল্যই নির্ধারণ করেছেন।"

"প্রথমে তো ঐ শিল্পসামগ্রী পেতে হবে," রাচেল বললেন। "সমস্যা হচ্ছে, ম্যাককয়, চিঠিটা বেশ বিভ্রান্তিকর। এটাকে কেউ প্রতারণামূলক বললেও তাকে দোষ দেয়া যায় না।"

"আমাকে আপনারা ওয়েল্যান্ড বলে ডাকতে পারেন। আর শুনেন পিচ্চি মহিলা, যথেষ্ট পরিমাণ পয়সা উত্তোলন করার জন্য যা যা করা দরকার তাই আমি করেছি। আমি কাউকে মিথ্যা বলি নি। আমি এখানে খুঁড়তে চেয়েছিলাম এবং আমি খুঁড়েছিও। বিনিয়োগ কারীদের কোন পয়সাও তো আমি মারি নি।"

রাচেল 'পিচ্চি মহিলা' নামক সম্ভাষণটি বিন্দুমাত্র আমলে না নিয়ে বললেন, "চিঠিতে আরো সমস্যা হচ্ছে। আপনার এক লাখ ডলার ফি'র কথা কিছু বলা নেই এখানে।"

"ফি'র কথা বিনিয়োগকারীদের ঠিকই বলা হয়েছে। আপনি তো আমাকে রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।"

"আপনাকে সত্যের মুখোমুখি তো হতেই হবে।"

"দেখুন, এই এক লাখ ডলারের অর্ধেক যাবে গ্রুমারের পকেটে, তার মূল্যবান সময় ও শ্রমের জন্য। সেই কিন্তু সরকারের কাছ থেকে খোঁড়াখুঁড়ি পরিচালনা করার অনুমতি আদায় করে। অনুমতি ছাড়া কিন্তু কিছুই হতো না। বাকি অর্থ অবশ্যই আমি রেখে দিব আমার ফি হিসেবে। এই সফরটাতে আমার প্রচুর খরচ করতে হচ্ছে। এমনকি শেষের কয়েকটা ইউনিট আমি এবং গ্রুমার কিনে নিই, অন্যান্য খরচাদি সহ। যদি আমাদের কাছে সে পরিমাণ অর্থ না থাকতো তাহলে আমি ধার করতাম। এতটাই সিরিয়াস ছিলাম আমি এ অভিযানের ব্যাপারে।"

পল জানতে চাইলেন, "অংশীদাররা কখন আসছে?"

"মোট ২৮ জন আসছেন লাঞ্চের পর। তাদের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীরাও থাকবেন।"

পল একজন পাকা আইনজীবীর মতো চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। প্রস্তাবটা কি প্রতারনাপূর্ণ? হয়তোবা। অস্পষ্ট? অবশ্যই। তার কি ম্যাককয়কে গ্রুমার সম্পর্কে বলা উচিত? দেখানো কি উচিত চেম্বারে কুড়িয়ে পাওয়া ওয়ালেটটা? বালিতে অঙ্কিত অক্ষরগুলোর ব্যাপারে কি তার ব্যাখ্যা করা উচিত নয়?

ম্যাককয় এখনও একজন অপরিচিত আগন্তুক। কিন্তু বেশিরভাগ মক্কেলই কি তাই নয়? কিন্তু তবুও পল সিদ্ধান্ত নিলেন আরো কিছু সময় অপেক্ষা করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার।

সুজান হোটেল গার্নিতে ঢুকে, মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে দুতলায় উঠলো। ক্রমার দশ মিনিট আগে তাকে ফোন করে জানিয়ে দেন যে ম্যাককয় এবং কাটলাররা খনন কাজ দেখতে চলে গেছেন। ক্রমারকে দ্বিতীয় তলার হলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো।

"এখানে," ক্রমার বললেন। "রুম একুশ।"

সুজান দরজার সামনে এসে থামলো। দরজাটি ওক কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি। লক খোলা কোন সময়ই তার বিশেষত্ব ছিলো না। তাই সে কোন পরিশীলিত পদ্ধতির ধার ধারলো না। নিচের ডেস্ক থেকে সুকৌশলে নিয়ে আসা লেটার ওপেনার সে ঢুকিয়ে দিলো দরজার জ্যামের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুতে। একটা মোচড় দিতেই খুলে গেলো দরজা।

দরজা খুলেই সুজান বললো, "একটু সাবধানে খুঁজবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে।"

ক্রমার আসবাবপত্র দিয়ে শুরু করলেন। সুজান দেখতে লাগলো লাগেজ এবং আবিষ্কার করলো একটি ট্রাভেল ব্যাগ। ব্যাগের কাপড়গুলো সে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিন্তু কোন চিঠি পেল না। সুজান বাথরুমটাও একবার উঁকি মেরে দেখে নিল। পুরুষদের ব্যবহার্য জিনিসে ভরপুর বাথরুমটা। তারপর সে ম্যাট্রেস ও বিছানার তলাটা দেখে নিল; খুঁজে দেখলো নাইটস্ট্যান্ডের ড্রয়ারগুলোও।

"চিঠিগুলো এখানে নেই," ক্রমার বললেন।

"আবার খোঁজেন।"

কাজেই আবারো তারা পুরো ঘরটা চষে বেড়ালো। এবার আর পরিচ্ছন্নতার দিকে কেউ খেয়াল রাখলো না। যখন খোঁজাখুঁজি শেষ হলো তখন রুমটার বিশ্রি অবস্থা। কিন্তু তবুও চিঠিগুলো পাওয়া গেলো না। সুজানের ধৈর্যে চিড় ধরা শুরু করলো। "খনন এলাকায় যান, হের ডক্টর এবং চিঠিগুলো খুঁজে বের করুন। নইলে কিন্তু একটা ইউরোও পাবেন না। বুঝতে পেরেছেন?"

ক্রমার আঁচ করতে পারছিলেন সুজানের মেজাজ। তাই শুধুমাত্র একবার মাথা ঝাঁকিয়েই দ্রুত রুম থেকে বিদায় নিলেন।

অধ্যায় ৪১

বুর্গ হার্জ
সকাল ১০:৪৫

বুনো শারীরিক উত্তেজনা শেষে বিছানায় শুয়ে আছে প্রায় নিঃশেষিত নোল। তার পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে নগ্ন মনিকা। ধীরে-সুস্থে শ্বাস নিয়ে রাগমোচনের এই আকস্মিক বিস্ফোরণ উপভোগ করছে নোল। যদিও সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তার এই সন্তুষ্টির কথা মনিকা বুঝতে না পারে।

"কোন ম্যাড়ম্যাড়ে জজের সাথে বিছানায় যাওয়ার চেয়ে এটা তো অনেক ভালো অভিজ্ঞতা, তাই না?"

নোল শ্রাগ করলো। "জজের বিছানার নৈপুন্য তো আর উপভোগ করা যায় নি, তাই বলা যাচ্ছে না।"

"ঐ ইটালিয়ান বেশ্যাটা কেমন ছিলো? ভালো?"

নোল তার তর্জনী ও বৃদ্ধাগুলিতে চুমু খেল। "আমার পয়সা উসুল হয়ে গিয়েছিলো।"

"আর সুজান ড্যানজার?"

"তোমার ঈর্ষা সত্যিই বেমানান।"

"নিজেকে এতো ফুলিয়ো না।"

মনিকা কনুইয়ে ভয় দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নোল বুর্গ হার্জে পৌছে তার নিজের রুমে এসে দেখতে পায় মনিকা তার জন্য অপেক্ষা করছে। স্টোড থেকে মাত্র এক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত বুর্গ হার্জ। সে এখানে এসেছে পরবর্তী নির্দেশের জন্য। যেহেতু টেলিফোনের চেয়ে মুখোমুখি কথোপকথনই শ্রেয় তাই তার নীড়ে ফিরে আসা।

"আমি ব্যাপারটা মোটেও বুঝতে পারি না, ক্রিস্টিয়ান। ড্যানজারের মাঝে তুমি কি খুঁজে পাও? লোরিংয়ের অকৃত্রিম বদান্যতায়ই তো বেড়ে উঠলো মেয়েটা।"

"ঐ অকৃত্রিম বদান্যতায় বেড়ে উঠা মেয়েটাই ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস থেকে গ্যাজুয়েট হয়। সে প্রায় এক ডজন ভাষা জানে। শিল্প-সাহিত্যে তার ব্যাপক জানাশোনা, অস্ত্রও সে চালাতে পারে ওস্তাদের নৈপুণ্যে। তাছাড়া সে খুবই আকর্ষণীয় এবং বিছানায়ও চমৎকার। আমাকে বলতেই হবে সুজানের কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী আছে।"

"যেমন সে মাঝে মাঝে তোমাকে বোকা বানায়?"

নোল হেসে উঠলো। "সুজানকে কড়ায়-গন্ডায় পাওনা মিটিয়ে দেবো যখন আবার দেখা হবে।"

"ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না, ক্রিস্টিয়ান। সহিংসতা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে। দুনিয়া তোমার ব্যক্তিগত খেলার জায়গা নয়।"

"আমি ভালো করেই জানি আমার দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতার কথা।"

মনিকা তার দিকে তাকিয়ে একটা শ্লেষাত্মক হাসি উপহার দিলো। মনটা কিছুটা বিষিয়ে উঠলো নোলের। ফেলনার যখন সবকিছু দেখাশোনা করতেন তখন সময়টা কি অসধারণই না কাটতো! এখন ব্যবসার সাথে এসে মিশেছে আনন্দ। হয়তোবা এ অবস্থা অতটা সুফল বয়ে আনবে না।

"এতোক্ষণে বাবার মিটিং নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। তিনি আমাদেরকে সোজা তার পড়ার ঘরে যেতে বলেছেন।"

নোল উঠে বসে বললো, "তাহলে চলো তাকে অনর্থক অপেক্ষা করিয়ে লাভ নেই।"

মনিকার পিছু পিছু সে ফেলনারের পড়ার ঘরে এসে উপস্থিত হলো। বুড়ো মানুষটি একটি আঠারো শতকের ওয়ালনাট ডেস্কের পেছনে বসে আছেন যা তিনি বার্লিন থেকে দুই দশক আগে কিনেছিলেন। একটি আইভরি পাইপ মুখে নিয়ে ধূমপান করছেন তিনি।

ফেলনারকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নোল মনে মনে আশা করলো শীঘ্রই ফেলনারের সঙ্গসুখ থেকে যেনো সে বঞ্চিত না হয়। কারণ সে সত্যিকার অর্থেই ধ্রুপদী শিল্প-সাহিত্যের ওপর ওদের আলোচনার অভাব অনুভব করবে। অনেক কিছুই সে শিখেছে বুর্গ হার্জে এসে। এর বিনিময়ে বুড়ো মানুষটার জন্য যে কোন কিছু করতে ও প্রস্তুত।

"ক্রিস্টিয়ান, স্বাগতম। যা যা ঘটেছে সব খুলে বলো।" ফেলনারের মুখময় ছড়িয়ে আছে উষ্ণ হাসি।

তারা দুজনেই বসলো। তারপর নোল বলতে থাকলো সুজান সম্পর্কে এবং গ্রুমারের সাথে সুজানের মিটিংটার কথা।

"আমি লোকটাকে চিনি," ফেলনার বললেন। "হের ডক্টর আলফ্রেড গ্রুমার। সে পন্ডিত নামের কলঙ্ক। এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জার্মান সরকারের সাথে তার ভালো জানাশোনা এবং প্রতিনিয়ত সেই প্রভাবটা খাটায় সে। ম্যাককয় যে গ্রুমারের সাথে কাজ করতে আগ্রহী হবে এটা তো খুব একটা বিচিত্র কিছু না।"

"অবশ্যই গ্রুমারই ড্যানজারের সোর্স," মনিকা বললো।

"আমারও তাই মনে হয়," ফেলনার বললেন। "অর্থের গন্ধ পেয়েছে বলেই গ্রুমার এসব কাজে জড়িয়েছে। আর্নস্টকেও খুব আগ্রহী মনে হলো। সে আজ সকালে আবার ফোন করে সব খবরা-খবর নিল। তোমার সাম্প্রতিক অবস্থা জানতে ব্যাকুল মনে হলো তাকে, ক্রিস্টিয়ান। আমি তাকে বলেছি, তোমার কোন খবর আমরা অনেক দিন যাবত পাই নি।"

"এ সবকিছুই এ প্যাটার্নটার সাথে খাপ খায়," নোল বললো।

"কিসের প্যাটার্ন?" মনিকা জিজ্ঞেস করলো।

ফেলনার তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "হয়তোবা তোমার সবকিছু জানার সময় এসেছে, লায়েবলিং। তুমি কি বলো, ক্রিস্টিয়ান?" মনিকাকে বেশ বিভ্রান্ত মনে হলো। নোল তার এ বিভ্রান্তি দেখে মনে মনে খুব মজা পেল। কুত্তীটার বুঝা উচিত যে

সে সবকিছু জানে না।

ফেলনার ড্রয়ার খুলে একটা মোটা ফাইল বের করলেন।

"ক্রিস্টিয়ান এবং আমি বহুদিন ধরে এ সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করছি।" ডেস্কের ওপর তিনি ছড়িয়ে দিলেন সংবাদপত্রের ক্লিপিংস এবং ম্যাগাজিন আর্টিকেলের এক সমৃদ্ধ সমাবেশ।

ফেলনার বলে চললেন, "১৯৫৭ সালে আমরা প্রথম মৃত্যুর খবর পাই। হামবুর্গ সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক, সে আমার কাছে এসেছিলো একটা সাক্ষাৎকারের জন্য। আমি লোকটাকে প্রশ্রয় দেই। তার ছিলো ব্যাপক জানাশোনা। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে বার্লিনে সে বাসের ধাক্কায় মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিলো যে তাকে কেউ ধাক্কা মেরে চলন্ত বাসের সামনে ফেলেছে।"

"পরবর্তী মৃত্যুটা ঘটে দুই বছর পর। আরেকজন সাংবাদিক। ইটালিয়ান। একটি গাড়ি তাকে রাস্তা থেকে খাদে ফেলে দেয়। ১৯৬০ সালে আরো দুটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। একটাতে কারণ দেখানো হয় মাত্রাতিরিক্ত ড্রাগ ব্যবহার, অন্যটাতে ডাকাতি প্রচেষ্টা। ১৯৬০ থেকে ৭০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এরকম আরো ডজনখানেক ঘটনা ঘটে। সাংবাদিক। বীমা তদন্তকারী। গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখানো হয় 'কথিত' আত্মহত্যা থেকে শুরু করে 'পুরোদস্তুর' হত্যা পর্যন্ত।"

"প্রিয়তমা, এই সমস্ত লোকই কিন্তু অ্যাম্বার রুমের খোঁজ করছিলো। ক্রিস্টিয়ানের আগে আরো দুজন আমার হয়ে কাজ করতো। তারা সবসময় প্রেসের উপর নজর রাখতো। অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে যে কোন কিছু তারা আগাগোড়া তদন্ত চালাত। ৭০ এবং ৮০-এর দশকে এসে মৃত্যুর ঘটনাগুলো একদম কমে যায়। ঐ ২০ বছরে মাত্র ছয়টি ঘটনা ঘটেছিলো। সর্বশেষ মারা যায় একজন পোলিশ সাংবাদিক। তিন বছর আগে খনি বিস্ফোরণে লোকটি মৃত্যুবরণ করে।" তিনি মনিকার দিকে তাকালেন। "আমি সঠিক স্থানটা সম্পর্কে নিশ্চিত নই তবে ক্রিস্টিয়ানের দুর্ঘটনা যে খনিতে ঘটেছিলো সেটার খুব কাছে হওয়ার কথা জায়গাটা।"

"আমি বাজি ধরতে পারি ঐ একই খনিতে ঘটেছিলো বিস্ফোরণটা," নোল জবাবে বললো।

"খুবই অদ্ভুত, তাই না? ক্রিস্টিয়ান সেন্ট পিটার্সবার্গে ক্যারল বোরিয়ার নাম খুঁজে পায় তারপরই আমরা দেখতে পাই বোরিয়া তার প্রাক্তন সহকর্মীসহ মৃত। প্রিয়তমা, ক্রিস্টিয়ান ও আমি অনেক আগে থেকে জানি যে অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে লোরিং যা স্বীকার করে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে।"

"তার বাবা অ্যাম্বার ভালোবাসাতেন," মনিকা বললো। "সেও তার বাবার মতই অ্যাম্বার পছন্দ করে।"

"জোসেফ খুবই গোপনীয়তা প্রিয় ছিলো। এমনকি আর্নস্টের চেয়েও। তার চিন্তাধারা বুঝা ছিলো খুবই কঠিন। বহুবার আমরা অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে কথা বলেছি। এমনকি একবার আমি তাকে একটি যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম অ্যাম্বার প্যানেল

খুঁজে বের করার জন্য, কিন্তু সে রাজী হয় নি। প্রস্তাবটাকে সে সময় ও অর্থের অপচয় হিসেবে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার এই প্রত্যাখ্যানের কোন একটা বিষয় আমার বেশ খটকা লাগে। তখন থেকেই আমি এই ফাইলে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। আমি জানতে পারি অ্যাম্বার রুম নিয়ে অনেক মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে যেগুলোকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এখন সুজান ক্রিস্টিয়ানকে হত্যা করতে চাচ্ছে। এবং ম্যাককয়ের অভিযান সম্পর্কে জানার জন্য এক মিলিয়ন ইউরো খরচ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।"

ফেলনার তার মাথা নাড়ালেন। "লোরিংদের এতো আগ্রহ দেখে তো আমার মনে হচ্ছে আমরা সঠিক পথেই এগুচ্ছি।"

মনিকা ডেস্কের ওপর ছড়ানো ছিটানো পেপার ক্লিপিংসগুলো দেখিয়ে বললো, "তুমি মনে করো এই সব লোককে হত্যা করা হয়েছে?"

"এছাড়া কি আর কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে?" ফেলনার জবাবে বললেন।

মনিকা ডেস্কের কাছে গিয়ে আর্টিকেলগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। "বোরিয়াকে খুঁজে বের করে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাই না?"

"আমি সে কথাই বলবো," নোল বললো। "সেজন্য সুজান চাপায়েভকে খুন করে এবং আমাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা চালায়। কারণ একটাই, আমরা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম।"

"ঐ খনন এলাকাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ," ফেলনার বললেন। "আমার মনে হয় ছাড় দেয়ার সময় শেষ হয়েছে। ক্রিস্টিয়ান এখন থেকে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তুমি। আমি আমার অনুমতি দিলাম।"

মনিকা তার বাবার দিকে তাকালো। "নির্দেশ কি আমার দেয়ার কথা নয়?"

ফেলনার হেসে উঠলেন। "এই বুড়ো মানুষটাকে শেষবারের মতো একটু প্রশ্রয় দিতেই হবে তোমাকে। ক্রিস্টিয়ান এবং আমি অ্যাম্বার রুম নিয়ে বছরের পর বছর ধরে কাজ করেছি। আমার মনে হচ্ছে এবার আমরা সঠিক পথেই আছি। তাই তোমার অনুমতি চাচ্ছি যেনো এবারের মতো নিয়ন্ত্রণটা আমার হাতেই থাকে।"

মনিকার মুখে ফুটে উঠলো দুর্বল হাসি; বোঝাই যাচ্ছে সে খুব একটা খুশি নয় কথাটা শুনে। নোল ভাবছিলো, কিই বা বলতে পারে সে? কখনো খোলাখুলিভাবে বাবার নির্দেশ অমান্য করে নি মনিকা, যদিও বা আড়ালে আবডাতলে প্রায়ই বাবার সমালোচনায় মুখর হয় সে।

"ঠিক আছে, বাবা। তুমি তোমার ইচ্ছামাফিক এগিয়ে যাও।"

ফেলনার তার কন্যার হাত নিজের হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিলেন। "আমি জানি তুমি খুশি নও। তবু তুমি যে অন্যের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়েছো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

নোল বলার লোভ সংবরণ করতে পারলো না, "মনিকার চরিত্রে এ এক নতুন সংযোজন।"

মনিকা নোলের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালো।

ফেলনার মুখ টিপে হাসলেন। "তুমি ঠিকই বলেছো, ক্রিস্টিয়ান। তুমি বেশ ভালোভাবেই ওকে জানো। এতে ভবিষ্যতে তোমরা অনেক ভালো ভাবে কাজ করতে পারবে।"

ফেলনার বলে চললেন, "ক্রিস্টিয়ান, স্টোডে ফিরে গিয়ে দেখো কি ঘটছে ওখানে। তোমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সুজানকে মোকাবেলা করো। মৃত্যুর আগে আমি অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে জেনে যেতে চাই। তবুও তোমার মনে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে দুটো জিনিস মনে রেখো। এক, খনিতে ঐ দুর্ঘটনার কথা এবং দুই, তোমার পুরষ্কার দশ মিলিয়ন ইউরোর কথা।"

নোল দাঁড়িয়ে বললো, "আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, কোনটার কথাই আমি ভুলবো না।"

অধ্যায় ৪২

স্টোড

দুপুর ১:৪৫

গার্নির সুবিশাল হলঘরটি কানায় কানায় পূর্ণ। রাচেলের পাশে দাঁড়িয়ে পল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন আসল মজা শুরু হওয়ার। ঘরটির পরিবেশ কিছুটা হলেও সাহায্যে আসার কথা ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের। ওক কাঠের দেয়াল জুড়ে ঝুলছে পুরাতন জার্মানির রঙিন মানচিত্র। একটি ঝলমলে ঝাড়বাতি, বার্নিশকৃত অ্যান্টিক চেয়ার আর মেঝে-জুড়ে পাতা সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশীয় কার্পেট পুরো ঘরটার আবহই পাল্টে দিয়েছে।

৫৬ জন লোক চেয়ারে বসে আছে, তাদের মুখজুড়ে বিস্ময় ও ক্লান্তির সংমিশ্রণ। ফ্রাঙ্কফুট এয়ারপোর্টে অবতরণের পর তাদেরকে সোজা বাসে করে এখানে নিয়ে আসা হয়। বেশির ভাগেরই বয়স ত্রিশ থেকে ষাটের কোঠায়। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। তবে দুজোড়া কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতিও রয়েছে।

তাদের সবাইকেই খুব আগ্রহী ও ব্যগ্র মনে হচ্ছে।

ম্যাককয় ও গ্রুমার খনন কাজ পরচালনার কাজে নিয়োজিত ৫ জন কর্মচারীসহ লম্বা রুমটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটি টেলিভিশন ও ভিসিআর তাদের পাশে রাখা। হাতে নোটবুক নিয়ে দুজন গম্ভীর চোহারার লোক পেছনে বসে আছে, দেখে সাংবাদিক মনে হচ্ছে।

"বুঝে-শুনে বলবেন," ম্যাককয়কে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছেন পল।

"প্রিয় পার্টনাররা, স্বাগতম," চেহারায় সন্তের ন্যায় হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন ম্যাককয়। কথার গুঞ্জন ধীরে ধীরে কমে গেলো। "বাইরে আপনাদের জন্য কফি ও জুস রাখা আছে। আমি জানি দীর্ঘ ভ্রমণে আপনারা প্রচণ্ড ক্লান্ত। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আপনারা দারুণ চিন্তিত।"

সোজাসুজি মূল কথায় চলে যাওয়াটা ছিলো পলের প্রস্তাব। ম্যাককয় অবশ্য এখনই সবকিছু ফাঁস করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু পল যুক্তি দেখান যে এতে আরো সন্দেহ বাড়বে। "নিজের কণ্ঠস্বর একটু হাসি-খুশি রাখার চেষ্টা করবেন," পল ম্যাককয়কে আগে ভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

"আমি জানি, আপনারা এখন কি ভাবছেন। আমরা কি কিছু খুঁজে পেয়েছি? না, এখনও পাই নি। কিন্তু আমরা গতকালকে অনেকদূর এগিয়েছি।" তিনি গ্রুমারকে ইঙ্গিতে দেখালেন। "ইনি হচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অভ মেইনজ-এর প্রফেসর ড. আলফ্রেড গ্রুমার। এই খননকজের বিশেষজ্ঞের ভূমিকা উনি পালন করছেন। তিনি আপনাদেরকে সবকিছু খুলে বলবেন।"

উলের জ্যাকেট ও কর্ডুরয়ের প্যান্ট পরিহিত গ্রুমার সামনে এগিয়ে এলেন। তার

ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকানো, অবশ্য বাম হাতটা মুক্ত। মুখে নির্দোষ হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, "এই অভিযানের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রথমে বলে নেই। শিল্প-সম্পদ লুট করা খুবই প্রাচীন একটি প্রথা। গ্রিক ও রোমানরা সাধারণত কোন দেশকে যুদ্ধে হারানোর পর সে দেশের সব মূল্যবান সম্পদ লুটে সাফ করে ফেলতো। ১৪ ও ১৫ শতক জুড়ে ধর্মযোদ্ধারা পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। সেই সব লুটের সম্পদ দিয়ে গড়ে তোলা হয় পশ্চিম ইউরোপের গির্জা ও ক্যাথেড্রাল।

"সতেরো শতকে চৌর্য বৃত্তিটির পরিমার্জিত সংস্কারণ ব্যবহার করা শুরু হলো। এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোন দেশকে যুদ্ধে হারানোর পর সমুদয় রাজকিয় সংগ্রহ চুরি করার বদলে কিনে ফেলা হতো। খুব সম্ভবত, নেপোলিয়নই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লুণ্ঠনকারী। জার্মানি, স্পেন ও ইটালির মিউজিয়াম সাফ করে ভরে তোলা হয় লুভর মিউজিয়াম। ওয়াটারলু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, ফ্রান্সকে সেই সব লুণ্ঠনকৃত সম্পদের অনেকাংশ ফেরত দিতে হয়। কিন্তু এখনও ফ্রান্স একটি বিশাল লুণ্ঠিত সম্পদ ভাণ্ডার নিজেদের হস্তগত করে রেখেছে যা প্যারিসে গেলে আজো দেখা যায়।"

পল খুবই মুগ্ধ গ্রুমারের বক্তৃতা শুনে। শুধু পলই নয়; পুরো দলই এতসব তথ্য উপাত্ত শুনে মন্ত্রমুগ্ধ মনে হচ্ছে।

"আপনাদের প্রেসিডেন্ট লিংকন আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় একটা আইন পাশ করেন। আইনটার নাম হচ্ছে, 'দক্ষিণাঞ্চলীয় ধ্রুপদী শিল্প-সাহিত্য, লাইব্রেরি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং মূল্যবান যন্ত্রপতি সংরক্ষণ'। রাশিয়ার জার নিকোলাস দ্বিতীয় এরচেয়েও উচ্চাভিলাষী আইনের প্রস্তাব পেশ করেন যা ১৯০৭ সালে হেগ কনভেনশনে অনুমোদিত হয়।

"কিন্তু হিটলার হেগ কনভেনশনকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে বরঞ্চ নেপোলিয়নের পথ অনুসরণ করেন যার একমাত্র কাজ ছিলো লুণ্ঠন করা। হিটলার বানাতে চেয়েছিলেন 'ফুয়েরার মিউজিয়াম' যেখানে থাকবে শিল্পকলার সর্ববৃহৎ সংগ্রহ। তিনি এই জাদুঘর তার জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার লিনজে বানাতে চেয়েছিলেন। লিনজকে ঘিরেই, হিটলারের পরিকল্পনা অনুযায়ী থার্ড রাইখ আবর্তিত হওয়ার কথা ছিলো।"

গ্রুমার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, যেনোবা শ্রোতাদের তথ্যগুলো গিলবার সময় দিচ্ছেন। তারপর আবারো শুরু করলেন–

"হিটলারের এই লুণ্ঠন কিন্তু অন্যান্য উদ্দেশ্যও পূর্ণ করে। যেমন এটা শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেয়, কথাটি বিশেষত রাশিয়ার বেলায় সত্যি। এভাবে জার্মানির সমস্ত জাদুঘর কিন্তু ভরে ওঠে লুণ্ঠিত শিল্প দ্রব্যে, বিশেষ করে বার্লিন মিউজিয়াম। যুদ্ধের শেষভাগে যখন জার্মানির পতন অবশ্যম্ভাবী তখন বার্লিন মিউজিয়াম খালি করে সমস্ত শিল্প-দ্রব্য একটি ট্রেনে তোলা হয়। তারপর ট্রেনটি রওয়ানা হয় বার্লিনের দক্ষিণে হার্জ পর্বতমালার দিকে। আমরা যে অঞ্চলে এখন আছি ঠিক এদিকেই কিন্তু ট্রেনটি আসে।"

টেলিভিশনে একটি পর্বতের ভিডিও চিত্র ভেসে উঠলো। ক্রমার কন্ট্রোলার হাতে নিয়ে ভিডিওটি থামিয়ে দিলেন একটি জঙ্গলের দৃশ্যে।

"নাৎসিরা মাটির নিচে সবকিছু লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসতো। হার্জ পর্বতমালা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এ লুকানোর কাজে। কারণ বার্লিনের সবচেয়ে নিকটবর্তী 'আন্ডারগ্রাউন্ড ডিপোজিটরি' ছিলো এটা। যুদ্ধের পরে কিন্তু এখানে অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। জার্মান জাতীয় ট্রেজারি এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো লক্ষাধিক বই, পেইন্টিং ও ভাস্কর্যের সাথে। তবে এরচেয়েও অদ্ভুত কিছু জিনিস কিন্তু এখান থেকেই বেরিয়ে আসে। পর্বতের ৫০০ মিটার গভীরে একটি আমেরিকান সৈনিক দল একদম নতুন একটি ইটের দেয়াল খুঁজে পায়। দেয়ালটি ভাঙলে বেরিয়ে আসে একটি বন্ধ স্টিলের দরজা।"

পল বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তারা প্রচণ্ড মনোযোগ সহকারে ক্রমারের কথা শুনছেন। তিনি নিজেও মনোযোগী শ্রোতার মতো সবকিছু গিলছেন।

"ভেতরে আমেরিকানরা খুঁজে পায় ৪টি বিশাল শবাধার। এর মধ্যে একটি সজ্জিত ছিলো পুষ্পাঞ্জলি ও নাৎসি প্রতীকে, পাশে খোদাই করা অ্যাডলফ হিটলারের নাম। অন্য কফিনগুলো জার্মান প্রাদেশিক ব্যানারে মোড়া। একটি রত্নখচিত রাজদণ্ড ও রাজ নিদর্শন, দুটো মুকুট এবং তলোয়ারও খুঁজে পাওয়া যায়। এসব কিছু দেখে সেনিকরা ভেবেছিলো এটাই বুঝি হিটলারের কবর। কিন্তু এটা হিটলারের কবর ছিলো না। বরঞ্চ কফিন থেকে বেরিয়ে আসে ফিল্ড মার্শাল ভন হিন্ডেনবুর্গ, হিন্ডেনবুর্গের স্ত্রী, ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট এবং ফ্রেডেরিক উইলিয়াম এক-এর লাশ।"

ক্রমার রিমোট কন্টোলের বোতাম টিপে আবারো ভিডিওটি ছেড়ে দিলেন। এবার টিভিতে ভেসে উঠলো আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারের ছবি। ক্রমার ভিডিও'র সাহায্যে তিনটি ট্রাক এবং বালির ওপর পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন।

'ট্রাকগুলো খুঁজে পাওয়া ছিলো খুবই উত্তেজনাকর। এর মানে অবশ্যই, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিসপত্র এখানে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে কেউ তিনটা ট্রাক ব্যবহার করতো না। বালিতে পড়ে থাকা ৫টি মৃতদেহ এই রহস্য আরো বাড়িয়ে দেয়।"

'ট্রাকগুলোতে আপনারা কি খুঁজে পেলেন?" বিনিয়োগকারীদের একজন প্রশ্ন করে বসলেন।

ম্যাককয় সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'ট্রাকগুলো খালি ছিলো।"

"খালি?" অনেকেই একসাথে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক তাই। তিনটি ট্রাকই সম্পূর্ণ খালি ছিলো।"

ম্যাককয় ক্রমারকে ইশারা করলেন, ক্রমার আরেকটি ভিডিওটেপ ছাড়লেন।

"এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না," ক্রমার বললেন।

এবার ভিডিওটিতে ফুটে উঠলো আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারের অন্য একটা জায়গার ছবি। প্রথম টেপটিতে ইচ্ছে করেই জায়গাটি দেখানো হয় নি।

"এখানে চেম্বারে ঢোকার আরেকটি রাস্তা দেখা যাচ্ছে।" গ্রুমার স্ক্রীনের দিকে নির্দেশ করলেন। "আমাদের ধারণা এই দেয়ালের পিছনে আরেকটি চেম্বার আছে। এখন আমরা এটাই খুঁড়তে শুরু করবো।"

"কিন্তু আপনারা তো বলছেন ট্রাকগুলো খালি ছিলো," একজন বৃদ্ধলোক প্রশ্ন করে বসলেন।

পল আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বিনিয়োগকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়াই হবে সবেচেয়ে কঠিন কাজ।

কিন্তু তারা প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন। তিনি নিজে এবং রাচেল, দুজনে মিলে ম্যাককয়কে নানা ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন যাতে ম্যাককয় বিনিয়োগকারীদের প্রশ্নগুলো সামাল দিতে পারেন। তাছাড়া আরেকটা চেম্বার থাকতে পারে–এ কৌশলটা খাটানোর অনুমতি পলই দিয়েছেন। চেম্বার তো আসলেই থাকতে পারে। আর কিছু না হোক, এতে অন্তত পার্টনাররা কয়েক দিনের জন্য হলেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

ম্যাককয় ভালোভাবেই সবকিছু সামলালেন; মুখে হাসি নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিভাবে একদঙ্গল মানুষকে ঠাণ্ডা করতে হয় সে বিদ্যা ম্যাককয়ের ভালোই জানা আছে। পল তার চোখজোড়া সজাগ রাখলেন এবং খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলেন সবার প্রতিক্রিয়া।

এখনও পর্যন্ত সবকিছু ভালোমতোই চলছে।

অধিকাংশ মানুষকেই, ব্যাখ্যা শুনে, সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

হলঘরের দরজা দিয়ে হঠাৎ একজন মহিলাকে ভেতরে ঢুকতে দেখলেন পল। মহিলাটি মাঝারি উচ্চতার এবং তার মাথা ভর্তি সোনালী চুল। সে ঘরে ঢুকেই পেছনের দিকে গিয়ে ছায়ার আড়ালে আশ্রয় নিল। কাজেই পল তার চেহারা ভালোমতো দেখতে পারলেন না। তবে মহিলার কিছু একটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে তার কাছে।

"পল কাটলার হচ্ছেন আমাদের আইন উপদেষ্টা," ম্যাককয় বললেন।

নিজের নাম শুনে ম্যাককয়ের দিকে তাকালেন পল।

"মিঃ কাটলার আমাকে ও হের ডক্টর গ্রুমারকে খনন সংক্রান্ত আইনী বিষয়ক জটিলতা মোকাবেলায় সাহায্য করবেন। যদিওবা আমরা কোন জটিলতা আশা করছি না, তবুও আটলান্টার আইনজীবী মিঃ কাটলার সদয়ভাবে আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।"

পল শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে একটা দুর্বল হাসি দিলেন; বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি তাকে এভাবে পরিচিত করিয়ে দেয়ায়। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি ঘরের পেছন দিকটাতে চোখ বুলালেন।

মহিলাটি আর এখানে নেই।

অধ্যায় ৪৩

সুজান হোটেল থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসলো। তার যথেষ্ট দেখাশুনা হয়ে গেছে। সে এইমাত্র ম্যাককয়, গ্রুমার ও কাটলারদেরকে গার্নির হলরুমে যথেষ্ট ব্যস্ত অবস্থায় দেখে এসেছে। ওখানে খনন কাজে নিয়োজিত ৫ জন কর্মচারীও ছিলো। গ্রুমারের ভাষ্যমতে, তাহলে আর মাত্র দুজন কর্মচারী বাকি থাকে। খুব সম্ভবত ওই দুজন খনন এলাকা পাহারায় নিযুক্ত।

পল কাটলার যে তার ওপর লক্ষ্য রাখছিলেন তা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এতে সমস্যা হবার কথা নয়। কারণ সে তার বেশ ভূষা সম্পূর্ণ পাল্টে এসেছে। তাছাড়া কারো নজরে না পড়ার জন্য সে ছায়ায় ছায়ায় থেকেছে এবং রুমটাতে সে ছিলোও খুব সময়ের জন্য। তবে ওই সময়টুকুতেই সে দেখে নিয়েছে কি ঘটছে গার্নির হলঘরটাতে। সুজান নিজেই গার্নিতে এসেছে কারণ সে গ্রুমারকে বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা একটু বেশিই লোভী। অগ্রিম এক মিলিয়ন ইউরো? বোকটা নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে!

বাইরে বেরিয়ে সুজান পোরশেতে উঠে গাড়িটি ছুটিয়ে দিলো খনন এলাকার দিকে। জঙ্গলের বাইরে গাড়িটি রেখে, হেঁটে হেঁটে সে এগুলো খনিটির দিকে। খনির কাছাকাছি পৌছে সে শুনতে পেলো জেনারেটরের গুঞ্জন। বাইরে কোন ট্রাক, গাড়ি বা মানুষজন নেই।

টানেলে ঢুকে ছাদ থেকে ঝুলে থাকা বাতির আলোয় পথ দেখে এগুতে থাকলো সে। কিছু দূর এগিয়ে কয়েকটি বাতি নিভানো অবস্থায় দেখতে পেল। দূরবর্তী কোন চেম্বার থেকে উপচে পড়া আলো এসে টানেলটাকে সামান্য ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। বাতির কাছে গিয়ে সে দেখলো কেউ প্লাগটা খুলে রেখেছে।

গ্যালারির কাছাকাছি এসে বালির ওপর পড়ে থাকা একটি দেহের অবয়ব তার নজরে পড়লো। সুজান কাছে এগিয়ে গেলো। হাত বাড়িয়ে ওভারঅল পরিহিত লোকটির পালস্ পরীক্ষা করলো।

পালস্ খুবই দুর্বল কিন্তু ঠিকই আছে। সামনেই পাথরের দেয়ালে মানুষ চলাচলের উপযোগী একটা ফোঁকর দেখা যাচ্ছে; ফোঁকরটির ওপাশেই একটি আলোকিত চেম্বার। চেম্বারের দেয়ালে কারো ছায়া যেনো নেচে বেড়াচ্ছে। সুজান গুটিসুটি মেরে চেম্বারে ঢুকে গেলো। তার পায়ের আওয়াজ ডুবে গেলো পাউডারের মত নরম বালিতে।

সবচেয়ে নিকটবর্তী ট্রাকের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল সে। ট্রাকের তলা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেল দূরবর্তী ট্রাকের পাশে বুট পরিহিত একজোড়া পা। পা-জোড়া ডানদিকে ঘুরলো। পদযুগলের মালিকের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। অবশ্যই লোকটি তার উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। সুজান চুপচাপ বসে রইলো।

সবচেয়ে দূরের ট্রাকের কাছে গিয়ে থামলো পা-জোড়া।

ক্যানভাস সরানোর আওয়াজ শোনা গেলো। পদ যুগলের মালিকটি ক্যানভাস সরিয়ে ট্রাকে কিছু আছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করছে। সুজান এই মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলো। সে দ্রুত সামনের ট্রাকটার হুডের আড়ালে আশ্রয় নিল। তারপর ২০ ফুট দূরত্বে দাঁড়ানো লোকটির দিকে একবার অত্যন্ত সতর্কভাবে উঁকি মারলো সে।

ক্রিস্টিয়ান নোল।

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেলো সুজানের।

নোল ট্রাকের ভিতরটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। সম্পূর্ণ খালি। ট্রাকগুলোর ভেতরের জিনিস কেউ আগেই সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কে করলো এ কাজটা? ম্যাককয়? অসম্ভব! সে তো শহরে তাৎপর্যপূর্ণ কোন গুপ্তধন উদ্ধারের কাহিনী শোনে নি। তাছাড়া, সে ক্ষেত্রে টুকরো টাকরা কিছু ঠিকই থাকতো। থাকতো প্যাকিং ক্রেট কিংবা ফিলার ম্যাটেরিয়াল। কিন্তু এখানে কিছুই নেই। আর ম্যাককয় যদি শিল্প-কলার সুবিশাল ভান্ডার খুঁজে পেত তাহলে অবশ্যই একজন মাত্র গার্ড পাহারার জন্য রেখে যেত না। কাজেই, যৌক্তিক ব্যখ্যা হচ্ছে, ম্যাককয় ট্রাকগুলো খালি অবস্থায়ই পায়।

কিন্তু কিভাবে কেউ ট্রাকের মাল সরালো?

কঙ্কালগুলোই বা কিভাবে আসলো? এগুলো কি কয়েক দশক আগের এক দল ডাকাতের দেহাবশেষ? হয়তোবা। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। বেশির ভাগ হার্জের চেম্বারেই ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। এতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে সোভিয়েত ও আমেরিকান সোনাবাহিনী। যুদ্ধ পরবর্তী অরাজক অবস্থা তাদের সাহায্য করেছে। পরবর্তী সময়ে গুপ্তধন শিকারীরাও এ অঞ্চল চষে বেড়িয়েছে। নোল বালির উপর পড়ে থাকা একটি দেহের সামনে এসে কালো হাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সুজান আপাতদৃষ্টিতে এই নিষ্ফলা খনন কাজে এত আগ্রহী কেন? সুজান এতটাই আগ্রহী যে সে একটি প্রচণ্ড লোভী সোর্স পুষছে এবং সোর্সটার উল্টা পাল্টা দাবির কোন প্রতিবাদও জানাচ্ছে না।

হঠাৎ করে নোল চেম্বারে অন্য কারো উপস্থিতি টের পেল। আটলান্টায় যখন সুজান তার পিছু নিয়োছিলো তখনও একই অনুভূতি তাকে গ্রাস করেছিলো। এই অনুভূতিটার উপর সে প্রচণ্ড আস্থাবান।

সে স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে লাগলো। ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে সে চেম্বারের গভীরে প্রবেশ করতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অজানা আগন্তুকটিকে চেম্বারের প্রবেশমুখ থেকে সরানো। নোল হঠাৎ থেমে উবু হয়ে বসে ট্রাকগুলোর তলা দিয়ে উঁকি মারলো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

সুজান একটা ট্রাকের পা-দানিতে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নোলকে অনুসরণ করে চেম্বারের গভীরে ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ সে নোলের পদশব্দ থামার আওয়াজ পেল। নোল যেনো ইচ্ছা করেই সশব্দে হাঁটছে, এটা সুজানকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তবে কি

নোল আটলান্টার মতো তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে? হয়তোবা সে এখন ট্রাকের তলা উঁকি মেরে দেখছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ সুজান তো ট্রাকের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে আছে! নোলের মতো ধূর্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়াইয়ে ঠিক অভ্যস্ত নয় সুজান। তার বেশিরভাগ প্রতিদ্বন্দ্বীই বোকা-সোকা, গবেট প্রকৃতির। আর এতদিনে নোল নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে যে খনির দুর্ঘটনাটি একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং ফাঁদটা কে পাততে পারে-সেটা বুঝার মতো শক্তি নোলের আছে। কাজেই সে তাকে দেখতে পেলে নরক গুলজার হবে।

চেম্বারের অভ্যন্তরে নোলের গন্তব্যস্থলও সুজানকে ভাবাচ্ছে।

সে যেনো তাকে চেম্বারের আরো গভীরে ঢুকাচ্ছে। তাহলে, বেজন্মাটা ঠিকই তার উপস্থিতি টের পেয়েছে।

সুজানের হাতে বেরিয়ে আসলো তার পিস্তলটি।

নোল তার প্রিয় স্টিলেটো বের করে প্রস্তুত হয়ে রইলো। সে আবারো একবার ট্রাকের তলা দেখে নিল। কেউ নেই। যেই চেম্বারে ঢুকুক, সে নিশ্চয়ই পা-দানিতে উঠে বসে আছে। নোল সিদ্ধান্ত নিল সামনের ট্রাকটার হুড কেন্দ্র করে এগিয়ে অন্য পাশে পৌছানোর।

সুজানের পিস্তল লক্ষ্যস্থির করলো, তার আঙুল প্রায় চেপে ধরেছে ট্রিগার। নোল সামনের ট্রাকটার উদ্দেশ্যে লাফ মারলে সাথে সাথে দুটা গুলির আওয়াজ শোনা গেলো, বুলেটগুলো পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসলো।

উঠে দাঁড়িয়ে স্টিলেটো ছুঁড়ে মারলো নোল।

সুজান গুলি করেই সোজা ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েছে। কারণ সে নোলের ট্রেডমার্ক 'স্টিলেটো' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। মাটিতে শুয়েই স্টিলেটোটিকে ট্রাকের ক্যানভাসে বিদ্ধ হতে দেখল সে। সাথে সাথে নোলের অবস্থান আন্দাজ করে আরেকটি গুলি চালালো সে। আবারো বুলেটটা কেবলমাত্র পাথরেরই ক্ষতি করলো।

"এবার তুমি আর ছাড়া পাবে না, সুজান," নোল মৃদু স্বরে বললো। "আমার হাত থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

"তোমার সাথে কোন পিস্তল নেই," সুজান আন্দাজে বললো।

"তুমি কি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?"

সুজান তার পিস্তলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো আর কতটা গুলি ক্লিপে আছে। চার? সে চেম্বারটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো, তার মাথা ঘুরছে। বাইরে বের হবার একমাত্র অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে নোল। বেজন্মাটাকে কোনভাবে থামাতে পারলে তবে সে এই ইঁদুরের গর্ত থেকে মুক্তি পাবে। সুজান খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো পাথুরে দেয়াল, ট্রাক এবং বাতিগুলোকে।

বাতি!

অন্ধকারই হবে তার মিত্র।

সুজান পকেট থেকে একটা নতুন ক্লিপ বের করে পিস্তলে ভরলো। এখন ক্লিপে

আছে ৭টা গুলি। সে সবচেয়ে কাছের লাইট বারকে লক্ষ্য করে গুলি করলো। প্রচণ্ড শব্দে বাতিটা বিস্ফোরিত হলো, ধোঁয়ায় ভরে উঠলো চারপাশ। সুজান আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেম্বারের প্রবেশমুখের দিকে দৌড় মারলো। দৌড়ানোর সময়ই গুলি করে অপর বাতিটাও নিভিয়ে দিলো। সমগ্র চেম্বারই সাথে সাথে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। বাতি পুরোপুরি নিভে যাওয়ার আগে সে দেখে নিয়েছে প্রবেশমুখটা কোথায়; অন্ধকারে অনুমানের উপর নির্ভর করে সেদিকেই চললো সে।

প্রথম বাতিটা বিস্ফোরণের সাথে সাথে নোল তার স্টিলেটো উদ্ধারের জন্য সামনের ট্রাকটার দিকে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হতে লাগলো। সে জানে আর কিছুক্ষণ পরই সমগ্র চেম্বার অন্ধকারে ঢেকে যাবে, তাই তাকে খুব দ্রুত সবকিছু করতে হবে। তাছাড়া, সুজান ঠিকই বলেছে; ছুরিটা ছাড়া আর কিছুই তার সাথে নেই। একটা পিস্তল সাথে থাকলে দারুণ হতো। কিন্তু সে বোকার মতো তার পিস্তলটা হোটেলে ফেলে এসেছে।

নোল টান মেরে ক্যানভাস থেকে স্টিলেটোটা মুক্ত করে ঘুরে দাঁড়াল। সুজান ছুটে যাচ্ছে চেম্বারের প্রবেশমুখের দিকে। নোল প্রস্তুত হতে লাগলো আরেকবার ছুরিটা ছুঁড়ে মারার জন্য।

প্রচণ্ড শব্দে লাইটবারটি বিস্ফোরিত হলো।

তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার ডুবে গেলো নিকষ কালো অন্ধকারে।

সুজান চেম্বারে ঢোকার ফোঁকরটা খুঁজে পেয়ে বেরিয়ে আসলো গ্যালারিতে। সামনের টানেলটা বাল্বের আলোয় আলোকিত। সে টানেল ধয়ে এগুতে থাকলো সেই সাথে বাল্বগুলোও পিস্তলের বাঁট দিয়ে ভেঙে যেতে লাগলো।

অন্ধকারে চেম্বারের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না নোল। সে তার চোখ বন্ধ করে শান্ত থাকার চেষ্টা করলো। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতি পোড়ার ঝাঁঝালো গন্ধ। চেম্বারের পরিবেশও অনেক শীতল হতে শুরু করলো। সে তার চোখ খুললো। ধীরে ধীরে অন্ধকারে তার চোখ সয়ে যেতে লাগলো। চেম্বারের অভ্যন্তর ভাগ মোটামুটি পরিস্কারভাবেই তার চোখে ধরা পড়লো। প্রবেশমুখটা দিয়ে আলোর ঝলকানি ও বাল্ব ফাটার তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো।

সোজা প্রবেশমুখ লক্ষ্য করে দৌড় মারলো সে।

সুজান দিনের আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলো। পেছনে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নোল ছুটে আসছে। সুজানকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। সে খনি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগলো তার গাড়ির দিকে। লম্বা পাইনের গাছ ছাড়িয়ে, ফার্নের জঙ্গল মাড়িয়ে সুজান দৌড়াতে লাগলো।

নোলও খনি থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিল। ডানদিকে ৫০ মিটার দূরত্বে কাপড়ের ঝলকানি নজরে পড়লো তার। ভালো করে তাকিয়ে ছুটন্ত সুজান ড্যানজারের শারীরিক অবয়ব ধরতে পারলো নোল। সে-ও স্টিলেটো হাতে নিয়ে সুজানের পিছু ধাওয়া করলো।

সুজান পোরশের কাছে পৌছে দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসলো। ইঞ্জিন চালু করে এক্সেলেটরটা পা দিয়ে প্রায় মেঝের সাথে লাগিয়ে দিলো সে। টায়ারটা ঘুরে গেলো এবং ঝাঁকুনি দিয়ে পোরশেটা সামনে বাড়লো। রিয়ারভিউ মিররে সে নোলকে স্টিলেটো হাতে নিয়ে গাছ পালার দঙ্গল হতে বেরিয়ে আসতে দেখলো।

হাইওয়ের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে মাঝপথে হঠাৎ ব্রেক কষলো সে। তারপর জানালা দিয়ে মাথা বের করে নোলের উদ্দেশ্যে স্যালুট মারলো। পোরশেটা আবারো গর্জন তুলে ছুটে চললো হাইওয়ে ধরে।

নোল প্রায় হেসেই উঠেছিলো সুজানের স্যালুট মারা দেখে। আটলান্টা এয়ারপোর্টে তার চোখে ধূলা দেওয়ার ঘটনাটি কড়ায় গন্ডায় শোধ করলো সুজান।

নোল তার ঘড়িতে সময় দেখে নিল। বিকাল ৪:৩০।

কোন সমস্যা নেই।

সে ভালো করেই জানে সুজান ছয় ঘণ্টা পর কোথায় থাকবে।

অধ্যায় ৪৪

বিকাল ৪:৪৫

পল একে একে সব বিনিয়োগকারীদের বেরিয়ে যেতে দেখলেন। ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় সবার সাথে করমর্দন করে হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছেন। ম্যাককয়কে বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে। অবশ্য খুশি হওয়ারই কথা কারণ মিটিংটা বেশ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত দু'ঘণ্টা ধরে তারা ক্লান্তিহীনভাবে বিনিয়োগকারীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইতিহাসকে অনেকটা মাদকের মতো ব্যবহার করে তারা বিনিয়োগকারীদের মনকে করে তুলেছেন রঙিন ও অনাগত সম্পদের স্বপ্নে বিভোর।

ম্যাককয় এগিয়ে এলেন। "গ্রুমার ভালোই বলেছে, কি বলেন?" বিশাল হলঘরটাতে শুধু পল, ম্যাককয় ও রাচেলই দাঁড়িয়ে আছেন; গ্রুমার কয়েক মিনিট আগেই বেরিয়ে গেছেন।

"হ্যা, গ্রুমার ভালোমতোই সবকিছু সামলেছেন," পল বললেন। "কিন্তু আমার মোটেও ভালো লাগছে না ওদেরকে উল্টা-পাল্টা তথ্য গেলাতে।"

"কে ওদেরকে উল্টাপাল্টা তথ্য গেলাচ্ছে? আমি সত্যিকার অর্থেই অন্য প্রবেশ মুখটা খুঁড়ে দেখতে চাই, এতে আরেকটি চেম্বারও বেরিয়ে পড়তে পারে।"

রাচেল ভ্রু কোঁচকালেন। "আপনার গ্রাউন্ড রাডারেও কি এটা ধরা পড়েছে?"

"এটা যদি জানতাম তাহলে তো কেল্লা ফতে হয়ে যেত, ইয়োর অনার।"

ম্যাককয়ের এই ঈষৎ ব্যাঙ্গাত্মক উক্তিটা হাসিমুখেই গ্রহণ করলেন রাচেল। এখনও পর্যন্ত ম্যাককয়কে ভালোভাবেই নিয়েছেন তিনি। হয়তোবা, ম্যাককয়ের রূঢ় ব্যবহার ও ধারালো জিহবা'র মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পান তিনি।

"আগামীকাল বিনিয়োগকারীদের বাসে করে খনন এলাকায় নিয়ে গিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দেবো," ম্যাককয় বললেন। "এর ফলে আমরা আরো কয়েকদিন সময় পাব। কে জানে, এরমধ্যে হয়তো অন্য প্রবেশমুখটা খুঁড়ে আরেকটা চেম্বার পেয়েও যেতে পারি।"

"আপনি বেশ ভালো সমস্যায় আছেন, ম্যাককয়। আমাদের বর্তমান আইনী অবস্থান থেকে সবকিছু চিন্তা করতে হবে। আমার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে ঐ স্মারকলিপিটা ফ্যাক্স করে দিলে কেমন হয়? এতে আমাদের লিটিগেশন ডিপার্টমেন্ট ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারবে স্মারকলিপিটা," পল বললেন।

ম্যাককয় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "এতে আমার কত খরচ হবে?"

"প্রথমে দশ হাজার ডলার খরচ হবে। তার মানে ঘণ্টায় ২৫০ ডলার করে। এর পর যা খরচ হবে তা ঘণ্টা প্রতি ধরে মাসের শেষে পরিশোধ করতে হবে।"

ম্যাককয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল হতাশাসূচক ধ্বনি। "গেলো আমার ৫০ হাজার ডলার।"

পল ভাবছিলেন ম্যাককয়কে এখনই ক্রমার সম্পর্কে বলবেন কিনা। তাছাড়া ওয়ালেটটাও কি দেখানো উচিত না? বলা কি উচিত বালির ওপর অঙ্কিত সেই অক্ষরগুলোর কথা? হয়তোবা, ক্রমার প্রথম থেকেই জানতো চেম্বারে কিছুই পাওয়া যাবে না, কিন্তু তবুও তথ্যটা চেপে যায়। ক্রমার কি জানি বলছিলো সেদিন? এই খনন এলাকায় যে কিছু পাওয়া যাবে না তা সে বুঝতে পারছিলো। হয়তোবা তারা সব দোষ ক্রমারের ঘাড়ে চাপাতে পারেন। কারণ তার কাছ থেকে সবুজ সংকেত না পেলে তো আর ম্যাককয় এখানে খনন অভিযান চালাতেন না। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বাধ্য হবেন শুধুমাত্র ক্রমারের বিরুদ্ধেই আইনী ব্যবস্থা নিতে। পল তার মনের কথা ম্যাককয়কে বলতে চাইলেন, "আরেকটা জিনিস বলার ছিলো–"

"ম্যাককয়," ক্রমার হন্তদন্ত হয়ে হলঘরে ঢুকলেন। "খনন এলাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

রাচেল আহত শ্রমিকটার খুলি ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলেন। লোকটা যেখানে ব্যথা পেয়েছে সে জায়গাটা বেমক্কাভাবে ফুলে আছে। তিনি ছাড়াও আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে উপস্থিত পল ও ম্যাককয়।

"আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম," লোকটা ইঙ্গিতে গ্যালারিটা দেখাল, "এরপরেই মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত এবং সবকিছু নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেলো।"

"তুমি কি কিছুই দেখো নি বা শুনো নি?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"একদম কিছুই না।"

শ্রমিকরা ভাঙা বাতিগুলো সরাতে ব্যস্ত। তারা ইতিমধ্যেই নতুন বাতি লাগাতে শুরু করেছে। রাচেল খুঁটিয়ে দেখলেন পুরো দৃশ্যটা। ভাঙা লাইট বার, অন্ধকার টানেলজুড়ে পড়ে থাকা বাল্বের টুকরা এবং একটা ট্রাকের ক্যানভাসের মাটিতে পড়ে থাকা।

"লোকটা নিশ্চয়ই পেছন দিক থেকে এসে আমার মাথায় মেরেছে," শ্রমিকটা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো।

"কিভাবে বুঝলে ওটা একটা 'লোক', কোন মহিলা নয়?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি লোকটাকে দেখেছি," আরেকজন শ্রমিক বলে উঠলো। "আমি কুঁড়েঘরটাতে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম টানেল থেকে একজন মহিলাকে ছুটে বেরিয়ে আসতে, তার হাতে বন্দুক। তার পিছু পিছু একটা লোকও ছোরা হাতে বেরিয়ে আসলো। তারা দুজনেই জঙ্গলে ছুটে পালালো।"

"তুমি কি তাদের পিছু নিয়েছিলো?' ম্যাককয় প্রশ্ন করলেন।

"আরে না।"

"কিন্তু কেন ওদের পিছু নিলে না?"

"আপনি তো আমাকে খোঁড়া খুঁড়ির জন্য রেখেছেন, জেমস বন্ডগিরি ফলানোর জন্য

নয়। টানেলে ঢুকে দেখলাম নিকষ কালো অন্ধকার। বাইরে বেরিয়ে ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিয়ে আবারো ভেতরে ঢুকলাম। তখনই আমি ড্যানিকে অচেতন অবস্থায় গ্যালারিতে খুঁজে পাই।"

"মহিলাটি দেখতে কি রকম ছিলো?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব সম্ভবত সোনালী চুলো। উচ্চতা মাঝারি, তবে দৌড়ায় খরগোশের মতো।"

পল সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। "মহিলাটি আমাদের সাথে হোটেলে ছিলো।"

ম্যাককয় বললেন, "কখন?"

"যখন গার্নির হলঘরে আপনি ও গ্রুমার কথা বলছিলেন। মিনিট খানেকের জন্য ঢুকে বেরিয়ে যায়।"

ম্যাককয় বুঝে ফেললেন। "আমরা সবাই হলঘরে কিনা এবং খনিটি মোটামুটি অরক্ষিত কিনা সেটা দেখার জন্যই খুব সম্ভবত গিয়েছিলো সে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে," পল জবাব দিলেন। "আমার মনে হয় অফিসে এই মহিলাই এসেছিলো আমার সাথে দেখা করতে। সে সময় তার বেশ-ভূষা অন্যরকম ছিলো মানছি কিন্তু তবুও কয়েকটা জিনিসে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"

"অনুমান করে বলছেন?" ম্যাককয় বললেন।

"হ্যা, অনেকটা সেরকমই।"

"লোকটাকে কি ভালোমতো দেখতে পেরেছিলে?" রাচেল শ্রমিকটাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"লম্বা, হালকা চুল, হাতে উদ্যত ছোরা।"

"নোল," রাচেল সাথে সাথে বুঝে ফেললেন। তার চোখে ভেসে উঠলো খনি বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে উদ্যত ছোরা হাতে নোলের ছবি। "তারা এখানে, পল। তারা দুজনই এখানে।"

পলের সাথে সিঁড়ি বেয়ে গার্নির তিন তলায় উঠছিলেন উৎকণ্ঠিত রাচেল। তার ঘড়িতে তখন বাজছে রাত ৮:১০। কিছুক্ষণ আগে পল ইন্সপেক্টর ফ্রিৎজ প্যানিককে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তাকে পান নি। সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করে তর জন্য আনসারিং মেশিনে একটা মেসেজ রেখে দেন পল এবং হোটেলের নাম্বার দিয়ে ফোনও করতে বলেন। তবে এখনও ফোন করেন নি ইন্সপেক্টর।

ম্যাককয় পীড়াপিড়ি করছিলেন বিনিয়োগকারীদের সাথে ডিনার সারার জন্য। এতে অবশ্য রাচেলের কোন সমস্যা নেই; মানুষ বেশি থাকলেই বরঞ্চ ভালো। ডিনারের সময় সবাই খোঁড়াখুঁড়ির কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। তার নিজের চিন্তা অবশ্য আবর্তিত হলো নোল এবং ঐ রহস্যময় মহিলাটিকে ঘিরে।

"কাজটা খুব কঠিন," রাচেল বললেন। "প্রত্যেকটা কথা আমাকে মেপে মেপে বলতে হচ্ছে যাতে কেউ আমাকে পরবর্তীতে বলতে না পারে যে আমি তাদেরকে ভুল

পথে পরিচালিত করেছি। ম্যাককয়ের সাথে এভাবে মিশে যাওয়া আমাদের বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।"

পল হলের প্রান্ত ঘুরে তাদের রুমের দিকে রওয়ানা দিলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, "এখন তুমিই কিনা পিছাতে চাচ্ছো!"

"দেখো তুমি একজন সম্মানিত আইনজীবী এবং একজন বিচারক। ম্যাককয় আমাদের পেয়ে যেনো অনেকটা আকাশের চাঁদই খুঁজে পেল! যদি সে ঐ বিনিয়োগকারীদের ঠকিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের ওর সহযোগী হিসেবে পরিগণিত করা হবে।"

রুমের সামনে এসে পকেট থেকে চাবি বের করলেন পল। "আমার মনে হয় না ম্যাককয় কাউকে ঠকাচ্ছে। ঐ স্মারক লিপিটা যতবারই আমি পড়েছি, ততবারই অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, কিন্তু মিথ্যা মনে হয় নি। আমার আরও মনে হয়, চেম্বার সম্পূর্ণ খালি দেখে ম্যাককয় সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। তবে গ্রুমার সম্পর্কে আমি খুব একটা নিশ্চিত নই।"

পল দরজা খুলে বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

ঘরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ভয়াবহ কোন ঝড় বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে। ড্রয়ারগুলো মেঝেতে পড়ে আছে। আলমারির দরজা হাট করে খোলা। তাদের সমস্ত কাপড় চোপড় ঘরময় ছড়ানো ছিটানো।

"বোঝাই যাচ্ছে, এই হোটেলের মেইড সার্ভিস অত্যন্ত বাজে," পল বললেন।

ঘরের বেহাল অবস্থা দেখে রাচেল অবশ্য মোটেও খুশি নন।

"দেখে তোমার খারাপ লাগছে না? কেউ একজন তন্ন তন্ন করে জায়গাটা খুঁজেছে। ওহ্, আব্বার চিঠি। সেই কুড়িয়ে পাওয়া ওয়ালেটটা। নিশ্চয়ই ওগুলোর জন্যই এসেছিলো।"

পল আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একে একে তার গায়ের কোট ও শার্ট খুলে ফেললেন। দেখা গেলো, তার তলপেটে ওয়ালেটটা সুন্দর করে বাঁধা। "ওয়ালেটটা খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন, কি বলো?"

"হে আমার ঈশ্বর! তোমার বুদ্ধিতো দারুণ খোলতাই হয়েছে, পল কাটলার।"

তিনি শার্টটা আবারো পরে নিলেন। "তোমার আব্বুর চিঠিগুলোর একটা কপি আমার অফিসে রাখা আছে।"

"তোমার কি আগে থেকেই ধারণা ছিলো, একরম কিছু ঘটবে?"

পল শ্রাগ করলেন। "না, আমার কোন ধারণা ছিলো না। তবে আমি সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে চাচ্ছিলাম। এখন যেহেতু নোল এবং ঐ মহিলা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেহেতু যেকোন কিছুই ঘটতে পারে।"

"হয়তোবা আমাদের আমেরিকায় ফিরে যাওয়া উচিত। মার্কাস নেটলসের সাথে নির্বাচনে লড়াটাই এখন আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।"

পল অবশ্য একদম অনুত্তেজিত, নির্বিকার। "আমার মনে হয় সময় এসেছে অন্য কিছু করার।"

তৎক্ষণাৎ রাচেল বুঝে গেলেন পলের মনের কথা। "হ্যা, চলো ম্যাককয়কে খুঁজে বের করি।"

পল পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন ম্যাককয়কে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে। পলের পাশে রাচেলও দাঁড়িয়ে আছেন। তিন বোতল বিয়ার খেয়ে ঈষৎ মাতাল হয়ে আছেন ম্যাককয়।

"গ্রুমার, দরজা খোলো," ম্যাককয় চিৎকার করে উঠলেন।

দরজা খুলে গেলো।

গ্রুমার তখনো ডিনারে পরিহিত ফুল-হাতা শার্ট ও ট্রাউজার পরে আছেন। "কি ব্যাপার, ম্যাককয়? আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি?"

ম্যাককয় গ্রুমারকে ঠেলা মেরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। তার পিছু পিছু পল এবং রাচেলও ঢুকলেন। ভেতরে দুটো বেডসাইড ল্যাম্প জ্বলে আছে। গ্রুমার খুব সম্ভবত বই পড়ছিলেন। বিছানায় একটা বই ভাঁজ করে রাখা। ম্যাককয় গ্রুমারের শার্টের কলার ধরে তাকে সজোরে ধাক্কা মারলেন ঘরের দেয়ালে।

"আমি উত্তর ক্যারোলিনার ক্ষ্যাপা শূয়োর। আর এখন শুধুমাত্র ক্ষ্যাপাই নই, মাতালও। তুমি হয়তোবা এর মানে বুঝতে পারছো না তবে এটা শুনে রাখো এর মানে খুব একটা ভালো কিছু নয়। কাটলার আমাকে বললেন যে তুমি নাকি ছবি তুলে বালির উপর অঙ্কিত কয়েকটা অক্ষর মুছে ফেলেছো। কোথায় ছবিগুলো?"

"ও কি বলছে তার মাথামুন্ডু আমি কিছুই জানি না।"

ম্যাককয় শার্টের কলার ছেড়ে, মুঠো পাকিয়ে ধড়াম করে দশাসই একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন গ্রুমারের পেটে। গ্রুমার ব্যথায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

ম্যাককয় তাকে টেনে তুললেন। "আবারো প্রশ্নটা করছি। ছবিগুলো কোথায়?"

গ্রুমার শ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে করতেই হাত বাড়িয়ে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাচেল বিছানায় মুড়ে রাখা বইটা হাতে নিলেন। বইটা খুললে বেরিয়ে আসলো রঙিন ছবিগুলো।

গ্রুমারকে ছেড়ে ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন ম্যাককয়। "কেন, গ্রুমার? কিসের জন্য এটা করলে?"

গ্রুমার কিছুটা সময় নিয়ে উত্তর দিলেন, "পয়সার জন্য, ম্যাককয়।"

"৫০ হাজার ডলার যে আমি তোমাকে দিচ্ছি এটা যথেষ্ট নয়?"

গ্রুমারের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেলো না।

"আর মার খেতে না চাইলে সবকিছু খুলে বলো।"

গ্রুমার কথাটার তাৎপর্য ধরতে পারলেন। "মাসখানেক আসে, একজন লোক আমার সাথে যোগাযেগ করে–"

"লোকটার নাম কি?"

"সে নাম বলে নি।"

ম্যাককয় আবারো মুঠো পাকালেন।

"দয়া করো, ম্যাককয়... আসলেই আমি সত্যি বলছি। লোকটা কোন নাম বলে নি, সে কেবলমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলেছে। খনন অভিযানে যে আমি জড়িত এটা সে পেপার পড়ে জানতে পারে, সমস্ত তথ্য জানার জন্য আমাকে ২০ হাজার ইউরো দেয়ার প্রস্তাব দেয়। আমি এতে কোন সমস্যা দেখলাম না। সে আমাকে বলেছিলো মার্গারিথ নামের এক মহিলা আমার সাথে যোগাযোগ করবে।"

"আর?"

"গতকাল রাতে মার্গারিথের সাথে দেখা হয় আমার।"

"আমাদের ঘরে কারা তল্লাশি চালায়? আপনি না ওই মহিলা?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা দুজনেই। সে আপনার বাবার চিঠিগুলোর ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলো।"

"সে কি বলেছিলো কেন সে এত আগ্রহী?" ম্যাককয় প্রশ্ন করলেন।

"নাইন। কিন্তু আমার মনে হয় কারণটা আমি জানি।" গ্রুমার দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; ইতিমধ্যে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। "আপনি কি কখনো 'রেটার ডার ভারলোরেনেন অ্যান্টিক্যুইটাটেন'-এর নাম শুনেছেন?"

"না," ম্যাককয় জবাব দিলেন। "বিষয়টা খুলে বলো।"

"এই দলটা নয়জনের। তাদের পরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু সবই বিত্তশালী শিল্প-প্রেমিক। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সংগ্রাহককে কাজে নিযুক্ত করে থাকে এবং এদেরকে 'উদ্ধারকারী' বলা হয়। সংগঠনটির ভাষান্তর করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। ভাষান্তর করলে নাম দাঁড়ায়–'লুপ্ত সম্পদের উদ্ধারকারী।' তারা শুধুমাত্র সেসব জিনিসই চুরি করে যা ইতিমধ্যে চুরি হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের 'উদ্ধারকারী' পুরস্কার লাভের জন্য যুদ্ধে করে। এটা খুব সূক্ষ্ম ও ব্যয়বহুল একটি খেলা।"

"আসল কথায় আসো," ম্যাককয় বললেন।

"আমার মনে হয় এই মার্গারিথ একজন উদ্ধারকারী। সে যদিও বা আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার অনুমান সঠিক।"

"আর ক্রিস্টিয়ান নোল?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"সেও একজন উদ্ধারকারী। এই দুজন কোন একটা জিনিস পাবার জন্য লড়াই করছে।"

"মার্গারিথ কার হয়ে কাজ করে?" ম্যাককয় রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

"এটা শুধুই আমার অনুমান। তবে আমার মনে হয় লোকটার নাম আর্নস্ট লোরিং।"

নামটি তৎক্ষণাৎ পল ও রাচেলের দৃস্টি আকর্ষণ করলো।

"আমি যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে, ঐ ক্লাবের সদস্যরা প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক।

হাজার হাজার লুপ্ত সম্পদ রয়েছে যা এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নি। এসব লুপ্ত সম্পদের বেশিরভাগই ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় খোয়া যায় কিন্তু আরো কিছু চুরি হয় বিভিন্ন জাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। পুরো পরিকল্পনাটাই আসলে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। চুরি যাওয়া জিনিস চুরি করা। কেইবা অভিযোগ করবে বলেন?"

ম্যাককয় গ্রুমারের দিকে ফিরলেন। "বেহুদা কচকচানি থামিয়ে আসল কথায় আসো।"

"অ্যাম্বার রুম," গ্রুমার এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন।

রাচেল ম্যাককয়কে নিবৃত্ত করতে বললেন, "ওকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে দিন।"

"আবারো আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু অ্যাম্বার রুম কোনিংসবার্গ ছেড়ে যায় ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে। কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। আর রেকর্ডও বেশ অস্পষ্ট। প্রুশিয়ার গর্ভনর এরিক কোচ অ্যাম্বার প্যানেলগুলো স্থানান্তরিত করেন হিটলারের সরাসরি নির্দেশে। যদিওবা কোচ ছিলেন হারম্যান গোয়েরিংয়ের অনুগ্রহভাজন। তাই তিনি হিটলারের চেয়েও গোয়েরিংয়ের প্রতি বেশি অনুগত ছিলেন। শিল্পকলা বিষয়ে হিটলার ও গোয়েরিংয়ের প্রতিযোগিতা সর্বজনবিদিত। গোয়েরিং তো শিল্পকলা বিষয়ক একটা জাদুঘরই বানাতে চেয়েছিলেন নিজের শহর কারিনহলে। যে কোন লুণ্ঠিত সম্পদে হিটলারের অধিকারই ছিলো সবচেয়ে বেশি কিন্তু গোয়েরিং বেশ কয়েকবার তাকে হারিয়ে দেন। যুদ্ধ যতই গড়াতে থাকে, হিটলার ততই নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হতে থাকেন। তাই তার পক্ষে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভবপর ছিলো না। এ সুযোগে উন্মত্তের মতো শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে গেছেন গোয়েরিং।"

"হিটলার-গোয়েরিংয়ের এই কচকচানি দিয়ে কি বুঝাতে চাচ্ছো?" ম্যাককয় বললেন।

"গোয়েরিং চাচ্ছিলেন কারিনহলের সংগ্রহশালায় অ্যাম্বার রুমও যুক্ত হোক। কেউ কেউ বলে হিটলার নয় বরঞ্চ গোয়েরিং-ই নাকি কোনিংসবার্গ থেকে অ্যাম্বার রুম স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন কোচ যেনো অ্যাম্বার প্যানেলগুলো রাশিয়ান, আমেরিকান ও হিটলারের নিকট থেকে নিরাপদ রাখেন। কিন্তু ধারণা করা হয় হিটলার এ পরিকল্পনাটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেন এবং অ্যাম্বার রুম নিজেই হস্তগত করেন।"

"বাবা তাহলে ঠিকই বলেছিলেন," রাচেল মৃদুস্বরে বললেন।

পল তার দিকে তাকালেন। "মানে?"

"বাবা আমাকে একবার অ্যাম্বার রুমের কথা বলেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যুদ্ধের পর গোয়েরিংয়ের সাথে সাক্ষাৎকারের ঘটনা। গোয়েরিং শুধুমাত্র এটাই বলেছিলেন যে হিটলার শেষ পর্যন্ত তাকে হারিয়ে দেন অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারটায়।" তারপর রাচেল সবাইকে বললেন মউতহৌসেনের কথা এবং কিভাবে ৪ জন জার্মান সৈনিককে সেখানে অত্যাচার করে মারা হয়।

"আপনি এত তথ্য কোথায় পেলেন?" পল গ্রুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন। "আমার

শ্বশুরের কাছে অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে প্রচুর আর্টিকেল আছে কিন্তু কোনটাতেই এসব তথ্যের উল্লেখ নেই।" তিনি ইচ্ছা করেই প্রাক্তন শ্বশুর বলা থেকে বিরত থাকলেন। তবে সব সময়কার মতো রাচেল এবার সংশোধন করলেন না।

"এসব তথ্য উল্লেখ না করারই কথা," গ্রুমার বললেন। "পাশ্চাত্য মিডিয়া অ্যাম্বার রুম নিয়ে খুব কমই মাতামাতি করে। এমনকি খুব কম লোকই অ্যাম্বার রুম সম্বন্ধে জানে। জার্মান এবং রাশিয়ান পন্ডিতেরা অবশ্য এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন।"

ম্যাককয় বললেন, "এর সাথে আমাদের খনন অভিযানের কি কোন যোগসূত্র আছে?"

"একটা সূত্র বলছে, হিটলারের নির্দেশে তিনটা ট্রাক বোঝাই করে অ্যাম্বার প্যানেল ভরা হয় এবং সেগুলো যাত্রা করে কোনিংসবার্গের পশ্চিম দিকে। ট্রাকগুলোর আর হদিস পাওয়া যায় নি। ওগুলো ছিলো খুবই ভারি যানবাহন–"

"অনেকটা বুসিং এনএজি'র মতো," ম্যাককয় বললেন।

গ্রুমার মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।

ম্যাককয় বিছানায় প্রান্তে বসলেন। "আমরা যে ৩টা ট্রাক খুঁজে পেয়েছি, সেগুলো?" তার গলার স্বর এখন অনেকটা নরম।

"খুব সম্ভবত।"

"কিন্তু ট্রাকগুলোতো একদম খালি," পল বললেন।

"আসলেই তাই," গ্রুমার বললেন। "খুব সম্ভবত 'লুপ্ত সম্পাদের উদ্ধারকারীরা' এ ব্যাপারে আরো অনেক কিছু জানেন। দুই উদ্ধারকারীর অত্যাধিক আগ্রহ দেখেই তো তা বুঝা যাচ্ছে।"

"কিন্তু আপনি তো এখনও জানেন না নোল এবং রহস্যময় মহিলাটি ঐ দলটির অর্ন্তভুক্ত কিনা," রাচেল বললেন।

"না, মিস কাটলার, আমি জানি না। কিন্তু মার্গারিথকে দেখে একজন সাধারণ সংগ্রাহক বলে মনে হয় না। আপনি তো নিজে নোলের সাথে ছিলেন। আপনার কি মনে হয়?"

"নোল তো তার বসের নাম কোনমতেই বলতে চাইলো না।"

"যা তার ওপর সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দেয়," ম্যাককয় বললেন।

পল চেম্বার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ওয়ালেটটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে গ্রুমারের হাতে দিলেন। "এটার ব্যাপারে কি বলবেন?" তিনি সেই সাথে ব্যাখ্যা করলেন কোথায় এটা পাওয়া গেছে।

"আপনি তা-ই পেয়েছেন যা আমি খুঁজছিলাম," গ্রুমার বললেন। "মার্গারিথ অনুরোধ জানিয়েছিলো আমাদের খননের জায়গা থেকে ১৯৪৫-পরবর্তী কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে। আমি ৫টা কঙ্কালই ভালোমতো খুঁজেছি, কিন্তু কিছুই পাই নি। ওয়ালেটটা প্রমাণ করছে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কেউ ঢুকেছে।"

"ভেতরে এক টুকরো কাগজে কিছু লেখা আছে। কি সেটা?"

ক্রমার মুখের কাছে নিয়ে কাগজটা দেখলেন। "মনে হচ্ছে কোন ধরণের লাইসেন্স বা পারমিট। ইস্যু করা হয়েছে ১৯৫১ সালের ১৫ই মার্চ। মেয়াদ শেষ হবে ১৯৫৫ সালের ১৫ই মার্চ।"

"মার্গারিথ এটাই জানতে চাচ্ছিল?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

ক্রমার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "সে এই তথ্য জানার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিতে ইচ্ছুক ছিলো।"

ম্যাককয় তার চুলে হাত বুলালেন। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ক্রমার আরো ব্যাখ্যা করার জন্য এ সময়টা বেছে নিল। "দেখো ম্যাককয়, আমি জানতাম না এই খননের জায়গাটা নিষ্ফলা হবে। যখন চেম্বারে ঢুকলাম তখন তোমার মত আমিও উত্তেজনায় অধীর ছিলাম। কিন্তু সংকেতগুলোও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। কোন এক্সপ্লোসিভের টুকরো-টাকরাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। তাছাড়া প্যাসেজটাও ছিলো সরু। অবশ্যই ট্রাকগুলো। ভারি যানবাহন থাকার কথা নয় এখানে।"

'ট্রাকগুলা থাকার অর্থ এখানেই অ্যাম্বার রুম রাখা হয়েছিলো।"

"হ্যা, ঠিক তাই।"

"কি ঘটেছিলো সে ব্যাপারে আরো বলুন," ক্রমারের উদ্দেশ্যে বললেন পল।

"আসলে খুব বেশি কিছু বলার নেই। যে কাহিনী বারবার শোনা যায় তা হচ্ছে, অ্যাম্বার রুমকে ক্রেটে ভরে তিনটা ট্রাকে তোলা হয়। তারপর ট্রাকগুলো আল্পস অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু জার্মানিতে তখন সোভিয়েত ও আমেরিকান সৈন্যে গিজগিজ করছে। কাজেই কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ধরে নেয়া হয়, ট্রাকগুলোকে কোথাও লুকানো হয়েছে। কিন্তু কোথায় লুকানো হয়েছে সে সম্পর্কে কোন রেকর্ড নেই। হয়তোবা ওগুলোর লুকানোর জায়গা হচ্ছে হার্জ পবর্তমালা।"

"মার্গারিথ নামক মহিলাটি যেহেতু এখানে ঘোরাঘুরি করছে এবং বোরিয়ার চিঠির ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখাচ্ছে, সেহেতু তুমি খুব সহজেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে দিলে, তাই না? বুঝে গেলে অ্যাম্বার রুমের সাথে এর কোন যোগসূত্র আছে," ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে যৌক্তিক মনে হলো।"

পল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেন মনে করছেন মার্গারিথের বস লোরিং?"

"বহু বছর ধরে যা পড়ে এসেছি ও শুনে এসেছি তার ওপর ভিত্তি করেই আমার এ অনুমান। লোরিং পরিবার সবসময়ই অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো।"

রাচেলের মনে একটা প্রশ্ন ছিলো। "কেন বাবার চিঠিগুলো হাপিশ করতে চাইলেন? মার্গারিথ কি এই কাজের জন্যই আপনাকে রেখেছে?"

"প্রকৃতপক্ষে না। সে শুধুমাত্র বলেছে যে চেম্বার বা অ্যাম্বার রুমের কথা কোন জায়গায় উল্লেখ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে।"

"এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কি আছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সত্যিই জানি না।"

"মার্গারিথ দেখতে কেমন?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি যার বর্ণনা আজ দুপুরে দিলেন, সেই মহিলাই হচ্ছে মার্গারিথ।"

"আপনি কি জানেন না যে সে চাপায়েভ ও রাচেলের বাবাকে খুনও করে থাকতে পারে?"

"তারপরও তুমি এ সম্পর্কে কিছুই বললে না?" ম্যাককয় গ্রুমারকে বললেন। "তোমাকে মেরে আলুভর্তা বানানো দরকার! তুমি তো ভালো করেই জানো আমি কি পরিমাণ ঝামেলার মাঝে আছি এই ব্যর্থ অভিযানটি নিয়ে। আর এখন এই সমস্যা।" বিশালদেহী মানুষটি চোখে আলতো করে হাত বুলিয়ে যেনো নিজেকে শান্ত করতে চাইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, "মার্গারিথের সাথে এর পরের সাক্ষাৎটি কখন, গ্রুমার?"

"সে আমাকে ফোন করে জানাবে।"

"কুত্তীটা তোমাকে যখনই ফোন করবে, আমাকে জানাবে। যথেষ্ট হয়েছে! আমার কথা কি পরিস্কার বুঝতে পারছো?"

"একদম পরিস্কার," গ্রুমার উত্তর দিলেন।

ম্যাককয় উঠে দাঁড়িয়ে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন। "তোমার নিজের ভালোর জন্যই আমার কথামতো চলা দরকার, গ্রুমার। যখনই ওই মহিলাটি ফোন করবে তখনই আমায় জানাবে, ঠিক আছে?"

"অবশ্যই। যা তুমি বলো, তাই হবে।"

তাদের ঘরের দরজা খুলেই পল শুনতে পেলেন ফোনের আওয়াজ। ফোন ধরার জন্য ছুটে গেলেন পল, তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলেন রাচেল। ফ্রিৎজ প্যানিক ফোন করেছেন। ইন্সপেক্টর প্যানিককে এখানকার সবকিছু খুলে বললেন পল। তার বর্ণনা থেকে বাদ পড়লো না রহস্যময় মহিলা ও ক্রিস্টিয়ান নোল।

"আমি আগামীকাল সকাল বেলা স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাউকে পাঠাবো সবার বিবৃতি নিতে।"

"আপনি কি মনে করেন নোল এবং ঐ মহিলাটি এখনও আশেপাশেই আছে?"

"আলফ্রেড গ্রুমার যদি সত্যি বলে থাকেন, তাহলে তো আমাকে হ্যা-ই বলতে হবে। সাবধানে থাকবেন, হের কাটলার এবং আগামীকাল আশা করি দেখা হবে।"

পল রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানায় বসলেন।

"কি মনে হয় তোমার?" রাচেল তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন।

"তুমি তো বিচারক। তোমার কাছে কি গ্রুমারকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো?"

"না, মনে হয় নি। কিন্তু ম্যাককয় তো মনে হলো সবকিছু বিশ্বাস করেছেন।"

"কি জানি, বুঝতে পারছি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ম্যাককয়ও আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছেন। কিছু একটার কথা তিনি বলছেন না। গ্রুমার যখন অ্যাম্বার রুমের কথা বলছিলেন তখন ম্যাককয় খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু এটা নিয়ে

ভয় পাবার সময় এটা নয়। আমি বরঞ্চ নোল এবং ঐ মহিলাকে নিয়ে চিন্তিত। তারা আমাদের পাশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে–এ ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না।"

রাচেল বিছানায় তার আরো কাছ ঘেঁষে বসলেন। সবকিছু পলের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। লুপ্ত সম্পদের খোঁজে এই অভিযান। খুনীরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার প্রাক্তন স্ত্রী তার সাথে একই বিছানায়।

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক ছিলো," রাচেল বললেন। "এখান থেকে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া উচিত। মার্লা এবং ব্রেন্টকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।" তিনি তার দিকে তাকালেন। "আমাদের নিজেদের নিয়েও।" হাত বাড়িয়ে পলের হাতটা ধরলেন তিনি।

"কি বুঝাতে চাচ্ছো তুমি?"

রাচেল কোমলভাবে পলের ঠোঁটে চুমু খেলেন। পল কাঠের মতো বসে রইলেন। রাচেল তারপর তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকলেন।

"তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, রাচেল?" উত্তেজনা স্তিমিত হলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন পল।

"আমি নিজেও জানি না কেন তোমার সাথে এত বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করি! তুমি একজন ভালো মানুষ পল। আমার কারণে তুমি যে ব্যথা পেয়েছো তা মোটেও তোমার প্রাপ্য নয়।"

"সব দোষ তোমার একার নয়।"

"আবারো তুমি শুরু করলে! সব সময় তুমি অন্যের দোষ নিজের কাঁধে নাও। একবার অন্তত আমাকে দোষ নিতে দাও?"

"অবশ্যই। যত ইচ্ছা দোষ নাও।"

"হ্যা, আমি দায় নিতে চাচ্ছি। আরো একটি জিনিস আমি চাচ্ছি।"

রাচেলের চোখের দৃষ্টি বুঝতে পারলেন তিনি এবং সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। "পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তিন বছর হয়ে গেলো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এতে আমি অভ্যস্তও হয়ে পড়েছি। আমি তো ভেবেছিলাম যৌনাকাঙ্খার এই তাড়না আমরা পার হয়ে এসেছি।"

"পল, একবারের জন্য হলেও নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করো। সবকিছু কি পরিকল্পনা করে করতে হবে? কিইবা সমস্যা এতে?"

তিনি তার চোখের দিকে তাকালেন। "আমি এর চেয়েও বেশি কিছু চাই, রাচেল।"

"আমিও ঠিক তাই চাই।"

পল জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরালেন; কিছু সময় নিয়ে চিন্তা করতে চাচ্ছেন তিনি। খুব দ্রুত সবকিছু ঘটে যাচ্ছে। এ কথাগুলো শোনার জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেছেন। এমনকি ডিভোর্সের শুনানির সময় তিনি আদালতেও যান নি। ফ্যাক্সে করে যখন চূড়ান্ত রায়ের কপি আসলো তখন তিনি না তাকিয়েই ওটা ওয়েস্ট

পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন। কিভাবে একজন বিচারক কলমের খোঁচায় তার ভালোবাসাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে?

জানালার দিকে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন পল।

রাচেলকে প্রচণ্ড মায়াবী দেখাচ্ছে, গায়ে যথেষ্ট পরিমান আঁচড়ের দাগ থাকা সত্ত্বেও। তারা সত্যিকার অর্থেই ছিলেন এক অদ্ভুত দম্পতি। কিন্তু তারা পরস্পরকে ভালোবাসতেন। তাদের দুটি ফুটফুটে সন্তান রয়েছে–যাদেরকে ঘিরেই তাদের সব স্বপ্ন আবর্তিত হয়। তবে কি তারা দ্বিতীয় সুযোগ পেলেন?

তিনি আবারো জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারের মাঝে উত্তর খুঁজতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত রাচেলের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে যখন বিছানার দিকে এগুতে যাচ্ছিলেন তিনি, তখন হঠাৎ রাস্তায় একজনের উপস্থিতি তার নজর কাড়লো।

আলফ্রেড গ্রুমার।

গার্নির সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছেন ডক্টর।

"গ্রুমার কোথায় যেনো যাচ্ছেন," পল বলে উঠলেন।

রাচেল বিছানা ছেড়ে দ্রুত নেমে এসে জানালায় উঁকি মারলেন। "সে বাইরে যাওয়ার কথা তো কিছু বলে নি।"

পল তার জ্যাকেট হাতে নিয়ে দরজার দিকে ছুট লাগলেন। "হয়তোবা সে মার্গারিথের ফোন পেয়েছে। আমি জানতাম সে মিথ্যা বলছে।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"তোমাকে কি এটাও জিজ্ঞেস করতে হবে?"

অধ্যায় ৪৫

রাচেলকে সঙ্গে নিয়ে পল হোটেলের বাইরে এসে গ্রুমারের পিছু নিলেন। এক সতেজ দ্রুততায় জার্মানটি তাদের একশো গজ সামনে হেঁটে চলেছে। তাদের চারপাশে লাইন ধরে আছে অন্ধকার দোকান ও ব্যস্ত ক্যাফে যা ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট অবস্থা ধারণ করেছে। রাস্তার বাতিগুলো যেনো এক ধরণের সর্ষের আভা বিকিরণ করছে।

"আমরা কি করছি?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"লোকটা কি করে তা-ই দেখছি।"

"তাকে এভাবে অনুসরণ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?"

"হয়তোবা না। কিন্তু তবুও আমরা ওকে অনুসরণ করবো।"

পল আর রাচেলকে বললেন না যে গ্রুমারের এই পিছু ধাওয়া করাটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কঠিন এক সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে। তিনি প্রচণ্ড বিস্মিত হয়েছিলেন যখন রাচেল ওয়ার্থবার্গে নোলকে বাঁচাতে নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই নোলই কিন্তু তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় খনিতে ফেলে এসেছিলো। তিনি কারো দ্বিতীয় পছন্দ হতে চান না।

"পল, একটা জিনিস তোমার জানা দরকার।"

গ্রুমার বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই হাঁটার গতি না কমিয়েই তিনি বললেন, "কি?"

"খনিতে বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন দেখলাম নোল ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

পল থেমে রাচেলের দিকে তাকালেন।

"আমি দেখলাম নোল ছুরি হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক তখনই বিস্ফোরণটা হলো।"

"তুমি এ কথাটা এতদিন পরে বলছো?"

"আমি জানি আমার আগে বলা উচিত ছিলো। কিন্তু আমার মনে হলো ঘটনাটা বললে তুমি আমাকে আর এখানে থাকতে দিতে না, জোর করে আমেরিকায় নিয়ে যেতে।'

"রাচেল, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। তবে তুমি ঠিকই বলেছো, আমি কোন উপায়েই তোমাকে এখানে থাকতে দিতাম না। দয়া করে একথা বলো না যে তোমার যা ইচ্ছা তা করার অধিকার তোমার আছো।" তিনি ডানদিকে তাকালেন। গ্রুমার এইমাত্র বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। "চলো জলদি চলো।"

পল তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো, রাচেলও সমান তালে এগুতে থাকলেন। পল বাঁকটির কাছে পৌছে থামলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি। গ্রুমারকে সামনে দেখতে পেলেন, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হেঁটে যেতে। ডক্টর একটি ছোট্ট

কৃত্রিম ঝর্ণাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

"আমাদের আরো পিছনে থাকা উচিত," পল বললেন। "তবে জায়গাটা বেশ অন্ধকার, খুব সহজে আমাদের দেখতে পাবে না সে।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে আমরা অ্যাবের দিকে যাচ্ছি।" তিনি একবার ঘড়িতে সময় দেখে নিলেন-১০:২৫ বাজে।

সামনে, গ্রুমার হঠাৎ করেই বামদিকে কালো ঝোঁপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারা দ্রুত পা চালিয়ে কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি কংক্রিটের রাস্তাকে যা প্রায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে লেখা, 'অ্যাবে অব দ্য সেভেন সরোজ অভ দ্য ভার্জিন।' একটা তীরচিহ্ন সামনের কংক্রিটের পথটা নির্দেশ করছে।

"তুমি ঠিকই বলেছো। সে অ্যাবের দিকেই যাচ্ছে," রাচেল বললেন।

তারা সরু পাথুরে রাস্তা ধরে সামনে এগুতে থাকলেন। রাস্তাটি অনেকটা খাড়াভাবে উপরে উঠেছে। মাঝরাস্তায় পৌছাতে, তারা এক প্রেমিকযুগলকে হাত ধরাধরি করে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসতে দেখলেন । অবশেষে এক বাঁকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তারা। পল থামলেন। সামনে গ্রুমার দ্রুত গতিতে রাস্তা ধরে উঠছেন।

"এদিকে আসো," তিনি রাচেলের উদ্দেশ্যে বললেন। কাছে এলে, রাচেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরে নিজের দেহের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুললেন পল।

"সে যদি পেছনে তাকায় তাহলে দেখবে এক জোড়া প্রেমিকপ্রেমিকা হেঁটে বেড়াচ্ছে। এতদূর থেকে আমাদের চেহারা দেখতে পারার কথা নয়।"

তারা আবারো ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন।

"তুমি এতো সহজে নিস্তার পাবে না," রাচেল বললেন।

"তার মানে?"

"একটু আগে আমাদের হোটেল রুমের ঘটনাটা। তুমি জানো আমরা কোন দিকে এগুচ্ছিলাম।"

"এভাবে নিস্তার পাবার কোন পরিকল্পনা আমার ছিলো না।"

"তোমার কিছুটা সময় নিয়ে চিন্তা করা দরকার ছিলো। আর এই পিছু ধাওয়াটা তোমাকে সেই সময়ের সুযোগ এনে দিয়েছে।"

পল আর তর্ক করলেন না। রাচেল আসলে ঠিকই বলেছে। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার ছিলো তার, কিন্তু ঠিক এখন নয়। গ্রুমারই এখন তার প্রধান চিন্তার বিষয়।

গ্রুমার খাড়া রাস্তার শীর্ষে উঠে আবারো অদৃশ্য হলেন।

অ্যাবেটি তাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাবের সামনের জায়গা এতই প্রশস্ত যে অনায়াসে দুটা ফুটবল মাঠের জায়গা এখানে হয়ে যাবে। উজ্জ্বল সোডিয়াম বাতির আলোয় ভাসছে পাথুরে দালানটি। সামনেই অ্যাবের প্রধান ফটক দেখা যাচ্ছে, ফটকের দুপাশে দুটি ঘর। ৫০ গজ মত দূরে, গ্রুমারকে দেখা গেলো ফটকের

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে যেতে। থেকে থেকে কবুতরের ডাক শোনা গেলেও আশে পাশে কোন জন মানুষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাচেলকে নিয়ে সামনে বাড়লেন পল এবং একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পাথুরে স্তম্ভের উপর নির্মিত সেন্ট পিটার ও সেন্ট পলের ভাস্কর্যে। আরো বেশকিছু সাধু-সন্ত ও ফেরেশতাদের ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন স্তম্ভে। ফটকের ঠিক মাঝখানে, রাজকিয় নীলের উপর দুটো স্বর্ণের চাবি অঙ্কিত। আর ফটকটির উপরে মাথা খাড়া করে আছে একটি বিশাল ক্রস।

তারা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সৌভাগ্যজনকভাবে ভেতরের উঠানটাতে বাতি জ্বালনো নেই। এই আধো অন্ধকারেই ক্রমারকে কিছুটা দূরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে। যে দালানটিতে ক্রমার ঢুকছেন সেটাকে দূর থেকে গির্জা বলেই মনে হচ্ছে।

"তার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না," রাচেল বললেন। "এত রাতে আর কয়জন মানুষই বা থাকবে ভিতরে?"

"ঠিকই বলেছো। চলো, ভেতরে ঢোকার অন্য রাস্তা খুঁজে বের করি।"

পল চারপাশটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। রোমান স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত বিশাল তিন তলা দালানটি চারপাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দালানের বেশিরভাগ জানালাই অন্ধকারে নিমিজ্জিত। আলোকিত জানালাগুলোর পর্দার পেছনে ছায়ার নড়াচড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অবশেষে পলের নজর উঠানটির শেষ কোণে একজোড়া ওক কাঠের দরজার উপর গিয়ে পড়লো। তিনি ওদিকটা দেখিয়ে বললেন, "হয়তোবা ওই দরজাগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকা যাবে।"

তারা গাছ-পালা ও ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে, খোয়া বিছানো পথ মাড়িয়ে উঠান পেরোতে লাগলেন। দরজার সামনে পৌছে পল নব ধরে মোচড় মারলেন। খুলে গেলে দরজাটা। যাতে শব্দ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে আস্তে করে ভেতরের দিকে দরজাটা ঠেলে দিলেন তিনি। তাদের সামনে মৃদু আলোয় আলাকিত একটি সরু প্যাসেজওয়ে। তারা নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলেন। করিডরটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। আর করিডরের একদম শেষ প্রান্তে আরেকটি বন্ধ দরজা অপেক্ষা করছে।

"এই সমান উচ্চতায়ই গির্জাটা থাকার কথা। ঐ প্রান্তের দরজাটি দিয়ে নিশ্চয় ভেতরে ঢোকা যাবে," ফিসফিসিয়ে বললেন পল।

একবার মোচড় দিতেই দরজাটি খুলে গেলো। দরজাটা মেলে ধরতেই গরম বাতাস তার ত্বক স্পর্শ করলো। একটি সরু প্যাসেজওয়ে দেখা যাচ্ছে–যা রুমের দুপাশেই বিস্তৃত। দুপাশ জুড়ে একটি ভারি ভেলভেটের পর্দা ঝুলানো আছে। পর্দার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে আলো এসে পড়েছে প্যাসেজ-ওয়েতে। পল রাচেলকে ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বললে সতর্কভাবে দু'জনেই প্যাসেজওয়ে'টাতে ঢুকলেন।

পর্দার ফাঁক দিয়ে পল ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তার ঠিক নিচেই গির্জার বিশাল মূল অংশটা বাতির কমলা রঙের আভায় প্রজ্জ্বলিত। অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী, ছাদের ফ্রেসকো এবং সমৃদ্ধ অলংকরণ পুরা গির্জাটায় এক ধরণের মায়াবী আবহের সৃষ্টি করেছে। চারিদিকে বাদামী লাল, ধূসর এবং সোনালী রংয়ের জয়জয়কার। গির্জার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে অনেক সাধু-সন্তদের মূর্তি খাড়া করিয়ে রাখা হয়েছে।

পলের দৃষ্টি বাম দিকে গেলো। দুজন মানুষ গির্জার বাম অংশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এদের মধ্যে একজন ক্রুমার আর অন্যজন গার্নির হলঘরের সেই সোনালী চুলো মহিলাটি। পল ঘাড় ঘুরিয়ে রাচেলকে বললেন, "সেই মহিলাটি এখানে। ক্রুমার তার সাথে কথা বলছেন।"

"তুমি কি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছো?" রাচেল ফিসফিসিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

পল মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে বাঁ দিকটা ইঙ্গিতে দেখালেন। সরু করিডরটা দিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলে হয়তোবা তাদের কথা শোনা যেতে পারে। তাছাড়া, ভেলভেটের পর্দাটা এক ধরনের আড়ালের কাজও করবে। কাজেই তারা পা টিপে পিটে সামনে এগুলেন। আরেকবার পল পর্দার ফাঁক দিয়ে নিচের গতিবিধি সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করলেন।ক্রুমার ও সেই মহিলাটি গির্জার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পল ও রাচেল তাদের কাছে থেকে এখন মাত্র ২০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তবুও ক্রুমার ও মহিলাটির কথোপকথন তাদের কানে এসে পরিস্কার ভাবে পৌছাচ্ছে না।

সুজান তীব্র দৃষ্টিতে আলফ্রেড ক্রুমারের দিকে তাকিয়ে আছে, লোকটার কর্কশ ব্যবহারে সে প্রচণ্ড বিস্মিত।

"আজকে খনন এলাকায় কি ঘটেছিলো?" ক্রুমার তাকে ইংরেজিতেই প্রশ্নটা করলেন।

"আমার এক পুরনো সহকর্মীর সাথে মোলাকাত হয়ে গেলো সেখানে।"

"আপনি এসব কাজ করে অহেতুক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।"

ক্রুমারের কণ্ঠস্বর মোটেও পছন্দ হলো না সুজানের। "এটা আমার নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। আমি পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি মাত্র, আর কিছুই নয়।"

"আপনি কি আমার জন্য পয়সা নিয়ে এসেছেন"

"আপনি কি আমার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন?"

"হের কাটলার আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার থেকে একটা ওয়ালেট কুড়িয়ে পেয়েছেন। ওয়ালেটটা ১৯৫১ সালের। বুঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কেউ ঢুকেছে চেম্বারে। এই তথ্যগুলোই কি আপনি জানতে চাচ্ছিলেন না?"

"ওয়ালেটটা কোথায়?"

"আমি ওটা উদ্ধার করতে পারি নি। আগামীকালকে পারলেও পারতে পারি।"

"আর বোরিয়ার চিঠিগুলো?"

"চিঠিগুলো উদ্ধার করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আজকে খনিতে

দুর্ঘটনাটি ঘটার পর সবাই খুব সতর্ক হয়ে আছে।"

"এত ব্যর্থতার পরও আপনি ৫ মিলিয়ন ইউরো চান?"

"আপনি আমাদের অভিযান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন, সেই সাথে জানতে চাচ্ছিলেন ঐ খনি থেকে কোন তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব কিনা। আমি আপনাকে এ সমস্ত তথ্যই জানিয়েছি। সেই সাথে বালির উপর অঙ্কিত প্রমাণাদিও মুছে এসেছি।"

"বালির উপর অঙ্কিত অক্ষরগুলো মুছে আসতে কেউ আপনাকে বলেনি। এটা দাম বাড়ানোর একটা কৌশল মাত্র। বাস্তবতা হচ্ছে, আপনার কথা বিশ্বাস করার মতো কোন সুর্নিদিষ্ট প্রমাণ আমার হাতে নেই।"

"ঠিক আছে, 'বাস্তবতা' নিয়েই কথা বলি মার্গারিথ। সেই বাস্তবতা হচ্ছে অ্যাম্বার রুম, তাই না?"

সুজান কথাটার কোন উত্তর দিলো না।

"তিনটি জার্মান ট্রাক, একদম খালি। একটি অবরুদ্ধ আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার। পাঁচটি মৃতদেহ, সব কয়জনকেই মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ওয়ালেটে পাওয়া চিরকুট মোতাবেক চেম্বারে, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে, কেউ ঢুকেছে। এই চেম্বারেই হিটলার অ্যাম্বার রুম লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু কেউ একজন পরবর্তীতে এটা চুরি করে। আমার অনুমান হচ্ছে যে সেই 'কেউ একজন' টা আপনার বস ছাড়া আর কেউ নন। নাহলে এই নিষ্ফলা অভিযান নিয়ে আপনারা এত চিন্তিত কেন?"

"এটা স্রেফ আপনার 'অনুমান', হের ডক্টর।"

"আমি যখন প্রথম সাক্ষাতে ৫ মিলিয়ন ইউরো দাবি করেছিলাম তখন কিন্তু আপনি খুব একটা প্রতিবাদ করেন নি।" গ্রুমারের এই আত্মতৃপ্ত কণ্ঠস্বর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না সুজানের।

"আপনার কি আর কিছু বলার আছে?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।"

"আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬০ সালে জোসেফ লোরিং সম্পর্কে একটা কাহিনী খুব প্রচলিত ছিলো। সেটা হচ্ছে যে তিনি নাকি একজন নাৎসি সহযোগী। কিন্তু যুদ্ধের পর তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্টদের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার অস্ত্রপাতির ব্যবসা এই বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে খুব সাহায্য করেছে। যা হোক, ৬০ সালে বহুল প্রচলিত ঐ কাহিনীটার বাকি অংশ ছিলো যে, জোসেফ লোরিং নাকি অ্যাম্বার রুমের অবস্থান খুঁজে পেয়েছেন। এই এলাকার স্থানীয় অধিবাসীরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে যে লোরিং নাকি এখানে বেশ কয়েকবার তার কর্মচারীদের নিয়ে আসেন এবং নীরবে খনন অভিযান চালিয়ে যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্টোডেরই কোন একটা খনিতে তিনি অ্যাম্বার প্যানেল ও ফ্লোরেন্টাইন মোজাইকগুলো খুঁজে পান। তিনি কি আমাদের চেম্বারেই ওগুলো খুঁজে পান, মার্গারিথ?"

"হের ডক্টর, আমি আপনার কথা স্বীকার করছি না আবার অস্বীকারও করছি না। যদিওবা ইতিহাসের এই গাল-গপ্পোগুলো বেশ মজাদার। তা, ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়ের কি অবস্থা? তার বর্তমান অভিযানের কি সমাপ্তি ঘটলো?"

"তিনি চেম্বারের অন্য প্রবেশমুখটা খুঁড়ে দেখতে চান; কিন্তু ওখানে কিছু খুঁজে

পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমি বলবো যে আমাদের খনন অভিযান শেষ হয়ে গেছে। তো কাজের কথায় আসা যাক। আপনি কি আমার পুরষ্কার নিয়ে এসেছেন?"

সুজান ইতিমধ্যেই গ্রুমারকে নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। লোরিং ঠিকই বলেছিলো।গ্রুমার লোকটা একটা লোভী বেজন্মা ছাড়া আর কিছুই না। একেও পরপারে পাঠাতে হবে।

"হ্যা আমি আপনার পুরষ্কার নিয়ে এসেছি, হের গ্রুমার।"

কথাটা বলে সে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার পিস্তলের বাঁটটি মুঠিবদ্ধ করলো। পিস্তলটিতে ইতিমধ্যেই সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে। হঠাৎ করে সুজানের বাম কাঁধের উপর দিয়ে কিছু একটা উড়ে এসে গ্রুমারের বুকে বিদ্ধ হলো। গ্রুমার অতিকষ্টে কয়েকবার শ্বাস টেনে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেলেন। বেদীর ম্লান আলোয় সুজানের চোখ তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার খচিত বেগুনি ছোরার হাতলে গিয়ে পড়লো।

থামের আড়াল থেকে বের হয়ে আসলো ক্রিস্টিয়ান নোল, তার হাতে পিস্তল। সুজান তার নিজের অস্ত্র বের করে পোডিয়ামের পিছনে ঝাঁপ দিলো। মনেপ্রাণে আশা করছে, আড়ালটা তাকে বাঁচাবে। তারপর, আড়াল থেকে মাথা বাড়িয়ে দ্রুত একবার নোলের অবস্থান দেখে নিল সে।

সাথে সাথে নোল গুলি করলে বুলেটটি পোডিয়ামে লেগে প্রতিহত হলো। মাথা নিচু করে পোডিয়ামের পিছনে শক্ত হয়ে বসে রইলো সুজান।

"খনিতে ভালোই খেল দেখিয়েছিলে, সুজান," নোল বলে উঠলো।

"কেবলমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম, ক্রিস্টিয়ান।'

"চাপায়েভেকে খুন করা হঠাৎ করে কি জন্য দরকারি হয়ে পড়লো?"

"দুঃখিত, বন্ধু, এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না।"

"এতো খুবই লজ্জার কথা, সুজান। তোমাকে খুন করার পূর্বে, চাপায়েভকে হত্যা করার পেছনে তোমার অভিপ্রায়টা জানতে চাচ্ছিলাম।"

"আমি তো এখনও মারা যাইনি।"

নোলের হাসির শব্দ শুনতে পেলো সুজান। গির্জার নিস্তব্ধতা ভেদ করে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো এ উন্মত্ত হাসির আওয়াজ। "এইবার আমার কাছে পিস্তল আছে," নোল বললো। "হের লোরিংয়ের দেয়া উপহার। খুবই কার্যকরী অস্ত্র।"

নোল নিশ্চয়ই ১৫-শট ম্যাগাজিন সমৃদ্ধ পিস্তলটির কথাই বলছে, ভাবলো সুজান। এর মাত্র একটা বুলেটই খরচ করেছে সে। তার মানে আরো ১৪টা গুলি রয়েছে তার ম্যাগাজিনে। এবার নোলকে বোকা বানানো অতো সোজা না।

"এখানে কোন লাইট বার নেই সুজান যে গুলি করে ফাটাবে। সত্যি বলতে কি, তোমার পালানোর জায়গাও নেই।"

প্রচণ্ড আতঙ্কিত সুজান অনুধাবন করতে পারলো নোল আসলো ঠিকই বলেছে।

পলের কানে শুধুমাত্র ভাঙা ভাঙা কথোপকথনের আওয়াজই পৌছালো। অবশ্য গ্রুমারের

কণ্ঠস্বর তার প্রাথমিক ধারণাটাকে সত্য বলে প্রমাণিত করলো। ডক্টর দুই নৌকায় পা দিয়ে এই বিপজ্জক খেলাটি খেলছিলেন, অবশেষে এর মাশুলও গুনতে হলো তাকে। তিনি একরাশ বিভীষিকা নিয়ে দেখলেন গ্রুমারের মৃত্যুবরণ করার দৃশ্য। রাচেলও দাঁড়িয়ে সবকিছু অবলোকন করছেন। তারা দুজনেই শক্ত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন, একচুল পরিমাণও নড়াচড়া করছেন না শব্দ হবার আশঙ্কায়। পল জানেন যত দ্রুত সম্ভব তাদের গির্জা ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার। এই চলে যাওয়া হতে হবে একদম নীরব যাতে নীচের দুজন টের না পায়। তারা তো আর নীচের দুজনের মতো সশস্ত্র নন।

"ঐ লোকটা হচ্ছে নোল," রাচেল তার কানে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললেন।

পল অবশ্য এটা আগেই বুঝতে পেরেছেন। ঐ মহিলাটি নিশ্চয় জো মায়ার্স বা নোল তাকে যে নামে ডাকছে, 'সুজান'। তিনি সাথে সাথে কণ্ঠস্বরটা চিনে ফেলেছিলেন। নিঃসন্দেহে এই মহিলাই চাপায়েভকে খুন করেছে যেহেতু সে নোলের অভিযোগ প্রত্যাখান করে নি।

রাচেল একদম পলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন, তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। পল হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে চাইলেন, তবে তারও হাত কাঁপছে।

নোল দ্বিতীয় সারির বেঞ্চের পেছনে কুঁজো হয়ে বসে আছে। পুরো ব্যাপারটা প্রচণ্ড উপভোগ করছে সে। কারণ তার কাছে এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, গুলি করার সুযোগ না দিয়ে এখান থেকে বের হওয়া সুজানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

"একটা কথা বলো দেখি, সুজান। কেন খনিতে বিস্ফোরণ ঘটালে? আমাদের বৈরিতা তো আগে কখনো এই পর্যায়ে আসে নি।"

"কেন, ঐ কাটলার মাগীকে পটানোতে কি খুব ব্যাঘাতের সৃষ্টি করলো বিস্ফোরণটা? তুমি ঐ মহিলাকে ভালো করে উপভোগ করার পর খুন করতে চাচ্ছিলে, তাই না?"

"দুটো চিন্তায়ই আমার মাথায় এসেছিলো। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম কাজটা করার জন্য আমি যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখনই তুমি বেরসিকের মতো বোমাটা ফাটালে!"

"দুঃখিত, ক্রিস্টিয়ান। আসলে, ঐ মাগীটার উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেয়া। আমি দেখেছি ও শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে আমর মনে হয় না, তোমার বিখ্যাত ছোরার হাত থেকে সে একইভাবে রক্ষা পেত। সামনে পড়ে থাকা গ্রুমারই তো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাই না?"

"তোমার মতো আমিও কেবলমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।"

"দেখো, ক্রিস্টিয়ান, এই ঘটনাকে এতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না আমাদের। এর চেয়ে একটা সন্ধি করলে কেমন হয়? আমরা খুব সহজেই হোটেলে ফিরে গিয়ে পরস্পরকে উপভোগ করতে পারি। তাই না?"

প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু এটা খুবই গুরুতর একটা বিষয় আর সুজান সময় ক্ষেপন করছে মাত্র।

"প্রস্তাবটা ভালো করে ভেবে দেখো, ক্রিস্টিয়ান। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে

পারি আমার সঙ্গ তুমি উপভোগ করবে, এমনকি ঐ কুত্তী মনিকা ফেলনারের চেয়েও।"

"প্রস্তাবটা ভেবে দেখার আগে আমি তোমার কাছ থেকে কিছু উত্তর পেতে চাই।"

"আমি চেষ্টা করবো তোমায় সন্তুষ্ট করতে।"

"ঐ চেম্বারটা এতো গুরুত্বপুর্ণ কেন?"

"বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা নিষেধ। বুঝতেই পারো, আমাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়।"

"ট্রাকগুলো একদম খালি, কিছুই নেই ওগুলোতে। তবুও কেন এতো আগ্রহ?"

"ঐ একই উত্তর দিতে হচ্ছে আমাকে।"

"সেন্ট পিটার্সবার্গের কেরাণিটা কি তোমাদের লোক?"

"অবশ্যই।"

"আমি যখন বোরিয়াকে খুন করি তখন কি তুমিও ওখানে ছিলে?"

"হ্যা, ছিলাম।"

"আমি যদি ঐ বুড়োটার ঘাড় না ভাঙতাম, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ঐ কাজটা করে আসতে, তাই না?"

"আমাকে তোমার ভালোই জানা আছে, নোল।"

নোল যখন ক্যারল বোরিয়াকে খুন করার কথা বলছিলো তখন পল পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে সবকিছু শুনছিলেন। নোলের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন রাচেল। তারপর পিছিয়ে আসতে গিয়ে অসর্তকভাবে ধাক্কা মেরে বসলেন পলের গায়ে; এতে মৃদু শব্দ করে দুলে উঠলো ভেলভেটের পর্দা। পল বুঝতে পারলেন পর্দার কাঁপন ও শব্দ দৃষ্টি এড়াবে না নিচের দুই প্রতিযোগীর। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ রাচেলকে টান মেরে মেঝেতে শুইয়ে দিলেন। নিজেও মাথা নিচু করে শুয়ে থাকালেন।

নোল চোখের কোণা দিয়ে পর্দার কাঁপন লক্ষ্য করে সাথে সাথে সেদিকে তিনটা গুলি চালালো।

সুজানও পর্দার কাঁপন খেয়াল করেছে কিন্তু তার একমাত্র আগ্রহ কিভাবে অক্ষত অবস্থায় গির্জা থেকে বের হওয়া যায়। তাই নোল যখন গুলি করায় ব্যস্ত তখন সুজান নিজে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। গুলিটি অবশ্য একটি বেঞ্চের কয়েকটি কাঠের টুকরা উড়িয়ে নিয়ে গেলো মাত্র। নোল গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করতেই সুজান ছুট লাগালো অন্ধকার আর্চওয়ের দিকে।

"চলো, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়," পল ফিসফিসিয়ে বললেন। তিনি রাচেলকে মেঝে থেকে টেনে তুলে দরজার দিকে দৌড় লাগালেন। নোলের ছোঁড়া বুলেটগুলো পর্দা ভেদ করে দেয়ালে এসে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে আশা করলেন নোল এবং ঐ মহিলাটি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, আর এদিকে তাকাবে না।

তারা তড়িঘড়ি করে দরজা দিয়ে বের হলেন। করিডর ধরে উর্ধ্বশ্বাসে যেতে যেতে পল বললেন, "খোলা উঠান দিয়ে যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য কোন রাস্তা দিয়ে

আমাদের যেতে হবে।"

তাদের সামনেই একটা সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে।

"চলো, সিঁড়িটা দিয়ে উঠা যাক," তিনি বললেন।

নোল সুজানকে অন্ধকার আর্চওয়ের দিকে ছুটে যেতে দেখলো। কিন্তু পিলার, পোডিয়াম ও বেদীর জন্য সে আর গুলি করতে পারলো না। তাছাড়া গির্জাজুড়ে দীর্ঘ লম্বা ছায়াও বেশ আড়াল দিয়েছে সুজানকে। তবে এই মুহূর্তে নোল পর্দার পেছনে কে ছিলো সেটা জানতেই বেশি আগ্রহী। সে সতর্কভাবে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েক ধাপ উঠে পর্দা সরাল।

কেউ নেই।

একটি দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল সে। তড়িঘড়ি করে গ্রুমারের মৃতদেহের কাছে ফিরে এসে তার প্রিয় স্টিলেটোটা টান মেরে বের করলো। ব্লেডের রক্ত মুছে ছোরাটা জামার হাতায় চালান করে দিলো সে। তারপর আবারো সেই পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

পল সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে চলছেন, তার পেছনে রাচেলও তাল মেলানোর চেষ্টায় মগ্ন।

"ঐ বেজন্মাটা বাবাকে খুন করেছে," রাচেল বলে উঠলেন।

"আমি শুনেছি, রাচেল। কিন্তু এখন আমরা বেশ ঝামেলায় আছি, কথাটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।"

সিঁড়ির উপরে উঠে তারা আরেকটি অন্ধকার করিডরের সন্ধান পেলেন। তাদের পেছনেই হঠাৎ একটি দরজা খোলার আওয়াজ কানে আসলো পলের। ভয়ে যেনো জমে গেলেন তিনি। সাথে সাথে রাচেলকে থামিয়ে, তার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে শব্দ করতে নিষেধ করলেন। নিচ থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। ধীর স্থির পদশব্দটি যেনো তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তারা পা টিপে টিপে বামদিকে একটি বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পল দরজার হ্যান্ডেলটি ধরে টান মারলে খুলে গেলো সেটা। খোলা দরজা দিয়ে তারা দুজনেই ভিতরে ঢুকলেন।

উঁচু বেদিটির পিছনে একটি অন্ধকার কিউবিকলে দাঁড়িয়ে আছে সুজান। দেয়ালে ঝুলানো দুটি ধাতব পাত্র থেকে ভেসে আসছে ধূপের মিষ্টি সুবাস। কয়েকটা তাকে পাদ্রীদের রঙিন পোশাক সাজিয়ে রাখা আছে। নোল যা শুরু করেছে এর সমাপ্তি তাকে টানতে হবে। ঐ কুত্তার বাচ্চাটা নিশ্চিত ভাবেই তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। কিভাবে যে নোল তাকে খুঁজে বের করলো তাই ভেবে পাচ্ছে না সে। হোটেল থেকে আসার সময় বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেই এসেছে সে, কাউকে পিছু নিতেও দেখে নি। কিন্তু তবুও নোল গির্জায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। কিভাবে? গ্রুমারই কি নোলকে এ সাক্ষাতের কথা জানিয়েছেন?

হতে পারে। নোল যে তার সমস্ত কাজ সম্বন্ধে এতো গভীরভাবে ওয়াকিবহাল তা বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সুজানকে।

সে আর্চওয়ের দিকে তাকালো।

নোল এখনও গির্জাতেই আছে, সুজান তাকে খুঁজে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চায়। কোন আলগা সূত্র বহাল তবিয়তে থাকুক এটা আর্নস্ট লোরিংও চাইবেন না। সুজান আবারো মাথা বাড়িদয়ে নোলকে পর্দার পেছনে ঢুকতে দেখলো।

একটি দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনা গেলো।

সুজান শুনতে পেল, সিঁড়ি ভেঙে কে যেনো উপরে উঠছে।

হাতে পিস্তল নিয়ে ছুটলো সে শব্দের উৎসের সন্ধানে।

নোল উপর থেকে মৃদু পদশব্দ শুনতে পেল।

শব্দটি লক্ষ্য করে হাতের দৃঢ় মুঠিতে পিস্তল নিয়ে, এগুতে লাগলো সে।

পল ও রাচেল গুহার মতো একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, ঘরটির বাইরে জার্মান ভাষায় একটি সাইন টাঙানো আছে যা ইংরেজি করলে দাঁড়ায় 'মার্বেল হল'। হলটির চার দেয়াল জুড়ে ৪০ ফুট উঁচু মার্বেল কলাম দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটি সোনালী পাতা দ্বারা সজ্জিত। ছাদজুড়ে রথ, সিংহ ও হারকিউলিসের অনুপম ফ্রেসকো আঁকা। দেয়ালে ত্রি-মাত্রিক ছবিও টাঙানো আছে যা হঠাৎ দেখলে ধাঁধাঁর মতো লাগে।

তারা ঘরটির এক প্রান্ত থেকে, কাঁটা টাইলের উপর দিয়ে দ্রুত বেগে অন্য প্রান্তের দিকে চললেন। এই প্রান্তটিতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অলঙ্কার খচিত একটি দরজা। পল ঘাড় ঘুরিয়ে ভালো করে দেখলেন; আর কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই।

তারা যে দরজা দিয়ে হলঘরটিতে ঢুকেছিলেন সেটার নব ধরে কে জানি টানাটানি করতে লাগলো।

সাথে সাথে পল তার সামনের দরজাটি খুলে, রাচেলকে সাথে নিয়ে, ভেতরে ঢুকলেন। তারা নিজেদের একটি গোলাকার ঝুল বারান্দায় আবিষ্কার করলেন। ঝুল বারান্দাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের স্টোড শহর ও তারাভরা আকাশ। প্রচণ্ড শীতল বাতাস বইছে। দশজন মানুষের ন্যায় প্রশস্ত বারান্দাটির অপর প্রান্তে আরেকটি দরজা অবস্থিত।

রাচেলকে সাথে নিয়ে ঐ দরজাটার সামনে গেলেন পল কিন্তু দরজাটা লক করা।

যে দরজা দিয়ে তারা বারান্দায় ঢুকেছিলেন সেটা ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করল। পল উদভ্রান্তের ন্যায় চারদিকটা দ্রুত একবার দেখে নিলেন, কিন্তু কোথায় যাওয়ার জায়গা দেখলেন না। রেলিংয়ের অপর পাশে শ-খানেক মিটার নিচে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে স্টোডের পাথুরে মাটি। রাচেল যেনো অনুধাবন করতে পেরেছেন, কি ঘটতে চলেছে, তার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। তারা দুজনেই খুব সম্ভবত একই জিনিস চিন্তা করছেন।

এটাই কি তাদের জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত?

অধ্যায় ৪৬

নোল দরজা খুলে ওপাশে ঝুল বারান্দাটির অস্তিত্ব আবিষ্কার করলো। দোর গোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে। সুজান হয়তোবা তার পিছনেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। অথবা সে অ্যাবে থেকে পালিয়েও যেতে পারে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। যখনই নোল পর্দার ওপাশে কারা ছিলো তা বের করতে পারবে তখনই সে ফিরে যাবে সুজানের হোটেলে। যদি সুজানকে ওখানে না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কোথাও খুঁজবে সে। এবার অত সহজে তার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না সুজান।

ভারি ওক কাঠের দরজা পেরিয়ে ঝুল বারান্দার চারদিকটা উঁকি মেরে দেখলো নোল। তারপর দরজাটা লাগিয়ে প্রবেশ করলো বারান্দায়। বারান্দায় মাঝামাঝি এসে তার দৃষ্টি পড়লো নিচের স্টোড শহরের উপর; শহরটির সামনেই একটি নদী। সে বারন্দার অপর প্রান্তের দরজাটা টানাটানি করে বুঝতে পারলো ওটা লক করা।

হঠাৎ মার্বেল হলগামী দরজাটি সটান খুলে গেলো এবং সুজান লাফিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করলো। নোল সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাথুরে একটি বেড়ার পিছনে আশ্রয় নিল।

সুজানের পিস্তলটি নোলকে লক্ষ্য করে দুবার গর্জে উঠলো। কিন্তু সে বেড়ার পিছনে আশ্রয় নেয়ায় তা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। সুজানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো নোল।

জবাবে সুজান আরেক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লো। বুলেটের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত পাথরের গুঁড়ো কয়েক মুহূর্তের জন্য নোলকে প্রায় অন্ধ করে দিলো। সে হামাগুঁড়ি দিয়ে লক করা দরজাটার সামনে এসে উপস্থিত হলো। দরজার নবে মরচে ধরে গেছে। তাই নোল দুটা গুলি করতেই দরজাটি খুলে গেলো।

সে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

গোলাগুলি থামানোর সিদ্ধান্ত নিল সুজান। অপর প্রান্তের দরজাটা খোলা দেখছে সে। কিন্তু ঐ খোলা দরজা দিয়ে কেউ হেঁটে ভেতরে ঢোকে নি, তাহলে নিশ্চয়ই হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকেছে নোল। এই অন্ধকারে আবারো নোলের পিছু নেয়াটা যথেষ্ট বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে কারণ সে নিশ্চয়ই এবার অনেক সতর্কতা অবলম্বন করবে। বরঞ্চ বুদ্ধিমানের কাজ হবে অ্যাবে থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো। জার্মানি থেকেই চলে যাওয়াটা প্রয়োজনীয় মনে করছে সুজান; এখান থেকে লুকভ প্রসাদে আর্নস্ট লোরিংয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়াটাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করছে সে। এখানকার সমস্ত কাজই সমাপ্ত হয়েছে। গ্রুমার, ক্যারল বোরিয়া, চাপায়েভ–সবাই মৃত। খনন এলাকাটাও যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। তাই এখন যে সে নিরর্থক নোলের পিছনে ছুটে মরছে তা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিদ্ধান্তে পৌছার পর সুজান মার্বেল হলের দিকে ছুটলো।

রাচেল মূল বারান্দার রেলিংয়ের কিনারা ধরে শূন্যে ঝুলছেন। তার পাশেই পল, তিনিও মরিয়ার মতো আঁকড়ে ধরে আছেন পাথুরে কিনারা। রেলিংয়ের কিনারা ধরে ঝুলে থাকার বুদ্ধিটা শেষ মুহূর্তে রাচেলের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। শক্তিশালী বাতাসের দোলায় দুলতে লাগলো তাদের ঝুলন্ত শরীর। ধীরে ধীরে তাদের হাতের জোরও কমে আসছে।

তারা প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে শুনতে থাকলো ঝুল-বারান্দায় ঘটতে থাকা তান্ডব লীলা। পল একবার উঁকি মেরে দেখলেন যখন বন্ধ দরজার লকে গুলি করে কেউ একজন হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। "নোল," তিনি চাপাস্বরে বললেন। কিন্তু গত এক মিনিট যাবত কোন শব্দ আসছে না ঝুল বারান্দা থেকে, বরঞ্চ অখন্ড নীরবতা বিরাজ করছে।

রাচেলের হাত ব্যথা করতে শুরু করেছে। "আমি আর ঝুলে থাকতে পারছি না," তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন।

পল আবারো একবার উঁকি মেরে বারান্দাটা দেখে নিলেন। "কেউ নেই বারান্দায়। উঠে পড়ো।" তিনি তার ডান পা'টা রেলিংয়ের প্রান্তে উঠিয়ে নিজেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তুলে ফেললেন বারান্দায়। তারপর হাত বাড়িযে রাচেলকে উঠতে সাহায্য করলেন। বারান্দায় শক্ত মেঝেতে পা রাখার পর, অমানুষিক পরিশ্রমের কারণে, প্রচণ্ড হাঁপাতে লাগলেন তারা।

"আমার এখনও পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না," রাচেল বললেন।

"নিজেকে কেন জানি পাগল পাগল লাগছে।"

"তুমিই তো আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসলে।"

"দয়া করে কথাটা আমাকে মনে করিয়ো না।"

পর গুলিতে বিধ্বস্ত দরজাটার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর দরজাটা ঠেলে রাচেলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন একটা লাইব্রেরিতে; মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু শেলফে থরে থরে সাজানো বই। ঘরটির দূরবর্তী প্রান্তে আর একটি দরজা দেখা গেলো, দরজার ওপাশেই একটি সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে।

পল ইশারায় দরজাটা দেখিয়ে পললেন, "চলো ওদিক দিয়ে যাওয়া যাক।"

"নোল কিন্তু এদিকেই এসেছে," রাচেল তাকে মনে করিয়ে দিলেন।

"আমি জানি। কিন্তু গোলাগুলির পর সে নিশ্চয়ই অ্যাবেতে থাকা আর নিরাপদ মনে করেনি।"

পলকে অনুসরণ করে রাচেল লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে একটি অন্ধকার করিডরে নামলেন। করিডরটি হঠাৎ ডানদিকে মোড় নিয়েছে। তিনি মনে মনে আশা করলেন যে করিডরটা ধরে এগিয়ে গেলে হয়তোবা বাইরে বেরোবার রাস্তা পাওয়া যাবে। পলকে ডানদিকে মোড় নিতে দেখলেন তিনি, তৎক্ষণাৎ একটি কালো ছায়া

অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসলো। ছায়াটি পলকে চোখের নিমেষে ছুঁড়ে মারলো মেঝেতে।

এবার একটি গ্লাভস-পরিহিত হাত রাচেলের গলা আঁকড়ে ধরলো। আক্রোশে হাতটি দেয়ালের সাথে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরলো তাকে। কিছু সময়ের জন্য তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসলো। যখন তার চোখের দৃষ্টি স্থির হলো তখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি ক্রিস্টিয়ান নোলের পাশবিক চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। গলায় তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাও অনুভব করলেন তিনি।

"ঐ লোকটা কি আপনার প্রাক্তন স্বামী?" নোলের কথাগুলো ফিসফিসানির মতো শোনালো। "আপনাকে বাঁচাতে এসেছে বুঝি?"

রাচেল একবার মেঝের উপর পড়ে থাকা পলের দেহের দিকে তাকালেন। নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তার দেহে। রাচেল আবারো নোলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

"ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তবে সত্যি কথা বলতে কি আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, মিস কাটলার। আপনাকে খুন করাটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। তবে সেটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ এতে লোকেরা সন্দেহ করা শুরু করবে। প্রথমে আপনার বাবা মারা গেলেন, তারপর যদি আপনিও মারা যান–তাহলে সন্দেহ না করাটাই অস্বাভাবিক। তাই যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে খুন করতে পারছি না। তো মিস্ কাটলার অহেতুক ঝামেলা না বাড়িয়ে বাড়ি ফিরে যান।"

"তুমি আমার বাবাকে...খুন করেছো।"

"আপনার বাবা জীবনে অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত এর পরিনামও তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তার পরামর্শ শোনা উচিত ছিলো আপনার। আমি প্যাথনের সেই গল্পের সাথে মোটামুটি পরিচিত। সূর্য দেবতা তার পুত্র প্যাথনকে কি বলেছিলেন? 'আমার চোখের দিকে তাকাও এবং যদি পারো আমার হৃদয়ের দিকে তাকাও, দেখবে সেখানে এক অভাগা পিতার যন্ত্রণাবিদ্ধ ছবি।' সতর্কবাণীটা একটু আমলে নেন, মিস্ কাটলার। আমার মন যে কোন সময়ে পাল্টে যেতে পারে। আপনি কি চান আপনার ছেলেমেয়েগুলো মরাকান্না কাঁদুক?"

রাচেলের চোখের সামনে হঠাৎ করে ভেসে উঠলো কফিনে রাখা তার বাবার দেহ। তিনি কখনোই বিশ্বাস করেননি যে তার বাবা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এখন তার চোখের সামনেই ঘৃণ্য হত্যাকারীটি দাঁড়িয়ে আছে। রাচেল হাঁটু দিয়ে নোলের উরুসন্ধিতে মারার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নোল আরো শক্ত করে তার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরলো। ছুরির ফলাটা আঁচড় কাটলো রাচেলের ত্বকে।

ব্যথায় যেনো শ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো তার।

"এসব করে কোন লাভ হবে না, মিস কাটলার।"

ছুরিটা গলায় ঠেকিয়ে রেখে নোল তার ডান হাতটা বুলিয়ে যেতে লাগলো রাচেলের

সমগ্র শরীরে। "আমি জানি আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছিলো।" সোয়েটারের উপর দিয়ে তার স্তনে হাত বুলাতে লাগলো নোল। "আফসোস, আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই আজকে।" হঠাৎ সে ডান স্তনটা মুঠোয় ধরে জোরে মোচড় দিয়ে উঠলো।

ব্যথায় অবশ হয়ে আসলো রাচেলের শরীর।

"আমার কথা শোনেন, মিস কাটলার। বাড়ি ফিরে যান। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করুন, আনন্দ-স্ফূর্তি করুন।" ইশারায় সে পলকে দেখিয়ে বললো, "আপনার স্বামী-প্রবরকে খুশি করুন আরএ সব ঘটনার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এগুলো আপনার মাথা ব্যথার বিষয় না।"

রাচেল কোন রকমে আবারো বলে উঠলেন, "তুমি...আমার বাবাকে খুন করেছো।"

নোল এক ঝটকায় তার গলা সাঁড়াশির মতো পেঁচিয়ে ধরে বললো, "পরের বার যখন দেখা হবে একদম টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো। বুঝতে পারছেন আমার কথা?"

রাচেল কথাটার কোন জবাব দিলেন না। ছুরির ফলাটা ধীরে ধীরে তার ত্বক ভেদ করে আরো গভীরে ঢুকতে শুরু করলো। তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইছেন কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না।

"বুঝতে পেরেছেন?" নোল শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা," কোন রকমে বললেন তিনি।

নোল ছুরিটা সরিয়ে ফেললো। গলার ক্ষতস্থান থেকে টিপটিপ করে রক্ত পড়ছে। তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"আমার কথামতো চলুন, মিস্ কাটলার।"

কথাটা বলে চলে যাবার জন্য যখনই নোল পা বাড়াতে যাবে তখনই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাচেল।

নোলের ছুরিধরা ডান হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠে আসলো। ছুরির হাতল দিয়ে রাচেলের কপালের একপাশে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলো সে। তার সমস্ত পৃথিবী যেনো দুলে উঠলো। জ্ঞান হারনোর আগে তিনি দেখতে পেলেন দুহাত বাড়িয়ে মার্লা ও ব্রেন্ট যেনো ছুটে আসছে তার দিকে।

অধ্যায় ৪৭

রাত ১১:৫০

সুজান উল্কার বেগে স্টোডের দিকে ছুটতে লাগলো। তার একমাত্র চিন্তা হোটেল গ্যাবলারে পৌছে সব জিনিসপত্র নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া। লোরিং ও ফেলনারের মধ্যে এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লুকভ প্রাসাদের নিরাপত্তা খুবই দরকার তার।

নোল হঠাৎ উদয় হয়ে পড়ায় ভীষণ চমকে গেছে সে। বেজন্মাটা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ একথা স্বীকার করতেই হবে। যদি নোল স্টোডে থেকে থাকে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তার।

সুজান শহরে ঢুকে তার হোটেলের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে ইতিমধ্যে তার গোছগাছ সেরে রেখেছে। ক্রুমারের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার পর জার্মানি ত্যাগ করার পরিকল্পনাটা আগে থেকেই করা ছিলো তার।

সুজান গ্যাবলারের লবিতে ঢুকলো। রিসিপশনিস্ট কম্পিউটারে নিমগ্ন হয়ে আছে, মাথা তুলে আর তাকালো না সে। উপরে নিজের ঘরে ঢুকে, সুজান তার ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বিছানায় একতাড়া ইউরো ছুঁড়ে মারলো। আনুষ্ঠানিকভাবে চেক-আউট করার মতো সময় নেই তার হাতে।

এক মুহূর্ত থেমে জিরিয়ে নিল। সে কোথায় উঠেছে এটা হয়তোবা নোল জানে না। স্টোডে তো প্রচুর হোটেল। না। নোল ঠিকই জানে এবং খুব সম্ভবত এখন এদিকেই আসছে।

ট্রাভেল ব্যাগ হাতড়ে এক ক্লিপ গুলি বের করে পিস্তলে ভরে নিল সুজান। তারপর সে পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। নিচে নেমে সে দ্রুত লবি পার হয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো। ডানে বামে একবার তাকিয়ে নিল সে। একশ গজ মত দূরে নোলকে দেখতে পেল সুজান, ঠিক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। নোল তাকে দেখামাত্র ধরার জন্য দৌড়াতে শুরু করলো। সুজান তড়িঘড়ি করে পাশের একটা জনশূন্য রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলো। সে দৌড়াতে দৌড়াতে পর পর দুবার রাস্তার মোড় ঘুরলো। হয়তোবা নোলকে এই গলি-ঘুপচিতে এনে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে।

সুজান থামলো। তার বুক হাঁপরের মত উঠানামা করছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। পায়ের আওয়াজ কাছে এগিয়ে আসছে। ঠিক তাকে লক্ষ্য করে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো নোল। তার টাইমিংটা একদম সঠিক হয়েছে। আর একটু হলে তো প্রায় ধরেই ফেলেছিলো কুত্তিটাকে। সে একটা মোড় ঘুরে থামলো।

অখণ্ড নীরবতা।

পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরে সামনে বাড়লো নোল। আশেপাশের দালানগুলো প্রায় একই গড়নের। তাই এই অভিন্ন দালানগুলোর মাঝখানে পথ হারিয়ে ফেলা আশ্চর্যের কিছুই নয়। তবে সে জানে সুজানের ধূসর রংয়ের পোরশেটা কোথায় পার্ক করে রাখা। গতকাল গ্যাবলারের আশেপাশের রাস্তাগুলো ভালো করে দেখতে গিয়ে সে গাড়িটা আবিষ্কার করে। ঐ পথের উদ্দেশ্যেই হাঁটতে শুরু করলো সে।

হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে কান পাতলো সে।

এখনও অখণ্ড নীরবতাই বিরাজ করছে।

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আরেকটি মোড় ঘুরলো নোল। সামনের রাস্তাটি একটি সরল রেখার মতো এগিয়ে গেছে, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি ইন্টারসেকশন। ডান দিকের লেনটি ৩০ মিটার মত এগিয়ে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। লেনটির শেষমাথায় একপাশে একটি বিশাল ময়লা ফেলার ঝুড়ি রাখা। অপর পাশে একটি বিএমডব্লিউ পার্ক করে রাখা। সে গাড়িটার সামনে গিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করলো। কয়েকটি কালো ব্যাগে জমাকৃত ময়লা ছাড়া আর কিছুই নেই ঝুড়িটাতে। সে পাশের দালানগুলোর দরজা খোলার চেষ্টা চালালো। কিন্তু সবকয়টিই লক করা। সে লেনটি ছেড়ে পুণরায় প্রধান সড়কে ফিরে আসলো। হাতে পিস্তল নিয়ে ডানদিকে মোড় নিল নোল।

সুজান পাক্কা ৫মিনিট অপেক্ষা করার পর বিএমডব্লিউর নিচ থেকে বেরিয়ে আসলো। সে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে বিএমডব্লিউ'র নিচে আশ্রয় নিয়েছিলো। তবে হাতে পিস্তল নিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই ছিলো সে। কিন্তু নোল আর গাড়ির নিচটা পরীক্ষা করে দেখে নি, দরজা লক করা দেখে চলে গেছে।

সে ময়লা ফেলার ঝুড়ির নিচ থেকে তার ট্রাভেল ব্যাগটা উদ্ধার করলো। তারপর পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে সিদ্ধান্ত নিল ভিন্ন একটা পথ ধরে পোরশের নিকট পৌছানোর। অবশ্য হতচ্ছাড়া পোরশেটাকে ফেলে গেলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, সে খুব সহজেই একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারে। পরে এক সময় স্টোডে এসে পোরশেটা উদ্ধার করা যাবে।

সুজান ইন্টারসেকশনের কাছে পৌছে কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে কান খাড়া করে রাখলো শব্দ শোনার প্রত্যাশায়। কিন্তু কোন পদশব্দ শোনা গেলো না।

এবার সে মোড় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তবে নোলের মতো ডান দিকে না গিয়ে বাম দিকে মোড় ঘুরলো সে।

হঠাৎ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজা থেকে একটি মুষ্ঠিবদ্ধ হাত বেরিয়ে এসে সুজানের কপালে আঘাত করলো। ব্যথায় কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলো সে, অনুভব করলো একটি হাত তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। তার দেহটা শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলা হলো পাশের পাথুরে দেয়ালে। দেয়ালের সাথে তাকে সজোরে চেপে ধরলো নোল, তার মুখে বিকৃত হাসি ছড়িয়ে আছে।

"আমাকে কি আহাম্মক ভেবেছো তুমি?" হিসহিসিয়ে বলে উঠলো নোল।

"ক্রিস্টিয়ান, আমরা কি অন্য কোনভাবে ব্যাপারটা মীমাংসা করতে পারি না?

অ্যাবেতে তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা এখনও বহাল আছে। চলো তোমার হোটেল রুমে গিয়ে পরস্পরকে উপভোগ করা যাক।"

"আমাকে হত্যা করাটা এত জরুরি হয়ে উঠলো কেন?" নোল আরো জোরে চেপে ধরলো সুজানকে।

"যদি বলি তাহলে কি আমাকে ছেড়ে দেবে?"

"দেখো সুজান তোমার সাথে বাহাস করার মুডে নেই আমি। আমার মনে যা চায় তা করার নির্দেশ পেয়েছি আমি আর তুমি তো জানোই আমি কি চাই।"

এটা-সেটা বলে সময় নষ্ট করতে হবে, ভাবলো সুজান। "গির্জায় আর কে ছিলো?"

"কাটলাররা। দেখে মনে হচ্ছে, তারাও প্রচণ্ড আগ্রহী। তাদের এত আগ্রহের কারণ কি একটু ব্যাখ্যা করবে আমাকে?"

"আমি কি করে জানবো?"

"আমার তো মনে হয় তুমি অনেক কিছুই জানো।" সে সুজানকে আরো জোরে দেয়ালের সাথে চাপ দিতে থাকলো।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্রিস্টিয়ান। অ্যাম্বার রুমই হয়তোবা তাদের আগ্রহের কারণ।"

"একটু খুলে বলো ব্যাপারটা।"

"খনির ঐ চেম্বারে হিটলার অ্যাম্বার রুম লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম, তাই এখানে চলে এসেছি।"

"কি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলে?"

"তুমি তো লোরিংয়ের আগ্রহের কথা ভালো করেই জানো। তোমার বস্ ফেলনারের মতো তিনিও অ্যাম্বার রুম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাদের কাছে শুধুমাত্র কিছু তথ্য আছে যা তোমাদের কাছে নেই।"

"যেমন?"

"তুমি তো জানো এসব নিয়ে কথা বলা নিষেধ আছে। এভাবে জোরাজুরি করাটা ঠিক হচ্ছে না।"

"আর আমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়াটা বুঝি খুব ঠিক কাজ ছিলো? আসলে কি ঘটছে, সুজান? এটা মোটেও কোন সাধারণ অনুসন্ধান নয়।"

"এরচেয়ে বরঞ্চ একটা সমঝোতায় আসা যাক। প্রথমে তোমার রুমে গিয়ে আমোদ স্ফূর্তি করে নেই। তারপর না হয় কথা বলা যাবে। ঠিক আছে?"

"আমি এখন ঠিক কামার্ত বোধ করছি না।"

এই কথোপকথন কিছুটা হলেও বেখেয়াল করে ফেললো নোলকে। যার ফলে সুজানের গলায় তার হাতের বাঁধনও সামান্য শিথিল হয়ে গেলো। সুজান সাথে সাথে হাঁটু দিয়ে নোলের কুঁচকিতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো।

ব্যথার চোটে হাঁটু গেড়ে বসেই পড়লো নোল।

সুজান আবারো একই জায়গায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে লাথি মারলো। নোল

খোয়া বিছানো পথে আছড়ে পড়লো। আর অপেক্ষা করলো না সুজান, পালানোর জন্য দৌড় লাগালো সে।

কুঁচকির ব্যথায় যেনো নীল হয়ে গেছে নোল। তার চোখে পানি এসে গেছে। কুত্তীটা আবারো ধোঁকা দিয়ে গেলো। শালী বিড়ালের মত দ্রুত।

সে শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল সুজানকে রাস্তা ধরে দৌড়ে যেতে। কুঁচকির ব্যথায় তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তবুও সুজানকে গুলি করতে কোন সমস্যা হবার কথা না। সে পিস্তল বের করার জন্য পকেটে হাত দিয়েও থেমে গেলো।

কোন দরকার নেই।

ওর ব্যবস্থা আগামীকালকেও করা যাবে।

অধ্যায় ৪৮

বুধবার, ২১শে মে, রাত ১:৩০

রাচেল চোখ মেলে তাকালেন। তার মাথা ধপধপ করছে, পেটটাও কেন জানি গুলিয়ে আসতে চাইছে। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন তিনি। হাত বুলিয়ে রক্ত আবিষ্কার করলেন, তারপর তার মনে পড়লো ছুরিটার কথা।

বাদামী আলখাল্লা পরিহিত এক লোক তার উপর ঝুঁকে আছে। লোকটার মুখ জুড়ে বয়সের বলিরেখা, চোখে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছেন রাচেলের দিকে। নোল যে করিডরে তাদেরকে আক্রমণ করেছিলো, সেই করিডরেরই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন তিনি।

"কি হয়েছিলো?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি ।

"আপনিই আমাদেরকে বলুন," ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় বলে উঠলেন।

রাচেল তার চোখ তীক্ষ্ম করে বৃদ্ধ লোকটির পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখার চেষ্টা চালালেন। "আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, ম্যাককয়।"

বিশালদেহী ম্যাককয় তার আরো কাছে এগিয়ে এলেন।

"পল কোথায়?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"ওখানে পড়ে আছেন, এখনও হুঁশ ফেরে নি। মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন তিনি। আপনি কি ঠিক আছেন?"

"হ্যা। শুধু মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।"

"করারই কথা। অ্যাবের সন্ন্যাসীরা গির্জা থেকে কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পায়। তারা গ্রুমারকে খুঁজে পায়, তারপর আপনাদেরকে। আপনাদের পকেটে পাওয়া হোটেল রুমের চাবির সূত্র ধরে তারা গার্নিতে খবর পাঠায়, আমি তৎক্ষণাৎ এখানে চলে আসি।"

"আমাদের একজন ডাক্তার দরকার।"

"ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটা একজন ডাক্তার। উনি পরীক্ষা করে দেখেছেন আপনার মাথা ঠিক আছে, ফাটে-টাটে নি।"

"গ্রুমারের কি অবস্থা?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"ইতিমধ্যে হয়তোবা নরকে পৌছে গেছে।"

"এটা নোল এবং ঐ মহিলার কাজ। গ্রুমার এখানে এসেছিলো মহিলার সাথে আবার দেখা করতে এবং গির্জায় ওঁৎ পেতে থাকা নোল তাকে খুন করে।"

"বেজন্মাটার উচিত শাস্তি হয়েছে। তা আপনারা আমাকে কেন নিয়ে আসলেন না?"

রাচেল তার আহত মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "আপনার ভাগ্য ভালো যে আমরা আপনাকে নিয়ে আসি নি।"

কয়েক ফুট দূর থেকে পলের গোঙানির শব্দ ভেসে আসলো। পাথুরে মেঝে ধরে রাচেল হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "পল, তুমি কি ঠিক আছো?"

পল তার মাথার বাম দিকের অংশটায় হাত বুলাচ্ছিলেন। "কি হয়েছিলো?"

"নোল আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিলো।"

রাচেল তার কাছে পৌছে মাথাটা ভালো করে পরীক্ষা করলেন।

"আপনার গলাটা সামান্য কেটে গেছে। কিভাবে হলো?" রাচেলকে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাককয়।

"এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।"

"দেখুন মহামান্য বিচারক সাহেবা, ওপর তলায় একজন লোক মরে পড়ে আছে, পুলিশ এ নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে। আপনারা দুজনও এখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলেন, আর আপনি কিনা আমাকে বলছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ না। আসলে কি ঘটছে?"

"আমাদের ইন্সপেক্টর প্যানিককে ফোন করা উচিত," রাচেলের উদ্দেশ্যে বললেন পল।

"হ্যা, ঠিকই বলেছো।"

"এই যে, আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। মনে আছে?" ম্যাককয় বললেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি রাচেলের হাতে একটি ভেজা ন্যাকড়া ধরিয়ে দিলেন। তিনি ন্যাকড়াটি পলের মাথার একপাশে চেপে ধরলেন। রক্তে ভরে উঠলো কাপড়টা।

"আমার মনে হয় মাথাটা সামান্য কেটে গেছে," রাচেল বললেন।

পল রাচেলের গলা দেখিয়ে বললেন, "এটা কিভাবে ঘটলো?"

তিনি সত্যি কথাটা বলারই সিদ্ধান্ত নিলেন। "সতর্কবার্তা। নোল আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে এবং এসব থেকে দূরে থাকতে বলেছে।"

ম্যাককয় আরো কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "কি থেকে দূরে থাকতে বলেছে?"

"সেটা তো জানি না," রাচেল বললেন। "আমরা শুধু এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে ঐ মহিলাটি চাপায়েভকে খুন করেছে আর নোল খুন করেছে আমার বাবাকে।"

"কিভাবে জানলেন এগুলো?"

রাচেল ম্যাককয়কে সবকিছু খুলে বললেন।

"গির্জায় গ্রুমার ও ঐ মহিলার সব কথা ভালোমতো শুনতে পাই নি," পল বললেন। "শুধুমাত্র খুচরো-খাচরা কিছু কথা কানে এসেছে। আমার মনে হয় গ্রুমার একবার অ্যাম্বার রুমের কথা বলছিলেন।"

ম্যাককয় মাথা নাড়লো। "আমি কখনো কল্পনাও করি নি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। এ আমি কি করলাম?"

পল বললেন, "কি করলাম মানে? কি বলতে চাচ্ছেন?"

ম্যাককয় কোন জবাব দিলেন না।

"উত্তর দিন," রাচেল বললেন।

কিন্তু ম্যাককয় নিশ্চুপ রইলেন।

ম্যাককয় আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে দাঁড়িয়ে জং-ধরা ট্রাক তিনটিকে দেখছিলেন। তিনি তার দৃষ্টি, ধীরে ধীরে, চেম্বারের প্রাচীন পাথুরে দেয়ালের ওপর নিবদ্ধ করলেন। ইশ্, দেয়ালগুলো যদি কথা বলতে পারতো! তিনি ইতোমধ্যেই যা জানেন বা সন্দেহ করেন তার চেয়ে বেশি কিছু কি দেয়ালগুলো বলতে পারতো? ওগুলো কি বলতে পারবে কেন জার্মানরা তিনটি মুল্যবান ট্রাক পর্বতের গভীরে চালিয়ে নিয়ে আসলো আর কেনইবা একমাত্র বের হবার রাস্তা ডায়নামইট মেরে বন্ধ করে দিলো? অথবা, জার্মানরাই কি বের হবার রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়? দেয়ালগুলো কি বলতে পারে কিভাবে একজন চেক শিল্পপতি কয়েক বছর পর গুহায় ঢুকে এখানে যা ছিলো সবকিছু চুরি করেন এবং বোমা মেরে প্রবেশমুখ বন্ধ করে যান? অথবা তারা হয়তোবা কিছুই জানে না, মহাকালের মতই সব ঘটনার নীরব সাক্ষী মাত্র।

তার পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। চেম্বারের বের হবার অন্য রাস্তাটি এখনও বন্ধ হয়ে আছে নুড়ি ও পাথরের বিশাল চাঁইয়ের জঞ্জালে। তার শ্রমিকরা খননকাজ শুরু করেনি এখনও, তবে আগামীকাল সকাল থেকে কাজ শুরুর পরিকল্পনা আছে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এগারটা বাজে। ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি পল এবং রাচেলকে চেম্বারে ঢুকতে দেখলেন। "এত দ্রুত আমি আপনাদের এখানে আশা করি নি। তা মাথার অবস্থা কেমন?"

"আমরা পরিস্কার জবাব চাই, ম্যাককয়, আর কোন ধানাই পানাই চলবে না," পল বললেন। "আপনি পছন্দ করেন বা না-ই করেন, আমরা পুরো ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। 'একি করলাম' বলে গতকালকে আফসোস করছিলেন। আসলে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?"

"আপনারা কি নোলের উপদেশ মেনে বাড়ি ফিরে যেতে চান না?"

"আমাদের কি ফিরে যাওয়া উচিত?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনিই বলুন।"

"ওসব কথা ছাড়ুন তো," পল বললেন। "একটু খুলে বলুন কি ঘটছে?"

"এদিকে আসেন।" তিনি তাদেরকে বালির উপর পড়ে থাকা একটি কঙ্কালের কাছে নিয়ে গেলেন। "যদিও বা তাদের পরনের কাপড়-চোপড়গুলোর খুব বেশি কিছু আর অবশিষ্ট নেই, তবুও এই ফুটো-ফাটা ইউনির্ফম দেখেই বুঝা যায় এটা ২য় বিশ্বযুদ্ধের ইউনিফর্ম। ক্যামোফ্লেজ নকশাটা অবশ্যই ইউএস ম্যারিনদের মত।" তিনি হাঁটু গেড়ে আরো দেখাতে থাকলেন। "কোমরে পরিহিত ঐ খাপটা এমফোর বেয়নেটের যা আমেরিকায় তৈরি আর পিস্তল হোলস্টারটি ফ্রান্সের তৈরি। জার্মানরা আমেরিকান বা ফ্রেঞ্চ জিনিসপত্র পরতো না, অন্তত ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। তবে যুদ্ধের পরে, সকল ইউরোপিয়ান মিলিটারি এবং প্যারামিলিটারি আমেরিকান অস্ত্রপাতি ব্যবহার করা শুরু করে।" তিনি চেম্বারের আরেকটা অংশ ইঙ্গিতে দেখালেন। "ওখানে একটি কঙ্কাল পকেটবিহীন প্যান্ট পরে আছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েতরা এভাবে

পোশাক পরতো। তাদের পরনের পোশাক-আষাক, শূন্য ট্রাক এবং কুড়িয়ে পাওয়া ওয়ালেট একটি বিষয়ই নিশ্চিত করছে।"

"কি সেটা?" পল প্রশ্ন করলেন।

"এখানে কেউ চুরি করেছে।"

"আপনি কিভাবে জানলেন লোকগুলো কি পরে আছে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি একজন অশিক্ষিত গুপ্তধন শিকারী নই, মহামান্য বিচারক। সামরিক ইতিহাস আমার প্যাশন। খনন কাজ শুরু করার আগে এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করি। জানি আমি ঠিকই বলছি। অবশ্য ব্যাপারটা আমি সোমবারেই ধরতে পেরেছিলাম। এই চেম্বারে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কেউ ঢুকে। কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। এই বেচারা লোকগুলো হয় প্রাক্তন বা বর্তমান সৈনিক অথবা শ্রমিক। কাজ শেষে তাদেরকে হত্যা করা হয়।"

"তাহলে গ্রুমারের সাথে আপনি যা করলেন তা স্রেফ নাটক ছিলো?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"মোটেও না। আমি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলাম চেম্বারটি শিল্প-সামগ্রীতে ভরপুর থাকুক। কিন্তু সোমবার প্রথম দর্শনের পর আমি বুঝতে পারি আমরা একটা পূর্ব-লক্ষিত চেম্বারে ঢুকে পড়েছি।"

পল বালি দেখিয়ে বললেন, "এই লাশটার পাশের বালিতেই অক্ষরগুলো লেখা ছিলো।" হাঁটু গেড়ে বালিতে ও আই এবং সি লিখলেন; অক্ষরগুলোর মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁকও রাখলেন। "অনেকটা এভাবেই লেখা ছিলো।"

ম্যাককয় পকেট থেকে গ্রুমারের তোলা ছবিগুলো বের করলেন। পল তারপর ফাঁকগুলোতে তিনটি অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করলেন- এল, আর, এন এবং সি-টাকে সামান্য পরিবর্তন করে জি'তে রূপান্তরিত করলেন। ৬টি অক্ষর একটি মানুষের নামে পরিণত হয়েছে; লোরিং।

"কুত্তীর বাচ্চা," ম্যাককয় ছবির সাথে বালির অক্ষরগুলো মিলিয়ে দেখে বলে উঠলেন। "আপনি ঠিকই ধরেছেন, কাটলার।"

"এটা তুমি কিভাবে বের করলে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন পলকে।

"এই নামটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছিলো। তোমার বাবা এমনকি তার চিঠিতেও নামটা উল্লেখ করেছেন।" পল পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। "কিছু সময় আগে আমি আবার এটা পড়েছি।"

ম্যাককয় হাতে লেখা চিঠিটা খুঁটিয়ে দেখলেন। মাঝামাঝি জায়গায় এসে লোরিং নামটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো :

দুর্ঘটনার আগের রাতে ইয়াঙ্গি টেলিফোন করেছিলো। সে লোরিংয়ের এস্টেটের এক কর্মচারীর ভাইকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলো। তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মোটেও উচিত হয় নি।

ম্যাককয় পলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি মনে করেন আপনার মা-বাবা প্লেনে রাখা ঐ বোমার আসল টার্গেট ছিলেন?"

"আমি জানি না আর কি নিয়ে চিন্তা করা উচিত।" পল ইশারায় বালির শব্দটি দেখিয়ে বললেন, "ক্রমার গতকাল রাতে লোরিং সম্পর্কে বলছিলেন। ক্যারল লোরিং সম্পর্কে কথা বলেছেন। আমার বাবাও তার সম্পর্কে কথা বলে থাকতে পারেন। হয়তোবা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এই লোকটাও লোরিংয়ের কথাই বলতে চাচ্ছিল। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, নোল রাচেলের বাবাকে খুন করেছে আর মহিলাটি চাপায়েভকে।"

"অন্য একটা জিনিস আপনাকে দেখাই," ম্যাককয় বললেন। তিনি তাদেরকে একটি খোলা মানচিত্রের কাছে নিয়ে আসলেন। "চেম্বারের বন্ধ প্রবেশমুখটা গেছে উত্তরপুব দিকে। এই মানচিত্রটা ১৯৪৩ সালের। তখন পর্বতের উত্তরপুব দিকে একটা রাস্তাও ছিলো।"

পল এবং রাচেল মানচিত্রটির আরো কাছে এগিয়ে এলেন।

"আমি বাজি ধরতে পারি ট্রাকগুলো উত্তরপুব দিকের রাস্তাটি দিয়ে চেম্বারের বন্ধ প্রবেশমুখটি ব্যবহার করে ভেতরে প্রবেশ করে।"

"তাহলে ক্রমার গতকাল রাতে যা বলেছিলেন তা আপনি বিশ্বাস করেছেন?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"যে অ্যাম্বার রুম-কে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো? এতে কোন সন্দেহ নেই।"

"আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার অনুমান চেম্বারটা নাৎসিরা বন্ধ করেনি, বরঞ্চ পরবর্তীতে এখানে যারা লুটাপাট চালায় তারাই এটা বন্ধ করে দিয়ে যায়। নাৎসিরা তো সাময়িক সময়ের জন্য অ্যাম্বার রুম এখানে লুকায়, তারা অবশ্যই প্যানেলগুলোর পরে বের করতে চাইতো। কাজেই তারা অবশ্যই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রবেশমুখটা বন্ধ করে দিতে চাইতো না। কিন্তু যে লোকটা এখানে লুটপাট করার জন্য ১৯৫০ সালের দিকে ঢুকে, সেই বেজন্মাটা চায় নি অন্য কেউ তার আবিষ্কারের কথা জানুক। সেইজন্যই সে সমস্ত শ্রমিককে হত্যা করে এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। আমরা ভাগ্যক্রমে চেম্বারটা পেয়ে গেছি। স্রেফ ভাগ্যক্রমে।"

রাচেল যেনো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, "হ্যা, ভাগ্যবান হওয়ার জন্যও যথেষ্ট এলেম দরকার।"

"নাৎসিরা এবং লুণ্ঠনকারীটি সম্ভবত জানতোও না যে চেম্বারে ঢুকার আরেকটি প্রবেশ মুখ আছে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা রেলগাড়ি ভর্তি শিল্প-সামগ্রীর অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম।"

"পর্বতের ভিতের রেল-লাইনও ছিলো নাকি?" পল প্রশ্ন করলেন।

"অবশ্যই ছিলো। রেললাইন দিয়েই তো তারা রসদ আনা-নেয়া করতো।"

রাচেল ট্রাকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে এটাই হয়তোবা সেই জায়গা যেখানে বাবা ও চাপায়েভ আসতে চেয়েছিলেন?"

"খুব সম্ভবত," ম্যাককয় জবাবে বললেন।

"মূল প্রশ্নটাতে ফিরে আসি, ম্যাককয়। 'এ আমি কি করলাম' বলে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন গতরাতে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আপনাদের দুজনকে খুব ভালোমতন চিনি না। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে, আমি আপনাদের বিশ্বাস করি। চলেন কুঁড়েঘরটাতে গিয়ে কথা বলা যাবে।"

কুঁড়েঘরটার জানালা দিয়ে মধ্য সকালের সূর্য এসে হানা দিচ্ছে।

"আপনারা হারম্যান গোয়েরিং সম্পর্কে কতটুকু জানেন?" ম্যাককয় তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হিস্টোরি চ্যানেলে যা দেখিয়েছে এর চেয়ে বেশি কিছু না," পল বললেন।

ম্যাককয় হেসে উঠলেন। "গোয়েরিংয়ের অবস্থান ছিলো হিটলারের পরেই। কিন্তু হিটলার ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে, তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। মার্টিন বোরম্যান ফুয়েরারকে বিশ্বাস করান যে গোয়েরিং ক্যু ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। বোরম্যান ও গোয়েরিং একে অপরকে পছন্দ করতো না। তো হিটলার গোয়েরিংকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করেন, তার সমস্ত পদবী কেড়ে নেন এবং গ্রেফতার করেন। যুদ্ধশেষে আমেরিকানরা তাকে দক্ষিণ জার্মানিতে খুঁজে পায়।

যুদ্ধাপরাধের জন্য গোয়েরিং যখন বিচারের সম্মুখীন তখন তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কথোপকথনগুলো পরবর্তীতে পরিচিতি পায় একত্রিত ইন্টারোগেশন রিপোর্ট হিসেবে। এগুলোকে গোপনীয় দলিল হিসেবে বহু বছর ধরে বিবেচনা করা হয়।"

"কিন্তু কেন?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন। "ওগুলোকে গোপন দলিল হিসেবে না ধরে বরঞ্চ ঐতিহাসিক দলিল ধরাই তো উচিত ছিলো। যুদ্ধ তো ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।"

ম্যাককয় তাদেরকে মিত্রবাহিনী কর্তৃক রিপোর্টটা প্রকাশ না করার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করলেন। এর মধ্যে একটা হচ্ছে, যুদ্ধের পরে শিল্প-দ্রব্যাদি পুণরুদ্ধারের অগণিত অনুরোধ। কোন সরকারেরই এত অর্থ বা সময় ছিলো না এসব হাজার হাজার দাবী পরীক্ষা করে দেখার। রিপোর্টটা ওই সময় প্রকাশিত হলে দাবীগুলোর পালে আরো জোর হাওয়া লাগতো যা সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। দ্বিতীয় কারণটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সবার এই ধারণা বদ্ধমূল ছিলো যে গুটিকয়েক দুর্নীতিবাজ লোক ছাড়া বাকি সবাই নাৎসিদের ঘৃণা করতো। কিন্তু রিপোর্টটা মুখোশ খুলে দিত বহু ফ্রেঞ্চ, ডাচ ও বেলজিয়ান আর্ট ডিলারদের যারা নাৎসিদের শিল্প-কর্ম যোগান দিয়েছে, বিশেষ করে হিটলারের বিশ্ব শিল্পকলা বিষয়ক জাদুঘরে। রিপোর্টটা প্রকাশ না করার কারণে অনেক লোক সম্ভাব্য লজ্জা ও গ্লানির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

"কোন একটা দেশ দখল করার পর গোয়েরিং ভালো ভালো শিল্প-কর্ম নিজের জন্য

রেখে দিতে চাইতেন। তিনি এ কাজটা সম্পন্ন করে ফেলতে চাইতেন হিটলারের একান্ত অনুগত সৈন্য-সামন্তরা পৌছানোর আগেই। হিটলার বিশ্বকে পিকাসো, ভ্যান গঁগ, মাতিস, নল্ডে ও গগ্যাঁর হাত থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন কারণ তিনি তাদের শিল্প-কর্মকে ক্ষয়িষ্ণু বলে মনে করতেন। কিন্তু গোয়েরিং ঠিকই তাদের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন।"

"কিন্তু এসবের সাথে অ্যাম্বার রুমের কি সম্পর্ক?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"গোয়েরিংয়ের প্রথম স্ত্রী ছিলেন একজন সুইডিশ কাউন্টেস, নাম কারিন ভন কান্টজো। তিনি যুদ্ধের আগে ক্যাথরিন প্যালেসে গিয়েছিলেন এবং অ্যাম্বার রুমের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি যখন মারা যান গোয়েরিং তাকে সুইডেনে কবর দেন। কিন্তু সেখানকার কমিউনিস্টরা তার কবরকে অন্য কাজে ব্যবহার করা শুরু করে। তাই গোয়েরিং বার্লিনের উত্তরে কারিনহল নামে একটি বিশাল এস্টেট তৈরি করেন, সেখানে তার স্ত্রীকে একটি ঝাঁকঝমকপূর্ণ সমাধিতে সমাহিত করেন। গোয়েরিং তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি অ্যাম্বার রুম বানাতে চাচ্ছিলেন; সে জন্য তিনি একটা চেম্বার তৈরি করে রেখেছিলেন।"

"আপনি এসব তথ্য কোথায় পেলেন?" রাচেল প্রশ্ন করলেন।

"রিপোর্টটাতে আলফ্রেড রোজেনবার্গের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার আছে। তিনি ছিলেন ইআরআর-এর প্রধান। এই ডিপার্টমেন্টটা হিটলার তৈরি করেছিলেন ইউরোপের লুণ্ঠনকার্য তদারকি করার জন্য। রেজেনবার্গ বারবার অ্যাম্বার রুম নিয়ে গোয়েরিংয়ের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।"

ম্যাককয় তারপর বর্ণনা করলেন শিল্প-কলা বিষয়ে গোয়েরিং ও হিটলারের তীব্র প্রতিযোগিতার কথা। "হিটলার রাশিয়ান আর্টের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। তিনি পুরো জাতিটিকেই পশু হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু হিটলার অ্যাম্বার রুমকে রাশিয়ান হিসেবে ধরতেন না। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডেরিক এক উপহার হিসেবে পিটার দ্য গ্রেটকে অ্যাম্বার রুম দিয়েছিলেন। কাজেই অ্যাম্বার রুম জার্মান জাতির এক অনন্য নিদর্শন এবং জার্মানির মাটিতে এর ফিরে আসা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৫ সালে হিটলার নিজেই কোনিংসবার্গ থেকে অ্যাম্বার প্যানেল সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রুশিয়ার প্রাদেশিক গর্ভনর এরিক কোচ ছিলেন গোয়েরিং-এর প্রতি বিশ্বস্ত। এখান থেকেই সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি। জোসেফ লোরিং ও কোচের মধ্যে ছিলো খুব ভালো সম্পর্ক। প্রাদেশিক গর্ভনর হিসেবে কোচকে কাঁচামাল সরবারাহ করতে হতো। লোরিং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাৎসিদের সাহায্য করেছেন, খনি ও কলকারখানা খুলে জার্মান যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বেগবান করেছেন। লোরিং অবশ্য সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্টের সাথেও কাজ করেছেন। এজন্যই তিনি যুদ্ধের পর সোভিয়েত আমলে এত উন্নতি করতে পেরেছেন।"

"আপনি এত কিছু কিভাবে জানলেন?" পল প্রশ্ন করলেন।

ম্যাককয় টেবিলের উপর রাখা একটি চামড়ার ব্রিফকেসের কাছে এগিয়ে গেলেন।

তিনি ব্রিফকেস খুলে একতাড়া স্ট্যাপল করা কাগজ পলের হাতে ধরিয়ে দিলেন। "চার নাম্বার পৃষ্ঠায় যান। আমি প্যারাগ্রাফগুলো দাগ দিয়ে রেখেছি। পড়ুন ওগুলো।"

পল চার নাম্বার পৃষ্ঠা খুলে পেয়ে গেলেন দাগ দেয়া অংশগুলো :

কোচ ও জোসেফ লোরিং-এর সমসাময়িক অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে তারা দুজনে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। লোরিং ছিলেন কোচের ফান্ডের প্রধান অর্থ যোগানদাতা; এ কারণেই হয়তোবা গর্ভনর সাহেব এত অমিতব্যয়ী জীবন-যাপন করতে পারতেন। এ সম্পর্ক কি অ্যাম্বার রুম সম্পর্কিত তথ্য অথবা সত্যিকার অর্থে, অ্যাম্বার রুম হস্তগত করতে সাহায্য করেছে? প্রশ্নটার উত্তর দেয়া কঠিন। লোরিং যদি অ্যাম্বার রুম হস্তগত করেও থাকেন, সোভিয়েতরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

যুদ্ধের পরপরই, ১৯৪৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত সরকার অ্যাম্বার প্যানেলের খোঁজে অনুসন্ধান চালায়। কোনিংসবার্গ আর্ট কালেকশনস্-এর পরিচালক আলফ্রেড রোহডে ছিলেন সোভিয়েতদের তথ্যের প্রাথমিক উৎস। তিনি সোভিয়েত তদন্ত কারীদের জানান যে ক্রেট ভর্তি অ্যাম্বার প্যানেল তখনো পর্যন্ত কোনিংসবার্গ প্যালেসে ছিলো যখন তিনি ১৯৪৫ সালের ৫ই এপ্রিল দালানটি ছেড়ে যান। রোহডে তদন্তকারীদের পুড়ে যাওয়া ঘরটি দেখান যেখানে ক্রেটগুলো রাখা হয়েছিলো। গিলটি করা কাঠ ও কপারের টুকরো টাকরা তখনো সেখানে ছিলো। সবাই ধরে নেয় অ্যাম্বার রুম ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিষয়টার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। তারপর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পুশকিন প্যালেসের কিউরেটর আনাতোলি কুচুমভ কোনিংসবার্গ প্যালেস দেখতে যান এবং সেখানে ধ্বংসস্তুপের মাঝে তিনি ফ্লোরেন্টাইন মোজাইকের কয়েকটি ভাঙা টুকরা খুঁজে পান যা কিনা অ্যাম্বার রুমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুচুমভের মনে এই ধারণারই সঞ্চার হলো যে রুমের অন্যান্য সবকিছু পুড়ে গেলেও অ্যাম্বারের কোন ক্ষতি হয় নি। তাই তিনি নতুন করে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন।

ততদিনে রোহডে মারা গেছেন। রোহডে এবং তার স্ত্রী মারা যান একই দিনে। ওইদিনে তাদের নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেয়ার কথা। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, যে ডাক্তারটি তাদের ডেথ সার্টিফিকেটে সাক্ষর দেয় সেও একই দিনে লাপাত্তা হয়ে যায়। এরপর, অ্যাম্বার রুম অন্বসন্ধানের দায়িত্ব চাপে এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেট কমিশনের ঘাড়ে যা তারা ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পালন করে। অ্যাম্বার প্যানেল কোনিংসবার্গ প্যালেসে থাকাকালীন সময়ে বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে এ ব্যাখ্যা খুব কম লোকই গ্রহণ করেছে। জার্মানরা খুবই বুদ্ধিমান, কাজেই এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটার কথা নয়। হয়তোবা অ্যাম্বার রুম জোসেফ লোরিং-ই খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ, তার যথেষ্ট টাকা-পয়সা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো; ছিলো অ্যাম্বারের প্রতি এক গভীর নেশা। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কথা বলে জানা যায় লোরিং প্রায়ই হার্জ অঞ্চলে আসতেন, খনিগুলো খুঁজে দেখতেন এবং তা সোভিয়েত সরকারের গোচরেই ছিলো। এক অধিবাসী তো এটাও দাবী করে বসে যে লোরিং নাকি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করছিলেন যে কোনিংসবার্গ থেকে ট্রাকে করে প্যানেলগুলো নাকি জার্মানির পশ্চিম দিকে নিয়ে

যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু ট্রাকগুলো হার্জ অঞ্চলের দিকে ঘুরানো হয় কারণ সে সময় সোভিয়েত ও আমেরিকান সৈন্যরা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছিলো। খুব সম্ভবত ৩টা ট্রাক একাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

জোসেফ লোরিং ১৯৬৭ সালে মারা যান। তার পুত্র আর্নস্ট এখন সব সম্পত্তির মালিক। তবে দুজনের কেউই কখনো অ্যাম্বার রুম সম্পর্কে জনসমক্ষে কোন কথা বলেন নি।

"আপনি জানতেন?" পল পড়া শেষে বলে উঠলেন। "তাহলে, সোমবার ও গতকালকের সবকিছু স্রেফ অভিনয় ছিলো? আপনি প্রথম থেকেই অ্যাম্বার রুমের পিছু নিয়েছিলেন?"

"আপনাদের দুজনকে কেন আমি এই অভিযানের সাথে জড়িত হওয়ার অনুমতি দিয়েছি? আপনারা আমার কাছে স্রেফ দুজন আগন্তুক ছিলেন। আমি আপনাদের সাথে কথা বলে দু'সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করতাম না যদি প্রথমেই আপনাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে না আসতো, 'আমরা অ্যাম্বার রুম খুঁজছি," এবং 'লোরিং কে'?"

"জাহান্নামে যাও, ম্যাককয়," পল বলে উঠলেন; বেশ বিস্মিত তিনি নিজের ভাষা ব্যবহারে। শেষ কবে এভাবে কাউকে অভিসম্পাত দিয়েছেন তা মনে পড়ছে না তার।

"এটা কে লিখেছে?" স্ট্যাপল করা কাগজগুলো দেখিয়ে রাচেল বললেন।

"রাফাল ডোলিনস্কি, একজন পোলিশ সাংবাদিক। লোকটা অ্যাম্বার রুম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। তিন বছর আগে যখন প্রথম এখানে আসি তখন সে আমার সাথে দেখা করে। সে-ই আমাকে অ্যাম্বার রুম নিয়ে নানা কেচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। সে তখন একটি ইউরোপিয়ান ম্যাগাজিনের জন্য এই আর্টিকেল লিখছিলো। লোরিং-এর একটি সাক্ষাৎকারও নিতে চাচ্ছিলো সে। তাই পুরো আর্টিকেলের একটা কাপি সে পাঠিয়ে দেয় লোরিংয়ের কাছে, সেই সাথে জানায় কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা। লোরিং কোন উত্তর দেন নি, তবে একমাস পর ডোলিনস্কি মারা যায়।" ম্যাককয় থেমে রাচেলের দিকে তাকালেন। "ওয়ার্থবার্গের নিকট একটা খনিতে বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় সে।"

পল বললেন, "ঈশ্বরের দোহাই, ম্যাককয়। আপনি সবকিছু জানতেন কিন্তু তবু আমাদের কিছু বলেননি। এখন গ্রুমারও মারা গেলেন।"

"গ্রুমারের খেতা পুড়ি। সে ছিলো একটা লোভী, মিথ্যাবাদী বেজন্মা। তার এ পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। এটা আমার মাথাব্যথার বিষয় না। আমার মন বলছিলো আমি সঠিক চেম্বারই খুঁজে পেয়েছি। গ্রাউন্ড রাডারও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল। রাডার দেখে আমি মনে করেছিলাম হয়তোবা ভেতরে ওয়াগন অথবা ট্রাক ভর্তি অ্যাম্বার রুম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথমে যখন অন্ধকারে ট্রাক ৩টাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তখন তো আমি মনে করেছিলাম পেয়েই গেছি বোধহয়।"

"আপনি বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রতারণা করেছেন শুধুমাত্র এটা দেখার জন্য যে

আপনি সঠিক কিনা," পল বললেন।

"আমার শুধু এই ধারণাই ছিলো যে, পেইন্টিং বা অ্যাম্বার যাই পাওয়া যাক না কেন বিনিয়োগকারীদেরই লাভ হবে।"

"আপনি একজন অসাধারণ অভিনেতা," রাচেল বললেন। "দারুণভাবে বোকা বানিয়েছেন আমাকে।"

'ট্রাকগুলো খালি দেখে আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা অভিনয় ছিলো না। আমি শুধুমাত্র আশা করছিলাম, আমার জুয়াটা লেগে যাবে। সেই সাথে এটাও আশা করছিলাম যে ডোলিনস্কি'র ধারণা ভুল এবং প্যানেলগুলো কখনোই লোরিং খুঁজে পান নি। কিন্তু যখন আমি অন্য অবরুদ্ধ প্রবেশমুখটি দেখলাম এবং আবিষ্কার করলাম ট্রাকগুলো একদম খালি, তখন বুঝলাম ভালো গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি।"

"এখনও আপনি 'ভালো গ্যাঁড়াকলেই' আছেন," পল বললেন।

ম্যাককয় মাথা নাড়লেন। "একবার ভেবে দেখুন, কাটলার। কিছু একটা ঘটছে এখানে। এই চেম্বারটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিলো না। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা কিভাবে কিভাবে জানি পেয়ে গেছি এটার সন্ধান। তারপর, দেখা গেলো, কিছু লোক প্রচণ্ড আগ্রহী আমরা কি করছি এবং সেই সাথে ক্যারল বোরিয়া ও চাপায়েভ কতটুকু জানেন তা জানার জন্য। তাদের আগ্রহের পরিধি এতটুকু যে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করলে না তারা। তারা হয়তোবা আপনার বাবা-মা'কেও 'আগ্রহের বশবর্তী' হয়ে খুন করে থাকতে পারে।"

পল কঠিন দৃষ্টিতে ম্যাককয়ের দিকে তাকালেন।

"ডোলিনস্কি আমাকে বলেছিলো যে অ্যাম্বার রুম খুঁজতে যেয়ে বহু লোক প্রান হারিয়েছে। যুদ্ধের পর থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত তা চলছে। ব্যাপারটা বেশ ভূতুড়ে, তাই না? সে নিজেও এভাবে প্রাণ হারিয়ে থাকতে পারে।"

পল আর এ বিষয়ে তর্ক করলেন না। ম্যাককয় ঠিকই বলছেন। কিছু একটা তো অবশ্যই ঘটছে এখানে এবং তা অ্যাম্বার রুমকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

"ধরে নিলাম আপনি ঠিক বলছেন, তাহলে এখন আমাদের কি করণীয়?" রাচেল অবশেষে বললেন, তার কণ্ঠে আত্মসমপর্ণের সুর।

ম্যাককয় বেশ দ্রুতই জবাব দিলেন। "আমি চেক রিপাবলিকে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আর্নস্ট লোরিংয়ের সাথে কথা বলবো। আমার মনে হয়, সময় হয়েছে তার সাথে কথা বলার।"

"আমরাও আপনার সাথে যাচ্ছি," পল বললেন।

"আমরা যাচ্ছি?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিকই শুনেছো তুমি। এতদূর এসে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোন মনে হয় না।"

রাচেল বেশ কৌতূহলী চোখে পলকে দেখতে থাকলেন। তিনি কি পলের চরিত্রে নতুন একটা দিক দেখতে পাচ্ছেন? এমন কিছু যা আগে দেখেন নি তিনি? শান্ত,

সমাহিত বাহ্যিক আবরণের নিচে সংকল্পবদ্ধ মন। হয়তোবা পলকে নতুনভাবেই আবিষ্কার করছেন তিনি।

অবশ্য পল নিজেও তার সম্পর্কে নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করছেন। গত রাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তারা অল্পের উপর দিয়েই পার পেয়েছেন নোলের হাত থেকে। কিন্তু এখন তিনি সংকল্পবদ্ধ ক্যারল বোরিয়া, তার বাবা-মা ও চাপায়েভে'র আসলে কি ঘটেছিলো তা জানার জন্য।

"পল," রাচেল বললেন। "আমি চাই না গত রাতের মতো আবার কিছু ঘটুক। এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দুটো সন্তান আছে। মনে আছে, গত সপ্তাহে তুমি আমাকে একই জিনিস বুঝিয়ে বাড়ি ফেরার অনুরোধ জানিয়েছিলো? এখন আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। চলো, বাড়ি ফিরে যাই।"

"যাও। আমি তোমাকে আটকাচ্ছি না।"

নিজের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্মতায় পল কিছুটা হলেও বিচলিত বোধ করলেন। তার মনে পড়লো তিন বছর আগে তিনি একই কথা বলেছিলেন যখন রাচেল ডিভোর্সের তোড়জোড় করছিলো। তিনি যে যেকোন পরিস্থিতি মোকাবিলা কতে পারেন সেটা রাচেলকে বুঝানোর জন্যই কথাগুলো বলা।

"কখনো কি একটা জিনিস ভেসে দেখেছেন, ইয়োর অনার?" ম্যাককয় হঠাৎ বলে উঠলেন।

ম্যাককয়ের দিকে তাকালেন রাচেল।

"আপনার বাবা চাপায়েভের চিঠিগুলো যত্ন করে সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি তিনি যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলোরও একটা কপি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কেন? কেন ওগুলো রেখে গেলেন আপনার নাকের ডগায়? তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই চাইতেন চিঠিগুলো যেনো আপনার হাতে না পড়ে, সেক্ষেত্রে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলাটাই হতো সবচেয়ে যৌক্তিক কাজ। আমি ক্যারল বোরিয়াকে চিনি না তবে কেন জানি তার চিন্তাধারা ধরতে পারছি। একসময় তিনি গুপ্তধন শিকারী ছিলেন। তিনি যে কোন উপায়ে অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করতে চাচ্ছিলেন। শুধুমাত্র আপনাকে বিশ্বাস করেই সমস্ত তথ্য রেখে গেছেন। মানছি, পুরো ব্যাপারটাকে অহেতুক রহস্যময়তায় জড়িয়েছেন তিনি; কিন্তু তবু তার বার্তাটি একদম পরিস্কার, "যাও, অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করো, রাচেল।"

ম্যাককয় ঠিকই বলেছেন, পল ভাবলেন। বোরিয়া আসলে ঠিক এটাই চেয়েছিলেন।

রাচেলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "বাবা বেঁচে থাকলে আপনাকে খুব পছন্দ করতেন, ম্যাককয়। তা, কখন আমরা রওয়ানা দেবো?"

"আগামীকাল। এখন আমার বিনিয়োগকারীদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছুটা সময় দেয়ার জন্য রাজি করাতে হবে।"

অধ্যায় ৪৯

নেব্রা, জার্মানি
দুপুর ২:১০

নোল তার ছোট্ট হোটেল রুমের নীরবতায় বসে বসে 'রেটার ডার ভারলোরেনেন অ্যান্টিক্যুইটাটেন' বা লুপ্ত সম্পদের উদ্ধারকারীদের নিয়ে ভাবছিলো। নয়জন ইউরোপিয়ান ধনকুবেরদের নিয়ে দলটি গঠিত। লুপ্ত গুপ্তধন খুঁজে বের করাই তাদের নেশা। তাদের অনেকেরই যথেষ্ট নাম ডাক আছে ব্যক্তিগত সংগ্রাহক হিসেবে এবং তাদের আগ্রহও বৈচিত্র্যময়: পুরনো মাস্টার পেইন্টারদার পেইন্টিং, সমসাময়িক, ইমেপ্রশনিস্ট, আফ্রিকান, ভিক্টোরিয়ান, সুররিয়ালিস্ট, নিওলিথিক। বৈচিত্র্যময়তাই ক্লাবটাকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এটা আরো নির্ধারণ করে দেয় একজন সদস্যের উদ্ধারকারীরা কি কি বিষয়ের উপর তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবে; সাধারণত প্রত্যেক সদস্যেরই আগ্রহের উপর ভিত্তি করে সীমানা নির্ধারণ করা আছে। খুব কম সময়ই একজন সদস্য অন্য সদস্যের সীমানায় ঢুকে পড়েন। কখনো কখনো সদস্যরা একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জড়িয়ে পড়েন কে কার আগে কোন একটি লুপ্ত বস্তু উদ্ধার করতে পারে সে বিষয়ে। মোদ্দাকথা, ক্লাবটা অনেকটা দোকানের মতো যেখানে কয়েকজন বিত্তবান লোক নানান ধরনের খেলায় মেতে থাকেন।

গত মাসের সভার কথা মনে করলো সে।

ক্লাব মিটিংগুলো সাধারণত ঘুরে ঘুরে সকল সদস্যের এস্টেটেই অনুষ্ঠিত হয়। এটা অনেকটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেছে যে প্রত্যেক সভাতেই কোন নতুন আবিষ্কৃত লুপ্ত সম্পদ উন্মোচন করা হবে, বেশির ভাগ সময় নিমন্ত্রণদাতাই এ কাজটা করে থাকেন। কখনো নিমন্ত্রণদাতার পক্ষে এটা সম্ভব না হলে অন্য কোন সদস্য এ কাজের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন। তবে নোল জানে, প্রত্যেক সদস্যই চান নিজের নতুন প্রাপ্ত সম্পদটি সবাইকে তারিয়ে তারিয়ে দেখাতে; তাই কোন নিমন্ত্রণদাতাই এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। বিশেষ করে ফেলনার খুবই পছন্দ করেন ব্যাপারটা। লোরিংও ঠিক তাই।

গত মাসে ফেলনারের এস্টেটেই মিটিং হয়েছিলো। নয়জন সদস্যই বুর্গ হার্জে এসে হাজির হয়েছিলেন, তবে মাত্র ছয়জন উদ্ধারকারী মিটিংয়ে যোগ দিতে পেরেছিলো। এটা অবশ্য খুব একটা বিস্ময়কর কিছু নয় কারণ নোলের মতো উদ্ধারকারীদের সবসময় অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে ঈর্ষাও একটা কারণ হতে পারে অনুপস্থিতির জন্য। সেজন্যই হয়তোবা সুজান গত মাসে আসে নি। আগামী মাসে লোরিংয়ের এস্টেটে হবে মিটিংটা এবং নোল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওখানে না যাওয়ার। তবে ব্যাপারটা লজ্জাজনক কারণ লোরিং ও তার মধ্যে বেশ ভালো বোঝাপড়া। লোরিং তাকে প্রায়ই নানা উপহার

দিয়েছেন তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। অবশ্য ক্লাবের সদস্যেরা একে অন্যের উদ্ধারকারীকে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন ধরণের উপহার দিয়ে উৎসাহিত করে থাকেন। সদস্যেরা নিজেদের মধ্য বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রী লেনদেনও করে থাকেন। প্রায়শই নিলাম হয়। ক্লাবের সবকিছুই কত সুশৃঙ্খল আর সুসভ্যই না ছিলো!

তাহলে সুজান ড্যানজার হঠাৎ করে কেন সব নিয়ম পাল্টে দিতে চাচ্ছে? কেন সুজান তাকে খুন করতে চাচ্ছে?

দরজার মৃদু করাঘাতের শব্দ নোলের চিন্তাভাবনায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটালো। গত দুঘণ্টা ধরে সে বুর্গ হার্জের নিকটবর্তী একটা ছোট্ট গ্রামে অপেক্ষা করছে। সে দরজা খুলে দিলে মনিকা ভেতরে প্রবেশ করলো। তার গা থেকে মিষ্টি লেবুর সুবাস ভেসে আসছে। নোল দরজাটা আবারো লাগিয়ে দিলো।

মনিকা ভালোভাবে তার আপাদমস্তক জরিপ করে বললো, "রাতটা বুঝি ভালো যায় নি, ক্রিস্টিয়ান?"

"দেখো তোমার সাথে প্রেমলীলায় মাতার মতো মুডে নেই আমি।"

মনিকা বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করলো, "এত কি দরকার পড়লো যে আমাকে গাড়ি চালিয়ে এখানে আসতে হলো? এবং কেন বাবাকে ডাকলে না?"

সে মনিকাকে অ্যাবের ঘটনাবলী বিস্তারিত জানালো, বললো গ্রুমার ও সুজানকে পিছু ধাওয়া করার ঘটনা। শুধুমাত্র সুজানের সাথে শেষ মোলাকাতের ঘটনাটা বাদ দিলো সে, বললো, "সুজান আমি পৌছানোর আগেই চলে যায় কিন্তু সে অ্যাম্বার রুমের কথা উল্লেখ করেছিলো। বলছিলো, ঐ পাহাড়ের আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারেই হিটলার ১৯৪৫ সালে অ্যাম্বার প্যানেল লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

"তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছো?"

নোল সারাটা দিন ধরে এই কথা নিয়েই চিন্তা করছিলো। "হ্যা, করেছি।"

"কেন তুমি তার পিছু নিলে না?"

"এর প্রয়োজন বোধ করি নি। সে সোজা ক্যাসল লুকভে গিয়েছে।"

"কিভাবে বুঝলে?"

"অনেক বছর ধরেই তে তাকে চিনি আমি।"

"লোরিং গতকাল সকালে আবারো ফোন করেছিলো। বাবা তোমার কথা মতো তাকে বলেছেন যে তোমার কোন খবর পাওয়া যায় নি।"

"সেজন্যই সুজান এতো খোলামেলাভাবে স্টেডের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

মনিকা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলো। "কি করার কথা চিন্তা করছো তুমি?"

"আমি ক্যাসল লুকভে ঢোকার অনুমতি চাচ্ছি। লোরিংয়ের সংরক্ষিত সংগ্রহশালা ঘুরে দেখতে চাচ্ছি আমি।"

"তুমি তো জানো কথাটা শুনে বাবা কি বলতে পারে।"

হ্যা, নোল ভালোমতোই জানে। ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী কোন সদস্য অন্য সদস্যের

প্রাইভেসি লঙ্ঘন করতে পারেন না। এমনকি কোথা থেকে কোন লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে সেটা জানার অধিকারও কোন সদস্যের নেই। এই গোপনীয়তাই ক্লাবটাকে টিকিয়ে রেখেছে। সকল সদস্যের ব্যক্তিগত এস্টেটের পবিত্রতা রক্ষা করে চলা একটি দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, আর কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ করলে ক্লাব থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়া হবে তাকে।

"কি ব্যাপার? অনুমতি দেয়ার মতো নার্ভ নেই তোমার?" নোল জিজ্ঞেস করে বসলো।

"আমাকে কারণটা জানতে হবে, ক্রিস্টিয়ান।"

"এটা মোটেও সাধারণ কোন গুপ্তধন শিকারের অভিযান নয়। লোরিং ইতিমধ্যেই ক্লাবের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন সুজানকে দিয়ে আমাকে হত্যা চেষ্টার মধ্য দিয়ে। আমি এর কারণ জানতে চাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর উত্তর ক্যাসল লুকভে পাওয়া যাবে।"

নোল আশা করলো মনিকাকে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে সে। মনিকা অহংকারী ও উদ্ধত। বাবার রক্ষণশীল মনোভাব বেশিরভাগ সময় পছন্দ করে না সে। সেজন্যই তার কাছে নোল এ আবদার জানিয়েছে, মনিকা তাকে হতাশ করলো না।

"ঠিকই বলেছো তুমি। আমিও জানতে চাই ঐ কুত্তী ও বুড়োভামটার মতিগতি। বাবা মনে করেন যে আমরা সবকিছু কল্পনা করছি, হয়তোবা লোরিং ও আমাদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। তিনি লোরিংকে ফোন করে সবকিছু খুলে বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে ক্ষান্ত করেছি। আমি তোমার সাথে একমত। ঢুকো ক্যাসল লুকভে।"

"আমি আজই যাচ্ছি চেক রিপাবলিকে। এ সময় আমার সাথে কোন যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না। এমনকি ধরা খেলে সকল দোষ নিজের ঘাড়ে নিতেও রাজি আছি আমি। ধরা খেলে বলবো যে, নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি আমি এবং তুমি এ ব্যাপারে কিছুই জানো না।"

মনিকার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "কি মহৎ তোমার চিন্তাধারা ক্রিস্টিয়ান। এখন এদিকে এসে বিছানায় সঙ্গ দাও আমায়।"

পল দেখতে পেলেন ইন্সপেক্ট ফিটজ প্যানিককে গার্নির ডাইনিং রুমে ঢুকে সোজা তাদের টেবিলের দিকে আসতে। ইন্সপেক্টর বসে পল এবং রাচেলকে তার তদন্তের খবরাখবর জানালেন।

"আমরা সকল হোটেল চেক করে জেনেছি নোলের চেহারার সাথে মিলে এরকম একজন রাস্তার ঠিক অপর পাশে ক্রিস্টিনেনহফ নামক হোটেলে উঠেছিলো। আর সুজানের চেহারার সাথে মিলে এরকম একজন উঠেছিলো গ্যাবলারে।"

"আপনি কি নোল সম্পর্কে আরো কিছু জানতে পরেছেন?" পল প্রশ্ন করলেন।

প্যানিক তার মাথা নাড়ালেন। "দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নোল এখনও আমাদের কাছে

এক প্রহেলিকা। ইন্টারপোলের কাছে তার সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া কোন তথ্য উদ্ধারও সম্ভব নয়। নোলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, এমনকি এও জানি না সে কোথায় থাকে।"

"তার নিশ্চয়ই একটা পাসপোর্ট আছে," রাচেল বললেন।

"সম্ভবত বেশ কয়েকটা আছে এবং সবই বিভিন্ন নামে। নোলের মতো লোক কোন সরকারের কাছেই তার আসল পরিচয় জানাবে না।"

"আর মহিলাটা সম্পর্কে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা তার সর্ম্পকে আরো কম জানতে পেরেছি। চাপায়েভকে হত্যার জায়গায় কোন সূত্র রেখে যায় নি সে। চাপায়েভ মারা যান নয় মিলি মিটার গুলির আঘাতে, একদম ক্লোজ রেঞ্জ থেকে।"

পল এবর প্যানিককে জানালেন লুপ্ত সম্পদের উদ্ধারকারী নামক দলটি সম্পর্কে এবং নোল ও মহিলাটি সম্বন্ধে গ্রুমারের থিওরির কথাও বললেন।

"আমি এরকম কোন অর্গানাইজেশনের নাম কখনো শুনি নি, তবে তদন্ত করে দেখব। অবশ্য লোরিংয়ের নামটার সাথে আমি পরিচিত। তার ফ্যাক্টরি থেকেই ইউরোপের সবচেয়ে সেরা স্মল আর্মস উৎপন্ন হয়। তিনি একজন বড়ো মাপের স্টিল উৎপাদনকারীও। নিঃসন্দেহে, লোরিং পূর্ব ইউরোপের অগ্রগণ্য শিল্পপতিদের একজন।"

"আমরা আর্নস্ট লোরিংয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি," রাচেল বললেন।

প্যানিক তৎক্ষণাৎ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবং দেখা করার উদ্দেশ্যটা কি?"

রাচেল ইন্সপেক্টরকে ম্যাককয়ের বাহিনী শোনালেন, বললেন রাফাল ডলিনস্কি ও অ্যাম্বার রুমের কথা। "ম্যাককয় মনে করেন যে লোরিং অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে কিছু জানেন, হয়তোবা আরোও জানতে পারেন আমার বাবা, চাপায়েভ, এবং–"

"হের কাটলারের বাবা-মা সম্পর্কে?" প্যানিক জিজ্ঞেস করলেন।

"হয়তোবা," পল বললেন।

"মাফ করবেন আমায় কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় না পুরো ব্যাপারটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামলানো উচিত? কারণ, ঝুঁকির পরিমাণ তো দিনকে দিন বেড়েই চলছে।"

"জীবনটা ঝুঁকিতে পরিপূর্ণ," পল বললেন।

"কিন্তু এর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো নেয়ার যোগ্য। আর কিছু কিছু ঝুঁকি নেয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"আমাদের মনে হয় এটা নেয়ার যোগ্য," রাচেল বললেন।

"চেক পুলিশ খুব একটা সাহায্যপ্রবণ না," প্যানিক বললেন। "আমি ধরে নিচ্ছি যে আইন মন্ত্রণালয়ে লোরিংয়ের যথেষ্ট জানা শোনা আছে, এর ফলে তার বিরুদ্ধে যে কোন সরকারি তদন্ত চালানো দুরূহ হয়ে পড়বে। যদিওবা চেক রিপাবলিক আর কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নয়, তবুও অনেক গোপানীয়তা বিদ্যমান সেখানে। মাঝে মাঝে আমাদের অফিসিয়াল অনুরোধে তারা সাড়া দিতেও প্রচণ্ড বিলম্ব করে।"

"আপনি কি চান আপনার হয়ে আমরা সেখানে তদন্ত কাজ চালাই?" রাচেল

জিজ্ঞেস করলেন।

"চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছিলো। আপনারা ব্যক্তিগত মিশনে যাওয়া দুজন সাধারণ মানুষ। আপনারা যদি যথেষ্ট জেনে আসতে পারেন তাহলে আমার পক্ষে একটা অফিসিয়াল অ্যাকশন নেয়া সম্ভব হবে।"

পলকে বলতেই হলো, "আমার তো একটু আগে মনে হচ্ছিল আমরা অনেক বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি।"

প্যানিক ত্বরিৎ জবাবই দিলেন, "হ্যা, আপনারা তাই নিচ্ছেন, হের কাটলার।"

সুজান তার শোবার ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বিকেলের সূর্য তার গায়ে মৃদু উষ্ণ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। ক্যাসল লুকভে এসে অনেক নিরাপদ অনুভব করছে সে। একসময়কার বোহেমিয়ান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এস্টেটটি মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। এস্টেটটির চারপাশ জুড়ে গড়ে উঠেছে একটি সংরক্ষিত বন-হরিণ ও বন্য শূকরের অবাধ বিচরণভূমি।

সে মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত গাছের দিকে তাকালো, ভাবলো একসময়কার গ্রামগুলোর কথা। এখন গ্রামগুলো নেই, তবে এখানে সেখানে দুয়েকটি কটেজ ঠিকই অবশিষ্ট আছে। কটেজগুলোতে প্রজন্মান্তর ধরে লোরিংয়ের স্টাফরা বসবাস করে আসছে। পঞ্চাশ জনের মতো স্টাফ এস্টেটেই পরিবার নিয়ে বসবাস করছে, একসময় বড় হয়ে তাদের সন্তান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এস্টেটেই কাজ করা শুরু করে।

তার বাবা ছিলেন এরকমই একজন স্টাফ। নিবেদিতপ্রাণ এক আর্ট হিস্টোরিয়ান। তার জন্মের ঠিক এক বছর আগে তিনি আর্নস্ট লোরিংয়ের 'উদ্ধারকারী'-তে পরিণত হন। যখন তার বয়স মাত্র বছর তিনেক, তখন মা মারা যান। মা-ই কিন্তু লোরিংয়ের দুই ছেলেকে ছোটবেলায় পড়ালেখা শিখিয়েছেন। সুজান যখন কেবলমাত্র একজন টিনএজার তখন তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে যায়। পরবর্তীতে ক্যাসল লুকভে তারা আর খুব একটা ফিরে আসে নি। ক্লাবের কথা তারা দুজনেই কেউই জানে না। এই গুপ্ত কথাটি শুধুমাত্র লোরিং ও সুজানই জানে।

শিল্পের প্রতি সুজানের অনুরাগ তাকে লোরিংয়ের প্রিয়পাত্রে পরিণত করে। তার বাবাকে সমাহিত করার একদিন পরেই 'শিল্প উদ্ধারকারী' হওয়ার প্রস্তাব আসে লোরিংয়ের নিকট থেকে। প্রস্তাবটা প্রথমে শুনে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলো সে। কিন্তু লোরিংয়ের তার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ছিলো। কিন্তু এখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সুজান উপলব্ধি করলো যে গত কয়েকদিনে তার প্রচুর ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে। ক্রিস্টিয়ান নোল হালকাভাবে নেয়ার মতো মানুষ নয়। তাদের অনুসন্ধানও কখনও এই পর্যায়ে উপনীত হয় নি। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সে খুবই বিচলিত বোধ করছে, কিন্তু সেই সাথে সে এটার প্রয়োজনীয়তার কথাও জানে। তবুও এই ব্যাপারটা মিটমাট করা দরকার। লোরিংয়ের উচিত ফ্রাঞ্জ ফেলনারের সাথে কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেলো।

সুজান ব্যালকনি থেকে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা খুললো। এস্টেটের একজন গৃহপরিচালক তাকে জানালো যে লোরিং তার সাথে কথা বলার জন্য স্টাডিতে বসে অপেক্ষা করছেন।

ভালোই হলো, লোরিংয়ের সাথে তার নিজেরও কথা বলা প্রয়োজন।

স্টাডি ক্যাসল লুকভের নিচের তলায় অবস্থিত। এর দেয়ালে লাইন ধরে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন ধরণের পশুর শিং। সতেরো শতকের একটি অয়েল পেইন্টিং দেয়ালের বিশাল জায়গা দখল করে আছে। সুজান ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল লোরিং সোফায় আরাম করে বসে আছেন। "এদিকে আসো, বাছা আমার," চেক ভাষায় তার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন তিনি।

সুজান তার পাশে গিয়ে বসলো।

"তোমার রিপোর্টটা নিয়ে আমি অনেক ভাবলাম। ঠিকই বলেছো তুমি, ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা করা দরকার। নিশ্চিতভাবে স্টোডের ঐ গুহাটাই সেই জায়গা। আমি মনে করেছিলাম এটা আর কেউ খুঁজে পাবে না, কিন্তু খোঁজ মিলল শেষ পর্যন্ত।"

"আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?"

"মৃত্যুর পূর্বে অ্যাম্বার রুমের অবস্থান সম্পর্কে বাবা কয়েকটি কথা বলেছিলেন। স্টোডের এই গুহার সাথে পুরোপুরি মিলে যায় তার কথাগুলো। ট্রাক, মৃতদেহ, রুদ্ধ প্রবেশমুখ।"

"অ্যাম্বার রুম বের করার সমস্ত চিহ্ন রেখা আমি মুছে এসেছি," সুজান পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিলো।

"সত্যিই কি তাই, প্রিয়তমা?"

"গ্রুমার, বোরিয়া এবং চাপায়েভ–তিনজনই মৃত। কাটলাররা শিক্ষানবিস মাত্র। যদিওবা রাচেল কাটলার খনি বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন, কিন্তু তাতে কিইবা আসে যায়? তার বাবার চিঠিগুলো ছাড়া তিনি আর তেমন কিছুই জানেন না এবং সেই চিটিতেও যথেষ্ট তথ্য নেই। শুধুমাত্র কয়েকটা রেফারেন্স দেয়া হয়েছে মাত্র।"

"তুমি বলছিলে তার স্বামীপ্রবরও স্টোডে ম্যাককয়ের গ্রুপের সাথে যোগ দিয়েছে।"

"এতে তেমন কোন সমস্যা হবার কথা নয়। আনাড়িরা আর যাই হোক খুব বেশি এগুতে পারবে না।"

"ফেলনার, মনিকা ও ক্রিস্টিয়ান আনাড়ি নয়। আমার তো ভয় হচ্ছে যে, ওদের আগ্রহকে আমরা মনে হয় একটু বেশিই নাড়িয়ে দিয়েছি।"

সুজান গত কয়েকদিনের লোরিং-ফেলনারের ফোনালাপগুলোর কথা জানে। ফোনে ফেলনার অবশ্য নোলের কোন খবরাখবর জানেন না বলে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন।

"আমিও আপনার সাথে একমত। এই তিনজন অবশ্যই কোন না কোন পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কিন্তু আপনি তো মি: ফেলনারের সাথে সামনা-সামনি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারেন।"

"এই বয়সে এসে এসব ঝামেলা ভালো লাগে না, ড্রাহা। আমার হাতে তো সময় খুবই কম–"

"এই ধরণের কোন কথা আমি শুনতে চাই না," সুজান দ্রুত বলে উঠলো। "আপনার শরীর যথেষ্ট ভালো আছে, অনেক বছর বাঁচবেন আপনি।"

"আমার এখন সাতাত্তর বছর বয়স। একটু বাস্তববাদী হও।"

লোরিংয়ের এই মৃত্যুচিন্তা শুনে কিছুটা হলেও বিচলিত বোধ করলো সুজান। তার মা যখন মারা যান তখন তার বয়স খুবই কম। কাজেই প্রিয়জন হারানোর দুঃখ অত কম বয়সে বুঝতে পারে নি সে। কিন্তু বাবা হারানোর ক্ষত এখনও শুকায় নি তার, সেই দুঃসহ স্মৃতি এখনও জীবন্ত। এখন পিতৃসম আরেকজন ব্যক্তিকেও যদি হারাতে হয় তাহলে জীবন যাপন করাই হবে মুশকিল।

"আমার ছেলে দুটো খুবই ভালো। তারা পারিবারিক ব্যবসা সুন্দরভাবে সামলাচ্ছে। এবং যখন আমি মারা যাব, সবকিছুই তাদের হবে। এটা তাদের জন্মগত অধিকার।" লোরিং তার মুখোমুখি হয়ে বসলেন। "পয়সা বানাতে খুব বেশি প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। এই পরিবারই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমাদের ধন সম্পদের সিংহভাগই দুশ বছর আগে অর্জিত হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্ম স্রেফ ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে গেছে মাত্র।"

"আমার মনে হয় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে আপনার নিজের ও আপনার বাবার প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখছেন আপনি।"

"এমন একটা জায়গা থাকে যেখানে নিরাপদে টাকা বিনিয়োগ করা যায়। আমাদের জন্য সে জায়গাটা ছিলো আমেরিকা।" লোরিংয়ের গা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ ভেসে আসছে, সে গন্ধ যেনো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। "তবে শিল্প অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। মানুষের সাথে সাথে শিল্পও পরিবর্তিত হতে থাকে, প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খায়। পাঁচশো বছর আগেকার কোন এক মাস্টারপিসকে হয়তোবা আজ সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কিন্তু কোন কোন সৃষ্টি আবার হাজার হাজার বছর টিকে থাকতে পারে। আর এসব সৃষ্টিই আমাকে উত্তেজিত করে। তুমি আমার এই উত্তেজনা বুঝতে পারো। তুমি এ ধরনের শিল্পকর্মও পছন্দ করো। আর এভাবেই আমার জীবনে এক অনাবিল আনন্দ এনে দিয়েছো তুমি। যদিওবা তোমার ধমনীতে আমার রক্ত বইছে না, তবে আমার আত্মা ঠিকই বইছে। নিঃসন্দেহে সে বিবেচনায় তুমি আমার কন্যা।"

সুজানও সবসময় তা-ই ভেবে আসছে। লোরিংয়ের স্ত্রী প্রায় ২০ বছর আগে মারা গেছেন। আর তার ছেলেরা এস্টেট ছেড়ে চলে গেছে বছর দশেক আগে। শিল্প-কলা ও বাগানের পরিচর্যা করা ছাড়া আর খুব বেশি আনন্দ নেই লোরিংয়ের জীবনে। যদিও বা তিনি একজন বিলিয়নিয়ার। থাকেন দূর্গের মত এক প্রাসাদে, তবুও বুড়ো মানুষটির সত্যিকারের আপনজন বলতে কেবলমাত্র সুজানই আছে।

"আমি নিজেও সবসময় আপনাকে আমার বাবা হিসেবেই দেখে এসেছি।"

"আমি চাই আমার মৃত্যুর পরে যেনো তুমি ক্যাসল লুকভের মালিকানা পাও।"

সুজান নিশ্চুপ রইলো।

"আমি তোমাকে এস্টেটের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ১৫০ মিলিয়ন ইউরোও দিয়ে যাব, সেই সাথে আমার সমস্ত আর্ট কালেকশন। তাছাড়া আমি নির্দেশন দিয়ে রেখেছি যাতে আমার মৃত্যুর পর ক্লাবের সদস্যপদ তুমি পাও। ক্লাবে আমি আমার উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চাই। তুমি ছাড়া আর কেইবা হতে পারে এক্ষেত্রে?"

লোরিংয়ের কথাগুলো এক অন্যরকম অনুভূতির সৃষ্টি করলো সুজানের মনে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। "আপনার ছেলেদের কি হবে? তারাই তো আপনার আসল উত্তরাধিকারী।"

"আমার সম্পদের সিংহভাগ অংশই তো তারা পাবে। আমার অন্যান্য সম্পদের তুলনায় এই এস্টেট, আর্ট কালেকশন এবং ১৫০ মিলিয়ন ইউরো তো কিছুই না। আমি তাদের দুজনের সাথেই কথা বলেছি, কেউই কোন আপত্তি করে নি।"

"আমি বুঝতে পারছি না কি বলবো।"

"শুধুমাত্র এটা বলো যে, এই সমস্ত আর্ট কালেকশনের ভালোমতো যত্ন-আত্তি করে আমাকে গর্বিত করবে।"

"এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

লোরিং হেসে তার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। "তুমি সবসময়ই আমাকে গর্ব করার সুযোগ করে দিয়েছো।" তারপর থেমে কিছু সময় চিন্তা করলেন তিনি। "একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে আমাদের। যে জিনিসটা আমরা এত কষ্ট করে অর্জন করেছি তার নিরাপত্তার জন্য এই কাজটা 'আবশ্যক' হয়ে দেখা দিয়েছে।"

সুজান সাথে সাথে বুঝে ফেললো। সে সারাদিন ধরে এটার কথাই ভাবছিলো। তাদের সমস্যা মেটানোর জন্য এ কাজ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

লোরিং উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের কাছে গেলেন। তারপর শান্তভাবে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। বুর্গ হার্জের কানেকশন পাওয়ার পর তিনি বলে উঠলেন, "ফ্রাঞ্জ, তা কেমন কাটছে তোমার দিনকাল?"

লোরিং মুখ-চোখ শক্ত করে ফেলনারের জবাব শুনলেন। সুজান জানে, লোরিংয়ের জন্যে ব্যাপারটা বেশ কঠিন। কারণ, ফ্রাঞ্জ ফেলনার শুধুমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বীই নন একজন পুরনো বন্ধুও বটে। কিন্তু তবুও কাজটা করতে হবে।

"তোমার সাথে সামনাসামনি কথা বলা দরকার, ফ্রাঞ্জ। এটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ...না, তোমাকে নিয়ে আসার জন্য একটা প্লেন পাঠাচ্ছি আমি। দুঃখিত, এই মুহূর্তে রিপাবলিক ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক ঘণ্টার ভেতরেই তোমার ওখানে আমার জেট পৌছে যাবে, মাঝরাতের আগেই তুমি ফেরত আসতে পারবে ...হ্যা, দয়া করে মনিকাকেও নিয়ে এসো-ব্যাপারটার সাথে সে-ও জড়িত এবং ক্রিস্টিয়ানকেও নিয়ে এসো...ওহ্, এখনও তুমি তার কোন খবর জানো না? চিন্তার কথা। তোমার ল্যান্ডিং ফিল্ডে আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পৌছে যাবে। দেখা হবে, বন্ধু।"

লোরিং রিসিভার নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "বড়োই পরিতাপের বিষয়! ফ্রাঞ্জ এখনও 'না-জানার' অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।"

অধ্যায় ৫০

প্রাগ, চেক রিপাবলিক
সন্ধ্যা ৬:৫০

বাদামি-সোনালী কর্পোরেট জেটটি টারমাকে এসে থামলো। এয়ারপোর্টের কর্মীরা ওপেন হ্যাচের সাথে তড়িঘড়ি করে একটি ধাতব সিঁড়ি লাগিয়ে দিলো। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এই সিঁড়ি লাগানোর দৃশ্যটা দেখছিলেন লোরিং ও সুজান। সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে ফ্রাঞ্জ ফেলনারকে নামতে দেখা গেলো, তার পরনে কালো সুট ও টাই। তারপরেই মনিকা বেরিয়ে আসলো। সে সাদা টার্টলন্যাক, নীল ব্লেজার এবং আঁট-সাট জিনস পরে আছে। একদম 'টিপিক্যাল' সাজেই এসেছে সে, ভাবলো সুজান। যৌনতা ও বেপরোয়া চালচলনের অরুচিকর এক মিশ্রণ।

সুজানের চেয়ে তিন বছরের বড় মনিকা। সে ক্লাবের সমস্ত কাজে যোগ দেয়া শুরু করে দুবছর আগে থেকে। একসময় মনিকা তার বাবার স্থান দখল করবে এটা সহজেই অনুমেয়। জীবন তার জন্য কতই না আরামের! অথচ সুজানের জীবন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। লোরিংয়ের এস্টেটে বেড়ে উঠলেও সবকিছু অনেক কষ্ট করে অর্জন করতে হয়েছে তাকে। 'ক্যাসল লুকভ একসময় তার হবে'—একথা শোনার আগ পর্যন্ত সুজান কখনো কল্পনাও করে নি যে সে মনিকা ফেলনারের মতো জীবন-যাপন করতে পারবে। কিন্তু এটাই এখন বাস্তবতা। তারা যে খুব শীঘ্রই সমান-সমান হতে যাচ্ছে একথা শোনার পর মনিকার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, তা দেখার বড় ইচ্ছা সুজানের।

লোরিং এগিয়ে গিয়ে ফেলনারের সাথে হাত মেলালেন। তারপর, তিনি মনিকাকে জড়িয়ে ধরে, আলতোভাবে গালে চুমু দিলেন। সুজানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মাথাটা একটু নাড়ালেন ফেলনার।

লোরিংয়ের মার্সিডিজে চড়ে বেশ দ্রুতই তারা ক্যাসল লুকভে পৌছালেন। ডাইনিং হলে ততক্ষণে ডিনার দেয়া হয়ে গেছে। খাবার পরিবেশনের সময় ফেলনার জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "কি এতো প্রয়োজন দেখা দিলো যে আজ সন্ধ্যাতেই এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হলো, আর্নস্ট?"

সুজান লক্ষ্য করছিলো যে এতো সময় ধরে লোরিং বন্ধুভাবাপন্ন স্বরে হালকা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে। ফেলনারের প্রশ্নটি শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লোরিং। "ব্যাপারটা ক্রিস্টিয়ান এবং সুজান'কে নিয়ে।"

মনিকা তৎক্ষণাৎ সুজানের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। দৃষ্টিটার সাথে অবশ্য সুজান আগে থেকেই পরিচিত এবং অন্তর থেকেই ঘৃণা করে তা।

"আমি জানি," লোরিং বললেন, "খনি বিস্ফোরণের হাত থেকে ক্রিস্টিয়ান বেঁচে যায়। আমি নিশ্চিত তুমি ভালোভাবেই জানো, সুজানই এই বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছে।"

ফেলনার হাত থেকে ছুরি ও ফর্ক টেবিলে নামিয়ে রেখে তার আমন্ত্রণদাতার উদ্দেশ্যে তাকালেন। "হ্যা, খবরগুলো আমি জানি।"

"কিন্তু তবুও গত দুদিন ধরে তুমি আমাকে বলে গেলে যে ক্রিস্টিয়ানের কোন খবরই তুমি জানো না।"

"দেখো, কথাটা জানাতে আমি মোটেও বাধ্য নই। তাছাড়া আমি বারবার ভাবছিলাম, এ ব্যপারে তোমার এত আগ্রহ কেন?" ফেলনারের গলার স্বর কিছুটা কর্কশ হয়ে উঠলো।

"আমি জানি দুসপ্তাহ আগে ক্রিস্টিয়ান সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়েছিলো। সেখান থেকেই পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়।"

"আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি পিটার্সবার্গের ঐ কেরাণিটাকে পয়সা খাইয়েছেন," মনিকার কণ্ঠস্বর তার বাবার চেয়েও রুঢ় শোনালো।

"আবারো জিজ্ঞেস করছি, আর্নস্ট, আমাদেরকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যটা কি?" ফেলনার জিজ্ঞেস করলেন।

"অ্যাম্বার রুম," শান্তস্বরে জবাব দিলেন লোরিং।

"সেটার আবার কি হলো?"

"আগে ডিনার শেষ করো। তারপর কথা বলা যাবে।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি মোটেও ক্ষুধার্ত নই। তুমি আমার সাথে কথা বলার জন্য এই স্বল্প সময়ের নোটিসে তিনশো কিলোমিটার পথ উড়িয়ে নিয়ে আসলে, চলো তাহলে কথাই বলা যাক।"

লোরিং ন্যাপকিন ভাঁজ করে রাখলেন। "ঠিক আছে, ফ্রাঞ্জ। তুমি এবং মনিকা আমার সাথে আসো।"

লোরিং তার অতিথিদের ক্যাসলের গোলক ধাঁধাময় নীচ তলায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, তার পিছু পিছু সুজানও আসছে। প্রশস্ত করিডরের পাশের ঘরগুলিতে থরে থরে সাজানো আছে হরেক রকম শিল্প-কর্ম ও অ্যাটিক দ্রব্যাদি।

"আমি আমাদের ক্লাবের একটা পবিত্র নিয়ম ভাঙতে যাচ্ছি," লোরিং বললেন। "বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে আমার প্রাইভেট কালেকশন দেখাতে চাচ্ছি আমি।"

"এর কি কোন দরকার আছে?" ফেলনার প্রশ্ন করলেন।

"হ্যা, অবশ্যই দরকার আছে।"

তারা লোরিংয়ের স্টাডিকে পাশ কাটিয়ে একটা লম্বা হলঘরের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলেন। এর শেষপ্রান্তের ঘরটিতে ঢুকলেন তারা। আয়তাকার ঘরটির সিলিং বিভিন্ন রাশির ম্যুরালে পরিপূর্ণ। সতেরো শতকিয় ওয়ালনাট কাঠের ডিসপ্লে কেস দেয়াল জুড়ে লাইন ধরে সাজিয়ে রাখা। ডিসপ্লে কেসের গ্লাসের খোপগুলোতে রাখা ষোল ও সতেরো শতকিয় চীনামাটির বাসনকোসন। ফেলনার ও মনিকা বিমুগ্ধ নয়নে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

"রোমানেস্ক রুম," লোরিং বললেন। "আমি ঠিক জানি না তোমরা আগে এখানে

এসেছিলে কিনা।"

"আমি আসি নি," ফেলনার বললেন।

"আমিও না," মনিকার ত্বরিৎ জবাব।

"আমি বেশিরভাগ মূল্যবান গ্লাসই এই রুমটাতে রাখি।" তিনি একটি ফ্লোর-গ্লেটের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। "জিনিসটা ভেতরের বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে। আমি নিশ্চিত তুমিও এ জিনিস ব্যবহার করো।"

ফেলনার সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন।

"সুজান–", লোরিং বললেন।

সুজান একটি কাঠের কেসের সামনে এগিয়ে গিয়ে নীচু স্বরে বলে উঠলো, "একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা জন্ম দেয় একটি সাধারণ বিভ্রান্তির।" ক্যাবিনেট ও পাথুরে দেয়ালের একটা অংশ ঘুরে গেলে একটা পথের সন্ধান পাওয়া গেলো।

"আমার বা সুজানের কণ্ঠস্বর শুনলে তবেই এটা চালু হয়। আমার স্টাফের কয়েকজন অবশ্য এই ঘর সম্পর্কে জানে। সময়-সময় ঘরটাকে তো পরিস্কারও রাখতে হয়। তবে আমার লোকেরা একদম বিশ্বস্ত এবং এস্টেটের বাইরে কারো সাথে এ বিষয়ে আলাপ করে না। নিরাপদ থাকার জন্য অবশ্য আমরা সপ্তাহান্তে পাসওয়ার্ড পাল্টাই।"

"এই সপ্তাহের পাসওয়ার্ডটা বেশ মজার," ফেলনার বললেন। "কাফকা, খুব সম্ভবত। এ কমন কনফ্যুশন এর প্রথম লাইন। দারুণ সঙ্গতিপূর্ণ!"

লোরিং হেসে উঠলেন। "বোহেমিয়ান লেখকদের প্রতি আমাদের কিছুটা বিশ্বস্ত তো অবশ্যই থাকা উচিত।"

সুজান সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে ফেলনার এবং মনিকাকে প্রথমে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিলো। মনিকা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আবারও এক চরম বিরক্তিসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে গেলো। তারপর, লোরিং ভেতরে ঢুকলে, সুজানও তার পিছু পিছু ঢুকলো। বিশাল চেম্বারটি পরিপূর্ণ প্রচুর ডিসপ্লে কেস, পেইন্টিং ও ট্যাপেস্ট্রি-তে।

"আমি নিশ্চিত তোমারও এরকম চেম্বার আছে," লোরিং ফেলনারের উদ্দেশ্যে বললেন। "গত দুশ বছর ধরে এসব কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে।"

ফেলনার এবং মনিকা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। "অপূর্ব," ফেলনার বললেন। "এর মধ্যে কয়েকটা তো তুমি ক্লাবে উন্মোচন করেছিলে। কিন্তু, আর্নস্ট, এ জিনিসটার কথা তো তুমি কখনো বলো নি।" ফেলনার একটি গ্লাস কেসের ভিতরে সংরক্ষিত একটি কৃষ্ণকায় খুলির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। "পিকিং ম্যান?"

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকেই এ জিনিসটা আমাদের পরিবারের সাথে আছে।"

"আমার যতদূর মনে পড়ে, এটা চায়নাতে হারিয়ে যায়। সে সময় এটা আমেরিকায় স্থানান্তরিত হচ্ছিল।"

লোরিং মাথা নাড়লেন। "আব্বা এক চোরের কাছ থেকে জিনিসটা কিনে নেন। সে

আবার ওখানকার ম্যারিনদের নিকট থেকে এটা চুরি করেছিলো।"

"বিস্ময়কর। চাইনিজ ও আমেরিকানরা এটা ফিরে পাবার জন্য খুন-খারাবি করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু তারা কি আর জানে যে এটা এখন বোহেমিয়ায় অবস্থান করছে। আমর এক অদ্ভুত সময়ে বাস করি, তাই না?"

"আসলেই তাই, বন্ধু। আসলেই তাই।" লোরিং লম্বা চেম্বারটির শেষ প্রান্তে অবস্থিত একজোড়া দরজা ইঙ্গিতে দেখালেন। "ওদিকে, ফ্রাঞ্জ।"

ফেলনার একজোড়া এনামেলের দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন। মনিকা তার বাবার পিছু পিছু চললো।

"যাও, দরজাগুলো খুলো," লোরিং বললেন।

ফেলনার দরজার ব্র্যাস হ্যান্ডেল ধরে মোচড় দিয়ে খুলে ফেললেন।

"হে ইশ্বর," উজ্জ্বল আলোয় প্রজ্জ্বলিত চেম্বারের ভেতরে ঢুকে বলে উঠলেন তিনি।

ঘরটা চর্তুভূজাকৃতির, এর সুউচ্চ ছাদ পরিপূর্ণ রং বেরংয়ের ম্যুরালে। ঘরটির চারদেয়াল জুড়ে আছে মোজাইক আকৃতির হুইস্কি-রংয়ের অ্যাম্বার। প্রত্যেকটা প্যানেলের মাঝখানে আয়নার চতুষ্কোণ স্তম্ভ। চারদেয়াল অ্যামবারে নির্মিত টিউলিপ, গোলাপ, দেহাকৃতি, সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক, ফুল, মনোগ্রাম, স্ক্রলওয়ার্ক এবং পুষ্পাঞ্জলীতে পরিপূর্ণ। রাশিয়ান জারদের প্রতীক দুই মাথা ওয়ালা ঈগলের খোদিত ছবিও বেশ কয়েকটি প্যানেলে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো বেশ কিছু গিল্টি-করা ছাঁচ দেয়ালে ও দরজায় পরিলক্ষিত। অ্যাম্বারে খোদিত দেবদূত ও নারীদেহের ছবি উপরের প্যানেল ছাড়াও ছড়িয়ে আছে দরজা ও জানালায়। চুতষ্কোণ স্তম্ভগুলো হতে বেরিয়ে এসেছে গিল্টি করা বাল্বের হ্যান্ডেল, যার প্রত্যেকটিতে জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি। ঘরটার মেঝে নির্মিত ঝকঝকে নকাশ কাটা কাঠের পাটাতনে। এর কাঠের কাজগুলো অ্যাম্বারের দেয়ালের মতই জটিল ও সুষমামন্ডিত।

লোরিং ভেতরে ঢুকলেন। "ক্যাথেরিন প্যালেসে আগে যে রকম ছিলো ঠিক সেভাবেই রাখা হয়েছে ঘরটাকে। দশ মিটার প্রশস্ত এবং মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা সাড়ে সাত মিটার।"

অ্যাম্বার রুম আবিষ্কারের ধাক্কা মোটামুটি ভালোভাবেই সামলে নিয়েছে মনিকা। "এই জন্যই কি ক্রিস্টিয়ানের সাথে এরকম লুকোচুরি খেলা হচ্ছে?"

"তুমি বেশ ভালোই ধারণা করেছো। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্যটা গোপন রাখা হয়েছে। আমি কখনোই পুরো ব্যাপারটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতে পারি না, কারণ এতে করে রাশিয়ান বা জার্মানদের নিকট পড়ে যাবার ঝুঁকি রয়েছে। অ্যাম্বার রুম আমার জিম্মায় আছে- এ কথাটা জানলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা নিশ্চয় আর বলার দরকার নেই।"

ফেলনার ঘরটার কোণার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে দুটা প্যানেলের মাঝখানে একটি চমৎকার অ্যাম্বারের টেবিল রাখা। তারপর তিনি ফ্লোরেন্টাইন মোজাইকগুলোর নকশা দেখতে লাগলেন।

"আমি কখনোই গল্পগুলো বিশ্বাস করি নি। একজন তো কসম কেটে বলেছিলো নাৎসিরা ক্যাথেরিন প্যালেসে আসার আগেই নাকি মোজাইকগুলো লুকিয়ে ফেলেছিলো সোভিয়েতরা। আরেকটা গল্পও শোনা গিয়েছিলো যে ১৯৪৫ সালে ব্যাপক বোমা-বর্ষণের ফলে কোনিংসবার্গ প্যালেস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে মোজাইকের টুকরো টাকরার সন্ধান পাওয়া যায়।"

"প্রথম গল্পটা মিথ্যা। সোভিয়েতরা মোজইকগুলো নাৎসিদের নিকট থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটা সত্য। এটা ছিলো হিটলার কর্তৃক সৃষ্ট এক বিভ্রান্তি।"

"তার মানে?"

"হিটলার জানতেন যে গোয়েরিং অ্যাম্বার প্যানেলগুলো চান। তিন গোয়েরিংয়ের প্রতি এরিক কোচের আনুগত্যের কথাও জানতেন। সেজন্যই ফুয়েরার ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন অ্যাম্বার প্যানেলগুলো কোনিংসবার্গ থেকে সরিয়ে ফেলতে। তিনি সেজন্য একটি স্পেশাল এসএস ফোর্সও পাঠিয়ে দেন তদারকির জন্য যাতে গোয়েরিং ব্যাপারটায় নাক গলাতে না পারেন। এমনই অদ্ভুত সম্পর্ক ছিলো হিটলার ও গোয়েরিংয়ের মধ্যে। কেউ কাউকে একবিন্দু বিশ্বাস করতেন না কিন্তু তবুও পরস্পরের উপর নির্ভর করতেন। শুধুমাত্র যুদ্ধের শেষপর্যায়ে, বোরম্যানের কথা শুনে হিটলার গোয়েরিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।"

মনিকা মেঝে থেকে দেয়ালের মাঝ বরাবর অবধি বিস্তৃত তিনটি জানালার দিকে এগিয়ে গেলো। জানালার ওপাশ থেকে আলো আসছে এবং বাইরের বাগানের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে।

মনিকার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন লোরিং।

"এই ঘরটা পাথুরে দেয়ালে একদম আবদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে, বাইরে থেকে এর অস্তিত্বও বুঝা সম্ভব নয়। আমি ম্যুরাল আঁকানোর ব্যবস্থা করেছি এবং আলোটা এমন সুন্দরভাবে ফেলার ব্যবস্থা করেছি যাতে বাগানের এই বিভ্রান্তিটা সৃষ্টি করা যায়। ক্যাথেরিন প্যালেসের অরিজিনাল ঘরটা ছিলো বাগান অভিমুখী, তাই আমার এই কৃত্রিম ব্যবস্থা।" মনিকার কাছে এগিয়ে গেলেন লোরিং। "গেটের যে লোহার কারুকাজ দেখতে পাচ্ছো তা কিন্তু একদম আসলটার মতই রাখা হয়েছে। অপূর্ব, তাই না?"

"আসলেই তাই।" মনিকা অ্যাম্বার রুমের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"আপনি প্যানেলগুলো এত নিখুঁতভাবে পুণরায় বানালেন কিভাবে? আমি গত গ্রীষ্মে সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়েছিলাম, ক্যাথেরিন প্যালেস ঘুরেও দেখেছি। অ্যাম্বার রুম পুণঃস্থাপনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। তারা নতুন করে অনেক প্যানেল লাগিয়েছে, দরজা জানালা লাগিয়েছে। নিঃসন্দেহে খুব ভালো কাজ হয়েছে, কিন্তু আপনারটার মতো এত সুন্দর নয়।"

লোরিং ঘরটির মাঝখানে ফিরে আসলেন। "ব্যাখ্যাটা খুবই সহজ, প্রিয়তমা। এ রুমটার বেশিরভাগ জিনিসই আসল, রিপ্রোডাকশন নয়। তুমি কি এর ইতিহাস জানো?"

"কিছুটা, " মনিকা জবাব দিলো।

"তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ১৯৪১ সালে নাৎসিরা যখন প্যানেলগুলো লুট করে তখন এগুলো ছিলো শোচনীয় অবস্থায়। আসল প্রুশিয়ান শিল্পীরা অ্যাম্বারগুলোকে এক ধরণের মোম ও গাছের রসের সাহায্যে ওক কাঠের সাথে যুক্ত করে রাখে। এভাবে অ্যাম্বার অক্ষত রাখাকে সহজেই তুলনা করা যায় দুশ বছর ধরে গ্লাস ভর্তি পানি অক্ষত রাখার সাথে। তুমি যতই সতর্ক থাকো না কেন একসময় না একসময় হয় গ্লাস থেকে পানি পড়ে যাবে অথবা কাল পরিক্রমায় স্রেফ বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবে। একই জিনিস ঘটেছে এখানে। দুশ বছরের বেশি সময় ধরে ওক কাঠ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সংকুচিত হয়েছে; কয়েক জায়গায় পচনও ধরেছে। মোমের গাঁথুনি ভেঙে যাওয়ায়, বেশ কয়েক খণ্ড অ্যাম্বার খসে পড়ে। নাৎসিরা যখন লুট করতে আসে ততদিনে প্রায় ৩০ ভাগ অ্যাম্বারই খোয়া গেছে। লুট করার সময় আরো ১০ ভাগ হারিয়ে যায়। আব্বা যখন প্যানেলগুলো খুঁজে পান, তখন এগুলোর অবস্থা ছিলো বেশ খারাপ।"

"আমার সবসময়ই মনে হত, জোসেফ যা স্বীকার করতো তা'র চেয়ে অনেক বেশি জানতো," ফেলনার বললেন।

"অ্যাম্বার প্যানেলগুলোর এই হতশ্রী অবস্থা দেখে আব্বা কিন্তু খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। রাশিয়ান বিপ্লবের আগে, ক্যাথেরিন প্যালেসে সংরক্ষিত অ্যাম্বার রুমের সেই শৈল্পিক সুষমা তখনো তো তার চোখে লেগে ছিলো; তাই তিনি ঠিক মেলাতে পায়ছিলেন না।"

"স্টোডের ঐ গুহাটাতেই তো অ্যাম্বার রুমের হদিস মেলে, তাই না?" মনিকা জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক ধরেছো। এ তিনটি জার্মান ট্রাকেই ক্রেটগুলো রাখা ছিলো। আব্বা ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মকালে ওগুলো খুঁজে পান।"

"কিন্তু কিভাবে?" ফেলনার জিজ্ঞেস করলেন। "রাশিয়ানরা তো কুত্তা-পাগল হয়ে অ্যাম্বার রুম খুঁজেছিলো। সবার কাঙ্খিত বস্তু ছিলো অ্যাম্বার রুম এবং কেউই বিশ্বাস করে নি, ওটা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া, জোসেফ তো কমিউনিস্টদের বশীভূত ছিলো। কিভাবে সে অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করলো? এবং এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে কিভাবে সে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিলো?"

"আব্বা এরিক কোচের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কোচ আব্বাকে বলেন যে, সোভিয়েত রেডআর্মি আসার আগেই প্যানেলগুলো সরাতে চাচ্ছেন হিটলার। কোচ গোয়েরিংয়ের প্রতিও বিশ্বস্ত ছিলেন, তবে তিনি এত বোকাও ছিলেন না। তাই হিটলার যখন প্যানেল স্থানান্তরের নির্দেশ দেন তখন তিনি সাথে সাথে তা পালন করেন, কিন্তু গোয়েরিংকে প্রাথমিকভাবে কিছুই বলেননি। প্যানেলগুলোকে তড়িঘড়ি করে হার্জ পর্বতাঞ্চলেই লুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত গোয়েরিংকে কোচ সব কিছু খুলে বলেন, কিন্তু এমনকি কোচও জানতেন না হার্জ পার্বত্য অঞ্চলের ঠিক কোথায় অ্যাম্বার রুম লুকানো হয়েছে। স্থানান্তরের কাজে নিয়োজিত চারজন সৈন্যকে খুঁজে বের করেন গোয়েরিং।

গুজব আছে যে, তিনি তাদের উপর অত্যাচার চালান, কিন্তু তবুও তারা মুখ খোলেনি।" লোরিং তার মাথা নাড়ালেন। "যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গোয়েরিং প্রায় উন্মাদে পরিণত হয়েছিলেন। কোচ তো ওর ভয়ে আধমরা হয়ে থাকতেন। গোয়েরিংকে ঠাণ্ডা করার জন্যই অ্যাম্বার রুম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী ছড়িয়েছিলেন তিনি।"

"কোনিংসবার্গে বোমাবর্ষণের ফলে সব অ্যাম্বার পুড়ে ধ্বংস হয় গেছে, এরকম গল্প আমি কখনোই বিশ্বাস করি নি," ফেলনার বললেন। "সেরকম হলে তো পুরো শহর ধূপের গন্ধে ভরে যেত।"

লোরিং মুখ টিপে হেসে উঠলেন। "ঠিক কথা। আমি কখনোই বুঝতে পারি নি কেন কেউ এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো না। বোমা বর্ষণের রিপোর্টে কখনো কোন প্রকার গন্ধের কথা উল্লেখ ছিলো না। একবার কল্পনা করে দেখো, বিশ টন অ্যাম্বার ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হচ্ছে! মাইলের পর মাইল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার কথা আর বেশ কয়েকদিন ধরেই এ গন্ধ থাকার কথা।"

মনিকা দেয়ালে মৃদুভাবে হাত বুলাতে লাগলো। "মোটেও শীতল নয়, বেশ উষ্ণ। এবং আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক কালো। নিশ্চিতভাবে, ক্যাথেরিন প্যালেসের পুনঃস্থাপিত প্যানেলগুলোর চেয়ে কালো।"

"সময়ের সাথে সাথে অ্যাম্বার কৃষ্ণকায় হতে থাকে," তার বাবা জবাব দিলেন। "আঠারো শতকের অ্যাম্বার রুম আজকের অ্যাম্বার রুমের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হতো।"

লোরিং মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। "যদিও প্যানেলের এই খণ্ডাংশগুলো মিলিয়ন বছরের পুরনো, তবুও কিন্তু এগুলো ক্রিস্টালের মতো ভঙ্গুর। এই ব্যাপারটা অ্যাম্বারকে আরো বিস্ময়কর করে তুলেছে।"

"মনে হয় যেনো সূর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু কোন উত্তাপ নেই, স্রেফ ঝলমলে আলো," ফেলনার বলে উঠলেন।

"আসলটার মতোই, এখানকার অ্যাম্বারগুলো বসানো হয়েছে রূপালী ধাতুর উপর। আলো সেখান থেকেই প্রতিফলিত হয়ে আসে।"

"আসলটার মতো বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছো?" ফেলনার প্রশ্ন করলেন।

"আগেই উল্লেখ করেছি, হতশ্রী চেহারার অ্যাম্বার প্যানেলগুলো দেখে আব্বা খুব হতাশ হয়ে পড়েন। ওক কাঠে পচন ধরেছে, অ্যাম্বারের বেশিরভাগ খণ্ডাংশই খসে পড়ে গেছে-এই ছিলো সার্বিক অবস্থা। তিনি খুব সাবধানে সবকিছু উদ্ধার করলেন। তারপর যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়কার, সোভিয়েতদের তোলা, অ্যাম্বার রুমের ছবি সংগ্রহ করলেন তিনি। প্যানেলগুলো পুণঃনির্মানের জন্য আব্বা ঐ ছবিগুলোর সাহায্য নিয়েছেন। ক্যাথেরিন প্যালেসের পুণঃস্থাপিত অ্যাম্বার রুমের সাথে এটার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে আসল অ্যাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।"

"আপনার বাবা ঐ কারিগরদের কোথায় খুঁজে পেলেন?" মনিকা জিজ্ঞেস করলো। "যুদ্ধের সময় তো বেশিরভাগ খ্যাতিমান কারিগরই মারা যান।"

লোরিং মাথা নাড়লেন। "কোচের বদৌলতে কয়েকজন বেঁচে যায়। গোয়েরিং

আসল অ্যাম্বার রুমের মতো করে একটি ঘর বানাতে চাচ্ছিলেন এবং সেজন্য তিনি কোচকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যাতে সমস্ত কারিগরদেরকে জেলে আটক করে রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে আব্বা এদের খুঁজে বের করতে সমর্থ হন। তখন তিনি তাদেরকে অ্যাম্বার রুম পুর্ননির্মানের বিনিময়ে উন্নত জীবন যাপন নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেন। অনেকেই তার এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে এখানে বসবাস করতে শুরু করে দেয় এবং ধীরে ধীরে এ মাস্টারপিস বানায়। তাদের উত্তরসূরীরা এখনও এখানে বাস করে ঘরটার রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

"এটা তো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, তাই না?" ফেলনার প্রশ্ন করলেন।

"মোটেও না। এই লোকগুলো খুবই বিশ্বস্ত। তাছাড়া এস্টেটের বাইরে চেকোস্লোভাকিয়া'র জীবন খুব কঠিন ও নিষ্ঠুর। এস্টেটের ভেতরে এই আরামদায়ক জীবনের জন্য তাই তারা আমাদের নিকট প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ। এর বিনিময়ে তারা গোপনীয়তা রক্ষা করে।"

ফেলনার ইঙ্গিতে দেয়ালগুলো দেখিয়ে বললেন, "পুরো জিনিসটা বানাতে তো অনেক টাকা খরচ হওয়ার কথা।"

লোরিং মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "খসে পড়া কয়েক খণ্ড অ্যাম্বার প্রতিস্থাপনের জন্য আব্বা খোলা বাজার থেকে চড়া দামে নতুন অ্যাম্বার কেনেন। পুর্ননির্মাণের সময় তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যও নেন। আর্দ্রতা নিরোধক ব্যবস্থা কিন্তু অ্যাম্বার ও কাঠে সংযুক্ত করে দেয়া। কাজেই অ্যাম্বার রুম শুধুমাত্র পুনঃস্থাপিতই হয় নি, টিকবেও অনেকদিন।"

সুজান দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে ফেলনারকে লক্ষ্য করছিলো। বৃদ্ধ জার্মানটি সবকিছু দেখে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছে! অবশ্য হওয়ারই কথা। লোরিং যখন তাকে প্রথম এটা দেখান তখন তারও একই অবস্থা হয়েছিলো।

ফেলনার হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "দরজাগুলার ওপাশে কি?"

"আমার অন্যান্য কালেকশন দরজার ওপাশে রাখা।"

"তা কত বছর হলো রুমটা বানিয়েছো?" ফেলনার প্রশ্ন করলেন।

"৫০ বছরের মতো।"

"আপনি যে এত বছর ধরে ব্যাপারটা ধামচাপা দিয় রেখেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর," মনিকা বললো। "সোভিয়েতদের বোকা বানানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়।"

"আব্বা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, সোভিয়েত ও জার্মান-দুপাশের সাথেই ভালো সম্পর্ক বজায় রাখেন। চেকোস্লোভাকিয়া দিয়ে নাৎসিরা তাদের লুট করা সোন-দানা সুইজারল্যান্ডে পাঠাতো। আমার পরিবার এই রকম অনেক স্থানান্তরের কাজে সাহায্য করে। যুদ্ধের পরে, সোভিয়েতদেরও একই ভাবে সাহায্য করি আমরা। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা আমরা পাই।"

ফেলনারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারছি।"

সুজান দেখতে পেল ফেলনার ও মনিকাকে, দেয়াল ঘেষে দাঁড় করানো বুক সমান

উঁচু, ডিসপ্লে কেসের দিকে এগিয়ে যেতে। কেসটির ভিতরে নানা ধরনের জিনিস রাখা। গুটিসহ একটি সতেরো শতকের দাবার বোর্ড, আঠারো শতকের সামোভার ও ফ্লাক্স, টয়লেট কেস, চামচ, মেডেল এবং গয়নার বাক্স। সবকিছু অ্যাম্বারে খোদিত।

"জিনিসগুলো দারুণ দেখতে," মনিকা বলে উঠলো।

"এর বেশিরভাগই সুজান ও তার বাবা সংগ্রহ করেছে। যুদ্ধের সময় লুট করা হয়েছিলো, তাই সবাইকে দেখাই না।" সুজানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন লোরিং। তারপর তিনি আবারো তার অতিথিদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

"চলো, আমার স্টাডিতে বসে বাকি আলাপ করা যাবে।"

অধ্যায় ৫১

মনিকা, ফেলনার এবং লোরিংয়ের নিকট থেকে একটু দূরে বসলো সুজান। একটু আগেই একজন স্টুয়ার্ড কফি, ব্রান্ডি ও কেক পরিবেশন করে গেছে।

"আমি সবসময়ই ভেবে অবাক হয়েছি কিভাবে জোসেফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এত সুনিপুণভাবে অতিক্রম করলো," ফেলনার বললেন।

"আব্বা নাৎসিদের ঘৃণা করতেন," লোরিং জবাবে বললেন। "যদিও আব্বার কলকারখানা ও ফ্যাক্টরিগুলো নাৎসিদের অধীনে ছিলো কিন্তু এটা বেশ সহজই ছিলো তাদেরকে দুর্বল ধাতু বা মরচে ধরা গুলি গছিয়ে দেয়া। কিন্তু এটা ছিলো খুবই বিপজ্জনক একটি খেলা যেহেতু নাৎসিরা মানের বিষয়ে বেশ বাতিকগ্রস্ত ছিলো। তবে কোচের সাথে সম্পর্ক আব্বাকে অনেক সাহায্য করেছে। তাই তাকে কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি। আব্বা জানতেন জার্মানরা যুদ্ধের জয়ী হতে পারবে না এবং তিনি এও বুঝতে পারছিলেন যে পূর্ব ইউরোপ দখল করে নেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাই তিনি পুরোটা সময় ধরে সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্সের সাথে কাজ করে গেছেন।"

"আমি কখনোই বুঝতে পারি নি," ফেলনার বললেন।

"তিনি ছিলেন একজন বোহেমিয়ান দেশপ্রেমিক। তার মতো করে কাজ করে গেছেন তিনি। যুদ্ধের পর সোভিয়েতরা আব্বার প্রতি ছিলো প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ। তাকে দরকারও ছিলো সোভিয়েতদের, তাই তারা কখনো আব্বাকে ঘাঁটায় নি। আমি এই সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হই। ১৯৪৫ পরবর্তী সকল চেকোস্লোভাকিয়ান সরকারের সাথেই আমাদের পরিবারের ভালো খাতির ছিলো।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর লোরিং বললেন, "স্টোডের গুহায় আবিষ্কৃত কঙ্কালের ব্যাপারে ক্রিস্টিয়ান রিপোর্ট করেছে, তাই না?"

ফেলনার মাথা নেড়ে হ্যা বললেন।

"তারা সাইটে কাজ করতো। তখন অবশ্য বিশাল শাফট ছিলো আর শুধুমাত্র বাইরের প্রবেশমুখটা ছিলো বন্ধ। আব্বা প্রবেশমুখটা খুঁজে পেয়ে মানুষ উপযোগী করে তোলেন এবং অ্যাম্বার প্যানেলগুলোকে সরান। তারপর শ্রমিকদের মৃতদেহ সুদ্ধ চেম্বারটি ডিনামাইট মেরে বন্ধ করে দেন।"

"জোসেফই তাদেরকে হত্যা করেছিলো?"

"নিজ হাতে। যখন তারা ঘুমাচ্ছিল।"

"এরপর থেকে আপনারা একের পর এক মানুষ খুন করে যাচ্ছেন," মনিকা বলে উঠলো।

লোরিং মনিকার দিকে তাকালেন। "আমাদের উদ্ধারকারীরা সবসময় নিশ্চিত করতে চেয়েছে যাতে গোপনীয়তাটা অক্ষুন্ন থাকে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে অ্যাম্বার

রুম খোঁজার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ ও সংকল্প আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। অনেকেই একদম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো অ্যাম্বার প্যানেল খুঁজে বের করতে। তাই আমরা উল্টাপাল্টা তথ্য ও গুজব ছাড়াতাম যাতে এসব অত্যুৎসাহী অনুসন্ধানকারীরা কখনও সত্যের নাগাল না পায়। তোমার হয়তো মনে আছে কয়েক বছর আগে রেবোচায়া ট্রিবুনা-তে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিলো। ওখানে দাবি করা হয়েছিলো যে সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স নাকি পূর্ব জার্মানির একটা খনিতে অ্যাম্বার প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। জায়গাটা বার্লিন থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূব দিকে অবস্থিত।"

"আমার কাছে আর্টিকেলটা আছে," ফেলনার জবাবে বললেন।

"পুরোটাই ভুয়া। সুজান এই ভূয়া খবরটা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলো। আমরা আশা করছিলাম যে মানুষ এ ধরণের পরস্পর বিরোধী তথ্য শুনে অ্যাম্বার রুমের মায়া ছেড়ে দেবে।"

ফেলনার মাথা নাড়লেন। "কিন্তু অ্যাম্বার রুমের মায়া ছাড়া কি এতই সোজা?"

"আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আমি মাঝে মাঝে অ্যাম্বার রুমে বসে স্রেফ তাকিয়ে থাকি এবং এভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। অ্যাম্বার যেনো অনেকটা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে।"

"অ্যাম্বার অমূল্যও বটে," মনিকা বলে উঠলো।

"ঠিকই বলেছো তুমি।"

"তো কিইবা এমন ঘটলো যে এত লোককে হত্যা করা জরুরি হয়ে দেখা দিলো," মনিকা জিজ্ঞেস করলো।

"প্রথম দিকে এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিলো না। আলফ্রেড রোহডে ক্রেটগুলো ট্রাকে তোলার সময় তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি এর চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল কোথায় তা জানতেন। আহাম্মকটা তার বৌকে সবকিছু বলে দেয়। কাজেই সোভিয়েতদের কাছে মুখ খোলার আগেই আব্বা তাদের দুজনকে শেষ করে দেন। ততদিনে স্টালিন একটা কমিশনই গঠন করে ফেলেছিলেন তদন্তের জন্যে। তারা বিশ্বাস করতো প্যানেলগুলো এখনও টিকে আছে। তাই এক ধরণের প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে তারা অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে।"

"কিন্তু কোচ তো যুদ্ধে বেঁচে যান এবং সোভিয়েতদের সাথে কথাও বরেন," ফেলনার বললেন।

"কথাটা সত্য। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোচের যাবতীয় আইনি খরচ আমরা বহন করেছি। পোলরা তাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করার পর শুধুমাত্র একটা জিনিসই তাকে ফাঁসি কাঠ থেকে দূরে রেখেছিলো, আর সেটা হচ্ছে সোভিয়েত ভেটো। সোভিয়েতরা মনে করেছিলো যে অ্যাম্বার রুম কোথায় লুকানো আছে তা কোচ জানেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে কোচ শুধুমাত্র এটাই জানতেন ট্রাকগুলো কোনিংসবার্গ থেকে পশ্চিম দিকে রওয়ানা দেয় এবং তারপর উত্তরে মোড় নেয়। এরপর কি ঘটেছে তার

কিছুই জানতেন না তিনি। এটা আমাদেরই পরামর্শ ছিলো যেনো তিনি সোভিয়েতদের অ্যাম্বার প্যানেল খুঁজে বের করার লোভ দেখান। ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত সোভিয়েতরা তার শর্ত মেনে নেয় নি। শেষ পর্যন্ত তথ্য দেবার বিনিময়ে তার জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কোচ খুব সহজেই সব দোষ সময়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়ে যান। ৬০ দশকের কোনিংসবার্গের চেয়ে যুদ্ধকালীন সময়ের কোনিংসবার্গের তো আকাশ-পাতাল তফাৎ।"

"তো কোচকে আইনি সাহায্য দিয়ে তোমরা তার বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করলে। তার পক্ষে তখন তার 'আয়ের একমাত্র উৎসের' সাথে বেইমানি করা সম্ভব ছিলো না।"

লোরিং হেসে উঠলেন। "ঠিক ধরেছো, বন্ধু আমার। এর মাধ্যমে আমরা তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেও সমর্থ হই। যোগাযোগ রক্ষাটা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের জানামতে ওই ছিলো একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে কিনা প্যানেলের অবস্থান সম্পর্কে কোন অর্থপূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম।"

"তাছাড়া কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে তাকে খুন করাটাও তো ছিলো যথেষ্ট কঠিন।"

লোরিং মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "সৌভাগ্যজনকভাবে কোচ আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং কখনো কোচ কিছু ফাঁস করেন নি।"

"আর অন্যরা?" মনিকা প্রশ্ন করলো।

"মাঝে মাঝে যখন কেউ সত্য উদঘাটনের খুব কাছাকাছি চলে যেত তখন 'দুর্ঘটনা' ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দিত। কখনো আমরা সতর্কতার সাথে তাদেরকে রাস্তা থেকে হটিয়েছি আবার কখনোবা স্রেফ খুন করেছি। আব্বাই 'অ্যাম্বার রুমের অভিশাপ' নামক থিওরি আবিষ্কার করে সাংবাদিকদের শোনান। আর সাংবাদিকরা রাতারাতি কথাটাকে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলে।"

"আর ক্যারল বোরিয়া ও ডানিয়া চাপায়েভ?" মনিকা আবারো জিজ্ঞেস করলো।

"ঐ দুজনই ছিলো সবচেয়ে বিপজ্জনক আর এ ব্যাপারটা আমি খুব সাম্প্রতিক সময়ে বুঝতে পেরেছি। তারা সত্যের একদম কাছে ছিলো। এমনকি তারা হয়তোবা সত্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছিলো। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে তারা তথ্যটা নিজেদের মধ্যে রেখে দেয়। সোভিয়েত সিস্টেমের প্রতি প্রবল ঘৃণা হয়তোবা তাদের এই মনোভাবের কারণ। বোরিয়া সম্পর্কে আমরা জানতাম যখন সে এক্সট্রা অর্ডিনারি কমিশনে কাজ করছিলো তখন থেকেই। তারপর সে আমেরিকায় ইমিগ্রেন্ট হয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। চাপায়েভের নামটাও বেশ পরিচিত। কিন্তু সে আবার ইউরোপে নিজের আবাস বেছে নেয়। আমরা তাদের কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করছিলাম না; তাই তাদেরকে কখনো ঘাঁটানো হয় নি। তবে ক্রিস্টিয়ানের সাম্প্রতিক ঘটনার পর ঘাঁটাতে বাধ্য হই।"

"হ্যা, একদম চিরতরে নিশ্চুপ করে দিয়েছেন," মনিকা বলে উঠলো।

"তুমিও একই কাজ করতে, প্রিয়তমা।"

লোরিংয়ের কথা শুনে মনিকাকে রেগে যেতে দেখলো সুজান। তবে লোরিং ঠিকই বলেছেন। নিজের স্বার্থের জন্য কুত্তীটা তার বাপকেও খুন করতে দ্বিধা করবে না।

লোরিং এই অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, "সাত বছর আগে আমরা বোরিয়ার ঠিকানা পেয়ে যাই অনেকটা ভাগ্যজোরে। তার মেয়ে পল কাটলার নামক একটা লোককে বিয়ে করে। কাটলারের বাবা আবার একজন আমেরিকান শিল্পোৎসাহী। লোকটা বেশ কয়েক বছরে ধরে ইউরোপময় ঘুরে বেড়িয়ে অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায়। আমার এক স্টাফের আত্মীয়কে কিভাবে কিভাবে জানি খুঁজে বের করে সে। আমরা এখন জানি যে চাপায়েভ বোরিয়াকে নামটি দেয় এবং বোরিয়া পল কাটলারের বাবাকে অনুরোধ করে অনুসন্ধান চালানোর জন্য। চার বছর আগে সেই অনুসন্ধান এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে আমরা বাধ্য হই ব্যবস্থা নিতে। কাজেই একটা যাত্রীসুদ্ধ প্লেন বিস্ফোরিত হয়। শিথিল ইটালিয়ান পুলিশ প্রশাসন ও এদিক সেদিক টাকা ঢালার ফলে, প্লেন ক্রাশটির দায়-দায়িত্ব বর্তায় সন্ত্রাসবাদীদের ঘাড়ে।"

"সুজানের কাজ?" মনিকা জিজ্ঞেস করলো।

লোরিং সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। "সে এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট।"

লোরিং কফি শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর সোজা ফেলনারের দিকে তাকালেন। "ফ্রাঞ্জ, আমি এসব কিছু বলছি উত্তম বিশ্বাসের নির্দশন স্বরুপ। দুঃখজনক ভাবে, আমার কল্যাণেই সাম্প্রতিক ঘটনাটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সুজান কর্তৃক ক্রিস্টিয়ানের প্রাণ নাশের চেষ্টা এবং গতকাল স্টোডে তাদের প্রাণান্ত কর লড়াই এই সাক্ষ্য বহন করছে এ ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে। আর এরকম ঘটতে থাকলে অনাবশ্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আমরা। আমার মনে হলো যে তুমি যদি সত্য কথাটা জানো তাহলে এই লড়াইয়ের অবসান ঘটানো যাবে। বেহুদা অ্যাম্বার রুম খুঁজে কোন লাভ নেই। ক্রিস্টিয়ানের ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি সুজান এটা করতে চায়নি, আমার নির্দেশ শুনেই সে তা করেছে।"

"আমিও এসব ঘটনার জন্য দুঃখিত, আর্নস্ট। তোমার কাছে অ্যাম্বার প্যানেলগুলো আছে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি এ ধরণের কোন কথা আমি বলবো না। কারণ আমিই ওগুলো চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার একটা অংশ এই ভেবে আনন্দিত যে অ্যাম্বার রুম সুরক্ষিত আছে। আমার সবসময়ই ভয় ছিলো সোভিয়েতরা এর অবস্থান বের করে ফেলবে। কোন সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা জিপসিদের মতোই অগোছালো।"

"আব্বা এবং আমিও ঐ একই জিনিস ভাবতাম। সোভিয়েতদের হাতে থাকাকালীন সময়ে অ্যাম্বার এমন ক্ষয়ে যাচ্ছিলো যে এটা অনেকটা আশীবাদ জার্মানরা জিনিসটা চুরি করেছিলো। কে জানে স্টালিন বা ক্রুশ্চেভের হাতে পড়লে অ্যাম্বার রুমের ভাগ্যে কি ঘটতো? কম্যুনিষ্টরা তো শিল্প-সম্পদ রক্ষার চেয়ে বোমা বানাতেই বেশি চিন্তিত থাকত।"

"আপনি কি আমাদের সাথে কোন ধরণের সন্ধি করতে চাচ্ছেন? মনিকা জিজ্ঞেস করলো।

মনিকার কথা শুনে প্রায় হেসেই ফেলেছিলো সুজান। বেচারি! ওর ভাগ্যে আর অ্যাম্বার রুম জুটলো না।

"সেটাই আমি চাচ্ছি।" লোরিং ঘাড় ঘুরালেন। "সুজান, দয়া করে জিনিসগুলো নিয়ে আসো।"

সুজান উঠে দাঁড়িয়ে স্টাডি'র দূর কোণায় হেঁটে গেলো। দুটা পাইন কেস মেঝের উপর দাঁড় করানো। সে কেস দুটো সাথে করে নিয়ে আসলো।

"তোমার প্রিয় ব্রোঞ্জদ্বয় যেগুলোর প্রশংসা এত বছর ধরে করে আসছো তুমি," লোরিং বললেন।

সুজান একটা ক্রেটের ঢাকনা খুললো। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্রটা বের করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ফেলনার। সুজান জিনিসটা সম্পর্কে ভালো জানে। দশম শতকের। নয়া দিল্লি থেকে এক চোরের কাছ থেকে জিনিসগুলো কিনেছিলো সে। তারপর থেকে ওগুলো ক্যাসল লুকভেই আছে।

"সুজান এবং ক্রিস্টিয়ান এ দুটা জিনিসের জন্যে অনেক লড়াই করেছিলো," লোরিং বললেন।

ফেলনার কথাটায় সায় দিলেন। "আরেকটা লড়াই যেটায় আমাদের শেষমেষ হারতে হয়।"

"এগুলো এখন তোমার। যে অনাহুত ঘটনা ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে এগুলো দিচ্ছি।"

"হের লোরিং, আমায় ক্ষমা করবেন," মনিকা শান্তভাবে বললো। "কিন্তু এখন আমি সিদ্ধান্ত নিই ক্লাবের কথা ভেবে। প্রাচীন ব্রোঞ্জ খুবই উদ্দীপক, কিন্তু এগুলো আমাকে সেরকম আগ্রহী করে তোলে না। আমি ভাবছিলাম কিভাবে এই জিনিসটা সামলানো উচিত। অ্যাম্বার রুমকে অনেকদিন ধরে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার হিসেবে খোঁজা হচ্ছে। ক্লাবের অন্য মেম্বারদের কি এ ব্যাপারে বলা উচিত নয়?"

লোরিং ভ্রু কোঁচকালেন। "আমি ব্যাপারটাকে আমাদের নিজেদের মধ্যে রাখাটাকেই বেশি শ্রেয় মনে করি। এ সম্পর্কে মানুষ যত কম জানবে তত ভালো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি, প্রিয়তমা। আমার বিশ্বাস অন্য মেম্বাররাও এই তথ্যটা গোপন রাখতে পারবে।"

মনিকা হাসিমুখে চেয়ারে বসে পড়লো। কথাটা শুনে তাকে বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে।

"আরেকটা ব্যাপার আমি এখানে বলতে চাচ্ছি," লোরিং মনিকার দিকে তাকিয়ে বললেন। "তুমি যেমন কয়েকদিন পরে তোমার বাবার আসন গ্রহণ করবে, তেমনি এখানেও পরিবর্তন ঘটবে। আমি আমার উইলে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছি যে আমার মৃত্যুর পর সুজান এই এস্টেট, আমার সমস্ত কালেকশন এবং ক্লাব সদস্যপদের মালিক হবে। যে কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থও রেখে যাব আমি।"

সুজান দারুণ উপভোগ করলো মনিকার চেহারায় ফুটে উঠা আঘাত ও পরাজয়ের ছবি।

"সে-ই হবে প্রথম 'উদ্ধারকারী' যাকে ক্লাবের সদস্যপদ দেয়া হবে। সেটা হবে চমৎকার এক অর্জন, তাই না?"

ফেলনার বা মনিকা জবাবে কিছুই বললো না। ফেলনারের সমস্ত নজর ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্রের দিকে। আর মনিকা চুপচাপ বসে আছে।

ফেলনার সতর্কভাবে ব্রোঞ্জটা ক্রেটের ভিতর রেখে দিলেন। "আমার মতে, সমস্ত ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো, আর্নস্ট। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা খুব বাজে দিকে মোড় নিয়েছিলো। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও একই কাজ করতাম। আর সুজান, তোমার জন্য আমার অভিনন্দন।"

সুজান কথাটা শুনে সামান্য মাথা নোয়ালো।

"ক্লাবের সদস্যদের বলার বিষয়টা আমি একটু চিন্তা করে দেখি," মনিকা বললো। "জুন মাসের মিটিংয়ের পর আমি আপনাকে জানাবো।"

"আমি তোমার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবো।" লোরিং ফেলনারের দিকে তাকালেন। "তুমি কি আজ রাতটা আমার এখানেই থাকবে?"

"আমার মনে হয় আমাদের বুর্গ হার্জে ফিরে যাওয়া উচিত। আগামীকার সকালে আমার কিছু কাজ আছে। তবে তোমাকে নিশ্চিয়তা দিতে পারি এই সফরটা খুব কাজে দিয়েছে। যাওয়ার আগে কি শেষবারের মতো একবার অ্যাম্বার রুম দেখে যেতে পারি?"

"অবশ্যই, বন্ধু। অবশ্যই।"

এয়ারপোর্টে যাবার সময়টা বেশ নিঃশব্দেই কাটলো তাদের। ফেলনার এবং মনিকা বসেছেন মার্সিডিজের পেছনের সিটে। সুজান গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে বসা লোরিং।

মাঝামাঝি আসার পর মনিকা বললো, "আমার অবশ্যই আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, হের লোরিং।"

লোরিং সামনের সিট থেকে পেছনে ঘুরে তাকালেন। "কি জন্য, বাছা?"

"রুক্ষ ব্যবহারের জন্য।"

"না না, ঠিক আছে। আমার মনে আছে আব্বা যখন আমাকে ক্লাবের সদস্যপদ দিলেন সে সময়কার কথা। তোমার মতই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম আমি। সদস্যপদের মোহ ছাড়া, তোমার বাবার মত, তার জন্যও যথেষ্ট কষ্টকর ছিলো।"

"আমার মেয়েটা একটু অধৈর্য। অনেকটা তার মা'র মতো," ফেলনার বললেন।

"অনেকটা তোমার মতো, ফ্রাঞ্জ।"

জবাবে তিনি হেসে উঠলেন। "হয়তোবা।"

"আশা করছি ক্রিস্টিয়ানকে সবকিছু খুলে বলা হবে?" লোরিং ফেলনারকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

"সাথে সাথে জানানো হবে।"

"কোথায় সে?"

"আমি সত্যিই জানি না।" মনিকার দিকে তাকালেন ফেলনার। "তুমি কি জানো?"

"না, আব্বু। আমি তার কাছ থেকে কোন খবর পাই নি।"

মধ্যরাতের সামান্য আগে তারা এয়ারপোর্ট পৌছালেন। লোরিংয়ের জেট টারমাকে অপেক্ষা করছে। মার্সিডিজটা এয়ারক্রাফট-এর পাশেই পার্ক করা হলো। চার জনই গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলে সুজান গাড়ির ট্রাঙ্ক খুললো। প্লেনের পাইলটকে জেটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেলো। সুজান পাইন কেস দুটো ইঙ্গিতে তাকে দেখালো। পাইলট কেস দুটো তুলে কার্গোর খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

"ব্রোঞ্জগুলোকে টাইট করে প্যাক করা হয়েছে," লোরিং ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে বলে উঠলেন। "কাজেই কোন সমস্যা হবার কথা নয়।"

সুজান লোরিংয়ের হাতে একটা এনভেলোপ ধরিয়ে দিলো।

"ব্রোঞ্জগুলোর জন্য এই রেজিস্ট্রেশন পেপার আমি তৈরি করেছি এবং প্রাগ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিও নিয়েছি। ল্যান্ড করার পর কাস্টমসের কেউ যদি কোন ধরনের অনুসন্ধান করে তাহলে এগুলো কাজে দেবে।"

ফেলনার এনভেলোপটা পকেটে ঢুকালেন। "আমার বিরুদ্ধে খুব কমই অনুসন্ধান চালানো হয়।"

লোরিং হেসে উঠলেন। "আমি সেটাই ভাবছিলাম।" তারপর মনিকা'র দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। "তোমাকে দেখে ভালো লাগলো, বাছা।"

মনিকা হেসে লোরিংয়ের গালে চুমু খেল। সুজান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। জেটের সিঁড়িতে উঠার আগে তার দিকে শেষবারের মত একটা কুটিল দৃষ্টি হানলো মনিকা। লোরিংয়ের সাথে হ্যান্ডশেক করে জেটে ঢুকে গেলেন ফেলনার। পাইলটও সিঁড়ি বেয়ে উঠে হ্যাচ বন্ধ করে দিলো।

রানওয়ে'র উপর দিয়ে জেটের দ্রুত ধাবমান দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন লোরিং ও সুজান। তারপর তারা মার্সিডিজে উঠে চলে গেলেন। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে সুজান রাস্তার পাশে গাড়ি থামালো।

তারা গাড়িতে বসে, ঘাড় তুলে, উপর দিকে জেটের গমনপথের উদ্দেশ্যে তাকিয়ে রইলেন। জেটটি রাতের অন্ধকার ভেদ করে উঠে যাচ্ছে।

"বড়ই পরিতাপের বিষয়, *ড্রাহা,*" লোরিং ফিসফিসিয়ে বললেন।

"অন্তত তাদের সন্ধ্যাটা তো ভালো কেটেছে। হের ফেলনার অ্যাম্বার রুম দেকে প্রচণ্ড আনন্দিতও হয়েছেন।"

"আমি খুশি যে সে জিনিসটা দেখেছে।"

পশ্চিম আকাশে জেটটি মিলিয়ে গেলো, এর বাতিও ধীরে ধীরে উচ্চতার সাথে ম্লান হতে শুরু করেছে।

"ব্রোঞ্জগুলো গ্লাস কেসে ফেরত আনা হয়েছে?" লোরিং জিজ্ঞেস করলেন।

সুজান সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

"পাইন কন্টেইনার টাইট করে প্যাক করা হয়েছে?"

"অবশ্যই।"

"ডিভাইসটা কিভাবে কাজ করে?"

"একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় প্লেন উঠলে প্রেসার সুইচ আপনা-আপনি চালু হয়ে যায়।"

"কখন ব্যাপারটা ঘটবে?"

সুজান ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মনে মনে হিসাব কষে নিল। জেট পাঁচ হাজার ফিট উঠার পরে বিস্ফোরণটা ঘটার কথা।

দূরে একটি হলুদাভ আলোকদ্যুতি সমগ্র আকাশময় ছড়িয়ে পড়লো, দেখে মনে হতে পারে যেনো কোন তারায় আগুন ধরে গেছে। পাইন ক্রেটগুলোতে রাখা এক্সপ্লোসিভগুলো বিস্ফোরণের সাথে সাথে মুছে গেলো ফেলনার, মনিকা এবং দুই পাইলটের সকল নাম-নিশানা। হলুদাভ আলোকদ্যুতি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেলো।

লোরিং দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেখানে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। "বড়ই পরিতাপের বিষয়। একটি ছয় মিলিয়ন ডলারের জেট এভাবে শেষ হয়ে গেলো।" তারপর তিনি সুজানের দিকে তাকালেন। "তবে তোমার মসৃণ ভবিষ্যতের জন্য এ দাম চুকানোর দরকার ছিলো।"

অধ্যায় ৫২

বৃহস্পতিবার, ২২ শে মে, সকাল ৮:৫০

নোল হাইওয়ে থেকে আধা কি: মি: দূরে বনের মাঝে গাড়িটি পার্ক করলো। কালো গাড়িটি গতকালকে নুর্নবার্গ থেকে ভাড়া করেছে সে। এখান থেকে কয়েক কি:মি: পশ্চিমে একটি ছবির মতো সুন্দর গ্রামে রাত কাটিয়েছে। সকালে উঠে হালকা নাস্তা করে ছোট একটা ক্যাফে থেকে। তারপর দ্রুত সেখান থেকে চলে যায় যেনো কেউ তার চেহারা ভালো মতো মনে রাখতে না পারে। বোহেমিয়ার আনাচে-কানাচে লোরিংয়ের অনেক চর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কাজেই সাবধান থাকা ভালো।

সে স্থানীয় লোকালয় সম্বন্ধে ভালোই জানে। আসলে সে এখন লোরিংয়ের জমিতেই দাঁড়িয়ে আছে, সুপ্রাচীন পরিবারিক এস্টেটটি মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। ক্যাসলটি অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম দিকে যার চারপাশে জুড়ে আছে বার্চ, বীচ ও পপলার গাছের ঘন জঙ্গল।

গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে ব্যাকপ্যাক বের করে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলো সে। বিশ মিনিট পর ক্যাসল লুকভের দেখা মিললো। দূর্গটি একটি শিলাময় পাহাড়ের উপর অবস্থিত, গাছের শীর্ষ ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। পশ্চিম দিকে ওর্লিক নদী দেখা যাচ্ছে। তার অবস্থান থেকে পরিস্কারভাবে কম্পাউন্ডের পূর্বদিকের প্রবেশমুখটা দেখা যাচ্ছে–যা দিয়ে মোটর গাড়ি যাওয়া আসা করে আর পশ্চিম দিকের প্রবেশ দ্বারটা শুধুমাত্র স্টাফ ও ডেলিভারি ট্রাকের জন্যই সীমাবদ্ধ।

ক্যাসলটা দেখতে অসাধারণ লাগছে। আয়তাকার দেয়ালের পিছনে সারিবদ্ধ উঁচু টাওয়ার ও বিল্ডিংগুলো যেনো আকাশকে চোখ রাঙাচ্ছে। সে এর লেআউট ভালোই জানে। নিচের ফ্লোরগুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য, উপরের ফ্লোরগুলো শোবার ঘরে পরিপূর্ণ। এই পাথুরে কাঠামোর কোন এক জায়গায় ফেলনার ও ক্লাবের অন্য সাত মেম্বারদের মতো লোরিংয়েরও একটি প্রাইভেট কালেকশন চেম্বার আছে। আসল কাজ হচ্ছে ঐ চেম্বার খুঁজে বের করে তার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা। তার মোটামুটি ভালো ধারণা আছে জায়গাটা কোথায় হতে পারে। একটা ক্লাব মিটিংয়ের পর হঠাৎ করে ব্যাপারটা তার মাথায় আসে, কিন্তু তবুও তাকে ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে। খুব দ্রুত, সকালের আগেই কাজটা সারতে হবে।

সে ব্যাকপ্যাকটা নামিয়ে বাইনোকুলারটা বের করলো। পপলার গাছের নিরাপদ আড়াল থেকে ক্যাসলের পুরো দৈর্ঘ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তার দৃষ্টি পুবদিকে গিয়ে পড়লো। পাথুরে, খাড়া রাস্তা বেয়ে দুটো গাড়িকে আসতে দেখা গেলো।

পুলিশের গাড়ি।

কৌতূহলজনক।

সুজান কিছুক্ষণ আগে বেক করা দারুচিনি'র রুটি প্লেটে রেখে তাতে সামান্য জ্যাম মেশাল। চেয়ার টেনে টেবিলের এক প্রান্তে বসলো সে, লোরিং অপর প্রান্তে ইতিমধ্যে বসে আছেন। ঘরটি ক্যাসলের ছোট ডাইনিং রুমের একটি যা শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত। এক পাশের দেয়ালের ওক কাঠের কেস পরিপূর্ণ হয়ে আছে রেঁনেসা জমানার পানপাত্র দিয়ে। অন্য পাশের দেয়াল আবৃত হয়ে আছে বোহেমিয়া'র মূল্যবান পাথর দ্বারা। অন্যান্য সকালের মতো সুজান ও লোরিং একলা বসে খাবার খাচ্ছেন।

"প্রাগের সংবাদপত্রগুলো বিস্ফোরণের খবরটাকেই হেডলাইন বানিয়েছে," লোরিং বললেন। তিনি সংবাদপত্র ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিলেন। "সাংবাদিকেরা অবশ্য কোন প্রকার বিওরি দিচ্ছে না। শুধুমাত্র এটাই উল্লেখ করা আছে যে টেক অফের অল্প কিছুক্ষণ পরই প্লেনটি বিস্ফোরিত হয় এবং প্লেনের সবাই মারা গেছে। তারা অবশ্য ফেলনার, মনিকা এবং পাইলটদের কথা উল্লেখ করেছে।"

সুজান তার কফির কাপে চুমুক দিলো। "আমি মিঃ ফেলনারের ব্যাপারে দুঃখিত। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত মানুষ। কিন্তু মনিকা'র উচিত শিক্ষা হয়েছে। একসময় সে আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াত। তার বেপরোয়া মনোভাব আমাদের জন্য বয়ে আনত বিশাল সমস্যা।"

"আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছো, ড্রাহা।"

সুজান একটুকরো গরম রুটি মুখে পুরে নিল। "এখন কি হত্যাকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটবে?"

"আমি তো তাই মনে করি।"

"কাজের এই ব্যাপারটাই শুধুমাত্র আমি উপভোগ করি না।"

"আমিও আশা করি না তুমি হত্যাকাণ্ড উপভোগ করবে।"

"আমার আব্বা কি উপভোগ করতেন?"

লোরিং তার দিকে তাকালেন। "এটা আবার কোথা থেকে আসলো?"

"আমি গতকাল রাতে তার কথা ভাবছিলাম। তিনি আমাকে কি আদরই না করতেন! আমি জানতাম না মানুষ খুন করার মত গুণাবলিও তার আছে।"

"বাছা, তোমার বাবা তাই করেছেন যা করা দরকার ছিলো। অনেকটা তোমার মত। তোমরা দুজনই প্রায় একই রকম। তোমার বাবা তোমাকে দেখলে খুব গর্বিত হতেন।"

কিন্তু সুজান নিজেই নিজের ওপর খুব একটা গর্বিত হতে পারছে না। চাপায়েভসহ অন্যদের খুন করা। তাদের স্মৃতি কি আজীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে? তার ভয় হচ্ছে, এটাই হয়তোবা ঘটবে।

মেঝে পেরিয়ে একজন স্টুয়ার্ড টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালে লোরিং মুখ তুলে তাকালেন।

"স্যার, পুলিশ এসেছে, আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে।"

সুজান তার কর্তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আপনি আমার কাছে এখন ১০০ ক্রাউন পান।"

লোরিং গতকাল রাতে প্রাগ থেকে গাড়ি চালিয়ে আসার সময় সুজানের কাছে বাজি ধরেছিলেন যে পুলিশ দশটার আগে ক্যাসলে এসে হাজির হবে। এখন বাজে ৯:৪০।

"তাদেরকে নিয়ে আসো," লোরিং বললেন। কয়েক মুহূর্তে পর, চারজন ইউনিফর্ম পরা লোক ডাইনিং হলে প্রবেশ করলো।

"মিঃ লোরিং," নেতা গোছের পুলিশটি চেক ভাষায় বললো, "আপনি সুস্থ আছেন দেখে আমরা খুব খুশি। আপনার জেট বিস্ফোরণের ঘটনাটা ছিলো খুবই মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।"

লোরিং টেবিলে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আমরা এখনও সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারি নি। হের ফেলনার ও তার কন্যা গতকাল রাতে ডিনারের জন্য আমার আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। আর পাইলট দুজন অনেকদিন ধরেই আমার এখানে কাজ করছিলো। তাদের পরিবার এস্টেটেই বাস করে। আমি তাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। ঘটনাটা আসলেই খুবই মর্মান্তিক।"

"এভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব শোনা খুবই জরুরি। বিশেষত, এ দুর্ঘটনা ঘটার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে?"

লোরিং শ্রাগ করলেন। "আমি বলতে পারছি না। তবে আমার অফিসে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার বিরুদ্ধে হুমকি আসছে। আমার ব্যবসা মিডলইস্টে সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। ওখানকার প্রশাসনের সাথে আমরা একটা সমঝোতায়ও আসার চেষ্টা করছি। এই হুমকিদাতারা নিশ্চয়ই চাচ্ছে না আমরা ওখানে ব্যবসা খুলি। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারছি না। আমার মোটেও ধারণা ছিলো না যে আমার এত ভয়ংকর কোন শত্রু আছে।"

"এই হুমকি বার্তাগুলোর ব্যাপারে আপনার কাছে কি কোন তথ্য আছে?"

লোরিং মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "আমার পার্সোনাল সেক্রেটারির কাছে আপনি সবকিছু পাবেন। আপনি আজকে তাকে প্রাগে খুঁজে পাবেন।"

"আমার সুপিরিয়ররা আপনাকে এই বলে নিশ্চয়তা দিতে বলেছেন যে, এই ঘটনাটার মূল রহস্য আমরা ঠিকই উদঘাটন করবো। যাই হোক, কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়া এভাবে এখানে বাস করাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

"এই চার দেয়ালের মধ্যে আমাকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেয়, কর্মচারীরাও এখন অনেক সতর্ক। আমি ভালই থাকবো।"

"ঠিক আছে, মিঃ লোরিং। কোন দরকার হলে আমাদের জানাবেন।"

পুলিশ চলে গেলে লোরিং টেবিলে ফিরে আসলেন। "কি মনে হয় তোমার?"

"আপনার ব্যাখ্যা তাদের না মানার তো কোন কারণ দেখছি না। আইন মন্ত্রণালয়ে আপনার কানেকশনটাও যথেষ্ট কাজে দেবে।"

"আমি পরে তাদেরকে ফোন করে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাব।"

"ক্লাব মেম্বারদের সবাইকেও ব্যক্তিগতভাবে ফোন করা উচিত। এতে আপনি যে সত্যিকার অর্থে দুঃখিত, এটা সবাই বুঝবে।"

"ঠিক কথা, এই কাজটাই প্রথমে করা যাক।"

পল ল্যান্ড রোভারটা চালাচ্ছেন। রাচেল সামনের সিটে বসে আছেন, ম্যাককয় পেছনের সিটে। স্টোড থেকে যাত্রা শুরুর পর থেকে ম্যাককয় বেশ নীরবই আছেন।

রাস্তাটি ক্রমেই পাহাড়ি ও জঙ্গুলে হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে শস্য ক্ষেত ও লেকের আভাসও মিলছে। চেক প্রজাতন্ত্রে যাওয়ার রাস্তায় বেশ কয়েকটি মধ্যযুগীয় শহর তাদের চোখে পড়লো। বেশিরভাগ শহরই পরিপূর্ণ হয়ে আছে মোটা পাথর দ্বারা নির্মিত ক্যাসলে। একজন বন্ধুভাবাপান্ন দোকানি তাদেরকে সঠিক রাস্তা বাতলে দিলো, দুপুর দুটার আগেই রাচেল ক্যাসল লুকভ দেখতে পেলেন।

রাজসিক দূর্গটি অবস্থিত একটি ঘন বন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোটখাট শৃঙ্গের উপর। দুটো টাওয়ার এবং তিনটি গোলাকৃতির ঘর দেখা যাচ্ছে। এগুলো ঘিরেই কয়েকটা বুরুজ অবস্থিত। চারদিকে চিমনির ব্যাপক উপস্থিতি সহজেই লক্ষ্যনীয়। দুপুরের মৃদুমন্দ বাতাসে লাল, সাদা ও নীলের সংমিশ্রণে একটি পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে। পল বুঝতে পারলেন ওটা হচ্ছে চেক রিপাবলিকের জাতীয় পতাকা।

"কুত্তীর বাচ্চাটা জানে কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়," ম্যাককয় বলে উঠলেন। "লোরিংকে আমার ইতিমধ্যেই পছন্দ হয়ে গেছে।"

খাড়া পথ বেয়ে ল্যান্ড রোভার চালিয়ে পল মেইন গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। বিশাল ওক কাঠের গেইট সটান খোলা, ভেতরে মসৃণ খোয়া-বিছানো পথ। বসন্তের রঙিন ফুলে ছেয়ে আছে চারদিক। পল গাড়ি পার্ক করলে তারা সবাই বের হয়ে আসলেন।

"সদর দরজাটা কোন দিকে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

বেশ কয়েকটি দালানের ছয়টির মতো দরজা উঠানের দিকে মুখ করে আছে। পল কিছুটা সময় নিয়ে সবক'টি দালান খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ওগুলোতে ফুটে উঠেছে পথিক ও বারোক স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সমন্বয়।

ম্যাককয় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আমার তো মনে হয় ঐ দরজাটা।"

কারুকার্যমণ্ডিত দরজাটি ওক কাঠের তৈরি। ম্যাককয় এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা মারলেন। একজন স্টুয়ার্ড দরজা খুলে দিলে ম্যাককয় নম্রভাবে তাকে তাদের পরিচিতি দিলেন। তাদেরকে একটি বিশাল হল রুমে বসতে দেয়া হলো। দেয়ালে ঝুলানো হরিণ, বন্য শূকর ও অ্যান্টলারের মাথা। সুবিশাল কাঠের পিলার ঘরটি: ার বহন করে আছে, দেয়ালের কিছু অংশ ভরে আছে বিশাল বিশাল সব তৈলচিত্রে। পল ক্যানভাসগুলো দেখলেন। দুটা রুবেন্স, একটা ডুরার এবং একটা ভ্যান ডাইক। যে কোন মিউজিয়াম এগুলোর যে কোন একটা পেলে রীতিমতো লুফে নেবে।

দরজা পার হয়ে যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করলো তার বয়স নিদেনপক্ষে আশি তো হবেই। লোকটা বেশ লম্বা, চুলগুলো বিবর্ণ বাদামী রংয়ের। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ, তবে সেখানে কোন আবেগের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

"শুভ বিকাল। আমি আর্নস্ট লোরিং। সাধারণত আমি অনামন্ত্রিত অতিথিদের সাক্ষাত দেই না। কিন্তু আমার স্টুয়ার্ড আপনাদের ঘটনা আমাকে খুলে বলেছে, আমি বেশ কৌতূহল অনুভব করছি।" বৃদ্ধ লোকটি পরিস্কার ইংরেজিতে বললেন।

ম্যাককয় নিজের পরিচয় দিয়ে লোরিংয়ের সাথে করমর্দন করলেন। "অবশেষে আপনার দেখা পেয়ে আমি খুব খুশি। বহু বছর ধরে আপনার কথা পড়ে আসছি।"

লোরিং একথা শুনে মৃদু হাসলেন। "পত্রপত্রিকায় যা পড়েছেন সেগুলো খুব একটা বিশ্বাস না করাই ভালো। আমি যা নই, প্রেস আমাকে তাই বানিয়ে আসছে।" পল এগিয়ে গিয়ে নিজের ও রাচেলের পরিচয় দিলেন।

"খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে," লোরিং বললেন। "আপনারা সবাই আরাম করে বসুন। সামান্য কিছু খাবার-দাবারও আসছে।"

তারা সবাই নিও গথিক আর্মচেয়ার ও সোফায় ভাগাভাগি করে বসলেন। লোরিং ম্যাককয়ের দিকে তাকালেন।

"আমার স্টুয়ার্ড জার্মানিতে একটা খনন অভিযানের কথা বলছিলো। কয়েকদিন আগে পত্রিকায়ও এ ব্যাপারটা পড়েছিলাম। খনন কাজে তো অনেক তদারকির ব্যাপার থাকে। তা, আপনি ওখানে না থেকে এখানে কেন?"

"ওখানে পাবার মতো কিছুই নেই।"

লোরিংয়ের মুখে নিছক কৌতুহলের ছাপ আর কিছুই নয়। ম্যাককয় তাকে তাদের খনন অভিযান, তিনটি ট্রাক, পাঁচটা মৃতদেহ এবং বালিতে লেখা অক্ষরগুলোর কথা বললেন। তিনি লোরিংকে আলফ্রেড গ্রুমারের তোলা ছবিগুলো দেখালেন, সেই সাথে গতকালকে পলের তোলা ছবিটাও, যেখানে পল আরো কয়েকটি শব্দ জুড়ে দিয়ে 'লোরিং'-এর নাম বালিতে লিখেছিলেন।

"মৃত ব্যক্তিটি আপনার নাম বালিতে লিখতে গেলো কেন? কোন ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"লোকটা যে আমার নামই ওখানে লিখেছে, সে ব্যাপারটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এটা আপনাদের অনুমান মাত্র।"

পল চুপচাপ বসে লোরিংয়ের প্রতিক্রিয়া দেখলেন। রাচেলও বৃদ্ধ লোকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করছেন, তার চেহারায় অনেকটা বিচারকসুলভ ভাব চলে এসেছে।

"যাই হোক," লোরিং বললেন। "আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি এ ব্যাপারটা চিন্তা করছেন। আসল যে তিনটা অক্ষর পাওয়া গেছে তা কাকতালীয়ভাবে আমার নামের সাথে মিলে গেছে।"

লোরিংয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ম্যাককয় বললেন, "মি: লোরিং, মূল কথায় আসা যাক। অ্যাম্বার রুম ঐ চেম্বারেই ছিলো, আমার মনে হয় আপনি কিংবা আপনার বাবা এটা সরিয়েছেন। আপনার কাছে এখনও প্যানেলগুলো আছে কিনা, কে জানে? কিন্তু এক সময় না একসময় আপনার কাছে ঠিকই ছিলো।"

"এমনকি আমার যদি এরকম একটা সম্পদ থেকেও থাকে, তবে কেন আমি আপনার কাছে ব্যাপারটা স্বীকার করতে যাবো?"

"অবশ্যই আপনি ব্যাপারটা স্বীকার করবেন না। কিন্তু আপনি নিশ্চয় এটাও চাইবেন না যে এসব তথ্য আমি প্রেসের কাছে ফাঁস করে দেই। বিশ্বের অনেক নিউজ এজেন্সির সাথে প্রোডাকশন এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছি আমি। আমাদের খনন অভিযান নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আপনার ব্যাপারটা আমাদের এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আমার তো মনে হয় রাশিয়ানরা পুরো ব্যাপারটা শুনে খুবই আগ্রহী হবে।"

"আপনার ধারণা আপনার নীরবতা নিশ্চিত করার জন্য পয়সা খরচ করতেও আমি দ্বিধা বোধ করবো না?"

পল বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যা শুনছেন। তার কোন ধারনাই ছিলো না ম্যাককয় চেক রিপাবলিকে এসেছে লোরিংকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য। রাচেলের মনেও এই ধারণাটা ছিলো না।

"এক সেকেন্ড, ম্যাককয়," রাচেল বললেন, তার কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত। "আপনি হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের ব্যাপারে তো আমাদের কিছু বলেন নি।"

পলও তার কথায় সায় দিলেন। "আমরা এই ব্যাপারটায় জড়াতে চাই না।"

কথাটা শুনে মোটেও দমলেন না ম্যাককয়। "আপনাদের দুজনকে আমার সাথেই এগুতে হবে। আসার সময় এ ব্যপারটা নিয়ে আমি ভালো করে ভেবেছি। অ্যাম্বার রুম যদি তার কাছে থেকেও থাকে তবুও সে নিশ্চয়ই আমাদেরকে তা পরিদর্শনে নিয়ে যাবে না। কিন্তু গ্রুমার মৃত। স্টোডে আরো ৫ জন মরে পড়ে আছে। আপনাদের বাবা-মা, চাপায়েভ, তারা সবাই মৃত। মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব জায়গায়।" তারপর তিনি আগুন গরম চোখে তাকালেন লোরিংয়ের দিকে। "আমার ধারণা এই কুত্তীর বাচ্চাটা যা স্বীকার করছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে।"

লোরিংয়ের কপালে একটা শিরা দপ করে উঠলো। "একজন অতিথির কাছ থেকে এ এক অসধারণ অভদ্রতা, মিঃ ম্যাককয়। আপনি আমার বাড়িতে এসে আমাকেই হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন?" তার কণ্ঠস্বর কিন্তু যথেষ্ট শান্ত।

"আমি আপনাকে অভিযুক্ত করছি না। কিন্তু আপনি যা আমাদেরকে বলছেন তারচেয়ে অনেক বেশি জানেন। অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারটার বার বার আপনার নাম ঘুরে-ফিরে এসেছে।"

"স্রেফ গুজব।"

"রাফাল ডলিনস্কি," ম্যাককয় বললেন।

লোরিং কোন উত্তর দিলেন না।

"তিন বছর আগে এই পোলিশ সাংবাদিকটি আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। সে অ্যাম্বার রুম নিয়ে লেখা তার একটা আর্টিকেলের খসড়া আপনার কাছে পাঠিয়েছিলো। চমৎকার লোক। পছন্দ করার মতো। প্রচণ্ড সংকল্পবদ্ধ ছিলো। কয়েক সপ্তাহ পর খনি বিস্ফোরণে মারা যায় সে। মনে পড়ে আপনার?"

"আমি এ ব্যপারে কিছুই জানি না।"

"ঐ খনিটারই পাশের একটা খনিতে জাজ কাটলারেরও একই অবস্থা ঘটতে

যাচ্ছিল। হয়তোবা ঐ একই খনিতে।"

"আমি কয়েকদিন আগে বিস্ফোরণের কথা পেপারে পড়েছি। তবে এই কাকতালীয় যোগাযোগ আমি আগে লক্ষ্য করি নি।"

"হ্যা, সেটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি," ম্যাককয় বলে উঠলেন।

"আমার তো মনে হয় এই পুরো ধারণাটা প্রেস লুফে নেবে। একটু ভেবে দেখুন, লোরিং। একটা দারুণ গল্পের সব উপাদানই এতে রয়েছে। একজন আন্তর্জাতিক শিল্পপতি, হৃতসম্পদ, নাৎসি, হত্যা। তারপর জার্মানদের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। আপনি যদি তাদের জায়গায় অ্যাম্বার পেয়ে থাকেন তবে তারা সেটা ফেরত চাইবে।"

পলের মনে হলো তার কিছু একটা বলা উচিত, "মিঃ লোরিং, আমি এবং রাচেল যখন এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিই তখন এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমাদের একমাত্র চিন্তা অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করা, নিজদের কৌতূহলকে কিছুটা নিবৃত্ত করা। আমি একজন আইনজীবী আর রাচেল একজন জজ। আমরা কখনোই কোন ধরণের ব্ল্যাকমেলারের পার্টিতে যোগ দিব না।"

"ব্যাখ্যা দেয়ার কোন দরকার নেই," লোরিং বললেন। তিনি ম্যাককয়ের দিকে ফিরলেন। "হয়তোবা আপনি ঠিকই বলেছেন। এইসব অনুমান বা ধারণা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। আমরা এমন এক দুনিয়ায় বাস করি যেখানে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আমি এটাকে ব্ল্যাকমেইল হিসেবে না নিয়ে ইনস্যুরেন্স হিসেবে নিচ্ছি।" বৃদ্ধ মানুষটির মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

"ব্যাপারটাকে আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিতে পারেন। আমার টাকাটা পেলেই হল। আমি বর্তমানে প্রচণ্ড অর্থ সমস্যায় আছি, অনেক অধৈর্য বিনিয়োগকারীদের শান্ত রাখার দায়িত্বও আমার ঘাড়ে।"

রাচেল চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছেন। পল ধারণা করছেন যে কোন সময় রাগে ফেটে পড়তে পারে সে। ম্যাককয়কে গোড়া থেকেই অপছন্দ করে আসছে রাচেল। ম্যাককয়ের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবকে সবসময়ই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে সে, শঙ্কিত থেকেছে এই ভেবে যে তারা ম্যাককয়ের কাজের সাথে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়ছে। তার অসন্তুষ্টি তাই সহজেই অনুভব করতে পারছেন পল।

"আমি কি কোন প্রস্তাব দিতে পারি?" লোরিং বললেন।

"হ্যা, অবশ্যই," পল আশা করলেন কোন যৌক্তিক প্রস্তাবই বেরিয়ে আসবে তার মুখ দিয়ে।

"আমি পুরো ব্যাপারটি সময় নিয়ে চিন্তা করতে চাই। নিশ্চয়ই আপনারা এখনই আবার স্টোডে ফিরে যেতে চান না। আজকের রাতটা আমার এখানেই কাটান। ডিনার খেয়ে আরো কথা বলা যাবে।"

"সেটা দারুণ হবে," ম্যাককয় দ্রুত বললেন। "থাকার জন্য আমাদের এমনিতেই জায়গা খুঁজতে হতো।"

"চমৎকার, স্টুয়ার্ডদেরকে আমি বলে দিচ্ছি তারা যেনো আপনাদের সব মালপত্র ভেতরে নিয়ে আসে।"

অধ্যায় ৫৩

সুজান তার শোবার ঘরের দরজা খুললো। একজন স্টুয়ার্ড চেক ভাষায় বলে উঠলো, "মিঃ লোরিং আপনার সাথে অ্যানসেস্টরস্ রুমে দেখা করতে চান। তিনি আপনাকে পেছনের প্যাসেজ ব্যবহার করতে বলেছেন এবং মেইন হল থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।"

"তিনি কি এর কারণ জানিয়েছেন?"

"কয়েকজন অতিথি রাতে আমাদের এখানে থাকবেন। হয়তোবা সে জন্যই এ নির্দেশ।"

"ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

সে দরজা বন্ধ করলো। অদ্ভুত। পেছনের প্যাসেজ ব্যবহার করো। অবশ্য ক্যাসলটি গোপন করিডরে পরিপূর্ণ যা একসময় পালানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখন স্টাফদের যাতায়াতের জন্য ওগুলো ব্যবহার করা হয়।

সে বেডচেম্বার থেকে বের হয়ে দুই তলা নিচে নামলো। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছোট একটি বৈঠকখানাতে অবস্থিত সবচেয়ে নিকটবর্তী গোপন করিডর। সে পায়ে পায়ে একটি প্যানেলড ওয়ালের কাছে গেলো। গথিক ফায়ারপ্লেসে লুক্কায়িত একটি স্যুইচে চাপ দিতেই পাশের দেয়ালের একটা অংশ খুলে গেলো। সে প্যাসেজে ঢুকে প্যানেলটা বন্ধ করে দিলো।

এক মানুষ সমান উচ্চতার করিডরটি তীরের ন্যায় ডান দিকে মোড় নিয়েছে। শিশুবয়সে প্রায়ই এখানে খেলাধূলা করেছে সে। কাজেই করিডরগুলো বেশ পরিচিত তার কাছে।

করিডর থেকে অ্যানসেস্টরস রুমে ঢোকার কোন প্রবেশ পথ নেই, বরঞ্চ ব্লু রুমে ঢোকা যাবে। সে বাইরে বেরিয়ে এসে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা তার জন্য কান পাতলো। কোন শব্দ না শুনে, সে দ্রুত হলে এসে প্রবেশ করলো অ্যানসেস্টরস রুমে।

লোরিং একটা কাঁচের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেয়ালে, পাথরে খোদিত দুটা সিংহের উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পারিবারিক প্রতীক চিহ্ন। জোসেফ লোরিংয়ের পোর্ট্রেটসহ লোরিং পরিবারের আরো অনেকের পোর্ট্রেটে সজ্জিত হয়ে আছে দেয়ালগুলো।

"দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের জন্য ছোট একটা উপহার পাঠিয়েছেন," লোরিং বললেন। তিনি সুজানকে ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় এবং কাটলারদের ঘটনা খুলে বললেন।

সুজান তার ভ্রু তুলে বললো, "ম্যাককয়ের নার্ভ আছে বলতে হবে।"

"তুমি যতটুকু ভাবছো তারচেয়েও বেশি। কোন প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ইচ্ছা তার নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে সে আসলে আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাচ্ছে। লোকটা

অনেক ধূর্ত এবং সে টাকা-পয়সার জন্য আসে নি। সে এসেছে অ্যাম্বার রুম খুঁজে বের করতে। খুব সম্ভবত সে চাচ্ছিলো যেনো আমি তাকে থাকার আমন্ত্রণ জানাই।"

"তাহলে কেন আপনি তাকে থাকতে দিলেন?"

লোরিং তার হাত দুটো পেছনে মুড়ে নিয়ে তার বাবার অয়েল পেইন্টিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। পেইন্টিং থেকে জোসেফ লোরিং তীব্র দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন। "আমার সমস্ত ভাই-বোনেরা যুদ্ধের সময় মারা যায়," লোরিং মৃদু স্বরে বললেন। "আমি সবসময়ই মনে করেছি এটা এক ধরণের বার্তা। আমি পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলাম না, এসব সম্পত্তি তাই ঠিক আমার প্রাপ্য নয়।"

সুজান সেকথা ভালো করেই জানে। তাই তার মনে হলো লোরিং যেনো পেইন্টিংটার সাথে কথা বলছেন, হয়তোবা কয়েক দশক আগে শুরু হওয়া কথোপকথনে যতি টানছেন।

"এ সবকিছু আমার ভাইয়ের পাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আমার ঘাড়েই শেষ পর্যন্ত এ দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। গত ত্রিশ বছর ছিলো আমার জন্য কঠিন। খুবই কঠিন।"

"কিন্তু আপনি তো এ পরীক্ষায় ভালোভাবেই উতরেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, সম্পত্তি আরো বাড়িয়েছেন।"

লেরিং সুজানের দিকে ফিরে তাকালেন। "হয়তোবা ঈশ্বর প্রেরিত আরেকটি বার্তা?" তিনি সুজানের আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। "আব্বা আমাকে এক দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে যান। একদিকে তিনি আমাকে দিয়ে যান অকল্পনীয় সৌন্দর্যের এক আধার অ্যাম্বার রুম। অন্যদিকে, আমি অনেকটা বাধ্য হয়ে পড়ি এর মালিকানা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায়। আব্বার সময়কালটা ছিলো ভিন্ন। সেই কমিউনিস্ট শাসনামলে হত্যা-গুম করেও পার পাওয়া যেত।" কিছু সময় বিরতি নিলেন লোরিং। "আব্বার একমাত্র ইচ্ছা ছিলো যেনো এ সবকিছু পরিবারের মধ্যেই থাকে। তিনি সবসময় এ ব্যাপারটাতে জোর দিয়ে এসেছেন। তুমি আমাদের পরিবারেই অন্তর্ভুক্ত, *ড্রাহা*। আত্মার দিক দিয়ে তুমি আমার কন্যা।"

বৃদ্ধ মানুষটি সুজানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তার গালে মৃদু হাত বুলালেন।

"এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের ঘরে সময় কাটাও, সকলের দৃষ্টিসীমার বাইরে। পরে, তুমি তো জানোই আমাদের কি করতে হবে।"

নোল ঘন জঙ্গল বেয়ে পথ চলতে থাকলো। গাছপালার চাঁদোয়ার ভিতর দিয়ে এমন এক পথ সে বেছে নিয়েছে যা ক্যাসল থেকে সহজে চোখ পড়বে না।

সন্ধ্যার আবহাওয়া শীতল ও শুষ্ক, বুঝাই যাচ্ছে রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে। পশ্চিমদিকে অস্তায়মান সূর্যের রশ্মি গাছপালায় পড়ে এক ধরনের হালকা মনোরম আভার সৃষ্টি করেছে। মাথার উপরে চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। তার হঠাৎ ইটালির

কথা মনে পড়লো। দুসপ্তাহ আগে, ঠিক এভাবেই সে আরেকটি জঙ্গল মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো একটি ক্যাসলের দিকে। ঐ অভিযানটি শেষ হয়েছিলো দুটো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। না জানি আজকের অভিযানটি কি ফল বয়ে আনে!

পথ চলতে চলতে অবশেষে সে একটা ঢালে উপস্থিত হলো, এর পরই শুরু হয়েছে ক্যাসলের দেয়াল। নোল সেখানেই একটা বিচ গাছের নিচে সারা বিকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। সকালবেলা সে দুটো পুলিশ কার'কে ক্যাসলের ভেতরে ঢুকতে ও বের হতে দেখে। তারপর দুপুরের দিকে একটা ল্যান্ড রোভার মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকে, তবে ওটা এখনও যায় নি। হয়তোবা ল্যান্ড রোভারে করে অতিথিরা এসেছেন। নোল এখনও জানে না সুজান ক্যাসলের ভিতরে আছে কিনা। সুজানের পোরশেটাকে সে ভেতরে ঢুকতে বা বের হতে দেখেনি কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা, সুজান ঠিকই ক্যাসলে আছে।

তাছাড়া কোথায়ই বা যাবে সে?

পশ্চিমদিকের প্রবেশমুখ থেকে ত্রিশ মিটার দূরে থাকতেই সে তার পথ চলা থামিয়ে দেয়। একটি বিশাল গোলাকার টাওয়ারের নিচে একটি দরজার দেখা মিললো। ক্লাব মিটিংয়ের সৌজন্যে নোল প্রবেশ মুখটার সাথে পরিচিত। এ পথটা সাধারণত স্টাফরা ব্যবহার করে।

তার খুব দ্রুত ভেতরে ঢোকা দরকার, তবে শব্দ যাতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সে ভারি কাঠের দরজাটা ভালো করে লক্ষ্য করলো। খুব সম্ভবত দরজাটা লক করা, তবে মনে হয় না এতে কোন অ্যালার্ম ফিট করা আছে। সে ভালো করেই জানে ফেলনারের মতো লোরিংয়েরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা ঢিলেঢালা।

ক্যাসলটির বিশালত্ব ও সূদুর অবস্থান যে কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেয়ে ভালো কাজ দেয়।

উঁকি মেরে দরজার প্রান্তদেশে সামান্য ফাঁক লক্ষ্য করলো সে। দ্রুত সামনে গিয়ে নোল দরজাটা খোলাই পেল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে আবিষ্কার করলো একটি প্রশস্ত প্যাসেজ। রাস্তাটি টায়ারের দাগে ভর্তি। অন্ধকার প্যাসেজটি দুবার বাঁক নিয়েছে। একবার বাম দিকে, আরেকবার ডান দিকে। সে জানে রাস্তাটি এরকম করে বানানো হয়েছে দূর্গ আক্রমণকারীদের গতি কমানোর একটি কৌশল হিসেবে।

ক্লাব ফাংশনের আতিথ্যকর্তাকে একটা নিয়ম পালন করতে হয় এবং সেটা হচ্ছে মিটিংয়ের সময় ক্লাসের সদস্য ও উদ্ধারকারীদের জন্য রাতে থাকার ব্যবস্থা করা। লোরিংয়ের এস্টেটে যথেষ্টরও বেশি শোবার ঘর রয়েছে। ক্যাসলের সাথে ঐতিহাসিক আবহ মিশে আছে বলেই খুব সম্ভবত ক্লাব সদস্যরা লোরিংয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। নোল নিজেও এস্টেটে বেশ কয়েকবার থেকেছে এবং তার মনে আছে একবার লোরিং তাকে ক্যাসলের ইতিহাস সম্পর্কে বলছিলেন। লোরিং বলেছিলেন কিভাবে তার পরিবার ৫০০ বছর ধরে ক্যাসলটি টিকিয়ে রেখেছেন। নোলের আরোও মনে আছে ক্যাসলের গোপন করিডর নিয়ে তাদের আলোচনার কথা। তার বিশেষ করে মনে আছে লোরিংয়ের

স্টাডির একটা গোপন দরজার কথা। ক্যাসলটি এরকম হরেক ধরনের প্যাসেজে পরিপূর্ণ। ফেলনারের বুর্গ হার্জও অনেকটা এরকম।

হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটি অতিক্রম করে একটি ঢালু মতোন জায়গায় এসে থামলো নোল। সামনেই একটা ছোট উঠান। বিশাল সব দালান চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে তাকে। এরকমই একটি দালানের নিচতলা থেকে বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার আওয়াজ ও মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। বাতাসে মিশে আছে মাংস পোড়ার মিষ্টি গন্ধ ও পাশের আর্বজনার ঝুড়ি থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধের সংমিশ্রণ।

নোল ছায়াতেই মিশে থাকলো।

উপরের তলাগুলোতে প্রচুর জানালা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর যে কোন একটা থেকে যে কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে এবং সবকিছু ভজঘট পাকিয়ে ফেলতে পারে। কোন প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন না করে তার ভেতরে ঢোকা দরকার। স্টিলেটোটি তার ডান বাহুতে আঁটসাঁট করে আটকে রাখা। লোরিংয়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া পিস্তলটি বগলের নিচে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো, পকেটে দুটা বাড়তি অ্যামুনিশন ক্লিপও আছে। সবমিলিয়ে ৪৫ রাউন্ড গুলি। তবে সে এ ধরনের কেন ঝামেলা আশা করছে না।

পাথুরে দেয়াল আঁকড়ে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা সামনে এগুলো সে। তারপর দেয়ালের প্রান্তে আসার পর ছুট লাগালো দশ মিটার দূরের একটি দরজার উদ্দেশ্যে। লক ধরে টান দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। আস্তে করে ভিতরে ঢুকলো সে। সেঁতসেঁতে, ভ্যাপসা একটা গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। সে একটা ছোট হলে দাঁড়িয়ে আছে যা একটা অন্ধকার রুমে গিয়ে মিশেছে। একটি বিশাল ওক কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিলিংটি। ভেতরের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, চারপাশে বাক্স ও ক্রেট থরে থরে সাজিয়ে রাখা। খুব সম্ভবত এটাকে স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। একটা গেছে সোজা সামনের দিকে, অন্যটা বামে মোড় নিয়েছে।

বাইরের উঠানে শোনা শব্দ ও অনুভূত গন্ধ ভালো করে মনে করে নোল এই সিদ্ধান্তে আসলো যে বাম দিকের দরজা নিশ্চয় রান্নাঘরের দিকে গেছে। তাই সে সামনের দরজা বেছে নিলো এবং আরেকটি হলে এসে উপস্থিত হলো।

যখনই সে সামনের দিকে পা বাড়াতে যাবে তখনই সে শুনতে পেল কণ্ঠস্বর ও নড়াচড়ার আওয়াজ। রুমে ফিরে আসলো সে। সিদ্ধান্ত নিলো কোন একটা ক্রেটের দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে থাকার। ঘরটিতে একমাত্র আলোর উৎস একটি বাল্ব যা সিলিংয়ের মাঝখান থেকে ঝুলছে। সে আশা করলো সামনে এগিয়ে আসা কণ্ঠস্বরগুলো ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবে। তার কোন প্রকার ইচ্ছা নেই লোরিংয়ের কোন স্টাফকে হত্যা বা বেহুশ করার। এতে ফেলনারের লজ্জা আরো বাড়ানোই হবে শুধু।

তবে যা করা নেহায়েতই দরকার তা অবশ্যই করবে সে। ক্রেটের সারির পেছনে আশ্রয় নিল নোল, একদম জড়সড় হয়ে বসে রইলো রুক্ষ পাথুরে দেয়ালের সাথে গা ঠেকিয়ে। সে অবশ্য খুব সহজেই তার অবস্থান থেকে উঁকি মেরে আগন্তুকদের দেখতে পারবে। ঘরটির নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছে জানালায় আটকে পড়া এক মাছির ভনভনানিতে।

দরজা খুলে গেলো।

"আমাদের কয়েকটি শসা ও সুগন্ধি লতা দরকার। আর দেখো পিচ্ ফল আছে কিনা," একটি পুরুষ কণ্ঠ চেক ভাষায় বলে উঠলো।

"এখানে," অন্য পুরুষ কণ্ঠটি বলে উঠলো।

দুজন লোকই ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলো। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স মেঝেতে ফেলে ঢাকনি খুলে ফেলা হলো।

"মিঃ লোরিংয়ের মন কি এখনও খারাপ?"

নোল উঁকি মারলো। একজন লোক লোরিংয়ের স্টাফদের ইউনিফর্ম পরে আছে। মেরুন রংয়ের প্যান্ট, সাদা শার্ট, সরু কালো টাই। অন্য লোকটি পরে আছে একটি বাটলারের জ্যাকেট।

"তিনি এবং মিস্ ড্যানজার সারাদিন খুব চুপচাপ ছিলেন। সকালে পুলিশ এসেছিলো জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ও সমবেদনা জানানোর জন্য। বেচারা ফেলনার ও তার কন্যা। মেয়েটাকে কি গতরাত্রে দেখেছিলে তুমি? দারুণ দেখতে।"

"ডিনারের পরে আমি স্টাডিতে ড্রিঙ্ক ও কেক পরিবেশন করেছিলাম। মেয়েটি আসলেই চমৎকার ছিলো দেখতে। প্রচণ্ড ধনীও। অথচ দেখো কি ঘটলো। পুলিশের কি কোন ধারণা আছে, আসলে কি ঘটেছিলো তার সম্পর্কে?"

"নাহ। জার্মানিতে যাওয়ার পথে প্লেনটা হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হয়, প্লেনের সবাই মারা গেছে।"

শব্দগুলো যেনো নোলের মুখে সজোরে আঘাত করলো। সে কি ঠিকমতো শুনতে পেয়েছে? ফেলনার ও মনিকা মারা গেছে?" রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো সে।

মনিকা ও ফেলনারসহ একটি প্লেন বিস্ফোরিত হয়েছে। এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। সুজানের সহায়তায় আর্নস্ট লোরিং এই ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। সুজান ও লোরিং তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। তাই তারা ফেলনার ও মনিকাকে খুন করলেন। কিন্তু কেন? কি ঘটছে এসব? তার ইচ্ছা হচ্ছে স্টিলেটো বাগিয়ে ধরে সামনের স্টাফ দুজনকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। কিন্তু তাতে কি কোন কিছুর পরিবর্তন হবে? সে নিজেকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিলো।

তার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানা দরকার। তার জানা দরকার 'কেন' এ ঘটনাটা ঘটানো হলো। সে মনে মনে খুশি হলো এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে। সমস্ত ঘটনার উৎস এই সুপ্রাচীন ক্যাসলের চার দেয়ালের মধ্যেই কোথাও লুকানো আছে।

"বাক্সগুলো সাথে করে নিয়ে আসো," একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

লোক দু'জন দরজা পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চললো। ঘরটি আবারো নীরব হয়ে গেলো। সেও ক্রেটের পিছন থেকে বেরিয়ে আসলো। তার হাত টানটান হয়ে আছে আর পা দুটো কাঁপছে। এটা কি আবেগ? দুঃখ? নাকি নিজেকে হঠাৎ করে বেকার হিসেবে আবিষ্কার করার প্রতিক্রিয়া? সে সবকিছু মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে, স্টোরেজ রুম থেকে বের হয়ে, করিডরে ঢুকলো। সে বামে এবং ডানে মোড় নিয়ে একটি প্যাঁচানো

সিঁড়ির দেখা পেল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে তাকে অন্তত আরো দুটা ফ্লোর উপরে উঠতে হবে ক্যাসলের মেইন লেভেলে পৌছানোর জন্য।

সিঁড়ির উপরে উঠে সে থামলো। পাশের কাঁচের জানালা দিয়ে আরেকটা উঠান দেখা যাচ্ছে। সেই উঠানে অবস্থিত আরেকটি দালানের খোলা জানালা দিয়ে এক তরুনীকে দেখতে পেল সে। তরুনীটি তার ঘর থেকে বের হয়ে হাত বাড়িয়ে সামনের আরেকটি দরজা খুললো।

নোল দেখতে পেল সেই বালিকাসুলভ মুখ ও শয়তানি চোখ। সুজান ড্যানজার।

চমৎকার।

অধ্যায় ৫৪

নোল যা আশা করছিলো তার চেয়ে অনেক সহজেই ব্যাক প্যাসেজে ঢুকতে পারলো। একজন কর্মচারীর দেখাদেখি সে প্যাসেজে ঢোকার পথের সন্ধান পায়। খুব সম্ভবত সে এখন পশ্চিম দালানের দক্ষিণ পাশে আছে। তার উত্তরপুব দিকে যাওয়া দরকার যেখানে পাবলিক রুমগুলো অবস্থিত।

স্টাফদের সাথে যেনো মোলাকাত না ঘটে সেজন্য খুব সাবধানে প্যাসেজে পা রাখলো সে। সেঁতসেঁতে করিডরটির উপর দিকটা এয়ার ডাক্ট, ওয়াটার পাইপ এবং ইলেকট্রিক তারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বাল্বের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সামনের পথ।

সে তিনটা পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে অবশেষে উপস্থিত হলো ক্যাসলের উত্তর প্রান্তে। উঁকি দেবার জন্য পিপহোল এবং জুডাসহোলে দেয়াল ভরে আছে। যাওয়ার পথে সে কয়েকটার ঢাকনি তুলে ভেতরে ঘরের অবস্থা দেখে নিয়েছে।

এরকমই একটি পীপহোলের সামনে থেমে সে ঢাকনি তুললো। সুন্দর বিছানা ও টেবিলে সমৃদ্ধ রুমটি সে চিনতে পারলো- ক্যারোলোট্টা রুম। লোরিং ঘরটির নাম রেখেছেন বাভারিয়ার রাজা প্রথম লুডউভিগের মিসট্রেসের নামানুসারে, দেয়ালজুড়ে তার পোর্ট্রেট-ও শোভা পাচ্ছে। সে ঢাকনি নামিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

হঠাৎ করে পাথুরে দেয়ালের ওপাশ থেকে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল সে। চারপাশ আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলো। একটা জুডাস হোল খুঁজে পেয়ে ভেতরে উঁকি মেরে রাচেল কাটলারকে একটি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল, তার নগ্ন শরীর ও ভেজা চুলে প্যাঁচানো খয়েরি রংয়ের টাওয়েল।

নোল ভেতরের দৃশ্য অবলোকন করে যেতে লাগলো।

"আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম ম্যাককয় কোন একটা ধান্ধায় আছে," রাচেল বললেন।

পল একটা টেবিলের পিছনে বসে আছেন। তিনি এবং রাচেল ক্যাসলের পঞ্চম তলার একটি রুম রাতে ঘুমানোর জন্য পেয়েছেন। ম্যাককয়কে সামনের দিকের একটা রুম দেয়া হয়েছে। যে স্টুয়ার্ডটা তাদের ব্যাগগুলো রুমে নিয়ে আসে, সে তাদেরকে এই ঘরটার নাম যে ওয়েডিং চেম্বার তা জানায়। ঘরটি সুবিশাল এবং এর সাথে একটি বাথরুমও রয়েছে। রাচেল ইতিমধ্যেই সেই বাথরুমে তার গোসল সেরেছেন যাতে ডিনারের জন্য তাকে সাফ-সুতরো দেখায়।

"পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না," পল বললেন। "লোরিংয়ের মতো লোককে হালকাভাবে নেয়া উচিত না। বিশেষ করে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের

মতো কাজে।"

রাচেল মাথা থেকে টাওয়েল খুলে আবারো বাথরুমে ঢুকলেন। হেয়ার ড্রায়ারের শব্দ ভেসে আসলো বাথরুম থেকে।

পল দূর দেয়ালের একটি পেইন্টিং খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। সেন্ট পিটারের একটি অর্ধেক প্রতিকৃতি। দা করটুনা হয়তো রেনি'র কাজ। তার যদি ভুল না হয় তবে এটা সতেরো শতকের একটি পেইন্টিং। প্রচণ্ড দামী, আর ক্যানভাসটিও আসল বলেই মনে হচ্ছে। দেয়ালে ঝুলানো আছে চীনামাটির অনেক মূর্তি। পঞ্চদশ শতকিয় জার্মান কারুকাজ এবং অমূল্য। সিঁড়ি দিয়ে শোবার ঘরে আসার সময় এরকম আরো অনেক পেইন্টিং, ট্যাপেস্ট্রি এবং ভাস্কর্য দেখেছেন তিনি। আটলান্টার মিউজিয়াম স্টাফ কি না দিতে রাজি হবে এইসব শিল্পসামগ্রীর সামান্য কিছু দেখানোর জন্য!

হেয়ার ড্রায়ারের আওয়াজ বন্ধ হলো। রাচেল বাথরুম থেকে বের হয়ে আসলেন। "অনেকটা হোটেল রুমের মতো," তিনি বললেন। "সাবান, শ্যাম্পু এবং হেয়ার ড্রায়ার।"

"পার্থক্য এই যে এই ঘরটা মিলিয়ন ডলারের শিল্প সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।"

"এই সব কিছু অরিজিনাল?"

"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"পল, আমাদের ম্যাককয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। এই জিনিসটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।"

"আমিও তোমার সাথে একমত। কিন্তু এই লোরিং আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছেন। আমি যা আশা করছিলাম তিনি মোটে ও সেরকম নন।"

"তুমি ইদানিং একটু বেশিই জেমস বন্ডের ছবি দেখছো। তিনি স্রেফ একজন ধনী বৃদ্ধ মানুষ যিনি আর্ট ভালোবাসেন।"

"তিনি ম্যাককয়ের হুমকি একটু বেশি শান্তভাবে নিয়েছেন।"

"আমরা যে এখানে থাকছি, এটা প্যানিককে ফোন করে জানিয়ে দেয়া উচিত না?"

"তবে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আগামীকালকেই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া।"

"ব্যাপারটা ঘটলে আমি মোটেও দুঃখিত হবো না।"

রাচেল গা থেকে টাওয়েল খুলে প্যান্টি পরে নিলেন। চেয়ারে বসে থেকে তা দেখতে লাগলেন পল, সেইসাথে আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন নির্বিকার থাকার।

"এটা ঠিক না," পল বললেন।

"কি ঠিক না?"

"তুমি নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

রাচেল প্যান্টিটা পরে নিয়ে হেঁটে এসে বসে পড়লেন পলের কোলে।

"গতরাতে বুঝে শুনেই কথাগুলো আমি বলেছি। আমি আবারো চেষ্টা চালাতে চাই।"

পল তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

"আমি সবসময়ই তোমাকে ভালোবেসে এসেছি, পল। আমি জানি না কি ঘটেছিলো। আমার মনে হয় অহংকার এবং রাগ আমার নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়। তারপর এমন এক সময় আসলো যখন আমাদের সম্পর্ক আমার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিলো প্রায়। এতে তোমার কোন হাত নেই। দোষটা আসলে আমার। বিচারক হওয়ার পর আমার ভেতরে কিছু একটা যেনো ঘটে গেলো। আমি তোমাকে ঠিক বলে বুঝাতে পারবো না।"

রাচেল আসলে ঠিকই বলছেন। তার বিচারক হওয়ার পর থেকেই তাদের সমস্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। হয়তোবা সবাই যে তাকে শ্রদ্ধাভরে 'ইয়েস ম্যাম' এবং 'ইয়োর অনার' সারাদিন ধরে বলে যাচ্ছিলো, তা অফিসেই ফেলে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পলের কাছে তিনি স্রেফ রাচেল বেটস, এমন একজন নারী যাকে পল ভালোবেসেছেন, কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রতীক নয়। পল প্রায়ই তার সাথে তর্কে লিপ্ত হতেন, বলতেন তার কি করা উচিত এবং অভিযোগ করতেন যখন তিনি তা করতেন না। এক সময় তাদের সম্পূর্ণ বিপরতীমুখী দুই জীবনে সঙ্গতি রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত রাচেল পলকে ডিভোর্স দিয়ে সম্পূর্ণ মনেনিবেশ করেন বিচারকের জীবনে।

"বাবার মৃত্যু এবং এ সবকিছু আমাকে পরিবারের অভাববোধ করাচ্ছে। বাবা-মা'য়ের পরিবারের সবাই যুদ্ধের সময় মারা গেছেন। মার্লা, ব্রেন্ট...এবং তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

পল তাকিয়ে রইলেন রাচেলের দিকে।

"তুমি আমার পরিবারেরই একজন পল। তিন বছর আগে আমি একটি বড় ভুল করেছিলাম। আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নেই নি।"

"কিভাবে বুঝলে ব্যাপারটা?"

"গতকাল রাতে যখন আমরা অ্যাবের রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছিলাম, ব্যালকনি ধরে ঝুলছিলাম, তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। যখন তুমি বুঝতে পারলে আমি ভয়াবহ বিপদের মাঝে আছি তখন তুমি সাথে সাথে জার্মানি চলে আসলে, আমার জন্য অনেক ঝুঁকি নিলে। তোমার প্রতি এতোটা নির্মম হওয়া আমার উচি হয় নি। এ ধরনের ব্যবহার তোমার প্রাপ্য নয়। তুমি সবসময়ই স্রেফ শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনই যাপন করতে চেয়েছো। আর আমি সবসময়ই সবকিছু ভজঘট পাকিয়ে আসছি।"

পল তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।

নোল পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ কাটলারদেরকে দেখতে থাকলো। অর্ধ-নগ্ন রাচেল কাটলারকে দেখে বেশ উত্তেজিত বোধ করছে সে। মিউনিখ থেকে কেহলহেমে গাড়িতে করে যাওয়ার পথেই সে এই উপসংহার আসে যে রাচেল কাটলার এখনও তার প্রাক্তন স্বামীকে ভালোবাসেন। এইজন্যই খুব সম্ভবত ওয়ার্থবার্গে তাকে ফিরিয়ে দেন রাচেল। স্বীকার করতেই হবে, মহিলা দারুণ আকর্ষণীয়। নোল তাকে প্রবলভাবেই খনিতে চাচ্ছিলো, কিন্তু সুজান বিস্ফোরণটা ঘটিয়ে সবকিছু ভন্ডুল করে দেয়। আজ রাতেই তো ব্যাপারটা সংশোধন করা যায়, তাই না? এটা ঘটলে কারো কি কিছু যাবে

আসবে? ফেলনার এবং মনিকা ইতিমধ্যেই পটল তুলেছে, সে নিজেও হয়ে পড়েছে বেকার। সে এখন যা করতে যাচ্ছে এরপর কোন ক্লাব মেম্বার তাকে চাকুরিতে নিবেও না।

শোবার ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ নোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে পিপ হোল দিয়ে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে রইলো।

"কে?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"ম্যাককয়।"

রাচেল তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ে, কাপড়চোপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। পল উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুললে ম্যাককয় ভেতরে ঢুকলেন, তার পরনে সবুজ কর্ডুরয় প্যান্ট এবং ডোরাকাটা শার্ট।

"পোশাক-আশাকটা একটু বেশিই ক্যাজুয়াল হয়ে গেলো না, ম্যাককয়?" পল বললেন।

"আমার ট্যুক্সেডো লন্ড্রিতে আছে।"

পল শব্দ করে দরজা লাগালেন। "তখন কি করছিলেন আপনি লোরিংয়ের সাথে?"

ম্যাককয় তার মুখোমুখি হলেন। "শান্ত হোন, কাউন্সিলর। আমি ওই বুড়ো ভামের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিলাম না।"

"তাহলে, কি করছিলেন আপনি?"

"হ্যা, ম্যাককয়, কি উদ্দেশ্য আপনার?" বাথরুম থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাচেল, এখন তার পরনে জিন্স আর আঁটসাঁট টার্টলনেক সোয়েটার।

ম্যাককয় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন। "আপনার ড্রেস-সেন্স খুবই ভালো, ইয়োর অনার।"

"আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

"আমার উদ্দেশ্য ছিলো লোকটা আতঙ্কগ্রস্ত হয় কিনা তা দেখা, সে কিন্তু কিছুটা হলেও আতঙ্কিত। লোরিং যদি অ্যাম্বার রুমের সাথে জড়িত না থাকতো তাহলে সে সরাসরি আমাদের বলতো, ভাগো এখন থেকে। অথচ দেখেন সে কি রকম উৎসুক আমাদের ক্যাসলে রাখার জন্য।"

"আপনি কি সিরিয়াস?" পল প্রশ্ন করলেন।

"কাটলার, আমি জানি আপনারা আমাকে বাটপার হিসেবে ভাবেন, তবে আমারও কিছু নৈতিকতা আছে। এটা সত্য যে সেই নৈতিকতা বেশিরভাগ সময় ঢিলা থাকে। কিন্তু তবুও তা আমার আছে। এই লোরিং লোকটা হয় কিছু একটা জানে অথবা কিছু একটা জানতে চায়। সেই জন্যই সে তার এখানে রাত কাটানোর জন্য আমাদেরকে জায়গা দিতে আগ্রহী।"

"ক্রমার যে ক্লাবের কথা বলছিলেন, আপনার কি মনে হয় লোরিং ঐ ক্লাবের সদস্য?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আশা করছি সে ঐ ক্লাবের সদস্য নয়," রাচেল বললেন। "কারণ যদি সে তা হয়

তার মানে হবে যে নোল এবং ঐ মহিলাটি আশেপাশেই কোথাও আছে।"

ম্যাককয়কে মোটেই চিন্তিত মনে হল না। "এই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে। আমার মন বলছে আমরা ঠিক পথেই আছি। তাছাড়া জার্মানিতে এক দঙ্গল বিনিয়োগকারী অপেক্ষা করছেন। তাই তাদের জন্য আমার সঠিক জবাব দরকার। আমার অনুমান হচ্ছে যে ঐ বুড়ো বেজন্মার কাছে কিছু জবাব পাওয়া যাবে।"

"আপনার লোকেরা আর কতদিন বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সামলে রাখতে পারবে?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"দুয়েকদিন। এর বেশি নয়। তারা আগামীকাল সকালে অন্য টানেলটা খোঁড়া শুরু করবে, তবে আমি তাদেরকে বলেছি সময় নেয়ার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এটা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"আমরা ডিনারটা কিভাবে সামলাবো?" রাচেল আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব সোজা। আমরা বুড়োটার খাবার খাব, মদ পান করব এবং যত পারি তত তথ্য সংগ্রহ করব। দেয়ার চেয়ে নেয়াই আমাদের বেশি দরকার। বুঝতে পেরেছেন?"

কথাটা শুনে তিনি হেসে উঠলেন। "হ্যা, আমি বুঝতে পেরেছি।"

ডিনারটা বেশ আন্তরিকই হলো। লোরিং তার অতিথিদের সাথে শিল্প ও রাজনীতি বিষয়ক আলাপচারিতায় মেতে উঠলেন। শিল্প সম্পর্কে লোরিংয়ের জ্ঞানের পরিধি দেখে পল অভিভূত হয়ে পড়লেন। ম্যাককয় ডিনারের পুরো সময়টা খুব ভালো ব্যবহার করলেন, খাবারের উঁচু প্রশংসা করতেও ছাড়লেন না তিনি। পল খুব সাবধানে সবকিছু খেয়াল করে গেলেন, সেই সাথে ম্যাককয়ের প্রতি রাচেলের অসামান্য মনোযোগ ও লক্ষ্য করলেন তিনি। ম্যাককয় কখন সীমা লঙ্ঘন করেন এটা দেখার জন্যই যেনো বসে আছেন রাচেল।

সামান্য ফলাহারের পর লোরিং তাদেরকে ক্যাসলের নিচের ফ্লোর দেখাতে নিয়ে গেলেন। ফ্লোরের সাজসজ্জা ডাচ আসবাবপত্র, ফ্রেঞ্চ ঘড়ি এবং রাশিয়ান ঝাড়বাতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আর প্রত্যেকটা ঘরেরই একটা পৃথক নাম আছে। ওয়াল্ডারডফ চেম্বার। মোলসবার্গ রুম। গ্রিনরুম। উইচেসরুম। প্রত্যেকটা ঘরই অ্যান্টিক আসবাবপত্রে ভরপুর এবং এতো বেশি শিল্প-সামগ্রীতে ঠাসা যে পল ভালোভাবে সবকিছু লক্ষ্য করতে পারছিলেন না। একসময় তারা অ্যানসেস্টরস্ রুমে এসে উপস্থিত হলে লোরিং তার বাবার বিশাল অয়েল পেইন্টিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"আমার বাবার লম্বা বংশানুক্রমিক ধারা আছে। বেশিরভাগ সময়, পুরুষেরা আমাদের পরিবারে সম্পত্তির মালিক হয়ে আসছে এবং সবকিছু দেখভাল করে আসছে। ৫০০ বছর ধরে এই জায়গাটা শাসন করার এটাই হয়তোবা কারণ।"

"কমিউনিস্টরা যখন শাসন করতো তখন কি অবস্থা ছিলো আপনাদের?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"তখনো ঐ একই অবস্থা ছিলো। আমাদের পরিবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। এছাড়া কোন উপায়ও ছিলো না। হয় বদলাও না হয় ধ্বংস হও।"

"তার মানে দাঁড়াচ্ছে আপনি কমিউনিস্টদের হয়ে কাজ করেছেন, "ম্যাককয় বললেন।

"আর কিইবা করার ছিলো, ম্যাককয় সাহেব?"

ম্যাককয় কথাটার জবাব না দিয়ে তার দৃষ্টি জোসেফ লোরিংয়ের পেইন্টিংয়ে নিবদ্ধ করলেন। "আপনার বাবা কি অ্যাম্বার রুমের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন?"

"অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন।"

"তিনি কি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আসল অ্যাম্বার রুম দেখেছিলেন?"

"আসলে, আব্বা রাশিয়ান বিপ্লবেরও আগে অ্যাম্বার রুম দেখেন। তিনি অ্যাম্বারের অনেক বড় ভক্ত ছিলেন, নিশ্চয় আপনি তা জানেন।"

"এসব বালছাল কথাবার্তা কেন আমরা বন্ধ করছি না, লোরিং?"

ম্যাককয়ের কথা শুনে শঙ্কিত বোধ করলেন পল। এটা কি সত্যি সত্যি তিনি বলছেন নাকি আবারো কোন খেলা খেলছেন?

"আমি মিলিয়ন ডলার খরচ করে পর্বতে অভিযান চালিয়েছি। এত সব ঝক্কি ঝামেলার পর আমি কি পেলাম? তিনটা ট্রাক এবং পাঁচটা কঙ্কাল। আপনাকে বলে নেই আমি কি ভাবছি।"

লোরিং একটা চামড়ার চেয়ারে বসে পড়লেন। "হ্যা, অবশ্যই।"

পাশে দাঁড়ানো স্টুয়ার্ডের কাছে থেকে এক গ্লাস ক্ল্যারেট নিলেন ম্যাককয়। "ডলিনস্কি আমাকে একটা গল্প বলেছিলো। ১৯৪৫ সালের পহেলা মে'র দিকে দখলীকৃত রাশিয়া থেকে একটি ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার গল্প। ধারণা করা হয় ট্রেনটিতে ক্রেট ভর্তি অ্যাম্বার প্যানেল ছিলো। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে ক্রেটগুলো চেকোস্লোভাকিয়াতে নামানো হয়। সেখান থেকে ক্রেটগুলো খুব সম্ভবত দক্ষিণ দিকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এই গল্পের একটা ভাষ্যে বলা হয় যে, ক্রেটগুলো জার্মান আর্মির কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল ভন শোরনার এর ব্যবহৃত আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কারে স্টোর করে রাখা হয়। আরেকটা ভাষ্য মোতাবেক, ওগুলো পশ্চিমে জার্মানির পথে রওয়ানা হয়। তৃতীয় ভাষ্য মতে, ক্রেটগুলো পোলান্ডের পথে যাত্রা করে। কোনটা সত্য?"

"আমিও এ ধরণের গল্প শুনেছি। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে, সোভিয়েতরা এ বাঙ্কারটা অনেক খুঁড়াখুঁড়ি করে দেখেছে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় নি। আর ক্রেটগুলোর পোলান্ড যাত্রার ব্যাপারটা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

"কেন?" ম্যাককয় চেয়ারে বসে বললেন।

পল দাঁড়িয়েই রইলেন, তার পাশে রাচেল। দু'জনের বাকবিতণ্ডা দেখতে তার ভালই লাগছে। ম্যাককয় বেশ দক্ষতার সাথে তার পার্টনারদের সামলেছিলেন, এখানেও তিনি এর ধারাবাহিকতা এখনও পর্যন্ত বজায় রেখে চলেছেন।

"অ্যাম্বার রুমের মতো মহামূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ করে রাখার মতো ঘিলু বা সঙ্গতি পোলদের নেই," লোরিং বললেন। "কেউ একজন এতদিনে তা আবিষ্কার করে ফেলতো।"

"শুনে আপনাকে একজন পক্ষপাতদুষ্ট লোক বলে মনে হচ্ছে," ম্যাককয় জবাবে বললেন।

"মোটেও না। এটা নেহায়েতই বাস্তবতা। পোলরা একতাবদ্ধ জাতি হিসেবে কখনোই বেশিদিন থাকতে পারে নি। তাদেরকে সবসময়ই কেউ না কেউ নাকে দড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে।"

"তাহলে আপনি বলছেন ক্রেটগুলোর গন্তব্যস্থল ছিলো জার্মানি?"

"আমি কিছুই বলছি না, মিঃ ম্যাককয়। শুধুমাত্র আপনি যে তিনটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন, তার মধ্যে জার্মানিই সবচেয়ে যুক্তিসংগত।"

রাচেল বসে বললেন, "মিঃ লোরিং–"

"দয়া করে আমাকে আর্নস্ট বলেই ডাকুন।"

"ঠিক আছে...আর্নস্ট। ক্রমার মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন যে নোল এবং যে মহিলাটি চাপায়েভকে খুন করেছে, তারা একটা ক্লাবের হয়ে কাজ করে। তিনি ক্লাবটার নাম বলেন, 'লুপ্ত সম্পদের উদ্ধারকারী' হিসেবে। নোল এবং ঐ মহিলাটি ক্লাব সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্ধারকারী হিসেবে কাজ করে। যে সম্পদগুলো হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয় তাই তারা উদ্ধার করে। ক্লাব সদস্যরা এই সব সম্পদ উদ্ধারের ব্যাপারে একে অন্যের সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হন।"

"শুনে বেশ কৌতূহলজনক বলেই মনে হচ্ছে । তবে আমি এরকম কোন ক্লাবের সদস্য নই। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমার বাড়ি শিল্প সামগ্রীতে ভরপুর। আমি একজন পাবলিক কালেক্টর, আমার সংগ্রহের সমস্ত কিছু আমি খোলাখুলিভাবে সবাইকে দেখাই।"

"অ্যাম্বার এর ব্যাপারে আপনার কি মত? এই ক্যাসলে এখনও অ্যাম্বারের দেখা পাই নি আমি," ম্যাককয় বললেন।

"আমার কাছে বেশ কয়েক খন্ড অ্যাম্বার আছে। আপনি কি দেখতে চান?"

"অবশ্যই দেখতে চাই।"

লোরিং অতিথিদেরকে অ্যানসেস্টরস রুম থেকে বের করে নিয়ে এসে করিডর ধরে ক্যাসলের গভীরে নিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে, জানালাবিহীন বর্গাকার একটি ঘরে তারা প্রবেশ করলেন। লোরিং একটি সুইচ টিপে দিতেই ঘরটিতে আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোয় দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে সাজানো কাঠের ডিসপ্লে কেস দেখতে পেলেন পল। এগুলো হচ্ছে ভারমেয়েন ভেসেল, বোহেমিয়ান গ্লাস এবং মেয়ার-এর তৈজসপত্র। প্রত্যেকটা জিনিসই তিনশ বছরেরও বেশি পুরনো। দুটো ডিসপ্লে কেসের পুরোটাই অ্যাম্বারে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে আছে একটা বাস্কেট কেস, দাবার গুটিসহ বোর্ড, নস্যিরকৌটা, শেভিংবেসিন, সাবান-পাত্র এবং ব্রাশ।

"বেশিরভাগই আঠারো শতকের," লোরিং বললেন। "সব কয়টাই এসেছে জারস্কো সেলোর ওয়ার্কশপ থেকে। যেসব মাস্টারেরা এই অ্যাম্বার খন্ডগুলো বানিয়েছেন তারাই কিন্তু অ্যাম্বার রুমের প্যানেলগুলোও বানিয়েছেন।"

"আমার দেখা সবচেয়ে সেরা অ্যাম্বার খন্ড," পল বললেন।

"আমি খুব গর্বিত আমার সংগ্রহ নিয়ে। অনেক টাকা খরচ হয়েছে একেকটা সংগ্রহ করতে। কিন্তু হায়, অ্যাম্বার রুম আর সংগ্রহ করতে পারলাম কই।"

"আমি আপনাকে কেন বিশ্বাস করতে পারছি না?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

"খোলাখুলিভাবেই বলছি মিঃ ম্যাককয়, আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হচ্ছে, আপনি আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবেন কিনা। আপনি আমার বাড়িতে এসে আবোল-তাবোল কিছু অভিযোগ করছেন, হুমকি দিচ্ছেন বিশ্ব মিডিয়ার কাছে সবকিছু ফাঁস করে দেয়ার অথচ আপনার অভিযোগের সপক্ষে বালিতে লেখা কয়েকটি অক্ষরের ছবি ও একজন লোভী পন্ডিতের আগডুম বাগডুম কথা ছাড়া আর কিছুই নেই।"

"গ্রুমার যে একজন পন্ডিত একথা কিন্তু আমি বলি নি," ম্যাককয় বললেন।

"না, আপনি বলেন নি। কিন্তু আমি ডক্টর সাহেবের সাথে পরিচিত। তার বেশ খ্যাতি রয়েছে, তবে তা মোটেও ঈর্ষণীয় নয়।"

পল লক্ষ্য করলেন লোরিংয়ের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন। এখন আর তা মোটেও আন্তরিক কিংবা সৌহার্দ্যমূলক নয়। বুঝাই যাচ্ছে, লোকটার ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে।

ম্যাককয় বলে উঠলেন, "আমি তে মনে করেছিলাম, আপনার মতো এত অভিজ্ঞ একজন লোক আমার মতো রুক্ষ কাউকে খুব সহজেই সামলাতে পারবে।"

লোরিং হেসে ফেললেন। "আপনার অকপট ভঙ্গি বেশ ভালো লেগেছে আমার। এরকম ভাবে কেউ আমার সাথে কখনো কথা বলে নি।"

"আমার বিকালে দেয়া অফারটির ব্যাপারে কিছু ভেবে দেখেছেন কি?"

"হ্যা, ভেবে দেখেছি। এক মিলিয়ন ইউএস ডলারে কি চলবে আপনার?"

"তিন মিলিয়ন হলে আরো ভালো হয়।"

"তাহলে আমি ধারণা করছি আর কোন দরাদরি না করে দুই মিলিয়ন ডলারেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?"

"হ্যা, সন্তুষ্ট হবো।"

লোরিং মুখ টিপে হাসলেন। "ম্যাককয় সাহেব, আপনি সত্যিই একজন দয়ালু লোক।

অধ্যায় ৫৫

শুক্রবার, ২৩শে মে, রাত ২:১৫

পল জেগে উঠলেন। মধ্যরাতের দিকে বিছানায় গেলেও তার ঘুম এখনও ভালো মতো আসে নি। তার পাশেই রাচেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পলের মাথায় আবারো উঁকি দিলো লোরিং ও ম্যাককয়ের কথা। বুড়ো মানুষটা এত সহজেই দুই মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়ে গেলেন। হয়তোবা ম্যাককয় ঠিকই বলেছেন। লোরিং আসলেই কিছু একটা লুকাচ্ছেন, সেজন্যই দুই মিলিয়ন ডলার দিতে দ্বিধাবোধ করছেন না। কিন্তু কি লুকাচ্ছেন? অ্যাম্বার রুম? কিন্তু এই সম্ভাবনাটা একটু বেশিই কষ্টকল্পিত হয়ে যায়। তিনি মনে মনে কল্পনা করলেন, প্যালেসের দেয়াল থেকে নাৎসিরা অ্যাম্বার প্যানেলগুলো খুলে নিচ্ছে; তারপর ট্রাকে করে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এগুলো এখন কি অবস্থায় থাকার কথা? এখন তো এগুলোর স্রেফ কাঁচামালে পরিণত হওয়ার কথা। বোরিয়ার আর্টিকেলে কি পড়েছিলেন তিনি? প্যানেলগুলো গঠিত হয়েছে এক লাখ অ্যাম্বার খন্ড দ্বারা। খোলা বাজারে খন্ডগুলোর প্রচুর দাম হওয়ার কথা। হয়তোবা এটাই ঘটেছে। লোরিং অ্যাম্বার খুঁজে পেয়ে তা খোলা বাজারে বিক্রি করে দেন; এখন এ ব্যাপারটাই লুকাতে চাচ্ছেন তিনি।

বিছানা থেকে উঠে চেয়ারের উপর রাখা শার্ট এবং প্যান্টের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওগুলো পরে নিলেন তিনি, শুধু জুতাজোড়া পরা থেকে বিরত থাকলেন–খালি পায়ে শব্দ কম হবে। ঘুম যখন সহজে আসছেই না তখন নিচতলার ডিসপ্লে রুমগুলো আবার একবার দেখা যাক। তিনি আশা করলেন, লোরিং এতে কিছু মনে করবেন না।

বিছানায় শুয়ে থাকা রাচেলকে একবার দেখে নিলেন। চাদরের নিচে আরাম করে ঘুমাচ্ছে, গায়ে পলের একটা টুইল শার্ট। দুই ঘণ্টা আগে তারা প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলো, এখনও সেই উত্তেজনা অনুভব করতে পারছেন তিনি। তারা কি সবকিছু আবারো ঠিক করতে পারবে? তিনি তো মনেপ্রাণে চান যেনো সবকিছু ঠিক হয়ে যাক। গত দুসপ্তাহ ছিলো অশ্রুমধুর। রাচেলের বাবা মারা গেছেন কিন্তু তবুও হয়তোবা কাটলার পরিবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

তিনি দরজাটা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক করে নিঃশব্দে হলে বেরিয়ে আসলেন। দেয়ালে ঝুলানো মোমবাতির মৃদু আলোয় আলোকিত চারপাশ। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তিনি পাথুরে রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিচের ফয়ার দেখে নিলেন। ফয়ারটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত।

তিনি পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচের ফ্লোরের দিকে যেতে লাগলেন। নিঃশব্দে ক্যাসলের আরো গভীরে ঢুকে যেতে লাগলেন তিনি, পাশ কাটালেন প্রশস্ত করিডর। উইচেস রুমে ঢুকলেন তিনি। লোরিংয়ের দেয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে ডাইনীদের আদালত বসতো

একসময়। তিনি একসারি আবলুস কাঠের ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গিয়ে হ্যালোজেনের সরু বাতিটি জ্বালালেন। রোমান আমলের নানা শিল্প-সামগ্রীতে শেলফ্ ভরপুর। নানা ধরনের মূর্তি, প্লেট, ভেসেল, বাতিদান, ঘণ্টা। কয়েকটি খোদিত দেবীর মুর্তিও রাখা আছে এখানে।

হঠাৎ হলরুম থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। খুব বেশি জোরালো শব্দ নয়, অনেকটা কার্পেটের উপর পা ঘষটানোর আওয়াজের মতো। তবে রাতের নিস্তব্ধতায় সেটাই অনেক জোরালো শোনালো।

তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালেন। এটা কি কারো পায়ের আওয়াজ নাকি রাতের নিত্য-নৈমিত্তিক কোন শব্দ? তিনি হাত বাড়িয়ে লাইটগুলো নিভিয়ে দিলে ডিসপ্লে কেসগুলো আবারো অন্ধকার হয়ে এলো। একটি সোফার আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে রইলেন তিনি।

আরেকটা শব্দ শোনা গেলো। এবার অবশ্যই কারো পায়ের আওয়াজ। কেউ একজন হলে হাঁটছে। তিনি সোফার পিছনে নিজেকে আরো গুটিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটি ছায়া দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সোফার পিছন থেকে উঁকি মারলেন তিনি। ওয়েল্যান্ড ম্যাককয়কে দরজার সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেলো। তার আগেই বুঝা উচিত ছিলো।

তিনি পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ম্যাককয় তার কয়েক ফুট সামনে, এগিয়ে যাচ্ছেন কোণার দিকের একটি ঘরের দিকে। লোরিং ঐ ঘরটাকে রোমানেস্ক রুম বলে অভিহিত করেছিলেন, তবে তিনি ওটা আর ঘুরে দেখান নি।

"ঘুম আসছে না বুঝি?" তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন।

ম্যাককয় দ্রুত পাক খেয়ে ঘুরলেন। "ঈশ্বরের দোহাই, কাটলার," ম্যাককয় কোন রকমে বলে উঠলেন। "আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।" বিশালদেহী লোকটির পরনে জিন্স ও সোয়েটার।

ম্যাককয়ের খালি পায়ের দিকে দেখালেন পল। "আমরা দুজনেই দেখছি একই রকমভাবে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করেছি। বেশ ভীতিকর ব্যাপারটা।"

"আমার মতো চিন্তা-ভাবনা করলে আপনার তেমন কোন ক্ষতি হবে না, আইনজীবী সাহেব।"

তারা উইচেস্ রুমের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকলেন।

"আপনিও আমার মতই আগ্রহী, তাই না?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই। দুই মিলিয়ন ডলার। লোরিং বড় তাড়াতাড়ি মেনে নিল আমার প্রস্তাব।"

"নিশ্চয়ই ভাবছেন কি জানে লোকটা?"

"জানি না লোরিং কি জানে। তবে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জানে। সমস্যা হচ্ছে, এই 'বোহেমিয়ান ল্যুভর' গু-বিষ্ঠায় ভর্তি; কাজেই আমরা কোন কিছু খুঁজে না-ও পেতে পারি।"

"আমরা অ্যান্টিক জিনিসপত্রের গোলকধাঁধায় হারিয়েও যেতে পারি।"

হঠাৎ হল থেকে ভেসে এলো কোন কিছু পড়ার শব্দ। তিনি এবং ম্যাককয় উঁকি মেরে বাঁ-দিকটা দেখে নিলেন। অনতিদূরের রোমানেস্ক রুম থেকে মৃদু হলুদাভ আলো বাইরে এসে পড়েছে।

"আমাদের একবার দেখে আসা উচিত," ম্যাককয় বললেন।

"কেন নয়? আমরা যখন এতদূর এসেই পড়েছি তখন এটা আর এমন কি?"

ম্যাককয় আগে আগে চললেন খোলা দরজাটার দিকে। রোমানেস্ক রুমের খোলা দরজার সামনে এসে তারা দুজনেই অনেকটা যেনো জমে গেলেন। "হায় ঈশ্বর," পল বলে উঠলেন।

নোল পিপহোল দিয়ে দেখলো পল কাটলারকে কাপড়-চোপড় পরে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে। রাচেল কাটলার অবশ্য চাদরের নিচে আরামে ঘুমাচ্ছেন। নোল অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছে কখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে এবং কখন সে তার কাজ শুরু করতে পারবে এ জন্যে। তার ইচ্ছা কাটলারদের দিয়ে শুরু করা, তারপর ম্যাককয় এবং পরিশেষে লোরিং ও সুজান, বিশেষ করে শেষ দুজনকে খুন করতে দারুণ উপভোগ করবে সে। এতে চমৎকার বদলা নেয়া হয়ে যাবে ফেলনার ও মনিকা হত্যাকান্ডের। কিন্তু পল কাটলারের এই আকস্মিক প্রস্থান একটা সমস্যাই সৃষ্টি করলো। রাচেলের কথা মোতাবেক, তার প্রাক্তন স্বামী প্রবর মোটেও রোমাঞ্চ অন্বেষী নন। তবুও তিনি ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি হালকা কিছু খাবার উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের দিকে যান নি। খুব সম্ভবত ক্যাসলটা ঘুরে দেখতে বেরিয়েছেন তিনি। পরে কোন এক সময় তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে। প্রথমে রাচেল কাটলারকে দিয়েই শুরু করা যাক।

বাল্বের আলোর প্যাসেজ ধরে এগুতে থাকলো সে। দরজা খুঁজে পেয়ে নব ধরে টান মারলো। একটা খালি শোবার ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করলো নোল। দরজা পার হয়ে রাচেল কাটলার যে ঘরে ঘুমাচ্ছেন সেটা বের করলো সে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা লক করে দিলো নোল।

ফায়ারপ্লেসের দিকে অগ্রসর হয়ে একটা লুকানো সুইচ খুঁজে বের করলো সে। এই গোপন প্যাসেজ দিয়ে সে ঢোকে নি শব্দ হবার আশঙ্কায়, তবে এই ঘর থেকে দ্রুত বের হবার প্রয়োজন পড়তে পারে। তাই সে সুইচ টিপে লুকালো দরজাটা খুলে রাখলো।

ধীরে ধীরে সে এগুতে লাগলো বিছানার দিকে। রাচেল কাটলার তখনো ঘুমে অচেতন। নোল স্টিলেটো বের করে তা মুঠোয় ধরে রাখলো।

"এটা একটা গোপন দরজা," ম্যাককয় বললেন।

পল এরকম আগে কখনো দেখেন নি। পুরনো ছবি ও উপন্যাসে গোপন দরজার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এবার পল এর অস্তিত্ব দেখতে পেলেন তার চোখের

সামনে, ৩০ ফুট দূরে। পাথুরে দেয়ালের একটা অংশ সরে গিয়েছে, ওপাশে একটা আলোকিত ঘর দেখা যাচ্ছে।

ম্যাককয় সামনে বাড়লেন।

পল তাকে আটকালেন। "আপনার কি মাথা খারাপ হলো?"

"একটু হিসাব কষে দেখুন, কাটলার। আমাদের ওখানে যাওয়ার কথা।"

"মানে?"

"মানে হচ্ছে আমাদের গৃহকর্তা এই দরজাটা দুর্ঘটনাক্রমে খুলে রাখেন নি। তাই তাকে হতাশ করাটা ঠিক হবে না।"

পল জানে সামনে যাওয়াটা বোকামি হবে। বরঞ্চ তার উচিত রাচেলের কাছে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তার কৌতূহল বললো সামনে এগিয়ে যেতে। তাই ম্যাককয়কে অনুসরণ করলেন তিনি।

ঘরটাতে আরো অনেক আলোকিত ডিসপ্লে কেস সারিবদ্ধভাবে সাজানো। পল অবিশ্বাসভরা চোখে এগুলো দেখতে লাগলেন। অ্যান্টিক মূর্তি, মিসরীয় ও প্রাচ্যদেশীয় ভাস্কর্য। মায়াদের এচিং, পুরনো আমলের গয়না। দুটো পেইন্টিং তার দৃষ্টি আকর্ষন করলো। দুটোই ৩০ বছর আগে জাদুঘর থেকে চুরি যায়। একটা হচ্ছে সতেরো শতকিয় রেমব্রাঁ এবং অন্যটা বেলিনি'র পেইন্টিং। দুটো পেইন্টিংই বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্খিত আর্ট ট্রেজারের মধ্যে অন্যতম। তার মনে পড়লো এ বিষয় নিয়ে মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারের কথা।

"ম্যাককয়, এ সব কিছু চুরির মাল।"

"আপনি কিভাবে জানলেন?"

পল একটা বুক সমান উঁচু ডিসপ্লে কেসের সামনে এসে দাঁড়লেন যেটাতে একটা কৃষ্ণকায় মাথার খুলি রাখা। "এটা হচ্ছে *পিকিং ম্যান*। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটার হদিস আর পাওয়া যায় নি। ওদিকের পেইন্টিং দুইটা অবশ্যই চুরি করা। গ্রুমার সত্যি কথাই বলেছিলেন। লোরিং ঐ ক্লাবটির সদস্য।"

"শান্ত হোন, কাটলার। আমরা এখনও তা জানি না। এই লোকটার হয়তোবা একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সংগ্রহ আছে যা আর কাউকে সে দেখায় না।"

পল তার সামনে একজোড়া সাদা এনামেলের দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দরজার ওপাশে হুইস্কি রংয়ের মোজাইকের দেয়াল দেখতে পেলে সামনে পা বাড়ালেন। তার পিছু নিলেন ম্যাককয়। দরজার সামনে এসে তারা দুজনেই যেনো চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন।

"ওহ্। বাল," ম্যাককয় ফিসফিসিয়ে বললেন।

পল একরাশ বিস্ময় নিয়ে অ্যাম্বার রুমে চোখ বুলাচ্ছেন। "ঠিকই বলেছেন আপনি।"

এই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যে ব্যাঘাত ঘটলো যখন ডানদিকের একজোড়া খোলা দরজা দিয়ে দুজন লোক ঘরে ঢুকলো। একজন হচ্ছেন লোরিং। অন্যজন স্টোডের সেই

মহিলাটি। সুজান। দুজনের হাতেই পিস্তল।

"আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন দেখছি," লোরিং বললেন।

ম্যাককয়ের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। "আপনাকে হতাশ করতে চাই নি।"

লোরিং পিস্তলটা দিয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন, "আমার গুপ্তধনটার ব্যাপারে আপনাদের কি ধারণা?"

ম্যাককয় ঘরের আরো ভেতরে ঢুকলেন। তৎক্ষণাৎ তার পিস্তলের ব্যারেল উঁচু করে ধরলো সুজান। "শান্ত থাকুন, মিস। শুধুমাত্র কারুকার্যমণ্ডিত এই ঘরটা একটু ঘুরে দেখছি।" ম্যাককয় অ্যাম্বারের একটা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পল সুজানের দিকে ঘুরে তাকালেন। "আপনি আমার মাধ্যমেই চাপায়েভকে খুঁজে পান, তাই না?"

"হ্যা, মিঃ কাটলার। আপনর দেয়া তথ্য খুব কাজে দিয়েছে।"

"আপনি ঐ বুড়ো মানুষটাকে অ্যাম্বার রুমের জন্য খুন করেছেন।"

"না, কাটলার সাহেব," লোরিং বললেন। "সে আমার জন্য ঐ বুড়োটাকে খুন করেছে।"

লোরিং ও সুজান ত্রিশ স্কয়ার ফিটের এই ঘরটার দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরটির তিনটি দেয়ালে একজোড়া করে দরজা দেখা যাচ্ছে, অন্য দেয়ালটিতে বেশ কয়েকটি জানালা। ম্যাককয় মুগ্ধ নয়নে অ্যাম্বার দেখে যাচ্ছেন, হাত বুলিয়ে এর মসৃণতাও পরখ করে নিচ্ছেন। পলও অ্যাম্বার রুমের সৌন্দর্য ভালোভাবে উপভোগ করতে পারতেন যদি না দুজন তার সামনে পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

"অন্যজনকেও নিয়ে আসো," লোরিং মৃদুস্বরে সুজানকে বললেন।

সুজান চলে গেলেও লোরিং হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। পলের কাছে এগিয়ে গেলেন ম্যাককয়।

"সুজান অন্য কাটলারকে ধরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অপেক্ষা করবো।"

ম্যাককয় পলের আরো কাছে এগুলেন।

"কি করবো এখন আমরা?" পল ফিসফিসিয়ে বললেন।

"সেটা যদি জানতাম তাহলে তো কেল্লা ফতে হয়ে যেত।"

নোল আস্তে করে চাদরটা সরিয়ে বিছানায় উঠে বসলো। রাচেলের ঘনিষ্ঠ হয়ে মৃদুভাবে তার স্তনে হাত বুলাতে লাগলো সে। সাড়া দিয়ে উঠলেন রাচেল, তবে তখনো তিনি ঘুমের রাজ্যে। নোলের হাত তার দেহজুড়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াতে লাগলো, সে আবিষ্কার করলো শার্টের নিয়ে রাচেল কিছুই পরেন নি। তিনি নোলের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে শুলেন।

"পল," ফিসফিসিয়ে বললেন রাচেল।

নোল রাচেলের গলা পেঁচিয়ে ধরে তার উপরে উঠলো। তিনি এখন বুঝে গেছেন,

তার চোখে ভীতি খেলা করছে। নোল তার স্টিলেটোটা রাচেলের গলায় ঠেকালো। "আমার উপদেশ শোনা উচিত ছিলো আপনার।"

"পল কোথায়?" কোনমতে বলতে পারলেন তিনি।

"সে এখন আমার কাছে।"

কথাটা শুনে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলেন রাচেল। নোল তার গলায় স্টিলেটোর ধারালো ফলা আরো জোরে চেপে ধরলো। "চুপচাপ শুয়ে থাকুন, মিস কাটলার; নইলে আপনার গলা কেটে দেবো। বুঝতে পেরেছেন?"

তিনি ধ্বস্তাধ্বস্তি করা থামিয়ে দিলেন।

নোল ইশারায় তাকে খোলা প্যানেলটা দেখালো। "পল ওখানে আছে।"

সে আরো শক্ত করে গলাটা ধরে ছুরিটা শার্টের নিচের দিকে নামাতে লাগলো, একটা একটা করে খুলতে লাগলো বোতাম। শার্টের দুপ্রান্ত সরালে রাচেলের নগ্ন বুক নজরে আসলো তার । ছুরির ফলা দিয়ে একটা স্তনে নকশা কাঁটতে লাগলো সে। "দেয়ালের ওপাশ থেকে একটু আগে আমি সবকিছু দেখেছি। আপনাদের প্রণয়লীলা ছিলো খুবই উত্তেজনাকর।"

রাচেল থুথু ছুঁড়ে মারলেন নোলের মুখে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চড় বসিয়ে দিলো সে রাচেলের মুখে।

"অহংকারী কুত্তী! তোর বাপও একই কাজ করেছিলো, তুই দেখেছিস তার শেষ পরিণতি।"

কথাটা বলেই পেটে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি বসালো সে, আরেকটা মারলো মুখে। তারপর হাতটা আবারো রাচেলের গলায় ফিরিয়ে আনলো। তার গালে চিমটি কেটে মাথাটা এপাশ-ওপাশ দোলাতে লাগলো সে।

"তুই ওকে ভালোবাসিস, তাহলে কেন তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলবি? ভান কর তুই একটা বেশ্যা, আর আমার আনন্দের মূল্য...একটা জীবন। খুব একটা অপ্রীতিকর হবে না ব্যাপারটা।"

"পল...কোথায়?"

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লো নোল, "কি একগুঁয়েমি! আমাকে সময়টা উপভোগ করতে দিন, তাহলেই আপনার পল কালকের সকালটা দেখতে পাবে।"

ছুরিটা রাচেলের গালে নিয়ে আসলো সে।

"ঠিক আছে," অবশেষে বললেন তিনি।

নোল তখনো সংশয়মুক্ত হয় নি। "আমি ছুরিটা সরাচ্ছি। কিন্তু যদি একটু নড়াচড়া করেন তাহলে প্রথমে আপনাকে খুন করবো। তারপর পলকে।"

নোল তার হাতটা এবং ছুরিটা সরালো, তারপর বেল্টটা খুলে যখন প্যান্টটা নামাতে যাবে তখনই জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন রাচেল।

"প্যানেলগুলো কিভাবে খুঁজে পেলেন, লোরিং?" ম্যাককয় জিজ্ঞস করলেন।

"ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার।"

কথাটা শুনে মুখ টিপে হাসলেন ম্যাককয়। এত কঠিন অবস্থার মাঝেও কিভাবে এত নির্বিকার থাকছে সে, ভাবলেন পল। তিনি নিজে অবশ্য ভয়ে কাঁপছেন।

"ধারণা করছি কোন একসময় আপনি ঐ পিস্তলটা ব্যবহার করবেন। তো, তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কয়েক ঘণ্টা আগে আপনি ঠিকই বলেছিলেন," লেরিং বললেন। "১৯৪৫ সালে প্যানেল ভর্তি ট্রাক কোনিংসর্বাগ ছেড়ে যায়। প্যানেলগুলো ট্রেনে তোলা হয়। ট্রেনটা চেকস্লোভাকিয়ায় থামে। আমার আব্বা ঐ সময় প্যানেলগুলো উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। ফির্ল্ড মার্শাল ভন শরনার ছিলেন হিটলারের প্রতি বিশ্বস্ত, আব্বার পক্ষে তাকে দলে টানা সম্ভব হয় নি। ভন শরনার নির্দেশ দেন প্যানেলগুলোকে ট্রাকে কয়ে জার্মানির পশ্চিম দিকে নিয়ে যাওয়ার। কথা ছিলো ওগুলো বাভারিয়াতে যাবে, কিন্তু স্টোড পর্যন্ত যাওয়াই সম্ভব হয়।"

"আমার গুহাতে?"

"ঠিক। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৭ বছর পর আব্বা প্যানেলগুলো খুঁজে পান।"

"এবং সাথের শ্রমিকদেরকে গুলি করে মেরে আসেন।"

"একটি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত।"

"রাফাল ডলিনস্কিও কি ছিলো আরেকটি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত?"

"আপনার সাংবাদিক বন্ধুটি আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলো, তার আর্টিকেলটার একটা কপিও পাঠিয়েছিলো। একটু বেশিই তথ্যবহুল ছিলো আর্টিকেলটা।"

"আর ক্যারল বোরিয়া এবং চাপায়েভ?" পল প্রশ্ন করলেন।

"অনেকেই অ্যাম্বার রুম খুঁজেছে, মিঃ কাটলার। আপনি কি স্বীকার করবেন না এরকম একটি গুপ্তধনের জন্য মরাটাও শান্তির?"

"আমার বাবা-মার ক্ষেত্রেও কি আপনার একই মত?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনার বাবা যে পুরো ইউরোপ জুড়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এটা আমরা জেনে যাই। সুজান বাধ্য হয়ে প্লেন বিস্ফোরনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে। ব্যাপারটা দুঃখজনক, কিন্তু এটাও আরেকটি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত।"

লোরিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন পল। কিন্তু ম্যাককয় তার কাঁধ ধরে থামালেন। "শান্ত হোন। আপনি বেহুদা গুলি খেলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না।"

পল নিজেকে মুক্ত করতে চাইলেন। "ঐ কুত্তাটার ঘাড় ভাঙলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান হবে।" রাগে কাঁপতে লাগলেন পল। তিনি যে এভাবে রেগে যেতে পারেন এটা তার চিন্তারও বাইরে ছিলো। ম্যাককয় তাকে জোর করে ঘরের অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। লোরিং দাঁড়িয়ে রইলেন বিপরীত দিকের অ্যাম্বার দেয়ালের গা ঘেঁষে। ম্যাককয় লোরিংয়ের দিকে পিছন ফিরে ফিসফিসিয়ে বললেন, "শান্ত থাকুন আর আমি যা করতে বলি তা করুন।"

সুজান সুইচ টিপে একটা ঝাড়বাতি জ্বালালে ফয়ার ও সিঁড়ি আলোর বন্যায় ভেসে গেলো। স্টাফদেরকে আগেই বলা হয়েছে ক্যাসলের এই অংশে মধ্যরাত্রির পরে না

ঢুকতে, কাজেই তারা রাত্রিকালীন কর্মকাণ্ডে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাবে না। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে চতুর্থ তলায় উঠলো, তার হাতে পিস্তল। হঠাৎ করে ওয়েডিং চেম্বারের দিক থেকে একটি চিৎকার ভেসে এলো। হল দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো সে; অবশেষে ওক কাঠের দরজায় সামনে এসে থামলো। হ্যান্ডেলটা ধরে টানাটানি করলো সুজান। বন্ধ।

ভেতর থেকে আরেকটা চিৎকার ভেসে এলো।

পুরনো লকটাতে পরপর দুটা গুলি করলো সুজান। গুলির আঘাতে কাঠের টুকরো-টাকরা এদিক-সেদিক ছিটকে পড়লো। দরজায় লাথি লাগালো সে। একবার। দু'বার। ক্ষান্ত হয়ে আরেকটা গুলি করলো সুজান। এবার তৃতীয় লাথিটার সাথে সাথে দরজা সটান খুলে গেলো। আধো-আলো আধো-অন্ধকার এই চেম্বারে সে ক্রিস্টিয়ান নোলকে বিছানার দেখতে পেল, তার নিচে রাচেল কাটলার মুক্ত হওয়ার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

নোল সুজানকে দেখতে পেয়ে রাচেলের মুখে সজোরে ঘুষি মেরে বসলো। তারপর বিছানায় রাখা কিছু একটার দিকে হাত বাড়ালো। সুজান দেখতে পেল নোলের হাতের স্টিলেটোটি। সাথে সাথে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলো সে কিন্তু নোল বিছানার অন্যপাশে গড়িয়ে চলে যাওয়াতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। সুজান ফ্লোরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একটা চেয়ারের আড়ালে আশ্রয় নিল কারণ সে তত সময়ে বুঝে গেছে নোল কি করতে যাচ্ছে।

স্টিলেটোটি অন্ধকারে উড়ে এসে বিদ্ধ হলো চেয়ারের নরম কুশানে, তার চেয়ে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। জবাবে সুজান নোলের দিকে আরো দুটা গুলি ছুঁড়ে দিলো। নোলের দিক থেকেও ৪টা গুলি ছুটে আসলো এবং চেয়ারটা ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো। নোল তাহলে অস্ত্র-টস্ত্র নিয়েই এসেছে! সুজান নোলের দিকে আরেক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে খোলা দরজার দিকে অগ্রসর হলো। তারপর দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করলো হলরুমটাতে।

নোল আরো দুটা গুলি ছুঁড়ে মারলো, তা প্রতিহত হলো দরজার হাতলে লেগে।

বাইরে বের হয়ে সুজান দৌড়াতে শুরু করলো।

"রাচেলের কাছে যাওয়া দরকার আমার," ফিসফিসিয়ে বললেন পল, তখনো রাগে ফুঁসছেন তিনি।

ম্যাককয় তখনো লোরিংয়ের পিছন ফিরেই আছেন। "আমি তাকে কোনভাবে ব্যস্ত রাখবো, আপনিও সুযোগ বুঝে চলে যাবেন।"

"কিন্তু তার কাছে পিস্তল আছে।"

"আমি বাজি ধরতে পারি ঐ বেজন্মাটা এখানে গোলাগুলি করবে না। অ্যাম্বারে গুলি লাগুক এটা অবশ্যই সে চাইবে না।"

"এই ব্যাপারটার উপর খুব বেশি নির্ভর করবেন না–"

পল আর কিছু বলার আগে ম্যাককয় লোরিংয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তো আমার দুই মিলিয়ন ডলার গেলো, তাই না?"

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে। কিন্তু বেশ সাহসী চেষ্টা, স্বীকার করতেই হবে।"

"আমার মা'র কাছ থেকে পেয়েছি এই সাহস। তিনি নর্থ ক্যারোলিনার শসা ক্ষেতে কাজ করতেন।"

"কি চমৎকার।"

ম্যাককয় আরো সামন এগিয়ে গেলেন। "আমরা যে এখানে আছি এটা তো অনেকেই জেনে থাকতে পারে, তাই না?"

লোরিং শ্রাগ করলেন। "ঝুঁকিটা নেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।"

"আমার লোকেরা ভালোমতোই জানে আমি কোথায় আছি।"

লোরিং হেসে উঠলেন। "আমার সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, মিঃ ম্যাককয়।"

"চলেন একটা সমঝোতায় আসি?"

"আগ্রহী নই।"

হঠাৎ ম্যাককয় লোরিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে গেলেন, তাদের মধ্যেকার ফুট দশেক দূরত্ব কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। গুলির শব্দ শোনা গেলো। ব্যাথায় কাতরে উঠলেন তিনি, তারপরই চিৎকার করে উঠলেন, "জলদি যান, কাটলার।"

পল অ্যাম্বার রুমের জোড়া দরজার দিকে ছুট লাগালেন। একবার পিছন ফিরে তিনি দেখলেন, ম্যাককয়কে ফ্লোরের উপর পড়ে থাকতে এবং লোরিংকে পুণরায় গুলি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে। তিনি লাফ মেরে দরজা অতিক্রম করে রোমানেস্ক রুমে প্রবেশ করলেন, তারপর ছুটতে লাগলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্যালারি ধরে।

তিনি আশঙ্কা করলেন লোরিং তার পিছু নিয়ে আরো গুলি চলাবেন; কিন্তু তা আর ঘটলো না।

ম্যাককয় ইচ্ছে করে গুলি খেয়েছেন যাতে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন। তার ধারণাই ছিলো না এরকম কেউ করতে পারে। তবে ম্যাককয় তাই করে দেখিয়েছেন। তিনি জোর করে সে চিন্তা দূর করে রাচেলের উপর তার সমস্ত চিন্তা নিবদ্ধ করলে করিডর ধরে দ্রুত দৌড়ে যেতে লাগলেন।

ঘর থেকে বের হয়ে যে সুজান হলে আশ্রয় নিয়েছে, এটা শুনতে পেয়েছে নোল। সে হেঁটে এসে নিজের ছুরিটা উদ্ধার করলো। তারপর খোলা দরজার নিকট পৌছে একবার বাইরে উঁকি মারলো। সুজানকে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে যেতে দেখলো সে। নোল ভালোমতো লক্ষ্যস্থির করে সুজানের উদ্দেশ্যে তার স্টিলেটো ছুঁড়ে মারলো। স্টিলেটোটি সুজানের বাম উরুতে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

কান্নামিশ্রিত চিৎকার ভেসে এলো তার গলা থেকে, কার্পেটের উপরই বসে পড়লো সে।

"এবার পেয়েছি তোমাকে, সুজান," শান্তস্বরে বললো নোল।

সে হেঁটে তাদের মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করলো।

সুজান তার উরু ধরে আছে, গলগল করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। সে চেষ্টা করলো পিস্তলটা উপরে তুলে নোলকে গুলি করতে, কিন্তু নোল সাথে সাথে লাথি মেরে পিস্তলটা ফেলে দিলো।

নোল তার জুতা সুজানের গলায় নামিয়ে এনে তাকে ফ্লোরের সাথে চেপে ধরলো। এবার পিস্তলটা তাক করলো সে।

"খেলাধূলা অনেক হয়েছে," নোল বললো।

সুজান চেষ্টা করলো উরু থেকে স্টিলেটোটা খুলে আনতে কিন্তু নোল তার মুখে লাথি মেরে তাকে থামিয়ে দিলো। তারপর সুজানের মাথা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করলো সে। নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো সুজানের।

"মনিকার জন্য," ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো নোল।

সুজানের উরু থেকে স্টিলেটোটা টান মেরে বের করে ব্লেডের রক্ত মুছে নিল। তারপর পিস্তলটা পকেটস্থ করে বেডচেম্বারে ঢুকে গেলো আবারও।

অধ্যায় ৫৬

ম্যাককয় উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। অ্যাম্বার রুমটা যেনো ঘুরছে। তার পা'দুটো একদম নিঃসাড়, মাথাটা মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কাঁধে গুলির ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। খুব দ্রুত জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি। কখনো কল্পনাও করেন নি যে এভাবে মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ধনসম্পদে ভরপুর কোন ঘরে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাকে।

তিনি আশা করলেন পল কাটলার পালিয়ে যেতে পেরেছেন। যখন তিনি উঠে বসতে যাচ্ছিলেন তখন শুনতে পেলেন আউটার গ্যালারি থেকে অগ্রসরমান পায়ের আওয়াজ। ফ্লোরে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। বাঁ-চোখ সামান্য ফাঁক করে, আবছাভাবে, আর্নস্ট লোরিংকে আবারো অ্যাম্বার রুমে ঢুকতে দেখলেন তিনি, তার হাতে তখনো পিস্তল ধরা। একদম নিশ্চিত হয়ে শুয়ে থেকে চেষ্টা করলেন তার দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করতে।

গভীরভাবে শ্বাস টেনে অপেক্ষায় রইলেন কখন লোরিং সামনে আসেন। লোরিং তার জুতা দিয়ে আস্তে করে ম্যাককয়ের বাম পা'য়ে ঠেলা দিয়ে যেনো দেখতে চাইলেন ম্যাককয় জীবিত না মৃত।

ম্যাককয় তার শ্বাস আটকে রেখে শরীর শক্ত করে রাখলেন। তিনি চাচ্ছেন বেজন্মাটা যেনো আরো সামনে আসে।

লোরিং কয়েক পা সামনে বাড়লেন। হঠাৎ করে ম্যাককয় লোরিংয়ের পা ধরে টান দিলেন। ব্যথা ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার ডান কাঁধ ও বুকে, ক্ষতস্থান থেকে রক্তও পড়তে থাকলো। কিন্তু তবুও তিনি লোরিংকে ছাড়লেন না।

দড়াম করে মেঝেতে পড়লেন লোরিং, তার হাত থেকে পিস্তল ছিটকে দূরে সরে গেলো। ম্যাককয় তার ডান হাত দিয়ে বুড়ো মানুষটার গলা চেপে ধরলেন। ঝাপসা চোখে তিনি দেখতে পেলেন লোরিংয়ের মুখের আতঙ্কগ্রস্ত অভিব্যক্তি।

"আমার হয়ে শয়তানকে 'হ্যালো' বলো, ঠিক আছে?" ম্যাককয় ফিসফিসিয়ে বললেন।

তিনি তার শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি দিয়ে আর্নস্ট লোরিংকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রইলেন অ্যাম্বার রুমে।

পল নিচের তলার করিডর পার হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটলেন। ফয়ারে প্রবেশ করার ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি উপর থেকে দুটি গুলির আওয়াজ শুনলেন।

থেমে গেলেন তিনি সাথে সাথে।

এটা চরম বোকামি। সুজানের হাতে অস্ত্র আছে, কিন্তু তার হাতে তো কিছুই নেই। কিন্তু মহিলাটি কাকে গুলি করছে? রাচেল? কিছুক্ষণ আগে ম্যাককয় গুলি খেয়েছেন যাতে

তিনি পালাতে পারেন। এবার বোধহয় তার নিজের গুলি খাওয়ার সময় হয়েছে।

তিনি দুধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলেন।

নোল তার প্যান্ট খুললো। সুজানকে খুন করে তার উত্তেজনা দ্বিগুন বেড়ে গেছে। রাচেল এখনো বিছানায় শুয়ে আছেন, নোলের ঘুষির আঘাতে এখনও তার হুঁশ ফেরে নি। নোল পিস্তল ফ্লোরে ফেলে দিয়ে স্টিলেটোটা মুঠোবন্দি করলো। সে বিছানার সামনে গিয়ে আস্তে করে রাচেলের পা দুটো মেলে ধরলো, হাত বুলাতে লাগলো তার নগ্ন উরুতে। বেশ আনন্দদায়কই হবে ব্যাপারটা। নোলের হাতের স্পর্শে প্রায় অচেতন রাচেলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মৃদু গোঙানির শব্দ। যেহেতু তার সংজ্ঞা এখনও ফেরে নি তাই নোল স্টিলেটোটা তার জামার ডান হাতার নিচের খোপে রেখে দিলো। তারপর দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রাচেলের নিতম্ব।

"ওহ্ পল," রাচেল অস্ফুট স্বরে বললেন।

"আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ব্যাপারটা খুব উপভোগ্য হবে," নোল বলে উঠলো।

সে উঠে দাঁড়িয়ে তার উপরে ওঠার প্রস্তুতি নিল।

ঝড়ের বেগে চতুর্থ তলার শেষ ধাপ পেরোলেন পল। হাঁপরের মতো উঠানামা করছে তার বুক, পা-দুটোও ব্যথা করছে। উপরে উঠে তিনি দেখতে পেলেন সুজানের নিথর দেহ, তার মুখে দুটি গর্ত সৃষ্ট হয়েছে গুলির আঘাতে। দৃশ্যটি বীভৎস, কিন্তু চাপায়েভ ও তার নিজের বাবা-মা'র কথা চিন্তা করে তিনি সন্তুষ্টিই বোধ করলেন। তারপর হঠাৎ করে একটা চিন্তা খেলে গেলো তার মাথায়।

কে সুজানকে গুলি করলো? রাচেল?

গোঙানির আওয়াজ ভেসে এলো হলের ওপাশ থেকে। তারপর তার নাম।

তিনি বেডচেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা সটান খোলা, কাঠের টুকরো-টাকরা এদিক-সেদিক পড়ে আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের দিকে তাকালেন তিনি। একসময় অন্ধকারে চোখ সয়ে আসলো তার। একটি লোককে বিছানায় দেখতে পেলেন, তার নিচেই রাচেল।

ক্রিস্টিয়ান নোল।

পল উন্মত্তের মত মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নোলের উপর। তারা দুজনেই বিছানা থেকে ফ্লোরে পড়ে গেলেন। ডান কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন পল, স্টোডে গতরাতে ঠিক এখানটায় ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। হাত মুঠিবদ্ধ করে তিনি ঘুষি মারলেন নোলকে। আরেকবার এরকম ঘুষি মারার পর নোলের নাক ফেঁটে গেলো। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো নোল, তবে সে সাথে সাথে লাথি মেরে পল'কে সরিয়ে দিলো। তারপর সে সজোরে পলের বুকে আঘাত করলো। মারের প্রচণ্ডতায় পল বিষম খেয়ে গেলেন, চাইলেন বুক ভরে শ্বাস নিতে।

নোল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ফ্লোর থেকে টান মেরে তুললো। এবার একটা ঘুষি এসে পড়লো পলের চোয়ালে। তার মাথা তখন ঘুরছে, তবে এর মাঝেও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ধাতস্থ হওয়ার। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আবারো তিনি নোলের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু প্রস্তুত নোল তাকে আরেকটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বসলো তার পেটে। হেরে যাচ্ছেন তিনি।

নোল তার চুল ধরলো।

"আপনি আমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন যা আমার মোটেও পছন্দ নয়। আপনি কি আসার সময় সুজান ড্যানজারকে দেখতে পান নি? সে-ও এরকম ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলো।"

"তোর নিকুচি করি, হারামজাদা।"

"এত স্পর্ধা আর সাহস। কিন্তু কতই না দুর্বল!"

নোল আবারো তাকে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারলো। নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো পলের। ঘুষির তীব্রতায় তিনি খোলা দরজা দিয়ে হলে এসে পড়লেন। ডান চোখে দিয়ে দেখতে সমস্যা হচ্ছে তার।

লড়াই করার শক্তি ক্রমেই নিঃশেষিত হচ্ছে পলের।

রাচেল অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন যে কিছু একটা ঘটছে, কিন্তু সবিকছু বড় বেশি বিভ্রান্তিকর ঠেকছে। একসময় মনে হচ্ছে পল তাকে ভালোবাসছেন, আবার পরবর্তীতে তিনি মারামারির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। তারপর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি।

বিছানায় উঠে বসলেন রাচেল।

পলের মুখ দেখতে পেলেন, তারপর আরেকজনের।

নোল।

পল কাপড় পরে আছে, কিন্তু নোল কোমরের নিচ থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন। তিনি চেষ্টা করলেন এ থেকে কিছু একটা বুঝতে। তখন তিনি শুনতে পেলেন নোলের গলা।

"আপনি আমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন যা আমার মোটেও পছন্দ নয়। আপনি কি আসার সময় সুজান ড্যানজারকে দেখতে পান নি? সে-ও এরকম ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলো।"

"তোর নিকুচি করি, হারামজাদা।"

"এত স্পর্ধা ও সাহস। কিন্তু কতই না দুর্বল।"

তারপর নোল পলকে ঘুষি মেরে বসলো এবং পল খোলা দরজা দিয়ে হলে গিয়ে পড়লেন। নোল তার পিছু পিছু গেলো। রাচেল বিছানা থেকে উঠতে চাইলেন, কিন্তু মুখ থুবড়ে ফ্লোরেই পড়ে গেলেন। ধীরে ধীরে নিজেকে তুলে তিনি দরজা অভিমুখে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন। যাওয়ার পথে তিনি পেলেন একটা প্যান্ট, কয়েকটা জুতা এবং দুটো পিস্তল। তিনি ওগুলোকে উপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিতে থাকলেন। দরজার কাছে পৌঁছে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

নোল এগিয়ে যাচ্ছে পলের দিকে।

পল যেনো দিব্যচোখে নিজের শেষটাই দেখতে পেলেন। বুকে প্রচণ্ড মার খাওয়ার কারণে তিনি ভালোমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না, খুব সম্ভবত পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে। তার মুখেও তীব্র ব্যথা হচ্ছে, ঠিকমতো দেখতেও পারছেন না তিনি। নোল যেনো তাকে নিয়ে খেলছে। তিনি নোলের মত পেশাদারের সাথে লড়াইয়ের জন্য মোটেও উপযুক্ত নন। পাথরের রেলিং ধরে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ করে তার দেহটিকে টান মেরে ঘুরানো হলো। চোখের সামনেই তিনি দেখতে পেলেন নোলের হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

"পেট ভরেছে, কাটলার?"

জবাবে তিনি শুধুমাত্র নোলের মুখে থুথুই মারতে পারলেন। তবে এর প্রতিক্রিয়া হলো ভয়াবহ। নোল ছুটে এসে তার পেটে সর্বশক্তি নিয়োগ করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলো। পলের মুখ দিয়ে লালা ও রক্ত পড়তে লাগল।

নোল এবার ঘাড়ে একটা তীব্র বাড়ি মেরে তাকে ফ্লোরে ফেলে দিলো। তারপর ঝুঁকে তাকে পায়ের উপর দাঁড় করাল এবং রেলিংয়ের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলো।

এবার নোল এক পা পিছন গিয়ে জামার আস্তিন থেকে ছুরিটা বের করে আনলো।

রাচেল অস্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছেন পলের নির্মমভাবে মার খাওয়ার দৃশ্য। তিনি মনে প্রাণে চাচ্ছেন পলকে সাহায্য করতে, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি পাচ্ছেন না। তার মুখ ব্যথা করছে, চোখেও ভালোমতো দেখতে পাচ্ছেন না। মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে তার। সবকিছুই মনে হচ্ছে কেমন জানি ঝাপসা ঝাপসা।

পলের দেহ ফ্লোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নোল টান মেরে তাকে পায়ের উপর দাঁড় করাল। রাচেলের হঠাৎ দুটা পিস্তলের কথা মনে পড়লো। তিনি হোঁচেট খেতে খেতে বেডচেম্বারে ফিরে চললেন। ফ্লোরে আঁতিপাতি করে খুঁজে অবশেষে একটা পিস্তল পেলেন তিনি, তারপর আবারো হলে ফিরে আসলেন।

পলের কাছ থেকে কিছুটা সরে দাঁড়ালো নোল। জার্মানটির হাতে একটি ছুরি দেখা গেলো, রাচেল বুঝতে পারলেন তার হাতে মাত্র সেকেন্ডখানেক সময় আছে। নোল এগিয়ে যাচ্ছে পলের দিকে, হাতে উদ্যত ছুরি। রাচেল লক্ষ্যস্থির করে জীবনে প্রথমবারের মত পিস্তলের ট্রিগার টিপলেন। ব্যারেল থেকে গুলি বের হবার সময় অনেকটা বেলুন ফাটার মত শব্দ হলো।

গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হলো নোলের পিঠে।

নোল ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর হাতে ছুরি নিয়ে আসতে লাগলো রাচেলের দিকে।

তিনি আবারো গুলি করলেন। তারপর আবার। এবং আরেকবার।

বুলেটগুলো একে একে নোলের বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করলো। বিছানায় কিছু একটা ঘটে থাকতে পারে হঠাৎ এ কথাটা মাথায় উদয় হলো রাচেলের। তাই তিনি তার নিশানা সামান্য নামিয়ে কুঁচকিতে আরো ৩টা গুলি করলেন। চিৎকার করে উঠলো নোল, কিন্তু

কোন এক অলৌকিক উপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো। সে তখন অবাক চোখে তার ক্ষত চিহ্ন থেকে গলগল করে রক্ত পড়ার দৃশ্য দেখছে। নোল হোঁচট খেতে খেতে রেলিংয়ের দিকে অগ্রসর হলো। হঠাৎ করে পল ছুটে এসে অর্ধ-নগ্ন জার্মানটিকে ঠেলা মেরে চার তলা থেকে ফেলে দিলেন। রাচেল রেলিংয়ে ঝুঁকে দেখলেন নোলের দেহ ঝাড়বাতিতে গিয়ে পড়তে, সিলিং থেকে ঝুলন্ত সেই ঝাড়বাতিটির বাঁধনও গেলো ছিঁড়ে। নোল ও ঝাড়বাতি সশব্দে আছড়ে পড়লো নিচের মার্বেল ফ্লোরে, কাঁচ ভাঙার তীব্র আওয়াজের রেশ বাতাসে ভেসে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর, নীরবতা। নিচে, নোলের দেহটি আর নড়ে উঠলো না।

রাচেল পলের দিকে তাকালেন। "তুমি ঠিক আছো?"

জবাবে পল কিছু না বলে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। রাচেল তার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "ব্যথা হচ্ছে, তাই না?"

"খুব।"

"ম্যাককয় কোথায়?"

পল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ইচ্ছে করে গুলি খেয়েছেন...যাতে আমি তোমার কাছে আসতে পারি। শেষ তাকে অ্যাম্বার রুমে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।"

"অ্যাম্বার রুম?"

"বিশাল গল্প। পরে এক সময় বলবো।"

"আমার মনে হয় ওর সম্পর্কে যা উল্টাপাল্টা কথা বলেছি সবই এখন ফিরিয়ে নিতে হবে।"

"হ্যা, আসলেই ফিরিয়ে নিতে হবে," নিচ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। রাচেল রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিচে তাকালেন। ম্যাককয় ফয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন তার রক্তাক্ত বাম কাঁধটা ধরে।

"এ কে?" নোলের দেহটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাককয়।

"এই বেজন্মাটাই আমার বাবাকে খুন করেছে," রাচেল জবাবে বললেন।

"তাহলে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেলো। মহিলাটি কোথায়?"

"মৃত," পল বললেন।

"কি সৌভাগ্য!"

"লোরিং কোথায়?" পল জিজ্ঞেস করলেন।

"বানচোতটাকে আমি গলা টিপে মেরেছি।"

পল ব্যথায় কাতরে উঠলেন। "কি সৌভাগ্য! আপনি কি ঠিক আছেন?"

"একজন ভালো ডাক্তার ঠিকই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবে।"

পলের মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটে উঠলো। তিনি রাচেলের দিকে তাকালেন। "আমি লোকটাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি।"

রাচেলও হেসে উঠলেন। "আমিও।"

প রি শি ষ্ট

সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া

সেপ্টেম্বর ২

পল এবং রাচেল দাঁড়িয়ে আছেন একটি সাইড চ্যাপেলের সামনে। তাদের চারপাশে ইটালিয়ান মার্বেলের সমাহার যাতে মিশে আছে হলুদ ও সবুজের এক অদ্ভুত সংমিশ্রন। সকালবেলাকার সূর্যের আলোকরশ্মিতে সমগ্র গির্জাটি ঝিকমিক করছে স্বর্ণের ন্যায়।

ব্রেন্ট দাঁড়িয়ে আছে তার বাবার বাম দিকে, মার্লা তার মা'র পাশে। শান্ত, সমাহিত কণ্ঠে বিয়ের শপথবাক্য পাঠ করছেন গির্জার পাদ্রি। সেন্ট ক্যাথেড্রাল গির্জাটি বলতে গেলে খালিই শুধুমাত্র তারা নিজেরা এবং ওয়েল্যান্ড ম্যাককয় বাদে।

শপথবাক্য পাঠ শেষে পাদ্রি তার মাথা নোয়ালেন।

পল আলতোভাবে রাচেলকে চুমু খেয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"আমিও," রাচেল বললেন।

"আহ্, কাটলার, একটু ভালোভাবে তাকে চুমু খান," ম্যাককয় বলে উঠলেন।

পল হেসে উঠে এবার প্রচণ্ড আবেগ সহকারে রাচেলকে চুমু খেতে থাকলেন।

"আব্বু, অনেক হয়েছে," মার্লা বলে উঠলো।

"তাদেরকে নিজেদের মতো থাকতো দাও," ব্রেন্ট বলে উঠলো।

ম্যাককয় সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান। আপনাদের মধ্যে কার স্বভাব পেয়েছে সে?"

পল হেসে উঠলেন। বিশালদেহী ম্যাককয়কে সুট ও টাই পরিহিত অবস্থায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার কাঁধের ক্ষত প্রায় সেরে গেছে। পল এবং রাচেলও সেরে উঠেছেন, গত তিন মাস তুমুল আলোড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন তারা।

নোলের মৃত্যুর একঘণ্টা পর রাচেল ফ্রিৎজ প্যানিককে টেলিফোন করেছিলেন। জার্মান ইন্সপেক্টরই চেক পুলিশকে সবকিছু অবহিত করেন এবং তারা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়। প্যানিক নিজে সন্ধ্যার পর ইন্টারপোলকে সাথে নিয়ে ক্যাসল লুকভে উপস্থিত হন। প্রাগে রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর এবং ক্যাথরিন প্যালেসের অফিসিয়ালরা খবর পেয়ে চলে আসেন। জারস্কো সেলো থেকেও একটা টিম এসে উপস্থিত হয়। রাশিয়ানরা বিন্দুমাত্র সময় ক্ষেপন না করে অ্যাম্বার প্যানেলগুলো খুলে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে যায়। লোরিংয়ের কান্ড-কারখানা শোনার পর চেক সরকার এতে মোটেও আপত্তি জানায় নি।

ইন্টারপোলের গোয়েন্দারা লোরিংয়ের সাথে ফ্রাঞ্জ ফেলনারের একটা যোগসূত্রও খুঁজে বের করে ফেলে। ক্যাসল লুকভ ও বুর্গ হার্জে পাওয়া তথ্য সুনিশ্চিত করে 'লুপ্ত সম্পদের উদ্ধারকারী' নামক ক্লাবটির অস্তিত্ব। ফেলনারের কোনো উত্তরাধিকারী না

থাকায় জার্মান সরকার এতে হস্তক্ষেপ করে। একসময় ফেলনারের ব্যক্তিগত কালেকশনের সন্ধান মেলে এবং আরো কয়েকদিন পর গোয়েন্দারা বাদবাকি ক্লাব সদস্যদের পরিচয়ও বের করে ফেলতে সমর্থ হয়। ইন্টারপোলের আর্ট থেফট ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক সদস্যের এস্টেটেই তল্লাশি চালানো হলে প্রচুর সম্পদের সন্ধান মেলে।

ভাস্কর্য, খোদিত মূর্তি, অলংকার, ড্রইং এবং পেইন্টিং যা একসময় মনে করা হতো চিরতরে হারিয়ে গেছে। প্রায় রাতারাতি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লুপ্ত শিল্প দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এসব সম্পদের জন্য পুরো ইউরোপ জুড়ে হাজার হাজার দাবি-দাওয়ার রোল উঠে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে ইউরোপিয়ান কমিশন একটা কোর্ট বসায় যা কিনা চূড়ান্ত মীমাংসাকারি হিসেবে কাজ করবে।

লোরিংরা এত সুন্দরভাবে অ্যাম্বার রুমটা বানিয়েছিলো যে পুনর্গঠিত প্যানেলগুলো একদম ঠিকঠাকভাবে ক্যাথেরিন প্যালেসে বসে যায়। রাশিয়ান সরকারের প্রথম চিন্তা ছিলো যে উদ্ধারপ্রাপ্ত অ্যাম্বার অন্য কোথাও দেখানো এবং নতুনভাবে বানানো অ্যাম্বার রুমকে বহাল তবিয়তে রাখা। কিন্তু বিশুদ্ধবাদীদের প্রবল আপত্তির মুখে সেটা আর ধোপে টেকে নি। তাই আবিষ্কারের ৯০ দিনের ভেতরে আসল অ্যাম্বার রুমের প্যানেল দিয়ে আবারো ক্যাথেরিন প্যালেসের প্রথম ফ্লোর সজ্জিত করা হয়।

কৃতজ্ঞ রাশিয়ান সরকার নিজ খরচায় পল, রাচেল, তাদের বাচ্চাদের এবং ম্যাককয়কে পর্দা উন্মোচনের দিন আমন্ত্রণ জানিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে আসে। ওখানে থাকার সময় পল ও রাচেল অর্থোডক্স গির্জায় পুণরায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমদিকে গির্জা কিছুটা ওজর আপত্তি জানালেও পরবর্তীতে মেনে নেয়। এটা ছিলো চমৎকার আয়োজন যা পল আজীবন মনে রাখবেন। তিনি পাদ্রিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অল্টার থেকে নামলেন।

"সুন্দর ছিলো আয়োজনটা," ম্যাককয় বললেন। "এইসব গু-বিষ্ঠা...দুঃখিত, মানে আর্বজনা, এর চেয়ে ভালোভাবে শেষ করা যেত না।"

রাচেল হাসলেন। "বাচ্চারা তোমার মতো গালি-গালাজ রপ্ত করে ফেলতে পারে, তাই না?"

"আমার মুখটা একটু খারাপ।"

তারা ক্যাথেড্রালের সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

"তাহলে কাটলাররা এবার মিনস্কের দিকে যাচ্ছে?" ম্যাককয় জিজ্ঞেস করলেন।

পল সায় দিয়ে বললেন, "এই একটা শেষ কাজ বাকি, তারপর সোজা বাড়ি যাব।"

পল জানেন ম্যাককয় এখানে এসেছেন স্রেফ প্রচারণার জন্য। বিশালদেহী মানুষটা হাসিমুখে অ্যাম্বার রুমের পর্দা উন্মোচনে উপস্থিত থেকেছেন, উপভোগ করেছেন প্রেসের মনোযোগ। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি এমনকি *ল্যারি কিং*-এর লাইভ শো'তে ছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকও তাকে নিয়ে একটা এক ঘণ্টার স্পেশাল অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছে; এর জন্য তারা যে অর্থের প্রস্তাব

দিয়েছে তা ম্যাককয়ের বিনিয়োগকারীদের খুব সহজেই সন্তুষ্ট করতে পারবে।

তারা সদর দরজার সামনে এসে থামলেন।

"নিজেদের খেয়াল রাখবেন," ম্যাককয় বললেন। তারপর ইঙ্গিতে বাচ্চাদের দেখিয়ে বরলেন, "তাদেরও।"

রাচেল তার গালে চুমু খেয়ে বললেন, "আমি কি আপনাকে ঠিকমতো ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য?"

"আপনি আমার জায়গায় হলে একই কাজ করতেন।"

"হয়তোবা না।"

ম্যাককয় হেসে উঠলেন। "এটা কিছুই না, ইয়োর অনার।"

ম্যাককয়ের সাথে হাত মেলালেন পল। "যোগাযোগ রাখবেন, ঠিক আছে?"

"ওহ্, আমার হয়তোবা এমনিতেই আপনার সাহায্যের দরকার পড়তে পারে।"

"নিশ্চয় আবার কোন খনন অভিযানে নয়?" পল বললেন।

ম্যাককয় শ্রাগ করলেন। "কে জানে? আরো অনেক কিছু খোঁজার বাকি আছে।"

দু'ঘণ্টা পর সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ট্রেনটা ছাড়লো। তারা এখান থেকে দক্ষিণে বেলারুসের দিকে যাচ্ছেন যা কিনা পাঁচ ঘণ্টার পথ। যাত্রাপথ ঘন বন দ্বারা সন্নিবেশিত ও ঢালু মাঠে ভরা। হেমন্ত এসে গেছে এবং লাল, কমলা ও হলুদ পাতা আত্মসমর্পন করেছে হিমেল হাওয়ার তোড়ে।

রাশিয়ান অফিসিয়ালরা বেলারুসিয়ান প্রশাসনকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে সবকিছু সম্ভবপর হয়। ক্যারল এবং মায়া বোরিয়ার কফিন বিশেষ ব্যবস্থায় সকালে এসে পৌছেছে। রাচেল জানেন তার বাবা তার জন্মভূমিতেই সমাহিত হতে চেয়েছিলেন। তবে সেইসাথে তিনি এটাও চেয়েছেন যেনো তার বাবা-মা একসাথে থাকেন। এখন তারা বেলারুসের মাটিতে একসাথেই থাকবেন।

কফিনগুলো মিনস্ক ট্রেন স্টেশনে অপেক্ষা করছে। তারপর রাজধানী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে একটি চমৎকার গোরস্থানে ওগুলো ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কাটলার পরিবার একটি ভাড়া করা গাড়িতে করে ট্রাকটাকে অনুসরন করে আসেন।

বেলারুসের একজন বিশপ এই ব্যক্তিগত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজটি পরিচালনা করেন। পবিত্র বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় একসাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাচেল, পল, মার্লা ও ব্রেন্ট। কফিনগুলো যখন আস্তে আস্তে কবরে নামানো হচ্ছিল তখন ঘাসের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল হালকা বাতাস।

"তোমাদের নানা-নানিকে বিদায় জানাও," রাচেল বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বললেন।

তিনি তাদের দুজনের হাতেই ধরিয়ে দিলেন তিসির টুকরা। বাচ্চারা কবরের সামনে এসে কুঁড়িগুলো ছুঁড়ে দিলো। পল কাছে এসে রাচেলকে ধরে রাখলেন। রাচেলের চোখ অশ্রুসিক্ত। পলের চোখও ভেজা।

রাচেল কবরের দিকে এগিয়ে গেলেন। "বিদায়, বাবা।"

পল তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। "বিদায়, ক্যারল। শান্তিতে ঘুমান।"

তারা কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে বিশপকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলো। বিশাল নির্মল আকাশে একটা বাজ পাখিকে উড়তে দেখা গেলো। প্রচণ্ড গরমে শান্তির পরশ বুলিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা দ্রুত ছুটে গেটের দিকে এগিয়ে গেলো।

"সোজা গিয়ে কাজে যোগ দিবে, তাই না?" রাচেল পলকে জিজ্ঞেস করলেন।

"বাস্তব জীবনের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার সময় এসে গেছে।"

রাচেল জুলাইয়ের পুর্ননির্বাচনে জয়ী হয়েছেন যদিওবা তিনি তেমন কোন প্রচার অভিযানই চালান নি। অ্যাম্বার রুম উদ্ধারের পেছনে তার ভূমিকার কারণেই তিনি অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে এত সহজে হারাতে পেরেছেন। মার্কাস নেটলস নির্বাচনে গো-হারা হেরেছেন, তবে রাচেল তার সাথে দেখা করে আগের সব ঝামেলা মিটিয়ে এসেছেন।

"তোমার কি মনে হয় আমার বিচারক হিসেবে থাকা উচিত?" রাচেল জিজ্ঞেস করলেন।

"এ সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।"

"আমার মনে হচ্ছে হয়তোবা আবার বিচারক হওয়াটা খুব একটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে না। এটা আমার অনেক মনোযোগ কেড়ে নেয়।"

"তোমার যেটা করতে ভালো লাগে সেটাই করা উচিত," পল জবাবে বললেন।

"আগে মনে হতো একজন বিচারক হতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু এখন আমি এ ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত নই।"

"আমি একটা ফার্মকে চিনি যেটা তার লিটিগেশন ডির্পাটমেন্টে একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন বিচারককে নিতে দারুণ আগ্রহী হবে।"

"ফার্মটার নাম নিশ্চয়ই প্রিজেন এন্ড উডওয়ার্থ, তাই না?"

"হয়তোবা। তুমি তো জানো আমার সেখানে ভালোই ক্ষমতা আছে।" তিনি হাত বাড়িয়ে পলের কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগলেন। এভাবে জড়াজড়ি করে হাঁটতে ভালো লাগছে তার। কয়েক মুহূর্ত তারা নীরবে হেঁটে চললেন। রাচেল ভাবতে থাকলেন তার ভবিষ্যত নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে এবং পল'কে নিয়ে। আবারো আইনজীবী হলে খুব একটা মন্দ হয় না। প্রিজেন এন্ড উডওয়ার্থ-ও হবে কাজ করার জন্য একটা চমৎকার জায়গা। তিনি পলের দিকে তাকালেন, একটু আগে শোনা কথাগুলো আবারো শুনতে পেলেন।

"তুমি তো জানো আমার সেখানে ভালোই ক্ষমতা আছে।"

তিনি পলকে জোরে জড়িয়ে ধরলেন, প্রথমবারের মতো তার সাথে কোন তর্কে লিপ্ত হলেন না।